জঁা পল সার্ত

আধুনিকতম সাহিত্য এবং দর্শনের পটে জঁা পল সার্ত সম্ভবতঃ বিস্ময়কর এবং সবচেয়ে শ্রদ্ধাবহ একটি চিহ্ন। জীবন, মনন এবং ব্যক্তি—এই তিনের বিচিত্র সমন্বয়ে বিতর্কিত অস্তিত্ববাদের এক চূড়ান্ত অবয়ব তাঁর সমগ্র সাহিত্য আর দার্শনিক প্রয়াসে উচ্চকিত এবং উচ্চারিত। তাঁর দর্শনই ফরাসী অস্তিত্ববাদ।

তিনি ১৯০৫ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ার পাট প্যারিসেই সম্পন্ন হয়। ১৯২৯ সালে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর তিনি দর্শনের শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৪ সনে বার্লিনে ফ্রেঞ্চ ইনষ্টিটিউটে বছর খানেক ছিলেন, তখনই আধুনিক জার্মান দার্শনিকদের সঙ্গে পরিচিত হন। অতঃপর শিক্ষকতা করেন প্যারিসের লীসে কন-দোর্সে। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল সার্তের। পরবর্তীকালে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে লেখাকেই জীবনের একমাত্র বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন। তখন থেকে লে টেম্পস মডার্ণস (Modern Times) পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন।

তাঁকে ফরাসী অস্তিত্ববাদের জনক বলা হয়ে থাকে। এই অস্তিত্ব-বাদের উৎসরণ হয় মানুষের আত্ম-চেতনা থেকে। উচ্চমার্গ দর্শনের নিরবচ্ছিন্ন আবর্তে ব্যক্তিত্ব যখন চরম সংকটের সম্মুখীন, তখনই সার্তের কাছে ধর্ম, সমাজ, ঈশ্বর সব মেকীতে পরিণত হলো—ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-শক্তি পরিণত হলো এক প্রচণ্ড শক্তিতে। সময়ের যন্ত্রণা, অসহায়তা, হতাশা সব কিছুর মূলে ব্যক্তি মানুষের ব্যঞ্জনা, সব কিছুর নিয়ন্তা সে নিজে, সে নিজে যা সে তাই, তার কোন পূর্ব পরিকল্পনাকারী নেই।

হওয়ার পরেই শুধু সে বলতে পারে, আমি এই, আমি আছি, এই অস্তিত্বই হলো সার, আর সব গৌণ। তার অর্থ, মানুষ নিজেকে নিজে যেমন তৈরী করে, সে তাই, এবং এটাই অস্তিত্ববাদ। এই চেতনা বোধ থেকে মানুষ বুঝতে পারে সে ব্যর্থ, সে প্রকৃতির কাছে অগ্রহণ-যোগ্য, এখন কি তখন সব সময় অযোগ্য। তাঁর কাছে পৃথিবী অর্থ-হীন, নিজের সংকটে তার একমাত্র রক্ষাকারী একমাত্র আশ্রয় সে নিজে। চরম সংকটের মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়ালেই সে উপলব্ধি করে, ঈশ্বর নেই, নিয়তির উৎপীড়নের কাছে সে একাকী এবং পরিত্যক্ত, আর তখনই তাকে এই সত্যকে চিনতে হয়, নিজের শক্তি ছাড়া আত্মাবলম্বন ছাড়া আর কিছুই কোথাও নেই যার উপর সে নির্ভর করতে পারে। এই জ্ঞান, এই উপলব্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলশ্রুতি হলো সত্তার স্বাধীনতা, তার একক মহত্ত্ব। সত্তার এই স্বাধীনতা মানুষকে শেখায়, বাইরের কোন শক্তি কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া বা পূর্ব-নির্ধারিত কোন কিছু নয় সে। বরং নিজেই সে নিজের পরিকল্পনাকারী, নির্মাণকারী, রক্ষাকারী।

এই তাঁর সাহিত্যাশ্রয়ী দার্শনিক মতবাদ। জীবনের মন্ত্র, ব্যক্তির পরিচয়। এরই প্রতিফলন ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামান্য একজন সৈনিক হিসেবে অংশ গ্রহণকারী সার্ত্রের অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবনের প্রকাশ পাঁচটি গল্পে। তার মধ্যে অধিকতর সমৃদ্ধ গল্প হচ্ছে The Wall এবং Childhood of a Leader। এগুলো গল্প নয়, অস্তিত্ববাদের মূর্তরূপ। জার্মান অধিকৃত দিনগুলোর স্মৃতিবহ নাটক The flies এর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। এবং জীবনের বিশেষ করে প্রাক্ এবং উত্তর মহাযুদ্ধে তাঁর সাধারণ নাগরিক ও সৈনিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আবর্তিত ত্রয়ী উপন্যাস Roads to Freedom (La Chemins de la liberte´)-এর সর্বত্র সেই একই ব্যঞ্জনা প্রতিফলিত।

Roads to Freedom এর তিনটি খণ্ড হচ্ছে, The age

of reason (L'age de raison), The Reprieve (Le Sursis) এবং Iron in the Soul (La morte dans L'-ame)। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম পর্ব The age of reason ১৯৩৮-এর গ্রীষ্মকাল। নায়ক ম্যাথু দেলারু। দর্শনের অধ্যাপনা তার পেশা। পরিচিত বন্ধুবান্ধব, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা আকাংখা, বেদনা যন্ত্রণা, নাইট ক্লাব, আর্ট গ্যালারি, ছাত্র, কাফে সোসাইটি আর সব ঘিরে তার এক বিশেষ ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা। মার্সেলকে সে ভাল-বাসে। মার্সেল অন্তঃসত্ত্বা। অথচ মার্সেলকে সে বিয়ে করতে পারে না—কেননা সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেছে, তাই বিয়ে করতে হলে তাকে বাধ্য হয়েই করতে হবে। সেখানে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। বিয়ে করতে হলে এমনিই করতো, কিংবা এমনিই করবে সে, কোন বাধ্য-বাধকতার চাপে নয়। বিয়ে করতে ইচ্ছে যখন হবে তখনই সে তা করবে। তার আগে নয়। মার্সেলের সঙ্গে তার চুক্তি, কেউ কারো কাছে কিছু গোপন করবে না। অথচ সেই অলিখিত চুক্তি চোখের আড়ালে কেউ মানতে পারছে না, দুজনেই চুক্তির শর্ত ভাঙছে কিন্তু কেউ কারো কাছে ধরা দিচ্ছে না। চুক্তির শর্ত ভাঙছে কারণ সে নিজে ছাড়া আর কারো কাছে কোন allegiance-এর কথা স্বীকার করে না। বলছে, If I did not try to assume responsibility for my own existence, it would seem utterly absurd to go on existing। এই মনোবৃত্তি তার কাছে পাপ নয়, এটাই সে, এটাই তার পরিচয়, তার সত্তা। মার্সেলের গর্ভ-নষ্ট করার জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের দরকার। টাকাটা কেউ দিচ্ছে না তাকে, নিজের ভাই, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র কেউ নয়। অথচ সুযোগ এল টাকাটা পাবার, ইচ্ছে করলেই সে লোলার বাক্স ভেঙ্গে টাকাটা নিতে পারে, কিন্তু প্রথমে নিতে পারল না সে। ওখানেই তার পরাজয়, ব্যর্থতা। ভাবল, তাহলে তার স্বাধীনতার অর্থ কি? ইচ্ছে করলেই সে কিছু করতে পারছে না কেন। এবং তখন তার স্বাধীনতা প্রবৃত্তির

কাছে হার মানল। একজন সুশিক্ষিত রুচিবান মানুষ, দর্শনের যিনি অধ্যাপক, তিনি এক বিগত যৌবনা কামুক মহিলার সর্বস্ব বলে বিবেচিত টাকাটা চুরি করলেন, এবং সেই চৌর্যে নিজের স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করলেন। এবং তখন মার্সে'লের গোপন প্রেমিক, ম্যাথুর সঙ্গে তার চুক্তিভঙ্গের নায়ক দানিয়েল মার্সে'লকে বিয়ে করতে সম্মত হলো, সম্মত হওয়ার কারণ দানিয়েলের প্রেম নয়, কাম নয়, তার চাওয়া নয়। দানিয়েল মার্সে'লকে ভালবাসে, কিন্তু দানিয়েল আবার সমকামী যে। বিয়ে করল, সন্তানটাকে মার্সে'ল চায় বলে, চায় অন্তরের গভীরে কোন বাসনা দিয়ে। ম্যাথু বলছে, 'তুমি ওকে বিয়ে করছো, নিজেকে শুধু বলি দেওয়ার জন্য।' দানিয়েল বলছে, 'তাতে কি? সে আমার নিজস্ব ব্যাপার।' তার ইচ্ছের স্বাধীনতা আর কি।

এবং যখন দানিয়েল স্থির করল বিয়ে করবেই মার্সে'লকে তখন ম্যাথু ভাবল, সে একা। এই মার্সে'লটার অস্তিত্ব না থাকলেই ভাল হতো। কিন্তু পরমুহূর্তে তাকে ভাবতে হলো, না, মার্সে'ল নয়, মার্সে'ল কিংবা দানিয়েল কেউ তার স্বাধীনতা খণ্ডিত করে নি, my life has drained it dry। এবং, না, ওসব কিছু না, জীবন তাকে কিছু দেয় নি, সে কিছু নয়। সে কিছু-নয়, অথচ তার পরিবর্তন হচ্ছে না, রূপান্তর হচ্ছে না, সে যা সে তাই। ম্যাথুর ব্যক্তিজীবনের এমনি সংকটের ঘণ্টা আর মিনিটগুলোর অন্তরালে সতর্ক সঙ্গোপনে, প্রায় আবছায়ার মতো মহাযুদ্ধ এগিয়ে আসছে পায়-পায়। এগিয়ে আসছে সব কুশীলবের অজান্তে মহাযুদ্ধ, আতঙ্কে গর্ভবতী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

The Reprieve (আরো কিছু জীবন) শুরু হয়েছে ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে। সমস্ত ইয়োরোপ অধীর আগ্রহে মিউনিখ কনফারেন্সের ফলাফল জানবার অপেক্ষায় বসে। এই খণ্ডটিতে যুগপত বিভিন্ন ঘটনা আর চরিত্রের বর্ণনা—ঘটনা চরিত্র এবং মানস, রেখাসঙ্কুল আবর্তে সমস্ত ইয়োরোপের উৎক্ষিপ্ত চঞ্চলতাকে ধারণ করে রেখেছে। ঘটনার পর ঘটনার, ঘটনার উপরে সুপার-ইম্পোজ করা আরো ঘটনার—এমন বিচিত্র

সমাবেশ কেবলমাত্র সার্ত্রের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই না। ম্যাথু, অদেত (ম্যাথুর ভাবী)। অদেত সঙ্গোপনে ম্যাথুকে কামনা করে, ম্যাথুকে যুদ্ধে যেতে হবে, আহা বেচারা ম্যাথু। ম্যাথুর প্রতি অদেতের একান্ত ভালবাসার কিছু উন্মেষ ঘটেছে এই সঙ্গে, এই সঙ্গে ম্যাথু আইভিচের সম্পর্কের জটিলতা, সকলের স্বাধীনতা, কি ব্যক্তিক কি নাগরিক এখানে সব বিপন্ন বিপর্যস্ত। এই যে দেশপ্রেম, যে দেশপ্রেমের জন্য যুদ্ধ করতে হয়, জীবন দিতে হয়, সেই দেশপ্রেম এক কঠিন বাস্তব পরীক্ষার সম্মুখীন এখানে। যুদ্ধ, দেশপ্রেম, মূল্যবোধ সব ভাল, কিন্তু এখানে যে নিজের জীবন বিপন্ন, অতএব শান্তি চাই, যে কোন কিছুর মূল্যে শান্তি চাই। এ ওর দোষ দিচ্ছে, অমুক আমাদের এখন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সমগ্র বইটিতে ম্যাথুই কেবল আত্মস্থ। আলাপ আলোচনা হচ্ছে নেতাদের মধ্যে, মত বিনিময় হচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পর্কে ফাটল ধরছে, যে জার্মানরা দুদিন আগেও মাথা তুলে কথা বলে নি আজ তারা উচ্চশির। ফ্রান্সের মর্যাদা, সম্ভ্রম, না, ওসব কিছু নয়, করাল ছায়া আছে যুদ্ধের, আতঙ্ক আছে পরাজয়ের, সেটাই সত্য। কেননা ইতিহাসের ঘটনা ঘটুক কারো কিছু যায় আসে না, কিন্তু ব্যক্তি যে মুহূর্তে বিপন্ন, যে মুহূর্তে সংকট এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় জীবনের ঘাড়ে, তখন সব মূল্যবোধ সবখান থেকে উধাও, একমাত্র জীবিত প্রশ্ন তখন অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম করা। সেজন্যই শান্তি চাই। এবং শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। জয় হলো অস্তিত্বের।

Iron in the soul (শিকল অন্তরে) ১৯৪০-এর জুন মাসের ঘটনা-ধারা। পরাজিত ফ্রান্স। যে সব বীর সন্তানেরা বুক ফুলিয়ে ফ্রন্টে গিয়েছিল নিজের মা বোনের, দেশের, মাটির সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দুর্বার ইচ্ছে নিয়ে, তারা বন্দী, পরাজিত। পরাজয়ের অর্থ তাহলে এই। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাহলে এই তারা ভেবেছে এদ্দিন, এই ওরা করেছে। মানুষ ঠোঁট উল্‌টিয়েছে, কাঁধ ঝাঁকিয়েছে, দৌড়ে পালিয়েছে, ওই সব সাহসী মানুষেরা। ম্যাথুর মতো বীর পুরুষদের

ঘৃণা করতে শিখতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে কেমন করে হত্যা করতে হয়। বস্তুত Roads to Freedom ত্রয়ী উপন্যাসের মূল পরিকল্পনা অস্তিত্ববাদের আলেখ্যরূপ এই খণ্ডে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। The age of reason ও The Reprieve-এর কিছু কিছু চরিত্র এখানে এসে তাদের নিজস্ব সত্তার রূপ প্রত্যক্ষ করেছে একদিকে, অন্যদিকে একটা গোটা দেশ নিজের অস্তিত্বের চেহারা দর্পনে বিম্বিত দেখতে পেয়েছে। ব্যক্তির বেলায় যা সত্য, দেশের বেলায় তা একই রকম সত্য রূপে প্রতিভাত, তেমনি ইতিহাসের বেলায়। গোমেজ স্প্যানিয়ার্ড, মূলতঃ চিত্রশিল্পী, যুদ্ধে সে কর্ণেল ছিল, এখন জীবিকার অন্বেষণে রীতিমতো পর্যুদস্ত। স্পেনের দুঃসময়ে ফ্রান্স এগিয়ে আসে নি সাহায্য করতে, আসেনি মার্কিনও। গোমেজ বলছে, কেউ কাউকে সাহায্য করে না, Nation or citizen, its the same thing : every man for himself। আবার, যুদ্ধের দায়িত্ব কোন ব্যক্তির একার দায়িত্ব নয়, অথচ জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সেই পরাজয়ের ফল দিনের পর দিন সেই ব্যক্তিকেই ভক্ষণ করে যেতে হয়। পরাজয়ের স্বাদ রণক্ষেত্রে যেমন, কেউ পছন্দ করুক বা করুক, তেমনি জীবনক্ষেত্রেও। আইভিচ পছন্দ করুক বা না করুক, জীবনের কিছু এসে যায় না, স্বামী সংসার কাউকে সে দুচোখে দেখতে পারে না, অথচ সেখানেই তাকে থাকতে হচ্ছে, কেননা শ্বশুর বাড়ি তাকে ভালবাসে, সাজিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। সেই আইভিচ যে মুহূর্তে স্থির করল ওখানে আর সে থাকবে না তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে জানতো না, মুক্তি তাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম।

কি বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্যে অস্তিত্ববাদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে বন্দী শিবিরে সৈনিকের আর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে, ভালবাসায়, যন্ত্রণায় এবং স্মৃতিতে। তখন ওরা ভাবল, ওদের অবস্থা তো সেই একই থেকে গেল, পরাজয়ের ফলে শুধু ওদের প্রভুর চেহারা বদল হয়েছে। আগে ছিল ফরাসী অফিসার ফরাসী ভাষায় হুকুম করতো, এখন আসবে

[এগার]

জার্মান অফিসার, স্যারের জায়গায় বলতে হবে হের। এবং তখন ম্যাথুর আত্মগত ভাবনা : জীবনকে আমি ভালবাসতাম সেই সব দিন-গুলোয়। আমি আর পারি না। আমার আর বেদনা নেই, যন্ত্রণা নেই, আপশোষ নেই। আমাকে বিচার করার অধিকার কারো নেই, আমার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে, অন্য কেউ নয়। আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল হলো আমরা ধরনীতে বন্দী প্রাণী, পৃথিবীমুখী মন আমাদের। তা না হলে বন্দী শিবিরের মানুষগুলো নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু না ভাবতে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেল কি করে। অথচ কোন কাজ নেই করবার তাদের। যুদ্ধের আগে কাজই ছিল তাদের নেশা, কাজ দিয়ে ছিল পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক : এখন যেহেতু কিছু করবার নেই, কাজেই যা কিছু ঘটুক তাদের মাথাব্যথা নেই। এ যেন জীবনের প্রহসন, তবু সমগ্র জীবন বটে।

আর ম্যাথু কি ? পরাজয় এবং মৃত্যু অনিবার্য জেনে ম্যাথু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করল, হত্যা করল,—এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই যে ইচ্ছার স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজেকে বলি দিল—শুরু থেকে শেষ এই সমগ্র জীবনটার নাম ম্যাথু দেলারু। এর বাইরে আর কোন ম্যাথু নেই, আর কোন জীবন নেই ম্যাথু দেলারুর।

শহীদ আখন্দ

এক

ভাসিজেতরি রোডের মাঝ বরাবর আসতেই লম্বামতো একটা লোক ম্যাথুর হাত চেপে ধরল। রাস্তার ওইপারে ফুটপাথে একজন পুলিশ টহল দিচ্ছে।

"দুই একটা ফ্রাঙ্ক দেন না ওস্তাদ? খিদে পেয়েছে।" লোকটার চোখ কোটরাগত, ঠোঁট পুরু, গায়ে মদের গন্ধ।

ম্যাথু প্রশ্ন করে, "খিদে না তেষ্টা, কোনটা?"

"তেষ্টা নয়, এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি। সত্যি, এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি।" জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে ওঠে লোকটা।

পকেটে হাত ঢুকায় ম্যাথু। পাঁচ ফ্রাঙ্কের নোট একটা আছে।

"ব্যস, ব্যস। এমনিই বললাম আর কি।"

নোটটা ম্যাথু ওর হাতে গুঁজে দেয়।

লোকটা দেয়ালে হেলান দিল, বলল, "আপনি খুব ভালো। এটা আমি এমনি নেবো না, আপনার জন্য একটা দোয়া করবো। কী পেলে আপনি খুশি হন। বলুন, কী দোয়া করবো?"

দুজনেই ভাবতে লাগল।

তারপর ম্যাথু বলল, "আর হলেই হলো একটা।"

"বেশ। আমি আপনার সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করলাম। কেমন!"

লোকটা হাসল। যেন তারই জিত। ম্যাথু দেখল, পুলিশটি হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছে। লোকটার জন্য দুঃখ হল তার।

"ঠিক আছে। দেখা হবে।" বলল ম্যাথু।

সে চলে যাচ্ছিল, লোকটা ধরে ফেলল।

"খালি সৌভাগ্য যথেষ্ট নয়। মোটেই যথেষ্ট নয়।"

ওর গলায় দরদ কেঁপে উঠল।

"তা হলে ?"

"আপনাকে একটা জিনিস দেবো..."

টহলদার পুলিশটি ততক্ষণে এসে গেছে।

"ভিক্ষা করছো, তোমাকে হাজতে ঢুকাবো আমি।" পুলিশটি বলল।

পুলিশটির বয়স কম। গাল রক্তবর্ণ। ভাব করছে যেন ছাড়বার পাত্র নয় সে।

"আধ ঘণ্টা ধরে দেখছি, রাস্তার ভদ্রলোকদের বিরক্ত করছো।"

বলল বটে, কিন্তু গলায় হুমকির ধমক ফুটল না।

বেশ ডাঁটের সঙ্গে ম্যাথু বলল, "ভিক্ষা করছিল না তো। আমরা একটু কথা বলছিলাম।"

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি তুলে পুলিশটি, কেটে পড়ল। লোকটার সবটা দেহ দুলছে। পুলিশকে যেন ও দেখেই নি।

"পেয়েছি। আপনাকে আমি একটা ষ্ট্যাম্প দেবো, মাদ্রিদের ষ্ট্যাম্প।"

পকেট থেকে ও সবুজ রঙের একটা কার্ড বের করল। বাড়িয়ে দিল ম্যাথুর দিকে। ম্যাথু পড়ল :

"সি. এন. টি.। দিয়ারো কনফেডারেল। ইজেমপ্লেয়ার ২। ফ্রান্স। এনার্কো সিণ্ডিক্যালিষ্ট কমিটি, ৪১ বেলভিল রোড, প্যারিস-২।" ঠিকানার নিচে ষ্ট্যাম্প, তা-ও সবুজ রঙের। পোষ্টাপিসের সীল মারা : মাদ্রিদ। করমর্দনের জন্য ম্যাথু হাত বাড়িয়ে দেয়।

"অসংখ্য ধন্যবাদ।"

লোকটা চটে গেল, "আরে, এটা মাদ্রিদ, মাদ্রিদ।"

ম্যাথু ওর দিকে তাকাল। ভদ্রলোককে খুব উত্তেজিত মনে হলো। কী যেন ও বলতে চায়, বলতে পারছে না, বলার জন্য আকুলি

বিকৃতি করছে। তারপর সে চেষ্টা ত্যাগ করে শুধু বলল, 'মাদ্রিদ।'

"হুঁ, তাই।"

"ওখানে আমি যেতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যাওয়া হলো না।"

ওর সারা মুখে অন্ধকার নেমে এলো। বলল, "দাঁড়ান, দেখি।"

ষ্ট্যাম্পের উপরে আঙ্গুল বুলাল।

"ঠিক আছে। আপনি এটা নিন।"

"ধন্যবাদ।"

ম্যাথ্‌ হাঁটতে থাকে। পিছন থেকে লোকটা কী যেন চীৎকার করে বলল।

"কি বলছেন?" ম্যাথ্‌ বলে।

লোকটা পাঁচ ফ্রাঙ্কের নোটটা দেখাচ্ছে।

"এইমাত্র এক ভদ্রলোক আমাকে পাঁচ ফ্রাঙ্কের একটা নোট দিয়েছে। আমি আপনাকে একগ্লাস রাম খাওয়াবো।"

"না, আজকে নয়।"

অনুশোচনার অস্পষ্ট অনুভব বুকে বয়ে ম্যাথ্‌ হাঁটে। একদিন ছিল, শহরে ঘুরে বেড়াতো উদ্দেশ্যবিহীন, যে কোন পরিবেশে যে কোন সাহচর্যে মদের দোকানে ঢুকতো। সেসব দিন আর নেই। ও খেলায় কোনদিন কিছু হয় না। লোকটাকে বেশ ভদ্র বলেই মনে হলো। স্পেনে ও যুদ্ধ করতে চায়। পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয় ম্যাথ্‌। ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে ভাবল: "বলার মত কোন কথা আমাদের ছিলও না আসলে।" পকেট থেকে সবুজ রঙের কার্ডটা বের করল। "চিঠিটা মাদ্রিদ থেকে এসেছে ঠিক, কিন্তু ওর নামে নয়। নিশ্চয়ই কেউ তাকে দিয়েছে। আমার হাতে দেওয়ার আগে কার্ডটাকে ও আঙ্গুল বুলিয়ে আদর করছিল, এবং তার একমাত্র কারণ এটা মাদ্রিদ থেকে এসেছে।" যে রকম মুখ করে, যেরকম চাহনি দিয়ে আদর করছিল ষ্ট্যাম্পটাকে, সেই মুখ, সেই চাহনি মনের পটে ভেসে

উঠল। অস্বাভাবিক প্রদীপ্ত সে চাহনি। হাঁটতে হাঁটতে ষ্ট্যাম্প-টাকে চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর পুরু সেই কাগজের টুকরোটা রেখে দিল পকেটে। ইঞ্জিনের হুইসিল শোনা গেল। ম্যাথ্যু ভাবল: "আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি।"

দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট। অনেক আগে চলে এসেছে ম্যাথ্যু। নীল রঙের ছোট বাড়িটা পার হয়ে এল একবার সে থামল না, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না পর্যন্ত। আসলে দেখেছে সে ঠিক চোখের আড়ে। ম্যাডাম দুফের ঘরে আলো জ্বলছে, আর সব জানালায় অন্ধকার। এখনো মার্সেলের বাইরের দরজা খোলার সময় হয় নি। ও উবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা-র দেহের উপরে। পুরুশালি হাতে মশারি-খাটানো বিরাট বিছানার ভিতরে ঢুকে মার গায়ের চাদর ঠিক করে দিচ্ছে। এখনো ম্যাথ্যুকে ঘিরে আছে বিষাদ। মনের ভিতরে বাজছে: "পাঁচশো ফ্রাঙ্কে চলতে হবে উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত—দিনে গড়ে তিরিশ ফ্রাঙ্ক, না তারো কম। শালার চলবো কেমন করে?" হঠাৎ ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করে।

ম্যাডাম দুফের ঘরের আলো নিভে গেছে। একটু পরে মার্সেলের জানালায় আলো জ্বলে উঠল। রাস্তা পার হয়ে মুদির দোকানের পাশ কেটে চলে এল: পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে, নতুন জুতোয় শব্দ না হয় আবার। দরজা খোলা। এতো আস্তে ঠেলল, তবু ক্যাঁচ করে শব্দ হয়ে গেল। "বুধবারে তেলের পাত্রটা নিয়ে আসব, কবজাগুলোয় তেল লাগিয়ে দেবো।" ম্যাথ্যু ভিতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে অন্ধকারে জুতো খুলে নিল। সিঁড়িতে শব্দ উঠছে ক্যাঁত-ক্যাঁত। জুতো হাতে সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠে, পায়ের পুরো চাপ ফেলবার আগে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে পরখ করে দেখে। মনে মনে বলে, "ঢঙ কতো!"

সিঁড়ির মাথায় উঠবার আগেই মার্সেল দরজা খুলল। একরাশ আবছা লাল কোমলগন্ধ কুয়াশা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত

সিঁড়িপথে লুটিয়ে পড়ল। ওর পরনে সবুজ রঙের লম্বা অন্তর্বাস। জামা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে নিতম্বের লোভনীয় ভাঁজের ঐশ্বর্য। ম্যাথু দেখল। ঢুকল ঘরের ভিতরে। এই ঘরটায় ঢুকলেই তার মনে হয় মস্ত বড়ো ঝিনুকের খোলের ভিতরে ঢুকেছে সে। দরজা বন্ধ করে দিল মার্সেল। বড় দেয়াল-আলমারীর দিকে এগোল ম্যাথু। আলমারী খুলে ভিতরে জুতো রাখল। তারপর মার্সেলের মুখের উপর চোখ পড়তেই মনে হলো, কিছু কি যেন একটা হয়েছে।

আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

মার্সেল চাপা গলায় জবাব দিল, "কিছু না। ভালো আছো, বুড়ো খোকন?"

"টাকা পয়সা নেই আর কি। এমনিতে ভালো আছি।"

ম্যাথু ওর গলায় আর ঠোঁটে চুমু খেল। গলায় সামুদ্রিক তেলের গন্ধ, মুখে সস্তা সিগ্রেটের। বিছানায় বসে মার্সেল ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। ম্যাথু কাপড় খুলছে।

"এটা কি?" ম্যাথু প্রশ্ন করল।

তাকের উপর একটা অচেনা ফটো। ভাল করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে গেল সে। শান্তময়ী যুবতী একটি মেয়ের ছবি, চুল ছেলেদের মতো করে ছাঁটা, মুখে কঠিন অপ্রতিভ হাসি। গায়ে বেটাছেলের জ্যাকেট, পায়ে চাপটা হিলের জুতো।

মার্সেল মুখ তুলল না, বলল, "আমার ছবি।"

ঘুরে দাঁড়াল ম্যাথু। অন্তর্বাস মাংসল উরুর উপরে তুলে এনেছে মার্সেল। সামনের দিকে নুয়ে আছে একটু। জামার নিচে সুগোল স্তনের শ্রীময় রেখায় চোখ আটকে রইল ম্যাথুর।

"কোথায় পেলে এটা?"

"এলবামে। ১৯২৮ সনে তোলা।"

সুন্দর করে জ্যাকেটটা ভাঁজ করে আলমারীর ভিতরে জুতোর পাশে রাখল ম্যাথু।

জিজ্ঞেস করল, "ফ্যামিলি এলবাম এখনো দেখো তুমি ?"

"না। কিন্তু হঠাৎ আজকে কী যে হলো, ইচ্ছে হলো সে সব দিনের কথা ভাবতে। দেখতে শখ হলো তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে কেমন ছিলাম। কেমন ছিলাম, যখন সব সময় ভালো থাকতাম। একটু আনো ত এখানে।"

ম্যাথ্ ছবিটা নিয়ে আসতেই মার্সেল প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার হাত থেকে। মার্সেলের পাশে বসল সে। মার্সেল কেপে উঠল। ছবিটার উপর চোখ রেখেই সরে বসল। ঠোঁটে অনিশ্চিত হাসির রেখা।

"কী সৃষ্টিছাড়া ছিলাম যে তখন, মাগো !"

বাগানের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা মূর্তির মতো। মুখ হা-করা। মেয়েটা যেন ঠিক এই আজকের মার্সেলের মতো দর্পিত প্রত্যয়ে বলতে যাচ্ছে : "কী সৃষ্টিছাড়া ছিলাম আমি, মাগো !"

কিন্তু ও তো লাস্যময়ী তন্বী।

মার্সেল মাথা নাড়ে।

"এমন সৃষ্টিছাড়া ! লুকসেমবার্গে কেমিস্ট্রির একটা ছাত্র তুলেছিল। গায়ের ব্লাউজটা দেখছো যে, ওইদিনই কিনেছিলাম। পরের রোববারে ফঁতেরুতে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল, তাই। কী দিনই যে গেছে, উঃ ঈশ্বর !"

কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। এমন অশালীন ছিল না ওর হাবভাব। গলা এমন কাঠখোট্টা পুরুষালি ছিল না। বিছানার একপাশে বসে আছে, মনে হচ্ছে ভীষণ উলঙ্গ আর অসহায়। হালকা-লাল আধো-অন্ধকারের এই ঘরে ও যেন বিপুলকায় এক চীনেমাটির ফুলদানি। পুরুষালি গলার কথা আর দেহের সুতীব্র ঘ্রাণ পীড়াদায়ক। ওকে কাঁধে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ম্যাথু।

"দিনগুলোর জন্য দুঃখ হয় তোমার ?"

নিস্পৃহ কণ্ঠে মার্সেল জানায়, "না। তখনকার জীবনটা অন্য

রকম হতে পারতো, হয় নি, এইসব ভেবে দুঃখ হয়।"

রসায়ন পড়ছিল ও। অসুখে পড়ে ছাড়ল। "কেউ দেখলে ভাববে, তার জন্যই বুঝি রাগ করে আছে আমার উপর," ম্যাথু এটা ভাবল। কিছু একটা জিজ্ঞেস করার জন্য ও মুখ খুলল, কিন্তু ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে চেপে গেল। ছবির দিকে তাকিয়ে আছে ও, তন্ময়, বিষাদমলিন।

"একটু মুটিয়ে গেছি, তাই না?"

"হ্যা।"

কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে ছবিটা ছুঁড়ে মারল বিছানায়। ম্যাথু ভাবল, "সত্যিই এক পচা জীবন ছিল ওর।" ওর গালে চুমু খেতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু ও সরে গেল আস্তে করে, মুখে অপ্রতিভ হাসি।

বলল, "দশ বছর আগে।"

এবং ম্যাথুর মনে হলো, "আমি ওকে কিছুই দিতে পারছি না।" সপ্তাহে চার রাত ওর কাছে আসে। কি করেছে, না করেছে, সব সবিস্তারে বলে। গম্ভীর গলায, অনেকটা মা-র মতো করে ও উপদেশ দেয়। প্রায়ই বলে, "আমি যেন আমার নয়, অন্য কারো জীবন ধারণ করছি।"

ম্যাথু জিজ্ঞেস করে, "গতকাল কি করেছিলে? বাইরে গিয়েছিলে?"

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ে মার্সেল, বলে "না। খুব ক্লান্ত লাগছিল। কিছুক্ষণ বই পড়লাম, মা দোকানের ব্যাপারে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করা শুরু করল, পড়া আর হলো না।"

"আর আজকে?"

অপ্রসন্ন কণ্ঠে ও বলে, "আজকে বাইরে গেছিলাম। ইচ্ছে করল, খোলা বাতাস খেয়ে আসি একটু, রাস্তায় লোকজন দেখে আসি। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলাম গেইট রোড অবদি। খুব ভালো লেগেছিল। তারপর আদ্রেকে দেখতে খুব ইচ্ছে করল।"

"হলো দেখা?"

"হ্যাঁ. পাঁচ মিনিটের জন্য। ওর ওখান থেকে বের হতেই নামল বৃষ্টি। জুন মাসে বৃষ্টি, কেমন অদ্ভুত ঠেকল। লোকগুলান যেন কেমন বিচ্ছিরি লাগল দেখতে। ট্যাক্সি করে চলে এলাম বাসায়। তুমি কি কি করেছিলে, বলো।"

মার্সেলের গলা নিস্তেজ, তাপহীন।

ম্যাথু বলতে চায় না। কি করেছে সে, কি করে নি।

বলল, "গতকাল স্কুলের শেষ ক'টা ক্লাস নিলাম। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করলাম জ্যাকদের ওখানে। জানোই ত, সে কেমন ক্লান্তিকর ব্যাপার। আজকে সকালে গেলাম খাজাঞ্চির কাছে, কিছু এডভান্স পাওয়া যায় কিনা দেখতে। পাওয়া গেল না। বোভেতে কিন্তু খাজাঞ্চির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিলাম। ওসব চলতো। তারপর দেখা হলো আইভিচের সঙ্গে।"

মার্সেল ভুরু উঁচিয়ে তাকাল তার দিকে। ওর কাছে আইভিচের প্রসঙ্গ আনা ম্যাথু পছন্দ করে না।

ম্যাথু পুনশ্চ বলল, "ওর অবস্থা কাহিল।"

"কেন?"

মার্সেলের গলা এখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। চেহারায় এসেছে ভারিক্কী পুরুষালি ভাব।

ম্যাথু ঠোঁট টিপে বলল, "পরীক্ষায় গাড্ডা মারবে।"

"কিন্তু খুব খাটছে বললে সেদিন!"

"তা, সাধ্যিমতো খেটেছে বৈ কি—মানে, বই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে ঠিকই। কিন্তু ও কী পাত্র, তুমি তো জানোই। ওর কল্পনাগুলো সব আজব। অক্টোবরে ভালই করছিল বোটানিতে। এগজামিনারও খুশি। তারপর হলো কি, হঠাৎ মাথায় ঢুকল, টাক-পড়া এক ছেলের সামনে ও বসে আছে আর সেই ছেলে সিলানতেগাতাকে নিয়ে আলোচনা করছে। মনে হলো, ভারী মজার কাণ্ড তো! ভাবল, 'চুলোয় যাক সিলানতেগাতা।' ওই ছেলে ওর মুখ

থেকে আর একটা বর্ণও বের করতে পারল না।"

মার্সেলের চোখ ঢুলুঢুলু। বলল, "কী অদ্ভুত ছেলেমানুষ!"

ম্যাথু বলে, "আমার তো মনে হয়, আবার ও ওরকম করবে, নয়তো, আরো উদ্ভট কোন খেয়াল ঢুকবে মাথার ভিতরে।

ম্যাথুর কথা বলার ধরনে সযত্নে লুকানো নিরাসক্তির সুর ফুটে উঠল। মার্সেলকে আসল কথা জানতে দিতে চায় না সে। শব্দ দিয়ে যতটুকু বলা যায়, তাই শুধু বলছে সে। "কিন্তু শব্দ কী?"

সে থামলো। হতাশায় মাথা নিচু করল। আইভিচের সঙ্গে ওর হৃদয়ের ব্যাপার মার্সেলের জানা আছে বেশ। এমন কি সে যদি আইভিচের প্রেমিকও হয় তাতেও মার্সেল কিছু মনে করবে না। শুধু একটা বিষয় সে জোর দিয়ে বলেছে—আইভিচ সম্পর্কে কথা বললে তাকে ঠিক এমনি সুরে বলতে হবে। ম্যাথু ওর পিঠে হাত বুলোচ্ছে, ওর চোখের পাতা বুঁজে আসছে। কেউ পিঠে হাত বুলোলে ওর ভাল লাগে, বিশেষ করে নিতম্বের কাছটিতে আর দুই কাঁধের মাঝখানটিতে। হঠাৎ ও নিজেকে সরিয়ে নেয়। ম্যাথুর পরবর্তী কথা শুনে ওর চেহারা কঠিন হয়ে উঠে। ম্যাথু বলল,

"দেখো মার্সেল, আইভিচকে বাদ দিলেও আমার কিছু যায় আসে না। ঠিক আমার মতোই, ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা ওর নেই। তাছাড়া ডাক্তারী পাশ করলে প্রথম শবব্যবচ্ছেদের সময় ও এমন ভড়কে যাবে, আর কোনদিনই যাবে না ও দিকে। কিন্তু এবারে যদি পাশ না করে, তাহলে সাংঘাতিক একটা কিছু করে বসতে পারে। ফেল করলে ওর বাবা-মা ওকে আর পড়াবে না।"

"কী ধরনের সাংঘাতিক একটা কিছু?" মার্সেল স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করে।

"তা জানি না।" ম্যাথু চিন্তিত, হতচকিত।

"আহা, তোমাকে আমায় চিনতে বাকী নেই। স্বীকার করতে সাহস পাচ্ছো না, আবার ভয়ও পাচ্ছো, কি জানি ও যদি আবার বুকের

ভিতরে বুলেট ঢুকিয়ে দেয়। আর সেই চীজ ভান করে, রোমান্টিক সব কিছুতে বড় ঘৃণা তার। সত্যি, কেউ মনে করবে ওর চামড়াই তুমি দেখো নি। আমি তো ওটা ধরতেই পারবো না, কি জানি, আবার যদি ছ'ড়ে যায়। এমন চামড়ার এমন পুতুল, রিভলবারের গুলিতে সব ভণ্ডুল করবে না। নিখুঁত রাশ্যানদের মতো, চেয়ারে আসীন, নতমুখ, চুল সারা মুখে, সামনে রাখা পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ব্রাউনিং-য়ের উপর দৃষ্টি, ওর এমন ছবি আমি খুব ভালো করে কল্পনা করতে পারি। কিন্তু এর বেশী, কক্ষনো না। রিভলবার হলো আমাদের মতো কুমীরের চামড়ার জন্য।"

ও একটা হাত রাখল ম্যাথুর হাতে। ম্যাথুর চামড়া ওর চেয়ে ফর্সা।

"একটু তাকাও, ডার্লিং, আমারটার দিকে। মরক্কোর চামড়ার মতো।" ও হাসতে শুরু করল। "আমি খুব সুন্দর চুপসে যেতে পারবো, কেমন, তাই না? আমার বাঁ বুকের নিচে একটা গোল ফুটো আমি দেখতে পাচ্ছি, ফুটোর চার পাশে দিব্যি পরিষ্কার লাল লাল কোণ। কোন রকম বিকৃতি নেই।"

ও হেসেই যাচ্ছে। ম্যাথু একটা হাত ওর মুখে রাখল।

"চুপ। তুমি বুড়ো মানুষটাকে জাগিয়ে দেবে।"

ও চুপ করল। ম্যাথু বলল, "কী ভীতু তুমি!"

ও জবাব দিল না। একটা হাত ম্যাথু ওর পায়ে বুলোতে থাকে মৃদু। নরোম মাখনের মতো ওর চামড়া ম্যাথু ভালবাসে। নিচের দিকে লোমশ আভাস, ওর আঙ্গুলে অসংখ্য সূক্ষ্ম শিহরণ জাগায়। মার্সেল নড়ে না। ও ম্যাথুর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর ম্যাথু তার হাত সরিয়ে নেয়।

"আমার দিকে তাকাও।" সে বলে।

পলকের জন্য ম্যাথু মার্সেলের চঞ্চল চোখ দুটো দেখে নেয়, চোখে চকিতে উদ্ভাসিত হলো এক উদ্ধত হতাশা।

"কি হলো?"

"কিছু না।" ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল।

ও সবসময় এরকম। আবেগে আত্মস্থ। একটা মুহূর্ত আসবে যখন নিজেকে ও ধারণ করতে পারবে না। তখন ও হঠাৎ সব ফাঁস করে দেবে। এখন শুধু সেই মুহূর্তের জন্য সময় গুণে যাওয়া। সেই সব নিঃশব্দ বিস্ফোরণকে ম্যাথুর বড় ভয়। এই যে এই ঝিনুকের খোলের মতো ঘরে ফিসফিসানির সতর্কতার সঙ্গে প্রেমকে ভাষা দিতে হয়, যাতে করে ম্যাডাম দুকের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে, এটা তাকে সব সময় বিদ্রোহী করে তোলে। ম্যাথু উঠে, আলমারীর দিকে এগোয় এবং জ্যাকেটের পকেট থেকে পুরু কার্ডবোর্ডের চৌকোনো টুকরোটা বের করে আনে।

"এই দেখো।"

"কি ?"

"কিছুক্ষণ আগে রাস্তায় একটা লোক আমায় দিয়েছে। দেখতে বেশ ভদ্রলোকের মতোই মনে হলো। ওকে আমি কিছু টাকা দিয়েছি।"

মার্সেল তার হাত থেকে কার্ডটা নিল। কিন্তু খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। রাস্তার ওই লোকটার সঙ্গে ম্যাথু সহযোগীর মতো একটা একাত্মতা বোধ করল। সে আবার বলে, "এটা ছিল তার কাছে এক পরম সম্পদ, বুঝেছো ?"

" ও কি বিপ্লবী নাকি ?"

"তা জানি না। ও আমাকে মদ খাওয়াতে সেধেছিল।"

"তুমি না করেছো ?"

"হ্যা।"

"কেন ? ওর সঙ্গে কথা বললে হয়তো আনন্দ পেতে।" মার্সেল এমনি আলতো করে বলল।

"দুর।" ম্যাথু বলল।

মার্সেল মাথা তুলে একটু হেসে চট করে ঘড়ি দেখল একবার। "বিষয়টা অবশ্যই অদ্ভুত। কিন্তু এসব কথা আমাকে বলছো,

এটা আমার ভাল লাগছে না। ঈশ্বর জানেন, বলবার মতো এমন কথা এই মুহূর্তে অজস্র আছে। তোমার জীবন হারানো সুযোগে ভরপুর।"

"একে তুমি হারানো সুযোগ বলছো ?"

"হ্যাঁ। এক সময় ছিল, আগ বাড়িয়ে এ সব লোকের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করতো তোমার।"

ম্যাথু বলল, "তা হলে বলতে হয়, আমি বদলে গেছি। তোমার কি ধারণা, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি ?"

ম্যাথুর গলায় সহজ পরিহাস।

মার্সেল গম্ভীর কণ্ঠে বলে, "তোমার বয়স চৌত্রিশ।"

চৌত্রিশ। আইভিচের কথা ম্যাথুর মনে পড়ল। বিরক্তির ছোট একটা আঘাত সম্বন্ধে ও সচেতন হলো।

"হ্যাঁ,·· কিন্তু আমার মনে হয় এটা বয়সের জন্য নয়। বলা চলে এটা একটা মনের খুঁতখুঁতানি। হবে, মনের অবস্থা ভালো ছিল না।"

"তোমার মন আজকাল খুব কমই ভালো থাকে।" মার্সেল বলল।

"ওর মনও বোধ হয় ভালো ছিল না। মদ খেলেই মানুষ আবেগ-প্রবণ হয়। আমি ওসবের মধ্যে থাকতে চাই নি।" ম্যাথু বলে উঠল চট করে।

এবং সে ভাবল : "এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ঘটনাটিকে এমন করে আমি দেখি নি।" সে আন্তরিক হতে চেষ্টা করল। ম্যাথু এবং মার্সেলের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, ওরা পরস্পরের কাছে সব কথা খুলে বলবে, কোন কিছু লুকোবে না।

"আসল ঘটনা হলো—" সে শুরু করল।

কিন্তু মার্সেল হাসতে শুরু করে দিল, চাপা, তীক্ষ্ণ, ছলকে-পড়া হাসি। যেন ও ম্যাথুর মাথায় হাত বুলোচ্ছে, বলছে, "আহা বেচারা !" কিন্তু ওর চেহারায় আন্তরিকতার লক্ষণ অনুপস্থিত।

ও বলল, "ঠিক তোমার যা স্বভাব। আবেগকে এতো ভয় তোমার! মদ খেয়ে ওই লোকটার কাছে একটু আবেগ যদি প্রকাশই করতে, কিছু আসতো যেতো তোমার?"

"তাতে আমার কোন উপকারও হতো না।"

নিজেকে যেন নিজেরই কাছ থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছে সে।

মার্সেল হাসল, শীতল সে হাসি। ম্যাথু ভাবল, "ও আমাকে টেনে বের করতে চাচ্ছে।" ম্যাথু অস্থির হয়ে উঠল। শান্তির প্রতি নিজেকে আসক্ত বোধ করল এবং তাতেই হতচকিত হলো। আসলে তার মেজাজ এখন ভাল, কোন তর্কে যেতে চায় না তাই।

সে বলে, "দেখো, আমাকে এমন কোণঠাসা করা ঠিক হচ্ছে না তোমার। প্রথমতঃ আমার সময় ছিল না। আমি তোমার কাছে আসছিলাম।"

মার্সেল বলল, "তা অবশ্য। ও কিছু নয়। একদম কিছু নয়, সত্যিই। ওতে একটা বিড়ালকে পর্যন্ত বেকায়দা করা যায় না। কিন্তু যাই বলো, ঘটনাটা রোগের উপসর্গের মতো।"

ম্যাথু চমকে উঠল। কেন সে এমন ক্লান্তিকর শব্দ ব্যবহার করে!

বলল, "তুমি এতো আগ্রহ দেখাচ্ছো কেন, এটা সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।"

"যে প্রাঞ্জলতার বড়াই করে বেড়াও তুমি, এই সেই। নিজের কাছে প্রবঞ্চিত হওয়ার বাজে ভয়ে এতো ভীত তুমি, ভালমানুষ! পৃথিবীর সুন্দরতম এডভেঞ্চার থেকে পালিয়ে বেড়াবে, তবু নিজের কাছে মিথ্যে কথা বলবে না একটা।"

"কথাটা সত্যি। তুমি তো জানোই সব। কিন্তু এতো আবার সেই পুরনো কাহিনী।"

এটা ওর অন্যায়। 'প্রাঞ্জলতা' শব্দটাকে সহ্য করতে পারে না ম্যাথু! এই কিছুক্ষণ আগে মার্সেল শব্দটাকে সংগ্রহ করল।

এমনি, গত শীতে 'তাড়া' শব্দটা পেয়ে বসেছিল ওকে (কোন শব্দই এক ঋতুর বেশী টিকে না ওর কাছে)। সেই শব্দের অভ্যাসে বাঁধা পড়েছিল দুজনেই। অভ্যাসকে মেনে নেওয়ার যুগ্ম দায়িত্ব কিনা, তাই। বাস্তবিক পক্ষে, কার্যতঃ এটাই তাদের প্রেমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। মার্সেলের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছে যখন থেকে, তখন থেকেই চিরদিনের জন্য মন থেকে নিঃসঙ্গতার সমস্ত ভাবনা ধুয়ে মুছে পরিত্যাগ করেছে। ছায়াময় ভীরু সেই সব ঠাণ্ডা ভাবনা মাছের অলক্ষিত প্রাণচঞ্চলতা নিয়ে সহসা ছুটে আসতো তার মানসে। সামগ্রিক স্বচ্ছতা ব্যতিরেকে সে ভালবাসতে পারে না : মার্সেল তার স্বচ্ছতার মূর্তরূপ, তার বন্ধু, সাক্ষী, তার উপদেষ্টা, তার সমালোচক।

সে বলল, "নিজের কাছে মিথ্যে বললে আমাকে ভাবতে হতো আমি তোমার সঙ্গেও মিথ্যে কথা বলছি। সেটা আমি সহ্য করতে পারতাম না।"

"তাই।"

মার্সেল বলল বটে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হলো না ম্যাথুর কথা বিশ্বাস করেছে ও।

"বিশ্বাস হচ্ছে না, মনে হয়।"

"না। হচ্ছে।" মার্সেল অন্যমনস্কভাবে বলল।

"মনে করছো, নিজের সঙ্গে মিথ্যাচার করছি আমি ?"

"না, সে কথা থাক। সে তো কোনদিন জানবার উপায় নেই। তবে আমার তা মনে হয় না। তবু, আমি কী বিশ্বাস করি জানো ? আমি বিশ্বাস করি নিজেকে তুমি একটু একটু নির্বীজ করা শুরু করেছো। এ কথা আজকে আমার মনে হয়েছে। তোমার মনের ভিতরে সবকিছু এতো পরিচ্ছন্ন আর ফিটফাট। তাতে আনকোরা কাপড়ের গন্ধ। মনে হয় এইমাত্র তুমি শুকানোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছো। কিন্তু ওখানে ছায়ার অভাব। তোমার সম্পর্কে এখন

অপ্রয়োজনীয়, দ্বিধান্বিত বা গোপন কিছু নেই। সব ভর-ভুপুর। আবার বলে বসো না, এসবই আমার ভালর জন্য। তোমার নিজস্ব উত্তরাই দিয়ে তুমি অবতরণ করছো। তুমি আত্মবিশ্লেষণের সুরুচি অর্জন করেছো।"

ম্যাথু অস্থির হলো। প্রায়শই মার্সেল রুক্ষ থাকে বলা চলে। সব সময় ও সতর্ক, কিছুটা বা আক্রমণাত্মক, একটু সন্দিগ্ধ এবং যদি ম্যাথু ওর কোন কথায় সায় না দেয় সে প্রায়ই ভাবে সে ওর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে চাইছে। কিন্তু মতান্তরের এমনি কোন প্রতিজ্ঞায় খুব কমই ওর সম্মুখীন হয়েছে। তারপর আসে বিছানার ওপর ফটোটার কথা। মার্সেলকে ও দেখল: কথা বলার প্ররোচনা মার্সেলকে দেবার সময় এখনো আসে নি।

সে বলল সহজ করে, "যেমন করে বলছো, আমি নিজের জন্য এতোটা আগ্রহী নই।"

মার্সেল বলে, "সে আমি জানি। এটা লক্ষ্য নয়, উপায়। এতে নিজের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ায় সাহায্য হয়, এতে ধ্যান করার জন্য, আত্মসমালোচনার জন্য সাহায্য পাওয়া হয়। তুমি তো সেই রকম দৃষ্টিভঙ্গিই পছন্দ করো। যখন নিজের দিকে তুমি তাকাও, তুমি ভাবো তুমি যা দেখছো তুমি তা নও, তুমি কল্পনা করো, তুমি কিছু-না। সেই তোমার আদর্শ: তুমি কিছু-না হতে চাও।"

"কিছু-না হতে?" ম্যাথু ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে। "না, তা নয়। শোন। আমি—আমি নিজের কাছে ছাড়া অন্য কোন আনুগত্য স্বীকার করি না।"

"হ্যাঁ—তুমি মুক্ত হতে চাও। সম্পূর্ণ মুক্ত। এই তোমার পাপ।"

"এটা কোন পাপ নয়। এটা হল—এ ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে?"

সে বিরক্ত হলো। এই সব কথা মার্সেলকে আগে একশ' বার সে বুঝিয়েছে, এবং ও জানে এটাই তার হৃদয়ের প্রায় সবটা জুড়ে আছে।

"আমি নিজের অস্তিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের চেষ্টা না করি যদি, অস্তিত্ব বজায় রেখে চলাটাকে মনে হবে চরম অযৌক্তিক।"

মার্সেলের মুখে নেমে এল এক সহাস্য গোঁয়াতুর্মি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—এটা তোমার পাপ।"

ম্যাথুর মনে এল: "এমনি ন্যাকা ন্যাকা অভিনয় করার সময় ওকে আমি সহ্য করতে পারি না।" সে মনের এই ভাবটা দমন করে শুধু বলল:

"এটা পাপ নয়। আমি এভাবেই তৈরী।"

"পাপই যদি না হবে তাহলে অন্যান্য মানুষ এমন ভাবে তৈরী হয়নি কেন?"

"ওরাও তেমনি তৈরী, তফাৎ হল, তা তারা জানে না।"

মার্সেল এখন হাসছে না। ওর ঠোঁটের কোণে কঠিন কালো একটা রেখা ফুটে উঠলো।

"বেশ। অমন মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আমি বোধ করি না।"

ম্যাথু ওর আনত পিঠের দিকে তাকাতে একটু কষ্ট বোধ করল: ওর কাছে থাকলে সব সময় এই বিবেকদংশন এই অসঙ্গত মনস্তাপ তাকে অভিভূত করে রাখে। সে বুঝতে পারল, মার্সেলের জায়গায় নিজেকে সে কোন দিন বসাতে পারবে না। "যে স্বাধীনতার কথা আমি বলি, সে স্বাধীনতা সবল সুস্থ মানুষের।" সে ওর গলায় একটা হাত রাখল এবং আলতো করে যৌবন বিরহিত কিন্তু কামনাধর মাংস টিপে দিল।

"জীবনের উপর তুমি কি বিতৃষ্ণ, মার্সেল?"

প্রায় অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে ও তার দিকে তাকাল।

"না।"

নীরবতা। আঙুলের ডগায় ম্যাথু শিহরণ বোধ করল। শুধু আঙুলের ডগায়। আস্তে আস্তে মার্সেলের পিঠে তার হাত প্রসারিত করে, মার্সেলের চোখের পাতা বুঁজে আসছে। চোখের পাতায়

কালো লম্বা পাঁপড়ি, ম্যাথু দেখল। ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। সেই মুহূর্তে ওর প্রতি সম্ভোগের ইচ্ছা তার জাগল না, বরং তার ভিতরে ছিল, সূর্যালোকে বিগলিত তুষারস্তূপের মতো ওর অনমনীয় তির্যক তেজ কেমন করে গলে, তা দেখার একটা ব্যাকুলতা। ইচ্ছে করে মার্সেল ম্যাথুর কাঁধে মাথা রাখল। ওর বাদামী দেহ, চোখের নিচে নীলচে শিরার ভাঁজ প্রকট। ম্যাথু ভাবল, "ও বুড়িয়ে যাচ্ছে।" নিজে যে বুড়ো হয়ে গেছে সে কথাও মনে হলো। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি নাড়া দিচ্ছে তাকে। তাহোক, তবু সে ওর উপর ঝুঁকে পড়ল। ওকে যদি ভুলে থাকতে পারতো, নিজেকে যদি ভুলে থাকতে পারতো! সময় কেটে যায়, যেহেতু ওকে সম্ভোগ করবার সময় সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ ঘটে তার। ওর ঠোঁটে চুমু খেল, অদ্ভুত সুন্দর কোমল তুলতুলে ঠোঁট। মার্সেল আস্তে করে সরে গিয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ নিমীলিত। অবশ অসহায়। ম্যাথু উঠে প্যান্ট খুলল। শার্ট খুললো। ওগুলো ভাঁজ করে রাখল বিছানায় পায়ের দিকে। তারপর ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ খুলেছে ও, স্থির দৃষ্টি। দুহাত মাথার নিচে রেখে একদৃষ্টে ছাদের দিকে চেয়ে আছে।

"মার্সেল।"

জবাব দিল না মার্সেল। চোখে রুক্ষকঠিন দৃষ্টি। হঠাৎ ও উঠে বসল। বসল এসে বিছানার কিনারে, নিজের উলঙ্গতার দিকে তাকিয়ে নিজেরই যেন কষ্ট হলো।

"না, কি হয়েছে বলতে হবে।"

"কিছু হয় নি।" গলাটা যেন বেসুরো ঠেকল।

মিষ্টি করে ম্যাথু বলল, "না হয়েছে। কি যেন ভাবছো তুমি। আমরা দুজন দুজনের কাছে কিছু লুকাবো না বলে চুক্তি করি নি মার্সেল?"

"যা হয়েছে, তাতে তোমার কিছু করবার নেই, শুনে মন খারাপ

হবে শুধু।'

ওর চুলে হাত বুলোয় আলতো।

'তবু বলো।"

"হয়েছে যা হবার।"

"কি?"

"যা-হবার তাই হয়েছে।"

ম্যাথুর চেহারা বিকৃত হলো।

"ঠিক বলছো?"

"একেবারে কোন সন্দেহ নেই। জানোই ত, সহজে আমি আতঙ্কিত হই না। দুইমাস ধরে হচ্ছে না।"

"বেশ হয়েছে, এবার বুঝো ঠেলা।" ম্যাথু বলল।

এবং ম্যাথু ভাবল, "কমছে কম তিন সপ্তাহ আগে বলা উচিত ছিল ওর।" হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখতে হয় কোন কাজে—ইচ্ছে করলে পাইপ ধরানো যায়। পাইপ জ্যাকেটে, জ্যাকেট আলমারীর ভিতরে। টেবিল থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে আবার রেখে দিল।

মার্সেল বলল, "শুনলে তো কি হয়েছে? এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? এমন অবস্থায় সবাই নষ্ট করে দেয়, তাই না?"

"তাই। আমার কাছে একটা ঠিকানা আছে।" মার্সেল বলে।

"কার কাছে পেলে?"

"আঁদ্রে। ও গেছিল একবার।"

"সেই বুড়ী, ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল গত বছর যে? ছয়-মাস ও উঠে বসতে পারে নি। সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।"

"বাবা হওয়ার শখ আছে তাহলে?"

ও সরে ম্যাথুর কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসল। দৃষ্টিতে পুরুষালি ভাব নেই, তবে ক্ষুব্ধ। হাত রেখেছে উরুর সঙ্গে চ্যাপটা করে। বাহু দুটো যেন মাটির বৈয়মের দুটো হাতল। ম্যাথু দেখল, ওর মুখ শাদা হয়ে গেছে। বাতাস ওখানে এখন হালকা-লাল,

রোগাটে। হালকা-লাল তার স্বাদ, গন্ধ। ওর সর্বাঙ্গ শাদা, নীরস। একটা উদ্গত কাশি ও যেন দমন করতে চেষ্টা করছে।

"দাঁড়াও। হঠাৎ, কথা নেই, বার্তা নেই, এই কথা বলছো। আমাদের দুজনেরই চিন্তা করা দরকার।" ম্যাথ্যু বলল।

মার্সেলের হাত কাঁপছে। হঠাৎ অত্যন্ত জোরে ও বলে উঠে, "তুমি এ নিয়ে চিন্তা কর এটা আমার ইচ্ছে নয়। তুমি কেন ভাববে, তোমার কি!"

তার দিকে ও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে লেহন করতে লাগল ম্যাথুর গলা, কাঁধ, কোমর, এবং তারও নিচে। ম্যাথ্ ভীষণ লজ্জা পেল, লজ্জায় মুখ লাল হলো। পা দুটো এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল সে।

"তুমি কিছুই করতে পারো না।"

মার্সেল আবার বলল। এবং বেদনার্ত বিদ্রূপে যোগ করল, "এখন তো এটা মেয়েলি ব্যাপার।"

শেষ শব্দ ক'টি ওর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো তীক্ষ্ণ শরের মতো। তেল-চকচক বেগুনি ছোপে রঞ্জিত ওর মুখ যেন ছাইরঙা সারা মুখের ওপর বসা এক লাল পোকা, সে পোকা ভিতরে ঢুকতে সচেষ্ট। ম্যাথ্ ভাবল, "ও হতমানিত বোধ করছে। ও আমাকে ঘৃণা করছে।" তার খারাপ লাগল। ঘর থেকে লাল-লাল কুয়াশা হঠাৎ যেন উঠে গেল, ভিতরকার সমস্ত সামগ্রীর ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে গেল শূন্যতা। এবং ম্যাথ্ ভাবল, "ওর এই দশা আমিই করলাম।" বাতি, দর্পনে প্রেতায়িত প্রতিচ্ছায়া, তাকের উপর ঘড়ি, হাতল-অলা চেয়ার, আধখোলা আলমারী, ওরা যেন কোন যন্ত্রের প্রাণহীন কলকব্জা, ওরা ভাসছে, শূন্যতায় আপন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্তিত্বের অনুসরণ করছে। ওরা অনমনীয়, অদম্য। গ্রামোফোনে চাপানো রেকর্ডের মতো, বাজছে তো বাজছেই। গা ঝাড়া দিয়ে উঠল ম্যাথু, কিন্তু সেই অশুভ দুর্বৃত্ত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলো না নিজেকে। মার্সেল ওখানেই আছে, নড়ছে না,

এখনো তাকিয়ে আছে ম্যাথুর উলঙ্গ দেহের দিকে। পাপিষ্ঠ সেই ফুলের দিকে, যে ফুলটি আলতো করে ওর উরুর জঙ্ঘায় নিষ্পাপ নিরপরাধের চেহারা নিয়ে পড়ে আছে। ম্যাথুর চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল, কাঁদতে ইচ্ছে করল। ম্যাডাম ডুফে জেগে উঠবেন, কিছুই করতে পারছে না সে। কোমর বেষ্টন করে মার্সেলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। মার্সেল ঢলে পড়ল তার কাঁধে, একটু যেন ফুঁপিয়ে উঠল, কান্নাকে যেন চীৎকার হতে দিতে চায় না। ব্যস এইটুকু, এর বেশি বাড়াবাড়ি উচিত হবে না : বৃষ্টিহীন এক ঝড়ের মতো।

যখন মাথা তুলল, তখন ও অনেকটা প্রশমিত।

বেশ জোর দিয়ে বলল, "আমাকে তুমি ক্ষমা করো প্রিয়তম আমার। এখন আমার দরকার বিস্ফোরিত হবার। সারাদিন চেপে রেখেছি নিজেকে। না, দোষ তোমার নয়। তোমাকে দোষ দিই না।"

ম্যাথু বলল, "স্বাভাবিক। আমারও খারাপ লাগছে খুব। এই প্রথম এমন হলো ..উঃ ঈশ্বর : কি যন্ত্রণা! বোকামি করলাম আমি আর মূল্য দিতে হচ্ছে তোমার। ওকথা বলে আর কি হবে। যা হবার তা হয়ে গেছে, এটাই এখন সবচেয়ে বড় কথা। ওই বুড়ী মেয়েলোকটা কে, কোথায় থাকে বলো দিকিনি ?"

"চব্বিশ নম্বর মগীয়া রোড। শুনেছি ভীষণ সেকেলে ব্যাপার স্যাপার।"

"বুঝলাম। কি ভাবে যাবে ? বলবে যে আঁদ্রে পাঠিয়েছে তোমাকে ?"

"হ্যা। ওর ফি মোটে চারশ' ফ্রাঙ্ক। সবাই বলে, এটা নাকি ভীষণ সস্তা।"

মার্সেলের [illegible] সুর নেমে গেল যেন হঠাৎ।

ম্যাথু খিঁচিয়ে উঠে, "বুঝলাম তো। সংক্ষেপে, দাম বড় সুবিধা-জনক।"

প্রসাদপ্রাপ্ত নবীন প্রেমিকের মতো বিশ্রী লাগছে ম্যাথুর।
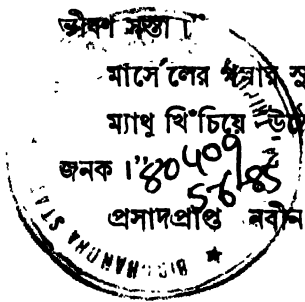
লম্বা কদাকার সম্পূর্ণ বিবস্ত্র এক লোক এমন এক কাজ করে বসেছে, যা তার করা উচিত হয় নি, এখন সে হাসছে মিটিমিটি। এবং আশা করছে, কেউ তাকে কিছু বলবে না। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়, মার্সেল তার শাদা প্রশস্ত মাংসল উরু, তার আত্মতৃপ্ত অনিবৃত্ত উলঙ্গতাকে দেখেছে। এ এক হাস্যকর দুঃস্বপ্ন বটে। "আমি যদি ও হতাম, তাহলে এই সব মাংসের ভিতরে আমার নখ ঢুকিয়ে দিতাম।"

বলল, "সেটাই তো চিন্তার কথা : ও যে বেশী দাম হাঁকছে না।"

মার্সেল বলল,"দাম কম হাঁকছে, সে তো আমার সৌভাগ্য। কি রকম দেখো, আমার কাছে ঠিক চারশ' ফ্রাঙ্কই আছে। দর্জিকে দেওয়ার জন্য জমিয়েছিলাম। ওটা পরে দিলেও চলবে।"

বেশ জোরের সঙ্গে মার্সেল আবার বলল, "আমার তো মনে হয়, দামী ক্লিনিকে, যেখানে রুগী দেখলেই চারহাজার ফ্রাঙ্ক গুনতে হয়, যেমন দেখাশোনা করতো, এখানেও তাই হবে। আর তাছাড়া, আর কোন উপায়ও নেই।"

ম্যাথু বলে, "না, এছাড়া আর উপায় নেই। কখন যাবে?"

"কালকে মাঝরাতের দিকে। খবর নিয়েছি, রাত্রে ছাড়া কারো সঙ্গে দেখা করে না ও। কেমন সৃষ্টিছাড়া, তাই না? কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে ও যেন আমারই এক উন্মত্ত সত্ত্বা। যেমন মানুষ আমার দরকার, ও তেমন একজন। যেমন আমার মা, তেমনি আমি। দিনের বেলায় ও শুকনো জিনিসের দোকান চালায়, ঘুমোয় কম। একটা উঠোনের পাশ দিয়ে গিয়ে ঢুকে দেখবে দরজায় নিচের দিকে তালা-দেওয়া—ওইটেই।"

ম্যাথু বলে, "ঠিক আছে, আমি যাবো।"

মার্সেল আশ্চর্য হয়ে ওকে দেখল।

"পাগল হয়েছো তুমি! ও তোমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবে, ভাববে তুমি পুলিশের লোক।"

"আমি যাবো।"

"কিন্তু কেন? কি বলবে তুমি ওকে?"

"জায়গাটা কি রকম, আমার দেখতে হচ্ছে। আমার পছন্দ না হলে তুমি ওখানে যাবে না। কোন ডাইনী বুড়ী তোমার সর্বনাশ করবে, সে আমি হতে দেবো না। বলব, আঁদ্রের কাছ থেকে এসেছি, আমার এক মেয়ে-বন্ধু বিপদে পড়েছে। আসতে পারে নি, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে তাই—এই এরকম একটা কিছু বলবো।"

"ওখানে যদি না হয় তাহলে আর কোথায় যাবো?"

"একটু দেখে নিই ঘুরে-টুরে। কয়েকটা দিন সময় তো আছেই, কি বলো? কালকে সারার সঙ্গে দেখা করব। ওর নিশ্চয়ই কারো সঙ্গে জানাশোনা আছে। ওরাও তো ছেলেপুলে চায় নি প্রথম দিকে, মনে নেই?"

মার্সেলের উত্তেজনা একটু কমল। ম্যাথুর গলায় হাত দিয়ে আদর করে।

"আমাকে এতো আদর করছো তুমি, প্রাণ আমার। কি করতে চাও, বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি কিছু একটা করতে চাও। বোধ হয় চাচ্ছো, অপারেশনটা আমার উপর না হয়ে তোমার উপর হোক, তাই না?"

সুন্দর পেলব হাতে ম্যাথুর গলা জড়িয়ে ধরল মার্সেল, ন্যাকামির সুরে বলে, "সারা যার কথা বলবে, সে ইহুদী না হয়ে যায় না।"

ওকে ধরে চুমু খেতেই মার্সেলের সর্বাঙ্গ ছলকে উঠল।

"প্রাণ আমার, লক্ষ্মী, প্রাণ আমার।" আবেশে উষ্ণ মার্সেল বলল।

"জামা খোল।"

অন্তর্বাস খুলে ফেলল মার্সেল। বিছানায় ওকে শুইয়ে দেয় ম্যাথু একটু ঠেলে। স্তনে আদর করে। উত্তুঙ্গ মসৃণ বোঁটা, চার পাশে লালচে ছোপ, বৃত্তের মতো। জিনিস দুটো ভারী পছন্দ

ম্যাথুর। দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাসে মার্সেল ঘন হয়। ওর চোখ বোঁজা, দেহ কামনায় অধীর, আর্ত। ওর যেন তর সইছে না। তবে চোখের পাতা কুঁচকানো। ভয়ঙ্কর বস্তুটি গ্যাঁট হয়ে বসে আছে বুকের ভেতরে, ম্যাথুর গায়ের ওপর রাখা মার্সেলের ভেজা হাতের মধ্যে। তারপর হঠাৎ, হঠাৎই ভাবনাটা এলো ম্যাথুর মনে: "মার্সেল গর্ভবতী।" সে উঠে বসল, ওর মাথার ভেতরে গুঞ্জন তুলছে কোন গানের ভীষণ তীক্ষ্ণ অন্তরা।

"না, মার্সেল। জমছে না আজকে। দু'জনেরই মেজাজ খারাপ তো। আমি দুঃখিত।"

ঘুমঘুম আবেশে ঈষৎ বিরক্তির শব্দ বের হলো মার্সেলের গলা দিয়ে। তারপর উঠে বসল। দুইহাতে মাথার চুল ঠিক করতে লাগলো।

ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ঠিক আছে, ভাল লাগছে না বলছো যখন।"

তারপর আরো সহজ হয়ে বলল, "ঠিকই বলছো, মেজাজ বিগড়ে আছে। তোমার আদর খেতে ইচ্ছে করছিল। আবার ভয়ও লাগছিল।"

ম্যাথু বলল, "আহা। যা হবার তা হয়ে গেছে, আর ভয় নেই।"

"জানি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু ছাই ভাবতেও পারছি না। কী যে বলি তোমাকে! তোমাকে আমার ভয় লাগছে, প্রাণ আমার!"

ম্যাথু উঠে দাঁড়ায়।

বলে, "ঠিক আছে। আমি ওই বুড়ীর সঙ্গে দেখা করবো।"

"বেশ। কালকে টেলিফোন করে জানাবে, কেমন মনে হলো তোমার।"

"কালকে দেখা করা যাবে না তোমার সঙ্গে? কাজটা সহজ হতো।"

"না, কালকে নয়। ইচ্ছে করলে পরশু আসতে পারো।"

ম্যাথু প্যান্ট-শার্ট পরে নেয়। তারপর মার্সেলের চোখে চুমু খায়। বলে, "আমার উপর রাগ করো নি তো?"

"তোমার দোষ নেই। সাত বছরে এই প্রথম এমন হলো।

নিজেকে দোষী করছো কেন! তোমার দোষ কি! আমাকে বোধহয় তোমার আর ভালো লাগবে না, তাই না?"

"বাজে বকো না।"

"সত্যি বলতে কি, নিজেরই আর নিজেকে ভালো লাগছে না। মনে হয় একটা ময়দার ঢেলা হয়ে গেছি আমি।"

ম্যাথু বলল, "প্রাণ আমার, লক্ষ্মী আমার। সাত দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।"

নিঃশব্দে দরজা খুলে চুপিসারে বেরিয়ে গেল ম্যাথু, জুতো হাতে। সিঁড়ির মাথায় এসে পেছনে ফিরে তাকাল। মার্সেল বিছানায় বসে আছে। হাসল ম্যাথুর দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ম্যাথুর কেমন যেন মনে হলো তার উপর অসন্তুষ্ট ও।

ওর স্থির চোখ থেকে উত্তেজনা অন্তর্হিত হয়ে গেছে, চোখ দুটো আপন বলয়ে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা নিয়ে ঘুরতে পারছে। ও আর এখন তার দিকে তাকিয়ে নেই, তার মুখের চেহারার জন্য জবাবদিহি করতে হচ্ছে না ওর কাছে। গাঢ় রঙের কাপড় এবং রাত্রির আড়ালে লুক্কায়িত ওর অপরাধী মাংসপিণ্ড প্রয়োজনীয় আশ্রয় পেয়ে গেছে। সেই অপরাধী মাংসপিণ্ড আস্তে আস্তে ওর নিজস্ব উষ্ণতা আর স্বাভাবিকতা ফিরে পাচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে বস্ত্রের আবরণের ভিতরে। তেলের পাত্রটি? পরশু তেলের পাত্রটি আনবার কথা সে মনে রাখবে কেমন করে? ও একা।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। একথা সত্য নয়। ও একা নয়। মার্সেল তাকে যেতে বলে নি, ও বরং তারই কথা ভাবছে। ভাবছে, পাজি কুত্তা, আমার সর্বনাশ করেছে। যেমন করে বিছানায় মুতে ছোট বাচ্চা, তেমনি করে ও আমার ভিতরে ওটা ঢুকিয়ে পরে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। বস্ত্রের ভিতরে বন্দী থেকে অজ্ঞাতনামা কোন

একজনের মতো এই অন্ধকার নির্জন রাস্তায় হাঁটার কোন অর্থ হয় না। দুঃখ যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ মার্সেলের চেতনা তার সঙ্গে লেগে থাকছে ছায়ার মতো, ম্যাথুও যেন মার্সেলের কাছ থেকে চলে আসে নি। এখনো সেইখানেই আছে যেন, সেই লাল-লাল ঘরে, স্থূল স্বচ্ছতার সামনে উলঙ্গ এবং অসহায়। না, দৃষ্টির দুর্বোধ্যতা নয়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী আরও কিছু। আরো ব্যর্থ। হিংস্রতায় স্বগত সে কথা বলল, বলল ফিস ফিস করে, যেন মার্সেলকে নিশ্চিন্ত করতে চাচ্ছে সে: "শুধু এক-বার। সাত বছরে একবার।" মার্সেল বিশ্বাস করতে রাজি নয়, ঘরের ভিতরে রইল পড়ে, ম্যাথু ছাড়া আর কোন ভাবনা নেই ওর। সেই ঘরে ফিরে গিয়ে মুখ বুঁজে সম্মুখীন হওয়া বিচারের, ঘৃণার! অসহ্য! নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, হাত দিয়ে নিজের পেট পর্যন্ত লুকোতে পারছে না। যদি একই মুহূর্তে একই তীব্রতায় সে অন্য কেউ হতে পারতো।...জ্যাক, অদেত ঘুমিয়ে পড়েছে। দানিয়েল হয় মাতাল হয়ে আছে, নয় ঝিমুচ্ছে। চোখের সামনে না থাকলে আইভিচ কারো কথা মনে করতে পারে না। বোরিস হয়তো···কিন্তু বোরিসের চেতনা হলো টিমটিমে আলোশিখা, যে দুর্বার, বিশুদ্ধ প্রাঞ্জলতা দূর থেকে ম্যাথুকে আকর্ষণ করে, সে জিনিস বোরিসের ধারণার অতীত। রাত্রি গ্রাস করে ফেলেছে মানুষের প্রায় সমস্ত চেতনা: মার্সেলের সঙ্গে রাত্রে ম্যাথু একা, শুধু ওরা দুজন আছে, আর কেউ নেই।

ক্যামুর হোটেলে আলো জ্বলছে। মালিক চেয়ার গোছাচ্ছে। ডবল দরজার এক দিককার কাঠের খিল আটকাচ্ছে পরিচারিকা। অন্যদিক ঠেলে ম্যাথু ভিতরে ঢুকল। ওকে ওরা দেখুক, মানুষ ওকে দেখুক। শুধু দেখা। কাউন্টারে কনুই রেখে সে বলল, "শুভ বিকেল। সবাইকে বলছি।"

মালিক চোখ তুলে দেখল তাকে। একজন বাস কনডাক্টর টুপিতে চোখ ঢেকে মদ গিলছে। মনে হলো, ওরা দুজন সহৃদয় আকস্মিক চেতনা। কনডাক্টর ভদ্রলোক একটানে টুপি উঠিয়ে ম্যাথুর দিকে

তাকাল। মার্সেলের চেতনা তাকে ত্যাগ করল এবং রাত্রির গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"একটা বিয়ার দিন।"

"আপনি এখানে নতুন।" মালিক বলল।

"তার অর্থ এই নয় যে আমি তৃষ্ণার্ত নই।"

"তা বটে, আবহাওয়াটা তৃষ্ণার্ত। এখন বোধ হয় গ্রীষ্মের মাঝামাঝি।" কনডাক্টর লোকটা বলল।

ওরা চুপ করে গেল। মালিক গ্লাস শুকোচ্ছে। কনডাক্টর শিস দিচ্ছে আপন মনে। ম্যাথুর ভাল লাগছে, কেননা ওরা তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। গ্লাসে বিম্বিত তার মাথা দেখল ম্যাথু: রূপের সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসছে যেন একটা ভৌতিক গ্লোব। ক্যামুর হোটেলে সব সময় রাত চারটা বেজে থাকে। এটা ওখানকার আলোর গুণ। রূপোলি এই আলোছায়া চোখে লাগে। মধ্যপায়ীদের মুখ, হাত এবং চিন্তা সব শাদা করে দেয়। সে মদ খেল, ভাবল: "ওর পেটে বাচ্চা এসেছে।" কী উদ্ভট! এটা সত্য, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ব্যাপারটাকে খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে তার কাছে, খুব হাস্যকর। মনে হলো একটা বুড়ো একটা বুড়ীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। সাত বছর পর এমন হওয়া উচিত হয় নি। "ও গর্ভবতী"—ওর ভিতরে কাচের মতো স্বচ্ছ একটা জোয়ার এসেছে, তা আস্তে আস্তে ফুলতে ফুলতে একটা চোখের আকার ধারণ করছে। "ওর পেটের ভিতরে গুয়ের কুণ্ডলির মধ্যে ওটা বাড়ছে, ওটা জীবন্ত।" আধো-অন্ধকারে সে দেখল, একটা লম্বা পিন সসঙ্কোচে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, একটা অস্ফুট শব্দ, তারপর চোখটা ফুটো হয়ে থ্যাবড়ে গেল। এবং একটা হিজিবিজি পিচ্ছল পদার্থ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। "ও সেই বুড়ী হাতুড়ের কাছে যাবে, আর একটা জগাখিচুড়ি পাকাবে।" মনটা বিষিয়ে উঠল। "ঠিক আছে, তবে তাই যাক।" কথাটা তার মনঃপূত হলো না: এগুলো হলো বিবর্ণ চিন্তা, রাত চারটের চিন্তা।

"শুভরাত।"

দাম দিয়ে ও বেরিয়ে আসে।

"কি করেছিলাম আমি?" ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে করতে চেষ্টা করে। "দুই মাস আগে…" কিছুই মনে পড়ে না তার। হাঁ, ইস্টারের ছুটির পরের দিন। বরাবরের মতো, মার্সেলকে সে কোলে টেনে নিয়েছিল, আদর করে, তাতে সন্দেহ নেই। না, কামনার কোন আর্তি ছিল না ওর মনে। আর এখন…ওর বিঁধে গেছে। "একটা বাচ্চা। আমি ওকে আনন্দ দিতে চেয়েছিলাম, দিয়েছি একটা বাচ্চা। কি করছিলাম নিজেই আমি বুঝতে পারি নি। জীবনকে ধ্বংস করে কিম্বা জীবনকে সৃষ্টি করে কি আনি করছিলাম আমি জানতাম না।" সংক্ষিপ্ত শুকনো হাসি হাসল। "আর অন্যদের বেলায় কি? যারা ধর্মতঃ বাবা হতে চায়, স্ত্রীদের দেহের দিকে তাকিয়ে প্রজননের আসক্তিতে কাতর হয়—তারা কি আমার চেয়ে বেশি বুঝে? ওরা চোখ বুঁজে কাজ করে—হাঁসের লেজের তিন টুসকি। তার পরিণাম ছবি-তোলার মতো অন্ধকার ঘরের ভিতরে নরম ও চটচটে এক কর্ম। এতে ওদের কোন ভূমিকা নেই।" একটা উঠোনে সে প্রবেশ করে দরজার নিচে আলো দেখতে পেল। "এইখানে।" ওর লজ্জা লাগল।

ম্যাথু কড়া নাড়ে।

"কি চাই?" একটা কণ্ঠ জিজ্ঞেস করে।

"আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"এটা কারো বাসায় আসার সময় নয়।"

"আন্দ্রে বেসনিয়ার কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এসেছি আমি।" দরজা একটু ফাঁক হলো। এক গোছা সাদা চুল এবং একটা বিরাট নাক চোখে পড়ল ম্যাথুর।

"কি চান? দেখবেন, কোন পুলিশী চাল মারবেন-টারবেন না. তাতে ফল হবে না, এখানে সব ঠিকঠাক আছে। আমার খুশী, আমি সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখব। আপনি যদি ইন্সপেক্টর হন তো কাও

দেখান।"

ম্যাথ্যু বলল, "আমি পুলিশের লোক নই। বিপদে পড়েছি। আপনার কথা শুনে এলাম।"

"ভিতরে আসুন।"

ম্যাথ্যু ভিতরে প্রবেশ করে। বুড়ী মেয়েলোকটার পরনে পাজামা আর জিপ দিয়ে আঁটা ব্লাউজ। খুব হালকা গড়ন, চোখ কঠিন ও রুক্ষ।

"আঁদ্রে বেসনিয়াকে চেনেন আপনি ?"

ম্যাথ্যুর দিকে ও বিশ্রী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

ম্যাথ্যু বলে, "হ্যাঁ। গত বছর বড়দিনে ও যখন অসুবিধায় পড়েছিল, তখন এসেছিল আপনার কাছে। ওর শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আপনি চারবার গিয়েছিলেন ওকে দেখতে।"

"হুঁ, তারপর ?"

বুড়ীর হাতের দিকে চোখ পড়ল ম্যাথ্যুর। পুরুষের হাতের মতো সে হাত, গলা টিপে মারার হাত, কুঞ্চনে ভরা, ফাটলে ভরা। নখ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, দাগে এবং ঘায়ে দগদগে কালো। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজে কিছু লাল জড়ুল এবং একটা বড় রকমের ঘা। মার্সেলের কোমল বাদামি মাংসের কথা মনে পড়তে ম্যাথ্যু শিউরে উঠল।

সে বলল, "আমি ওর জন্য আসিনি, এসেছি ওর এক বন্ধুর জন্য।"

বুড়ী শুকনো গলায় হাসল। বলল, "এই প্রথম একজন বেটাছেলে সাহস করে আমার দরজায় এসে ধর্ণা দিল। বেটাছেলের সঙ্গে আমার কোন কারবার নেই, বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

ঘরটা নোংরা, এলোমেলো। টালি-পাতা মেজেয় এলোপাথারি পড়ে আছে খড়কুটো বাক্সপেটরা। একটা টেবিলে রাম-মদের একটা বোতল এবং একটা গ্লাসে খানিকটা রাম ম্যাথ্যুর নজরে পড়ল।

"আমার বন্ধুই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। ও আজকে আসতে পারে নি, একটা তারিখ ঠিক করে যেতে বলে দিল।"

ঘরের অন্যপাশে আধখোলা দরজা একটা। ম্যাথু নিশ্চিত, দরজার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ী মেয়েলোকটা বলল, "বেচারী ছেলেমানুষেরা সব। সব ভীষণ বোকা। তোমাকে দেখেই মনে হয়, তুমি হতভাগ্য—তোমার মত মানুষের গ্লাস উল্টায়, আয়না ভাঙ্গে। আর মেয়েরা খুব বিশ্বাস করে তোমাকে। তার জন্য সমুচিত শিক্ষাও পায়।"

ম্যাথু নির্বিকার।

"অপারেশন যেখানে করেন, জায়গাটা দেখতে চেয়েছিলাম একটু।"

বুড়ী তার দিকে ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ে মারল।

"অ, তাই! আপনাকে বলেছে কে আমি অপারেশন করি, শুনি। কি সব বলছেন আপনি? নিজের চরকায় তেল দিন গে যান। আপনার বন্ধুর দরকার হয়, ওকেই আসতে বলবেন। অন্য কারো সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। খোঁজ নিতে এসেছেন, তাই না? আপনার খপ্পরে পড়ার আগে আপনার বন্ধু খোঁজ নিয়েছিল? একটা কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছেন। বেশ তো। আপনার কাজ যদ্দুর পেরেছেন করেছেন, আমাদের কাজ আমরা করব, ভালো করেই করব। আমার আর কিছু বলবার নেই। শুভরাত্রি!"

"শুভরাত্রি, ম্যাডাম।" ম্যাথু বলল।

বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটু ঘুরে ধীরে ধীরে অরলীন এভেন্যুর দিকে হাঁটতে থাকে। মার্সেলের কাছ থেকে আসার পর এই প্রথম সে বিনা যন্ত্রণায়, বিনা ভয়ে এবং কিছুটা অন্তরঙ্গ বিষাদের সহযোগে মার্সেলের কথা ভাবতে পারছে। আপন মনে সে বলল, "কালকে সারার সঙ্গে দেখা করব।"

দুই

লাল চেক-কাটা টেবিলক্লথে চোখ রেখে বোরিস ম্যাথু দেলারুর কথা ভাবল। "মানুষটা ভালো।" অর্কেস্ট্রা নীরব হয়ে গেছে। বাতাস নীল। কথাবার্তার গুঞ্জন ভেসে আসছে। সঙ্কীর্ণ এই ঘরের ভিতরকার সবাইকে সে চিনে। ওরা মজা লুটবার জন্য আসে না এখানে, আসে দিনের কাজের শেষে দল বেঁধে, নিঃশব্দে, খেতে। লোলার বিপরীত দিকে বসেছে যে নিগ্রো মানুষটি, ও এসেছে প্যারাডাইজ থেকে। গায়ক। সবার শেষে মেয়েদের সঙ্গে বসেছে যে ছয়জন ওরা ব্যাণ্ড পার্টির লোক, এসেছে নিনেত থেকে। ওদের কি যেন কি হয়েছে, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মতো কোন প্রাপ্তি। হবে, গরম মৌসুমের জন্য কোন বায়না-টায়না (পরশু বিকেলে ভাসা ভাসা স্বরে ওরা কনষ্ট্যান্টিনোপলের একটা ক্যাবারের কথা বলছিল)। বুঝা গেল, শ্যাম্পেনের অর্ডার দেওয়ার বহর দেখে, কেননা এমনিতে ওরা খুব হিসেবী। 'জাভা'-তে নাবিকের পোশাকে নেচেছিল যে সুকেশী মেয়েটা, ওকেও দেখল বোরিস। চশমা চোখে হালকা-পাতলা লম্বা লোকটা চুরুট টানছে। পোলোজ রোডে ক্যাবারের ম্যানেজার ছিল, দিন কয়েক আগে পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে সে ক্যাবারে। ও বলছে, ওটা আবার খুলবে ও, ওর উঁচু মহলে প্রতিপত্তি আছে। বোরিসের খুব অনুতাপ হলো, ওখানে কোনদিন যায় নি সে। এবার খুললে নিশ্চয়ই যাবে। লোকটা বসেছে একটা মেয়ে-মেয়ে ছেলের সঙ্গে। দূর থেকে ভালই লাগছে ছেলেটাকে; সুকেশী, সুদর্শন। ওর মধ্যে ন্যাকামি নেই, আছে আকর্ষণী শক্তি। সমকামীর প্রয়োজন বোরিসের

খুব একটা নেই, কারণ ওরা সবসময় তার পিছু ধরেই আছে। আইভিচ আবার ওদের পছন্দ করে। আইভিচ বলে, "অন্য সবার মতো না-হবার সৎসাহস আছে ওদের।" বোনের মতামতের উপর বোরিসের অসীম শ্রদ্ধা। সমকামীদের সম্বন্ধে অনুকূল মত পোষণের ব্যাপারে বিবেকের সঙ্গে ঝগড়াও করে বোরিস। নিগ্রো ভদ্রলোক সেদ্ধ বাঁধাকপি খাচ্ছে। বোরিসের মনে হলো, সেদ্ধ বাঁধাকপি সে পছন্দ করে না। জাভা থেকে আসা নাচিয়ের সামনে এই মাত্র যে খাবার আনা হলো ওটার নাম জানতে পারলে ভাল হতো। বাদামী রঙের ভর্তার মতো, দেখতে বেশ লাগছে। টেবিলের কাপড়ে লাল মদের একটা দাগ লেগেছে। চমৎকার একটা দাগ, তাতে দাগের জায়গাটায় একটা পশমী দীপ্তি খেলছে। লোলা দাগের জায়গাটিতে একটু লবণ ছিটিয়ে দেয়, খুব সাবধানী মেয়ে লোলা। লবণটা ছিল লালচে রঙের। লবণ দাগ চুষে নেয়, এটা কোন কাজের কথা নয়। লোলাকে তার বলা উচিত, লবণে দাগ মুছে না। কিন্তু তাহলে তো তাকে কথা বলতে হয় এবং বোরিসের মনে হলো সে কিছু বলতে পারবে না। লোলা তার পাশেই রয়েছে, নরোম, উষ্ণ লোলা, কিন্তু বোরিস মুখ দিয়ে একটা কোন শব্দ বের করতে পারল না, ওর কণ্ঠ মরে গেছে। "আমি যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছি।" বেশ লাগছে, ওর কণ্ঠ গলার একেবারে তলার দিকে ভাসছে তুলোর মতো নরোম, কিন্তু বের হতে পারছে না, কেননা তা মৃত। "আমি লোলাকে ভালবাসি" বোরিস কথাটা ভাবতেই খুশি হয়ে উঠল। সে আরো খুশি হতো যদি, লোলা যে তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে সম্পর্কে তার ডান দিকের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সবটা শরীর সচেতন না হতো। লোলার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই কামনা আছে, কেননা লোলা তাকে অন্য কোন ভাবে দেখতেই পারে না। এটা কিন্তু বিরক্তিকর, কেননা কামনার চাহনি বন্ধুসুলভ ভঙ্গি বা হাসি দিয়ে স্বীকৃতি চায়। বোরিস অথচ সামান্যতম নড়াচড়াও করতে পারল না। ও স্থানুর মতো বসে রইল। কিন্তু তাতে তো কিছু আসে

গায় না : লোলার চাহনি তার দেখারই কথা নয়। এটা তার অনুমান অবশ্য, তাছাড়া এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কাত হয়ে সে বসেছে, চোখের ওপর মাথার চুল তার, লোলাকে একটুও দেখতে পাচ্ছে না সে। শুধু সে অনুমান করতে পারল, লোলা ঘরের দিকে, লোকজনের দিকে তাকিয়ে আছে। বোরিসের ঘুমঘুম লাগছে না, আসলে ও চমৎকার খোস মেজাজে আছে, ঘরের ভেতর প্রত্যেককে সে চেনে। নিগ্রো মানুষটার লালচে জিহ্বা ওর চোখে পড়ল, ওর সম্পর্কে বোরিসের খুব উঁচু ধারণা। "একবার এই নিগ্রো লোকটা করেছিল কি, জুতো খুলে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে একটা দেশলাইর বাক্স তুলে নিয়ে বাক্সটা খুলে কাঠি বের করে জ্বালিয়ে ফেলেছিল—সব পায়ের আঙ্গুল দিয়ে। "দারুণ লোক" সে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাবল। হাতের মতো প্রত্যেকের পা ব্যবহার করতে পারা উচিত। কেউ তাকিয়ে আছে বলে ওর ডান দিকটায় একটা যন্ত্রণা বোধ করল। সে জানে এক্ষুণি লোলা জিজ্ঞেস করবে সে কি ভাবছে। প্রশ্নটিকে বিলম্বিত করা অসম্ভব, এটা তার উপর নির্ভর করছে না। ঠিক সময়ে লোলা জিজ্ঞেস করবে, অনেকটা নিয়তির মতো। বোরিসের মনে হলো যেন তার কাছে ক্ষুদ্র কিন্তু অক্ষয় মূল্যবান সময়ের একটা টুকরা আছে। সত্যি বলতে কি, অনুভূতিটা আনন্দময়। বোরিস টেবিলের কাপড় দেখল, লোলার গ্লাস দেখল (লোলা রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছে, গান গাওয়ার আগে ও কখনো দুপুরের খাবার খায় না)। চেয়াটো গ্রু মদ খেল ও কিছুটা। তারপর অল্প একটু দুষ্টুমি করল, কেননা বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয়ে ও ভীত। গ্লাসে এখনো কিছুটা মদ রয়েছে, দেখাচ্ছে বালু মিশানো রক্তের মতো। জাজ শুরু হয়ে গেল : চাঁদ সবুজ হচ্ছে। বোরিস শুনতে শুনতে একসময় ভাবতে লেগে গেল, ওই গানটা ও গাইতে পারবে কি না। পিগেল রোড দিয়ে জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে ও শিস দিয়ে ছোট্ট একটা সুর ভাঁজছে, বোরিস নিজের সম্বন্ধে কল্পনা করল। দেলারু ওকে বলেছিল, ও নাকি ঠিক শুকরের মতো শিস দেয়। বোরিস নিঃশব্দে হাসতে

থাকল, ভাবল এবং : "গোল্লায় যাক লোকটা।" ম্যাথুর জন্য সোহাগ ওর উপছে পড়ছে। মুখ না ফিরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে ও আল-গোছে দেখল, দেখল পিঙ্গল চুলের সমৃদ্ধ এক গোছার নিচে ওর ভারী চোখ দুটো। আসলে কোন দৃষ্টির ভার বহন করা খুব সোজা। মুস্কিল হলো, কেউ দুচোখে কামনার আগুন নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকলে, বিশেষ ধরনের যে উত্তপ্ত প্রবহন তোমার চোখে মুখে আগুন ছড়িয়ে দেয়, তাকে অভ্যস্ত করে নেওয়া যায় না। বোরিস বিনা ওজরে লোলার খুঁটিয়ে-দেখা চাহনির কাছে বশ মানল—বশ মানল তার শরীর, সরু গলা এবং একপাশ থেকে দেখা তার আধখানা শরীর, যা লোলা এতো ভালবাসে। এমনি বশ মানার পরই সে নিজের অহমের গভীরে আশ্রয় নিতে পারে এবং তার মনে ভিড় করা মনোরম ছোট ছোট চিন্তা-গুলোর আস্বাদন নিতে পারে।

"কি ভাবছো তুমি?" লোলা জিজ্ঞেস করে।

"কিছু না।"

"মানুষ সবসময় একটা না একটা কিছু ভাবে।"

"আমি কিছুই ভাবছি না।"

"ধরো এই যে সুরটা ওরা বাজাচ্ছে এটা তোমার ভালো লাগছে, কিম্বা ভাবছো, তুমি যদি কাষ্টানেট বাজাতে পারতে এমন কিছুও না?"

"হ্যাঁ—এমনি কিছু একটা।"

"এই তো ধরা পড়ে গেছো। আমাকে বলো না কেন? তুমি যা ভাবো সব আমি জানতে চাই।"

"ওসব বলবার মতো কিছু নয়, এতো তুচ্ছ।"

"তুচ্ছ! কেউ শুনলে মনে করবে, তোমাকে জিহ্বা দেওয়া হয়েছে শুধু প্রফেসরের সঙ্গে দর্শন আউড়ানোর জন্য।"

সে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। "ওকে আমার ভাল লাগে, কারণ ওর চুল লাল, আর অনেকটা বুড়ো-বুড়ো লাগে দেখতে।"

"তুমি তো ভারী মজার মানুষ।" লোলা বলল।

চোখের পাতি মারল বোরিস, ভাবটা মাফ চাইছে সে। তাকে নিয়ে কেউ কিছু বলুক এটা তার পছন্দ নয়। তাতে জটিলতা বাড়ে। ও হতবাক হয়ে রইল। লোলা মনে হলো রাগ করেছে। আসলে তা নয়, লোলা তাকে ভীষণ ভালবাসে. তাকে নিয়ে আত্মযন্ত্রণায় ভোগে, তবু। এমন হয়েছে অনেক সময়, ওর সহ্যশক্তির সীমা পার হয়ে গেছে, তখন ও ক্ষেপে উঠেছে বিনা কারণে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে বোরিসের দিকে। কি করবে তাকে নিয়ে ও ভেবে পেতো না, তখন ওর হাতে কাঁপুনি শুরু হতো। বোরিসের খুব অবাক লাগতো। এখন অনেকটা সয়ে গেছে। বোরিসের মাথায় লোলা হাত রাখে।

বলে, "এটার ভিতরে কি আছে জানতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে যা ভয় ধরিয়ে দেয়!"

"ভয়ের কিছু নেই এর ভিতরে। বিশ্বাস করো। সম্পূর্ণ নিরীহ জিনিস।" বোরিস হাসতে হাসতে বলে।

"জানি, তোমার সব চিন্তা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফন্দী।" ও তার চুল এলোমেলো করে দেয়।

"অমন করে না। কপাল উদাম হয়ে যায় আমার।"

সে ওর হাত ধরল, একটু আদর করল, তারপর রাখল টেবিলের উপর।

"এই তো আছো তুমি এখন, বেশ আদর করছো। একবার মনে হয় আমাকে তুমি সত্যি সত্যি ভালবাসো, আর তার পরমুহূর্তেই চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই, মনে মনে খুঁজতে থাকি কোথায় তুমি গেছো।"

"আমি এখানেই আছি।"

চোখ ছোট করে লোলা তাকে দেখল। Les Ecorches গানটি গাওয়ার সময় ওকে একরকমের আবেশমাখা গদগদ ভাব ধারণ করতে হয়। ওর মলিন মুখ তাতে বিকৃত হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো বাইরের দিকে উল্টে দিতে হয়, সেই ভারী আনত ঠোঁট যা প্রথম দিকে বোরিসের খুব

ভালো লাগতো। নিজের মুখে সেগুলোর আস্বাদ পাওয়ার পর থেকে ওর মনে হতো যেন প্লাষ্টারের মুখোশের ঠিক মধ্যিখানে ঠোঁট দু'টো একটা জ্বরজ্বর নগ্নতা সেঁটে দিয়েছে। আজকাল লোলার ত্বক বেশী পছন্দ বোরিসের। এত শাদা, আসল চামড়া বলে মনেই হয় না।

ভয়ে ভয়ে লোলা প্রশ্ন করে, "তুমি—তুমি আমার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাও নি তো?"

"আমি কখনো বীতশ্রদ্ধ হই না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোলা। সন্তোষের সঙ্গে বোরিস ভাবল: "ওকে এতো বুড়ী বুড়ী লাগে। বয়স কতো হয়েছে, ও বলে না। চল্লিশের ওপরে তো হবেই।" যারা তাকে পছন্দ করে, তাদের দেখতে বুড়ো-বুড়ো লাগুক, এটাই সে চায়। তাতে যেন ভরসা পায় সে। তদুপরি, এতে করে তাদের মধ্যে এক ভীষণ দুর্বলতার জন্ম হয়, প্রথম সাক্ষাতে তা ধরা পড়ে না, কেননা তখন ত্বক থাকে ভোঁতা। লোলার হকচকানো মুখে চুমু খাওয়ার একটা আকস্মিক ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল তার মনে। মনে মনে বলল, ওর দিন ফুরিয়ে গেছে। বলল, ও ওর জীবনটাকে ফেলে দিয়েছে, এবং এখন ও একা। কথাটা বলতে ইচ্ছে করল বেশি করে, সে ওর প্রেমে পড়েছে বলে। "ওর জন্য আমি কিছু করতে পারলাম না," উদাস মনে সে ভাবল। এবং এমনিতরো ভাবনার মধ্যে, ওকে এক দুর্বার আকর্ষণের বস্তু বলে মনে হলো তার।

লোলা বলল, "আমি লজ্জিত।"

ওর গলা ভারী, গম্ভীর, লাল ভেলভেটের পর্দার মতো।

"কেন?"

"কারণ তুমি এতো ছেলেমানুষ।"

"ছেলেমানুষ শব্দটা তোমার মুখে শুনতে আমার ভাল লাগছে। তোমার গলায় শব্দটা মানায়। Ecorches গানে শব্দটা তুমি বার দুয়েক বলো, আমি শুধু তা-ই শুনতে ওখানে যাবো। আজ রাতে লোক হয়েছিল মেলা?"

"ছোটলোকের ভীড়। কোত্থেকে এসেছে জানি না—বসে বকর বকর শুরু করে দিল। আমার দিকে কেউ তাকিয়ে পর্যন্ত দেখল না। সারুনিয়াকে শেষে ওদের চুপ করতে বলতে হল। মেজাজ এতো খারাপ হয়েছিল আমার, আসরেই মনে হল আমি আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছি। ভেতরে যখন ঢুকি তখন অবশ্য হৈ হৈ করে স্বাগত জানিয়েছিল।"

"সেটা স্বাভাবিক।"

"আমার ঘেন্না ধরে গেছে ; ওই ধরনের বুদ্ধুদের জন্য গান গাইতে আমার ঘেন্না লাগে। ওরা এসেছিল অনেকটা কাউকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করে আসতে বলা হয়েছে বলে। হাসতে হাসতে দল বেঁধে কেমন করে ওরা ঢুকল যদি দেখতে। ওরা মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে, মেয়েদের বসতে দেওয়ার জন্য চেয়ারে হাত রেখে ভদ্রতা করে। গান গাওয়াটা ওদের আনন্দে একটা বিপত্তির মত, কাজেই যখন ঢুকে তখন ড্যাবড্যাব করে তোমার দিকে তাকাবেই। বোরিস," লোলা হঠাৎ বলে উঠে, "আমি আমার পেটের জন্য গান গাই।"

"তাই।"

"যদি জানতাম এমন করে শেষ হয়ে যাবো, তাহলে কোনদিন শুরু করতাম না।"

"যেভাবেই এটাকে তুমি দেখো না কেন, মিউজিক হলে গিয়ে যখন গান গাইতে, তখনও তো গান গেয়েই তোমার জীবিকা উপার্জন করতে।"

"ওটা আর এটা এক কথা হলো না।"

একটু পর লোলা ব্যস্ত হয়ে বলল :

"ভাল কথা। আমার পরে গান গায় যে নতুন বেঁটে ছোকরা, ওর সঙ্গে আজকে আলাপ হয়েছে। খুব ভাল মানুষ, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি রাশিয়ান নয় ও।"

"ওর ধারণা ও আমাকে বিরক্ত করছে," ভাবল বোরিস। তার ইচ্ছে হল ওকে সে শেষবারের মতো বলে দেয় যে তাকে বিরক্ত করার

সাধ্যি ওর নেই। আজকে তো নয়ই। পরের কথা অবশ্য বলা যায় না।

"ও বোধ হয় রাশ্যান ভাষা শিখে নিয়েছে।"

লোলা বলল, "কিন্তু উচ্চারণ কেমন তা নিশ্চয়ই জানো তুমি।"

"১৯১৭ সনে আমার বাবা-মা রাশিয়া ছেড়ে চলে আসেন। আমি তখন তিন মাসের বাচ্চা।"

লোলা যেন বিষণ্ণ হলো, "তুমি রাশ্যান জানো না, কেমন অদ্ভুত লাগে।"

বোরিস মনে মনে বলল, "ও একটা অসম্ভব জীব। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, অথচ আমার প্রেমে পড়েছে, ওতেই ওর শরম লাগে। আমার কাছে অবশ্য খুব স্বাভাবিক লাগে এটা—আরে, এক-জনকে তো আরেকজনের চেয়ে বড় হতেই হবে।" সবচেয়ে বড় কথা, এটা অধিকতর নীতিবহ: সমবয়সী একটা মেয়ের সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করতে হতো তাই সে জানতো না। দুপক্ষই আনাড়ী হলে কে কখন কি করবে কেউ জানবে না, সব জট পাকিয়ে দেবে, আর সব সময় মনে হবে, খেলাঘরে পুতুল খেলছে ওরা। বয়স একটু বেশী হলে আর অমন হয় না। বয়স্ক মানুষের উপর নির্ভর করা যায়, কি করতে হবে না হবে ওরা দেখিয়ে দিতে পারে। ওদের ভালবাসায় বলিষ্ঠতা আছে। লোলার সঙ্গে থাকলে বিবেকের সম্মতি পায় বোরিস। মনে হয় ও সঙ্গত পথে আছে। অবশ্য তুলনায় ম্যাথুর সঙ্গ তার বেশি ভাল লাগে, কারণ ম্যাথু মেয়ে নয়: বেটাচ্ছেলে সর্বক্ষণ প্রাণবন্ত, সর্বক্ষণ কুশলী। তাছাড়া ম্যাথু তাকে নানান ধরনের চালাকী শিখিয়েছে। তবে, প্রায়ই বোরিসের মনে সন্দেহ জাগে ম্যাথুর মনে ওর জন্য সত্যি সত্যি শ্রদ্ধাবোধ আছে তো! ছন্নছাড়া অসামাজিক মানুষ ম্যাথু। অবশ্য এমনিতে একই মনোবৃত্তি সম্পন্ন দু'জন মানুষ একত্রিত হলে সেন্টিমেন্টাল হওয়ার কথা নয়; কিন্তু একজন আরেকজনকে যে ভালবাসে তা প্রকাশ করার কতো রকমের পথই তো আছে। এটা বোরিসের খারাপ লাগে। কখনো সখনো ইচ্ছে করলে ম্যাথু কোন একটা কথা কিম্বা ভঙ্গিতে তার প্রতি কিছু স্নেহ

প্রদর্শন তো করতে পারে। আইভিচের সঙ্গে থাকলে ম্যাথ্যু একেবারে ভিন্ন মানুষ। একদিন ম্যাথ্যু আইভিচকে তার কোট পরতে সাহায্য করছিল, ম্যাথ্যুর সেই মুহূর্তের চেহারাটি ওর মনের মধ্যে ভেসে উঠল। হৃদয়ের মধ্যে একটা অপ্রিয় কুঞ্চন বোধ করল সে। ম্যাথ্যুর হাসি : সেই বিদ্রূপাত্মক ঠোঁট দুটোর ওপর, যে ঠোঁট বোরিস এত ভালবাসে, সেই অদ্ভুত মরমী প্রেমময় হাসি। বোরিসের মাথা এবার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং সে কিছুই আর ভাবল না।

"এই দেখো, আবার নিভে গেছে।" লোলা বলল।

ও উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে দেখল, "কি ভাবছিলে তুমি?"

"আমি দেলারুর কথা ভাবছিলাম।" বোরিস অনুতাপের সুরে বলে।

লোলার বিষণ্ণ হাসি, "আমার কথা কখনো সখনো ভাবতে পারো না তুমি?"

"তোমার কথা ভাবব কেন, তুমি তো আছোই।"

"কেন দেলারুর কথা সব সময় তুমি ভাবছো? ওর কাছে যেতে চাও?"

"এখানে থাকতে পেরেই আমি খুশী।"

"খুশী এখানে থাকতে পেরে, না আমার সঙ্গে থাকতে পেরে, কোন্‌টা?"

"ও একই কথা হলো।"

"তোমার কাছে একই কথা। আমার কাছে নয়। তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে কোথায় আছি আমি মোটেই ভাবি না। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে থেকে আমি কখনো খুশী হই না।"

"খুশী নও এখন?" বোরিস অনেকটা বিস্মিত।

"না, খুশী নই। ন্যাকামি করো না, কি বলতে চাচ্ছি তা তুমি জানো। দেলারুর সঙ্গে তোমাকে দেখেছি আমি, তখন তুমি পাখির মতো কিচিরমিচির শুরু করে দাও।"

"সে আলাদা জিনিস।"

লোলা ওর সুন্দর বিধ্বস্ত মুখ তার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে আসে, ওর চোখে মিনতি।

"আমার দিকে তাকাও, বাটকু গোঁয়ার, তাকিয়ে বলো ওকে কেন এতো পছন্দ তোমার।"

"জানি না। যতটা বলছো ততটা ওকে পছন্দ আমি করি না। ও লোক ভাল। লোলা, ওর কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছে করে না আমার, কারণ তুমি বলেছিলে ওকে তুমি সহ্য করতে পারো না।"

লোলা হাসল, বিড়ম্বিত সে হাসি, "এখন তুমি গুটিয়ে যাচ্ছো। কি আশ্চর্য! ওকে সহ্য করতে পারি না, একথা আমি তো কখনো বলি নি। বলেছিলাম, কী এমন দেখেছো ওর মধ্যে আমি বুঝতে পারি না। একটু বুঝিয়ে দাও না। আমি বুঝতে চাই।"

বোরিস ভাবল: "একথা সত্য নয়—তিনটে শব্দ বলার আগেই ও হাই তোলা শুরু করবে।"

শান্তকণ্ঠে বোরিস বলে, "ও ভাল-লাগার-যোগ্য।"

"একথা তুমি বরাবরই বলো। মিথ্যা হলে ঠিক ওই শব্দটি ব্যবহার করতাম না। যদি বলো, ও বুদ্ধিমান, ভাল পড়াশুনা আছে, আমি মেনে নেবো, কিন্তু ভাল-লাগার-যোগ্য? উঁহু, ওই শব্দটি নয়। আমার দিকে তাকাও, : ওর সম্বন্ধে আমার কি ধারণা তোমাকে বলি: ভাল-লাগার-যোগ্য শব্দটি আমি মরিসের মতো সরল কারো জন্য ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু ম্যাথু মানুষকে কেবল অস্বস্তিই দেয়, কেননা সে মাছও না, মুরগীও না। ওকে কেমন করে গ্রহণ করতে হবে তাই তুমি জানো না। ওর হাতের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো।"

"ওর হাতের কি হলো আবার। ওর হাত আমার ভাল লাগে।"

"ওগুলো কুলিমজুরের হাত। সব সময় কাঁপছে, যেন এইমাত্র একটা ভারী পরিশ্রমের কাজ করে এসেছে।"

"তা, কাজ করবে না কেন?"

"করবে, কিন্তু কথাটা হলো, ও তো কুলিমজুর নয়। ওর বিরাট থাবাকে যখন মদের গ্লাসে মুঠ করতে দেখি, তখন মনে হয় সে সেই দলের লোক যারা জীবনকে ভোগ করতে চায়। আর এই জন্যই সে সবচে নিকৃষ্ট তা আমি ভাবি না, কিন্তু অস্বাভাবিক মুখ দিয়ে যখন মদ টানে, তখন ওকে লক্ষ্য করে দেখো—ঠিক যেন পুরোহিতের মুখ। কথাটা আমি বুঝাতে পারছি না। আমার মন বলে, ও সংযমী, কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকাও, দেখবে ও খুব বেশি জানে। ও এমন যে, সহজ পথে কিছুই সে ভোগ করতে পারে না; খাবার, মদ, মেয়ে মানুষের সঙ্গে শোয়া, কিছুই না। সব কিছু নিয়ে ভাবতে ওকে হবেই। ঠিক ওর গলার স্বরের মতো, ওই শাণিত স্বর এমন এক ভদ্রলোকের যিনি কখনো ভুল করেন না:—জানি, আমার কথা শুনে মনে হবে আমি ছোট বাচ্চাদের কোন কিছু বুঝাতে চেষ্টা করছি। আমার একজন শিক্ষক ছিলেন ঠিক ওর মতো কথা বলতেন, কিন্তু এখন তো আমি আর স্কুলে যাই না, স্কুলে যাওয়াটাকে ক্লান্তিকর মনে হয়। কেউ যদি পুরোপুরি একরকম বা অন্য রকমের হয়, ধরো হয় সে পরিস্কার নিষ্ঠুর না হয় বুদ্ধিজীবী, হয় স্কুলের মাষ্টার না হয় পুরোহিত, তাহলে তাকে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু একই সময়ে দুটোই হবে একজন, আমি তাকে বুঝতে পারি না। এই ধরনের মানুষ পছন্দ করে এমন মেয়েমানুষ আছে কি না আমি জানি না—ধরে নিলাম আছে, কিন্তু আমি পরিস্কার বলছি এমন কেউ আমাকে স্পর্শ করুক এটা আমি ভাবতে পারি না। ওই দুবৃত্তের মতো হাতের স্পর্শ গ্রহণ করব আর একই সঙ্গে ওর ঠাণ্ডা হাসি আমাকে চুবানি খাওয়াবে এটা আমি পছন্দ করতে পারি না।"

নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য লোলা থামল। "মাথুকে ও একদম দেখতে পারে না," বোরিস ভাবল। বাইরে ও অচঞ্চল রইল। যারা ওকে পছন্দ করে, তারা সবাই পরস্পরকে পছন্দ করতে বাধ্য নয়। এবং বোরিসের মনে হল, এটাই স্বাভাবিক, ওদের প্রত্যেকেই চায়, তার

মানুষ যেন অন্য কাউকে ভাল না পায়।

লোলা আপোষের সুর আনে গলায়, "তোমাকে আমি ভাল করে চিনি, ওকে তুমি আমার চোখ দিয়ে দেখো না কারণ সে তোমার প্রফেসর, কাজে কাজেই তার পক্ষ তুমি টানবে। এই সব ছোটখাট কায়দা-ফায়দা দেখেই সেটা আমি বুঝতে পারছি। যেমন, মানুষের পোষাকের তুমি সমালোচনা করছো, ওদের কখনোই স্মার্ট মনে করছো না। অথচ ও সব সময় ন্যাংটার মতো চলাফেরা করে, আমার হোটেলের বয় চোখ তুলে তাকায় না এমন সব টাই পরে—তাতে তুমি কিছু মনে করনা কিন্তু।"

বোরিস ক্ষেপছে না ইচ্ছে করে। ও ব্যাখ্যা করল, "যে লোক কাপড়-চোপড় নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে খারাপ পোষাক পরলে কিছু যায় আসে না। এর মধ্যে বুদ্ধি যা, তা হলো কাদা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যাওয়াটা।"

"সেটা কিন্তু তুমি করতে যেয়ো না, নেড়ী কুত্তা আমার।"

"আমার কি করতে হবে তা আমি জানি," বোরিস নরম সুরে বলল। তার মনে পড়ল, সে একটা ডোরাকাটা নীল সুয়েটার পরেছে, এতে ও খুশি হলো। লোলা তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে উপরে নিচে দোলাতে লাগল। বোরিস দেখল তার হাত উঠছে নামছে এবং সে ভাবল : "এই হাতটা আমার নয়, এটা একটা পিঠা বিশেষ।" আসলে ওটা অবশ হয়ে গেছে, এতে খুব মজা পেল সে। একটা আঙ্গুল মুচড়িয়ে তাতে জীবনের স্পন্দন আনতে চেষ্টা করল। সেই আঙ্গুলটি লোলার হাতের তালু স্পর্শ করল, লোলা ওর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। "এই জিনিসটা আমাকে ভয় ধরিয়ে দেয়," বোরিস ভাবনায় উত্তেজিত। সে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল, লোলার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন সহজতর হতো, যদি না ও প্রায়শই এই রকম মিনতির বিগলিত ভাব দেখাত। এই যে একজন বয়স্কা মেয়েমানুষকে প্রকাশ্যে ওর হাতটাকে নিয়ে খেলতে দিচ্ছে, তাতে ও

কিছু মনে করছে না। অনেকবার সে ভেবেছে, এইটাই তার পথ: শহরে ও যখন একা ঘুরে, লোকজন ওর দিকে কেমন যেন বিদ্রূপের মতো তাকায়; আর দোকানে কাজ করা মেয়েরা ঘরে ফেরার সময় ওর মুখের ওপর হাসে।

"এখনো তুমি আমাকে বলো নি, ওকে কি কারণে এতো চমৎকার লোক বলে মনে করো।"

ও এই রকমই, একবার শুরু করলে আর থামতে জানে না। বোরিস নিশ্চিত, ও নিজের মনোভাবকেই খোচা দিচ্ছে, কিন্তু ও যেন তাতে মজা পাচ্ছে। সে ওর দিকে তাকাল: ওর চার পাশের পরিবেশ নীল, ওর মুখ শাদাটে নীল। কিন্তু ওর চোখ ব্যাকুল, কঠিন।

"কেন?—বলো।"

"কারণ সে চমৎকার মানুষ," বোরিস আর্তনাদ করে উঠল যেন। "তুমি—তুমি কী বিরক্তই যে করতে পারো আমাকে! ম্যাথুর কোন কিছুর জন্য মায়া নেই।"

"তাতেই কি একজন মানুষ চমৎকার হয়ে যায়? তোমারও তো কোন কিছুর ওপর মায়া নেই, আছে?"

"না।"

"কিন্তু আমার জন্য একটু-আধটু মায়া আছে তোমার, আছে না?"

"হ্যাঁ, আছে।"

লোলাকে ভীষণ অসুখী দেখাচ্ছে। বোরিস মুখ ফিরিয়ে নেয়। লোলা ওরকম মুখ করলে ওর দিকে সে একদম তাকাতে পারে না। মেজাজ বিগড়ে গেছে ওর। এটা ওরই বাড়াবাড়ি। কিন্তু করবার কিছু নেই। যা কিছু করণীয় সব সে করেছে। লোলার সে অনুগত। ওকে প্রায়ই টেলিফোন করে। সুমাত্রা থেকে আসার পর থেকে সপ্তাহে তিনদিন ওর বাসায় যাচ্ছে, তার খাটে রাত্রিবাস করছে। আর বাকী সব তো চরিত্রের ব্যাপার। বয়সের ব্যাপারও বটে—বয়স্ক লোকের মধ্যে তিক্ততা বেশি, তার ফলে ওদের ব্যবহার এমন, যেন তাদের জীবন

বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় একবার বোরিসের হাত থেকে চামচ পড়ে গিয়েছিল ওকে সেটা তুলতে বলা হলেও বেঁকে বসেছিল। সে কি গোস্বা! তখন তার বাবা এক অবিস্মরণীয় জলদগম্ভীর স্বরে বলেছিলেন "ঠিক আছে, আমিই তুলছি।" বোরিস দীর্ঘকায় একটা দেহকে নুয়ে পড়তে দেখেছিল, দেখেছিল নির্লোম একটি করোটি, শুনেছিল কাঠে মোচড় লাগার কতিপয় শব্দ—সবটা মিলিয়ে সে ছিল এক অসহ্য অপমান। এবং তখন সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। তখন থেকে বোরিস বড়দের গণ্য করে বিরাট বন্ধ্যা দেবতার মতো। ওরা নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়লে মনে হয় বুঝি ভেঙ্গে যাচ্ছে। পা পিছলে পড়ে গেলে যাঁরা দেখে ফেলে তাদের মধ্যে উথলে উঠে হাসির প্রবণতা, সমীহামিশ্রিত ঘৃণা। আর যদি ওদের চোখে পানি আসে, যেমন আসছে লোলার চোখে এই মুহূর্তে, তাহলে কি করবে কেউ ভেবে পায় না। বড়োদের অশ্রু হলো এক অলৌকিক বিপর্যয়, মানুষের কুচেতনার উপর ঈশ্বর এই জাতীয় অশ্রু বর্ষণ করে থাকেন। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য লোলার কামুকতাকে শ্রদ্ধা করে বোরিস। ম্যাথু ওকে বুঝিয়েছিল, রক্ত মাংসের মানুষকে কামুক হতে হয়, দেকার্তেও ওই কথা বলেছেন। "দেলারুর কামপ্রবণতা আছে, কিন্তু তা তাকে কোন কিছুর ওপর মায়া না করতে নিরস্ত করে না। সে মুক্ত।" বোরিস তার ভাবনাগুলোকে সোচ্চার করে।

"ওই অর্থে আমিও মুক্ত। তোমাকে ছাড়া আর কিছুর জন্য আমার মায়া নেই।"

বোরিস কিছু বলল না।

"আমি কি মুক্ত নই?" লোলা জিজ্ঞেস করে।

"সে তো আর এককথা হলো না।"

বুঝানো কঠিন। লোলা একজন শিকার। ওর কপাল খারাপ। আবেগের কাছে তার আবেদন বড্ড বেশি। ওইটে তার স্বপক্ষে যাচ্ছে না। ও আবার হিরোয়েনের নেশারু। এক অর্থে, তা খারাপ নয়,

বোরিস এ নিয়ে আইভিগের সঙ্গে আলাপ করেছে, ওরা উভয়ে মিলে ঠিক করেছে, জিনিসটা ভাল। কিন্তু সে নেশার একটা পদ্ধতি আছে তো, কেউ যদি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার জন্য তা গ্রহণ করে, তা সে হতাশায় হোক কিংবা নিজের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য হোক তাহলে তা একান্ত প্রশংসনীয়। লোলা ওটার নেশা করে লোভসর্বস্ব বেপরোয়া রীতিতে, এইটে তার বিশ্রামের ধরন। এর নেশা ওকে ধরেই না।

লোলা এবার যখন কথা বলল, গলা কেমন নীরস শোনাল।

"তুমি আমাকে হাসালে। নীতিগতভাবে সবার উপরে দেলারুকে রাখা তোমার অভ্যাস। কারণ আমাদের মধ্যে, কে বেশি মুক্ত, ও না আমি, তা তুমি জান। ওর নিজের বাড়ী আছে, নির্দিষ্ট করা মাইনে আছে আর আছে সুনিশ্চিত পেনশন। ও ছোট-খাট একজন অফি-সারের মতো চলে। তারপর, উপরি পাওনা সেই প্রেমের ব্যাপারটা। যার কথা তুমি আমাকে বলেছিলে, সেই মেয়েলোকটা, যে কোনদিন বাইরে বের হয় না—এর বেশি আর কি চায় ও? এর চেয়ে বেশি মুক্ত কেউ হতে পারে না। আর আমাকে দেখো, মাত্র কয়েকটা পুরনো জামা আছে আমার। আমি একা; হোটেলে থাকি, গরমের মৌসুমে কোন চাকরি-ফাকরি পাবো কিনা তাও জানি না।"

"সে আলাদা কথা।" আবার বলে বোরিস।

সে বিরক্ত হচ্ছে। লোলা স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ও সেই বিকেলে উত্তেজিত হচ্ছিল, ম্যাথুকে পরাস্ত করতে চাচ্ছিল ম্যাথুরই যুক্তি দিয়ে।

"এই রকম কথা বললে তোমার চামড়া খুলে নিতে ইচ্ছে করে, জানোয়ার কাঁহাকা। কি আলাদা, আলাদাটা কী হে?"

"তুমি মুক্ত হতে না চেয়েও মুক্ত। কিন্তু ম্যাথুর মুক্তি যুক্তির উপর স্থাপিত।"

মাথা নাড়ে লোলা, "আমি এখনো বুঝতে পারলাম না।"

"বলছি। ওর যে বাসা তার ওপর ওর বিন্দুমাত্র মমতা নেই। ঠিক অন্য যে কোন বাসায় যেমন থাকতে হতো, ও বাসায় তেমনি শুধু থাকে সে। আর ওই মেয়েটার জন্যও খুব একটা মায়া আছে বলে আমার মনে হয় না। ওর কাছে যায়, কারণ যে কোন মেয়ের সঙ্গে তাকে শুতে হতোই। ওর মুক্তি বাইরে থেকে দেখা যায় না, ওটা আছে ওর ভিতরে।"

লোলা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বোরিসের মনে হলো, ওকে আঘাত দিয়ে জাগাতে হবে।

বলল, "এই ধরো, আমার দিকে তোমার খুব টান আছে না! কিন্তু ও এমন করে নিজেকে কারো কাছে ধরা দেবে না।"

"আহা!" ঘৃণায়, রাগে ও চেঁচিয়ে উঠে। "তোমার দিকে আমার খুব টান, না? দালাল কোথাকার। এই কথাটা তোমার মগজে ঢুকে না, তোমার বোনের দিকে ওর বেশ অতিরিক্ত ধরনের টান আছে? হ্যাঁ? সুমাত্রায় সেই রাতে একটু যদি ভাল করে লক্ষ্য করতে।"

"আইভিচের দিকে? কথা শুনলে গা জ্বলে।"

তার দিকে অবজ্ঞার হাসি ছুড়ে মারে লোলা। সহসা ধোঁয়াটা বোরিসের মাথায় উঠে এল। এক মুহূর্তে। তারপর ব্যাণ্ডপার্টি কি মনে করে সেন্ট জেম্স্ ইনফার্মারি বাজাতে শুরু করল। বোরিসের নাচবার শখ হলো।

"এই গানের সঙ্গে নাচব আমরা?"

ওরা নাচল। লোলার চোখ মুদিত। বোরিস ওর ঘন-ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। মেয়ে-মার্কা ছেলেটা উঠে গিয়ে জাভা থেকে আসা নাচিয়েকে তার সঙ্গে নাচতে অনুরোধ করল। বোরিস এক্ষুণি কাছে থেকে ছেলেটাকে দেখতে পাবে বলে খুশি হলো। বাহুর ওপর লোলাকে ভারী ঠেকছে। ও নাচে ভাল, ওর দেহের গন্ধ সুন্দর কিন্তু ভীষণ ভারী। আইভিচের সঙ্গে একদিন নাচবে সে. আইভিচ নাচে চমৎকার। মনে মনে বলল, আইভিচের ক্যাষ্টানেট নাচ শেখা দরকার। তারপর লোলার

প্রসাধনের ও দেহের গন্ধ মিলে ওর সব চিন্তাকে তাড়িয়ে দিল। ওকে নিজের সঙ্গে সজোরে চেপে ধরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। চোখ খুলে লোলা ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

"তুমি আমাকে ভালবাস?"

"হ্যাঁ," বোরিস মুখ ভ্যাংচিয়ে বলল।

"ও রকম মুখ ভ্যাংচাও কেন?"

"কারণ—আহ্, বড্ড জ্বালাতন কর তুমি।"

"কেন? আমাকে ভালবাস এটা সত্য নয়?"

"হ্যাঁ, সত্য।"

"তাহলে নিজে থেকে কোনদিন বলোনা কেন? সব সময় জিজ্ঞেস করতে হয়।"

"বলতে ইচ্ছে করে না। বিশ্রী লাগে। এসব কথা কেউ বলে না।"

"আমি যখন বলি, তোমাকে ভালবাসি, তোমার খারাপ লাগে?"

"না, তোমার ইচ্ছে হলে বলতে পারো। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি কিনা তা জিজ্ঞেস করা তোমার উচিত নয়।"

"তোমার কাছে আমি কিছু চাই না, প্রিয় আমার। তোমার দিকে তাকিয়ে অনুভব করি, তোমাকে ভালবাসি, সেই যথেষ্ট। কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার মনের কাছাকাছি যেতে ইচ্ছে করে।"

"আমি বুঝি, কিন্তু আমার ইচ্ছে না হওয়া পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত। আপনা থেকে না হলে তার কোন অর্থ হয় না।" বোরিস গম্ভীর হয়ে যায়।

"কিন্তু বুদ্ধু, তুমিই বলে থাকো, কেউ জিজ্ঞেস না করলে তোমার অমন ইচ্ছে জাগে না।"

বোরিস হাসতে থাকে।

বোরিস বলে, "এটা সত্যি যে, তুমি আমাকে নিবিয়ে দাও। কিন্তু কারো প্রতি কারো অনুরাগ থাকতে পারে এবং এমন হতে পারে সেকথা সে মুখ ফুটে বলতে চায় না।"

লোলা জবাব দিল না। ওরা থামল, হাততালি দিল, তারপর আবার বাদ্য শুরু হয়ে গেল। বোরিস সাগ্রহে লক্ষ্য করল, মেয়েমার্কা ছেলেটা নাচতে নাচতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। যখন সে কাছে থেকে তাকে দেখল, একটা বিশ্রী আঘাত পেল সে। চীজটির বয়স চল্লিশ হবে। ওর মুখে অবশ্য যৌবনের জেল্লা ধরে রেখেছে কিন্তু ভেতরে সেটা বুড়ো হয়ে গেছে। বড় পুতুলের মতো নীল চোখ, মুখ ছেলেমানুষের। চীনে মাটির চোখের নিচে কিন্তু ঝুল আছে, মুখের চারপাশে আছে কুঞ্চন। নাকের ছিদ্র চিমটি মেরে আছে মুমূর্ষের মতো। দূর থেকে ওর চুলে মনে হচ্ছিল সোনালী ঢেউ খেলছে—আসলে চুল ওর করোটিই ঢাকতে পারে নি। আতঙ্কের সঙ্গে বোরিস এই শেভ-করা বুড়োটে বালকের দিকে তাকাল। "একদা ও জোয়ান ছিল," ভাবল বোরিস। কোন কোন জীব আছে যাদের, মনে হয়, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে—যেন ম্যাথ,—কারণ যৌবন কি তারা কোনদিন টেরই পায় নি। কিন্তু সত্যি সত্যি যৌবনের ধর্ম পালন করে যারা, বাকী জীবন তার স্বাক্ষর তারা বহন করে। পঁচিশ বছর পর্যন্ত তা টিকে। তারপর—জঘন্য। এবার লোলার দিকে সে তাকাল এবং হঠাৎ বলে ফেলল:

"লোলা, এদিকে তাকাও, আমি তোমায় ভালবাসি।"

লোলার চোখ গোলাপী হল। বোরিসের পায়ের সঙ্গে ও তাল রাখল। ও কেবল বলল:

"ডার্লিং!"

বোরিসের বলতে ইচ্ছে করল: "আমাকে আরো জোরে চেপে ধরো; আমাকে বুঝতে দাও আমি তোমাকে ভালবাসি।" লোলা কিছু বলছে না, এবার ও যেন একা। এখন সময় হয়েছে। ওর মুখে অনিশ্চিত হাসি, চোখের পাতা পড়ছে ঢুলে, সুখে ও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। শান্ত পরিত্যক্ত চেহারা এখন ওর। বোরিস নিঃসঙ্গ বোধ করল, এবং সেই অবসন্ন চিন্তাটি আবার ওকে পেয়ে বসল: "না, আমি বুড়ো হবো

না।" গত বছর সে বেশ অনুদ্বিগ্ন ছিল, এমনিতরো বিষয়ের চিন্তা আসতো না। কিন্তু এখন—এটা রীতিমত অশুভ, এই যে ওকে হরদম চিন্তা করতে হচ্ছে, তার যৌবন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে। পঁচিশ পর্যন্ত। "এখনো আমার পাঁচ বছর আছে," ভাবল বোরিস, "তারপর আমি আমার মগজ উড়িয়ে দেবো।" ব্যাণ্ডের বাজনার গণ্ডগোল আর সে সহ্য করতে পারছে না, সহ্য করতে পারছে না চারপাশের এইসব লোকজনের উপস্থিতি।

"এখন আমরা যাবো ?" সে জিজ্ঞেস করে।

"এক্ষুণি, প্রিয় আমার।"

ওরা ওদের টেবিলে ফিরে এল। ওয়েটারকে ডাকে লোলা, বিল শেষ করে, তারপর ভেলভেটের কোটটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়।

"চলো।" ও বলল।

ওরা বের হয়ে এলো। খুব স্পষ্ট কিছু ভাবছে না বোরিস কিন্তু মনের ভিতরে নিয়তির মতো কিছু অনুভূতি কাজ করছে। ব্লাঁশ রোডে নানান রকমের মানুষের ভীড়, বুড়ো, রুক্ষ। ওদের সঙ্গে দেখা হলো বুট্স্-এর পাস্ থেকে আগত ওস্তাদ পিরানিয়ের সঙ্গে, তার কুশল জিজ্ঞেস করল ওরা—ভদ্রলোকের বিরাটকায় ভুঁড়ির নিচে পা দুটো তিরতির করছে। ভাবল বোরিস, "বোধ হয় আমারও ভূড়ি হবে।" কেমন হবে যদি একজন আয়নায় নিজের দিকে তাকাতে আর না পারে, জঙ্ঘার মাঝখানে কুঁচকে থাকা কাঠের খিলটাকে আর খুজে না পায়।...এবং অতিক্রান্ত প্রতিটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার যৌবনের একটু না একটু কুরে খাবেই। "নিজেকে আর একটু যদি সঞ্চয় করতে পারি, চুপচাপ জীবন যাপন করি, আরো ধীর গতিতে, তাহলে বোধ হয় কয়েকটা বছর লাভ থাকতে পারে আমার। কিন্তু তা করতে হলে রাত দুটোয় ঘুমোতে যাওয়ার অভ্যাস করলে চলবে না।" সে লোলার দিকে তাকাল তীব্র ঘৃণায়। "ও আমাকে মেরে ফেলছে।"

"কি হলো ?" লোলা জিজ্ঞেস করে।

"কিছু না।"

নেভারি রোডের একটা হোটেলে থাকে লোলা। বোর্ড থেকে ও চাবি তুলে নিল। ওরা নিঃশব্দে উপরতলায় উঠল। ঘর খালি, এক কোণে লেবেল-আঁটা একটা ট্রাঙ্ক। ওইদিকের দেয়ালে মোটা পিন দিয়ে সাঁটা বোরিসের ফটো। ফটোটা পরিচয়-পত্র থেকে তুলে নিয়ে লোলা বড় করিয়ে নিয়েছে। বোরিস ভাবল, "আঃ, আমি ধ্বংস হয়ে গেলেও ওটা থাকবে। ওখানে আমাকে চিরকাল যোয়ান দেখাবে।" হঠাৎ তার ইচ্ছে হলো ফটোটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

"তোমাকে যেন কেমন কেমন লাগছে। কি হয়েছে?" লোলা বলল।

"আমি জড়িয়ে গেছি পুরোপুরি। মাথার উপর দিকে ব্যথা হচ্ছে।" বোরিস বলল।

লোলাকে অস্থির দেখাচ্ছে, "অসুখ করে নি তো, লক্ষ্মী? এস-পিরিন খাবে একটা?"

'না। ও কিছু না। এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে।"

তার চিবুক ধরে মাথা সোজা করল লোলা।

"মনে হচ্ছে আমার উপর রাগ করেছো? সত্যি, রাগ করোনি তো? না, তুমি রাগ করেছো। কি করেছি আমি?"

ওকে পাগলের মতো দেখাচ্ছে এখন।

"তোমার উপর রাগ করি নি, বাজে বকোনা।" বোরিস প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু গলা নরম।

"রাগ করেছো তুমি। কিন্তু আমি কি করলাম? তুমি খুলে বলো, তাতে করে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো। নিশ্চয়ই কোন ভুল বুঝাবুঝি। বোরিস, পায়ে পড়ি তোমার, কি হয়েছে বলো।"

"বলছি তো কিছু হয় নি।"

বোরিস লোলার গলা জড়িয়ে ধরে, ঠোঁটে চুমু খায়। লোলা কেঁপে উঠে। সুগন্ধি নিঃশ্বাস টানল বোরিস। ওর মুখের ভেতরে লোলার ঠোঁটের ভেজা উলঙ্গতার আস্বাদ গ্রহণ করল। ওর চেতনা আনন্দে

নেচে উঠল। লোলা তার মুখ ভরিয়ে দিলো চুমোয় চুমোয়, ও হাঁফাচ্ছে একটু একটু।

বোরিস বুঝতে পারে কামনায় লোলাকে সে পেতে চাচ্ছে। খুশি হলো সে। কামনা ওর কালো ধারণাগুলোকে চুষে নেয়, সব রকমের ধারণাই কামনার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ওর মাথা ঘুরতে লাগল, মাথার ভিতরকার পদার্থ উপরের দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। লোলার নিতম্বে ও হাত রাখে, সিল্কের আবরণ ভেদ করে ওর দেহ সে স্পর্শ করল: বস্তুতঃ সে যেন ওর রেশমী দেহের দিকে প্রসারিত একটা হাত বৈ আর কিছু নয়। হাত দিয়ে একটু টানতেই জিনিসটা (জাঙ্গিয়া) তার আঙ্গুলে পেঁচিয়ে বের হয়ে এল যেন সুন্দর এবং মিহি কিন্তু মরা একটা চামড়া। তার নিচে আছে আসল চামড়া, তুল-তুলে, রাবারের মতো, এবং বাচ্চাদের দস্তানার মতো চকচকে। লোলা ওর কাপড় খুলে বিছানায় ছুঁড়ে মারে, বাড়িয়ে দেয় উদাম দুই হাত, জড়িয়ে ধরে বোরিসের গলা। ওর দেহের গন্ধ পাগল-করা। বোরিস ওর পরিস্কার কামানো বগল দেখতে পেল, পাউডার দেওয়ায় নীলচে কালো ফোঁটা ফোঁটা দেখাচ্ছে বগলের চুল, বিন্দুর মত দৃশ্যমান। যেন বিন্দু বিন্দু ধারালো লোহার টুকরা চামড়ায় গেঁথে আছে। বোরিস এবং লোলা সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল যেখানে কামনা ওদের ওপর সওয়ার হয়েছে, দাঁড়িয়ে রইল যেহেতু ওদের নড়বার আর শক্তি নেই। লোলার পা কাঁপছে, বোরিসের ভয় হল ওরা বুঝি কার্পেটের ভিতরে ডুবে যাবে। লোলাকে নিজের সঙ্গে চেপে ধরে সে, ওর স্তনের ঘন-নরোম স্পর্শ উপভোগ করে।

"আহ্," লোলা ফিসফিস করে উঠে।

ও পেছনের দিকে বেঁকে গেছে। ওর রক্তহীন মাথা ফোলা ঠোঁট, বোরিসের মনে হলো এটা বুঝি মেডুসার বিচিত্র মস্তক। ভাবল: "ওর শেষ সুন্দর দিনগুলি।" ওকে আরো জোরে চেপে ধরে। "একদিন সকালে ও হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে।" সে ওকে ঘৃণা করে। তার দেহ

ওর দেহের সঙ্গে লেপ্টে রইল, ওর শক্ত রোগা এবং পুরুষালি শরীর। ওকে আরো জোরে দুই হাতে ধরে চাপ দেয়, এবং ওর বয়সের বছর-গুলোকে প্রতিরোধ করে। তারপর তার ওপর নেমে এল এক পরম বিভ্রান্তি এবং আচ্ছন্ন-করা এক স্বতন্ত্র মুহূর্ত : সে তাকাল লোলার বাহুর দিকে, দেখল তা বুড়ো মেয়েলোকের চুলের মত শাদা। তার মনে হলো দুই হাতের মধ্যিখানে সে ধরে রেখেছে বার্দ্ধকাকে, তাকে নিষ্পেষিত করে টুঁটি টিপে মারতে হবে।

"এতো জোরে না, লাগে। আমি তোমাকে চাই।" লোলা সুখে ফিসফিস করে উঠে।

বোরিস ওকে ছেড়ে দেয় : সে একটু আঘাত পেল।

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। বিবস্ত্র হওয়ার সময় লোলা এসে দেখুক তা চায় না সে। সে মুখ ধোয়, পা ধোয়, তারপর রগড় করার জন্য পায়ে টেলকম পাউডার মাখে খুব করে। আত্মসংযম পুনরুদ্ধার করে সে ভাবল, "অবিশ্বাস্য ব্যাপার।" ওর মাথা ঝাপসা এবং ভারী, কি সে ভাবছে তা নিজেই বুঝতে পারছে না। "এ নিয়ে দেলারুর সঙ্গে কথা বলতে হবে," সে স্থির করল। দরজার ওই ধারে ও তার জন্য অপেক্ষা করছে, ও নিশ্চয়ই এখন বিবস্ত্র। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে ইচ্ছে করছে না তার। দেহগন্ধে বিভোর উলঙ্গ যে শরীর সে তো নিমজ্জনের জন্যই, কিন্তু সে লোলা বুঝবে না। এখন সে সর্বগ্রাসী, তীব্র স্বাদু এক যৌনচেতনায় আচ্ছন্ন হওয়ার জন্য উদ্যত। একবার এর ভেতরে ঢুকতে পারলে ভালয় ভালয় সব হবে, কিন্তু তার আগে—তা একটু ভয়-ভয় তো লাগবেই। বিরক্তির সঙ্গে সে বিবেচনা করল, "সেবার যেমন জড়িয়ে পড়েছিলাম, এবার কিন্তু সেরকম কিছু আমি হতে দেবো না।" বেসিনের উপরে মাথা রেখে সে চুল আঁচড়াল, চুল উঠে গিয়ে বেসিনে পড়ে কি না দেখবার জন্য। শাদা চীনেমাটির বেসিনে একটা চুলও পড়ল না। পাজামা পরে সে দরজা খুলে শোবার ঘরে ঢুকল।

বিছানায় লোলা লম্বা হয়ে পড়ে আছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এ এক অন্য লোলা, ঢিলেঢালা, কিন্তু ভয় ধরানো। চোখ পিটপিট করে তাকে ও লক্ষ্য করছে। নীল বিছানার চাদরের ওপর ওর শরীর মাছের পেটের মতো রূপোলি শাদা। মাথায় লালচে চুলের এক ত্রিকোণ গুচ্ছ। বোরিস বিছানার দিকে এগিয়ে এল, আগ্রহের সঙ্গে ওকে দেখল, কিন্তু সে আগ্রহে বিরক্তি মিশ্রিত। হাত মেলে আহ্বান করে ও।

"দাঁড়াও।" বোরিস বলল।

বাতি নিবিয়ে দিল। ঘরটা সঙ্গে সঙ্গে লালচে আভায় ভরে উঠল। উল্টো দিকের তিনতলা দালানে কিছুদিন হলো নতুন একটা আলোর সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। বোরিস লোলার পাশে শুয়ে পড়ে ওর কাঁধে এবং বুকে হাত দিয়ে পেষণ শুরু করে। ওর ত্বক এতো মসৃন, মনে হলো এখনো সিল্কের কাপড়টা ও পরে আছে। ওর স্তন ঝুলে পড়েছে, কিন্তু বোরিসের তাই পছন্দ। জীবনকে আচ্ছা মতো ভোগ করেছে সেগুলো এমন একজন মেয়েমানুষের স্তন। অনর্থক বাতি নিবিয়েছে সে, হতচ্ছাড়া সাইনবোর্ডের আলোর আভায় সে লোলার মুখ দেখতে পাচ্ছে, লাল আভাসে সে মুখ পাণ্ডুর, ঠোঁট কৃষ্ণকায়। যেন খুব বেদনায় কাতর, স্থির দৃষ্টি চোখে। আসন্ন বিয়োগের কথা মনে করে বোরিস পীড়া বোধ করল যেমন সে বোধ করেছিল নিমেতে যখন ষাঁড়টা একলাফে মাঠে নেমে এসেছিল : কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছিল, অনিবার্য, ভয়ঙ্কর অথচ ক্লান্তিকর, ষাঁড়টির প্রত্যাশিত মৃত্যুর মতো।

"পাজামাটা খুলে ফেলো না।" অনুনয় করে লোলা।

"না।" বোরিস বলল।

এ যেন এক নিয়ম। প্রতিবার লোলা তাকে পাজামা খুলতে বলবে, প্রতিবার বোরিস না করবে। তার জ্যাকেটের ভেতরে লোলা হাত চালিয়ে দিয়ে আদর করতে শুরু করল। বোরিস

হাসতে লাগল।

"এ্যাই, কাতুকুতু লাগে।"

ওরা চুমু খেল। এক মুহূর্ত: বোরিসের হাত নিজের হাতে নিয়ে লোলা ওর শরীরে লালচে কেশের গুচ্ছের ওপর স্থাপন করল। বিচিত্র সব খেয়াল ওর, কখনো বোরিসকে আত্মরক্ষা করতে হয় আবার। দণ্ডেক বা দুদণ্ড লোলার উরুর কাছে ওর হাত নিষ্প্রাণ ফেলে রাখল, তারপর আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠিয়ে কাঁধে এনে স্থাপন করল।

"এসো," লোলা তাকে ওর ওপরে টেনে শুইয়ে দেয়, "এসো, লক্ষ্মী আমার, এসো, এসো।"

ও কুঁকাতে শুরু করল। এবং বোরিস ভাবল: "এই বার।" একটা স্যাঁতস্যাঁতে শিহরণ কোমর থেকে গলা পর্যন্ত সবটা শরীরে বয়ে গেল। "আমি করব না," বোরিস মনে মনে বলল, এবং দাঁত কিড়মিড় করল। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ তার মনে হলো, খরগোসের মতো গলা ধরে তাকে কে যেন উঠিয়ে নিল। লোলার দেহের ভিতরে ও ডুবে গেল, হারিয়ে গেল চেতনা, আনন্দময় ঝলোমলো কামনার গভীর থেকে গভীরে।

"প্রিয়তম।" লোলা বলল।

ও আস্তে তাকে সরিয়ে বিছানা থেকে উঠল। বালিশে মাথা রেখে বোরিস উবুড় হয়ে পড়ে রইল। লোলা বাথরুমের দরজা খুলল, শুনতে পেল, সে ভাবল এবং, "এটা সারা হলে আমি আর প্রেম করব না। সহবাসকে আমি ঘৃণা করি। না, সত্যি বলতে কি, ঠিক এই কর্মটিকে আমি ঘৃণা করি না. ঘৃণা করি এই সব ঝামেলায় জড়িয়ে-পড়াকে, এই সব কর্তালির চেতনাকে। তাছাড়া, মেয়ে-বন্ধুর মধ্যে বাছাবাছির কি আছে? যার সঙ্গেই হোক, ঘটনা তো সেই একই, বিষয়টি তো জৈবিক।" ঘৃণার সঙ্গে সে আবার বলল, "জৈবিক।" রাত্রির জন্য নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে লোলা। বেসিনে টেপ থেকে পানি পড়ছে, মনোরম পরিচ্ছন্ন কলকল শব্দ, বোরিসের ভাল লাগল। মরুভূমিতে তৃষ্ণার মরী-

চিকায় আক্রান্ত মানুষ এই সব শব্দ শুনে থাকে, ঝর্ণার পানির শব্দ। বোরিস কল্পনা করতে চেষ্টা করল সে-ও কোন মরীচিকার পেছনে ছুটছে। এই ঘর, লাল আলো, পানির ছলকানো শব্দ, এইগুলো অলীক, একটু পরেই সে দেখবে গাছের ছালের হেলমেট দিয়ে চোখ ঢেকে সে মরুভূমিতে শুয়ে আছে। হঠাৎ ম্যাথুর মুখ ভেসে উঠল তার সামনে "অবিশ্বাস্য," সে স্বগতঃ বলল। "মেয়েদের চেয়ে পুরুষকে আমার বেশী ভাল লাগে। বেটাচ্ছেলের সঙ্গে যে আনন্দ পাই, মেয়েদের আসরে তার অর্ধেকও পাই না। তবু কোন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় শুতে যাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারি না।" নিজেকে চাঙ্গা করল সে এমনি ভাবনায়ঃ "সন্ন্যাসী হবো, লোলাকে ত্যাগ করার পর আমি সন্ন্যাসী হবো।" নিজেকে বড় ঊষর এবং অনাড়ম্বর মনে হলো তার। লোলা ঝাঁপ দিয়ে বিছানায় পড়ে তাকে কোলে টেনে নিল।

"প্রিয়, প্রিয় আমার।" ও বলল।

তার চুলে ও হাত ঢুকিয়ে আদর করল। নীরবতার সুদীর্ঘ মুহূর্ত। লোলা যখন কথা বলা শুরু করল, বোরিস দেখল আকাশের তারাগুলো ঘুরছে। সেই গাঢ় লাল-রাত্রির বুকে লোলার কণ্ঠ অচেনা মনে হলো তার।

"তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, বোরিস। আমি পৃথিবীতে একা। আমাকে তোমার ভালবাসতে হবে, তুমি ছাড়া অন্য কারো কথা আমি ভাবতে পারি না। নিজের জীবনটার কথা মনে হলেই, নদীতে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করে আমার, তোমার কথা সারাদিন ভাবতে হয় আমার। জানোয়ারের মতো হিংস্র হয়ো না তুমি প্রিয়তম, আমাকে তুমি আঘাত করতে পারবে না, তুমি আমার সব। আমাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম প্রিয়তম, আমাকে আঘাত দিয়ো না। কোনদিন আঘাত দিয়ো না আমাকে—আমি ভীষণ একা।"

চমকে জেগে উঠল বোরিস। পরিবেশটা সঠিক জরীপ করল।

"তুমি একা, কারণ একা থাকাই তোমার পছন্দ," সে পরিষ্কার

গলায় বলে, "তার কারণ তুমি অহঙ্কারী। নইলে আমার চেয়ে আরো বেশি বয়সের কাউকে তুমি ভালবাসতে। আমার বয়স অনেক কম, তোমার একাকীত্ব আমি তো আর ঘোচাতে পারি না। আমার বিশ্বাস, ওই কারণেই তুমি আমাকে বেছে নিয়েছো।"

লোলা বলে, "সে আমি জানি না। তোমাকে আমি পাগলের মতো ভালবাসি, শুধু এইটুকু জানি।"

দুর্বার শক্তিতে বাহু দিয়ে তাকে বেষ্টন করল লোলা। বোরিস আবার ওকে বলতে শুনল, "তোমাকে আমি পূজা করি," তারপর গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

তিন

গ্রীষ্মকাল। উষ্ণ গরম বাতাস। নির্মেঘ আকাশের নিচে হাত দোলাতে দোলাতে হাঁটছে ম্যাথ্যু রাস্তার মাঝখান দিয়ে। পথ যেন পথ নয়, জমকালো সোনালী ট্যাপেস্ট্রি। গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকাল অন্য দশজনের। ম্যাথুর শুরু হচ্ছে এক কৃষ্ণকায় দিবস। আস্তে আস্তে, ঘুরে ঘুরে, আকাবাঁকা পথ কেটে সে দিবস পৌঁছবে বিকালের প্রান্তে রৌদ্রালোকে শবযাত্রার মতো। একটা ঠিকানা। টাকা। সারা প্যারিস চষে বেড়াতে হবে তার। ঠিকানা দেবে সারা। টাকা ধার দেবে দানিয়েল। অথবা জ্যাক। ম্যাথু স্বপ্নে দেখেছে, সে একটা খুনী। স্বপ্নের কিছু ছায়া এখনো চোখের গভীরে বাসা বেঁধে আছে, আলোর চোখ ধাধাঁনো চাপে এখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ। এই তো, ১৬, দেলামবার রোড। সারা সাততলায় থাকে। লিফ্‌ট অবশ্যই খারাপ। ম্যাথু সিঁড়ি ভাঙে। বন্ধ দরজার ওদিকে এপ্রন-পরা, মাথায় ময়লা মুছবার তোয়ালে বেঁধে কাজ করছে চাকর-বাকরেরা : তাদেরও একটা দিনের শুরু হলো। কীসের দিন? যখন সে বেল বাজাল, তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। ভাবল : "কিছু কিছু ব্যায়াম করা উচিত আমার।" বিরক্তির সঙ্গে আরো ভাবল, "যখনই সিঁড়ি ভাঙতে হয়, তখনই শুধু কথাটা মনে আসে।" অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনল সে। বেঁটে, টেকো, পিটপিটে চোখ একজন দরজা খুলে একটু হাসল। ম্যাথু চিনতে পারল। জার্মান, বাস্তুহারা। ওকে সে দোম্-এ দেখেছে। হয় সর-দেওয়া কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে গভীর চিন্তায় মগ্ন, নয় দাবার ছকে পুরু ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে নিবিষ্ট-মন।

"সারার সঙ্গে দেখা করতে চাই।" ম্যাথু বলল।

বেঁটে মানুষটা গম্ভীর হলো। মাথা ঝুঁকিয়ে আদাব জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিলে খট্ করে আওয়াজ তুলল। ওর কান গোলাপী রঙের।

ঘটা করে বলল, "আমার নাম ওয়েমুলার।"

"দেলারু।" ম্যাথুর কাঠখোট্টা জবাব।

ছোটখাট মানুষটার মুখে অমায়িক হাসি ফিরে এল, বলল, "আসুন, ভেতরে আসুন। ও নিচে ষ্টুডিয়োতে আছে। আপনাকে দেখে খুব খুশি হবে।"

ও ম্যাথুকে হলঘরে নিয়ে এসে ছুটে বেরিয়ে গেল। কাচের দরজা ঠেলে সে গোমেজের ষ্টুডিয়োয় ঢুকল। ভেতরের সিঁড়িপথের মাথায় এসে ওকে থামতে হলো, ধুলোয় আকীর্ণ বিরাট আকাশ-জানালা দিয়ে আসা আলোর বন্যা, তার জৌলুসে চোখ ধেঁধে গেল তার। ম্যাথু চোখ বন্ধ করে, তার মাথা ধরা শুরু হল।

"কি হলো ?" সারার কণ্ঠ।

সিঁড়ির হাতলে হেলান দিল ম্যাথু। ডিভানে বসে সারা, গায়ে হলুদ কিমনো। পাতলা খাড়া চুলের ভিতর দিয়ে ওর খুলি দেখা যাচ্ছে। ওর সামনে টর্চের আলো। লাল চুল একটা জবরজঙ।... "ব্রুনে," বিরক্ত ম্যাথু ভাবল। গত ছয়মাস ওর দেখা মিলে নি, এখন সারার বাসায় ওকে দেখে সে খুশি হতে পারল না। অস্বস্তিকর অবস্থা, অনেক কিছু আছে তাদের পরস্পরকে বলবার, বন্ধুত্বের ক্ষীয়মান সূত্রটুকু এখনো টিকে আছে তাদের মধ্যে। তাছাড়া, ব্রুনের একটা খোলামেলা ভাব আছে, আছে তার সমগ্র, সুস্থ ব্রহ্মাণ্ড, আছে বিদ্রোহ আর উগ্রতার, কায়িক পরিশ্রমের, সহনশীল প্রচেষ্টা আর শৃঙ্খলার এক সংক্ষিপ্ত এবং নিরেট পৃথিবী। একান্তে সারার কাছে ম্যাথু মেয়েমানুষ সংক্রান্ত শরমের যে সামান্য গোপন কথা বলতে যাচ্ছে তাতে ব্রুনের কোন কৌতূহল জন্মাবে না। সারা মুখ তুলে হাসল।

"সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।" সারা বলল।

ম্যাথুও হাসল। ওর ভোঁতা কুৎসিৎ চেহারা ওর চরিত্রের ঔদার্যের সঙ্গে বেমানান। চোখ নামাল ম্যাথু। বিরাট নেতানো স্তন কিমনোর ফাঁকে আধেকটা দেখা যাচ্ছে।

"কি খবর, কার মুখ দেখে জানি উঠেছি আজকে?" সারা বলল।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।" ম্যাথু বলল।

প্রত্যাশায় চকচক করে উঠে সারার মুখ, "ফরমাইয়ে"। ও বলল। তারপর প্রবল উল্লাসে আবার বলল, "দেখো, কে এখানে!"

ম্যাথু ক্রুনের দিকে তাকাল, তার সঙ্গে করমর্দন করল। সারা চিন্তিত কিন্তু সস্নেহ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"কেমন আছো, পুরনো সামাজিক বিশ্বাসঘাতক?" ক্রুনে বলল।

ওর গলা শুনে ম্যাথুর আনন্দ হলো। ক্রুনে বিরাটকায়, বলিষ্ঠ। সাদামাটা গেঁয়ো চেহারা ওর। খুব একটা অমায়িক বলা চলে না।

"কেমন আছো? আমি ভাবলাম, তুমি মরে গেছো।" ম্যাথু বলে, ক্রুনে হাসল, জবাব দিল না।

"এইখানে আমার পাশে এসে বসো।" সারার কণ্ঠে আমন্ত্রণ। ও জানে, ওকে দিয়ে কোন কাজ করাবে সে, এই মুহূর্তের জন্য সে ওর সম্পত্তি। ম্যাথু বসে। টেবিলের নিচে বসে ছোট্ট পাবলো খেলনাব্লক দিয়ে দালান তৈরী করছে।

"গোমেজের খবর কি?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

"আছে একরকম। ও বার্সেলোনায় আছে এখন।" সারা বলে।

"কোন খবর-টবর পেয়েছো ওর?"

"গেল হপ্তায় পেয়েছিলাম। ওর কীর্তিকলাপের ফিরিস্তি লম্বা।" সারার কণ্ঠে কটাক্ষ।

ক্রুনের চোখ চকচক করছে, "জানোত ও এখন কর্ণেল?"

কর্ণেল। ম্যাথুর কালকের সেই মানুষটার কথা মনে পড়ল: ওর

হৃদয় সঙ্কুচিত হলো। গোমেজ সত্যিই চলে গেছে। ইরানের পতনের কথা একদিন ও 'প্যারিস-সোয়ে' পত্রিকায় পড়েছিল। মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ও অনেকক্ষণ ষ্টুডিয়োতে এদিক থেকে ওদিক পায়-চারি করেছিল। তারপর ও বেরিয়ে গিয়েছিল খালি মাথায়, ওভার কোট গায়ে দেয় নি, ভাবটা যেন দোম থেকে সিগ্রেট কিনতে যাচ্ছে। ঘরটি যেমন ও রেখে গেছে তেমনি রইল: অসমাপ্ত ক্যানভাস, আধাকাটা একটা তামার প্লেট টেবিলের ওপর, আর ইতস্ততঃ ছড়ানো এসিডের বোতল। ছবি এবং স্কেচ মিসেস ষ্টিমসনের। ছবিতে তিনি উলঙ্গ। মনের চোখ দিয়ে ম্যাথু দেখতে পেল, মিসেস ষ্টিমসন, প্রাণবন্ত মাতাল মিসেস ষ্টিমসন গোমেজের কোলের ওপর শুয়ে হেঁড়ে গলায় গান গাইছে। ম্যাথু ভাবল: "হলে কি হবে, সারার সঙ্গে ও জানোয়ারের মতো ব্যবহার করতো।"

"মন্ত্রী তোমাকে ঢুকতে দিল তো?" চটুল গলায় সারা জিজ্ঞেস করে।

ও গোমেজের কথা বলছে না। ও তার সব কিছু মাফ করে দিয়েছে, তার বিশ্বাসঘাতকতা, পলায়ন এবং নির্মমতা সব। কিন্তু স্পেনে যাওয়া-টাকে ক্ষমা করে নি: ওখানে সে গেছে মানুষ মারতে, এর মধ্যে অনেক হত্যা সে করে ফেলেছে। সারার কাছে মানুষের জীবন খুব পবিত্র।

"কীসের মন্ত্রী?" ম্যাথু অবাক।

"ওই লাল-কান ইঁদুরটা একটা মন্ত্রী। ১৯২২ সনে মিউনিকের সমাজতান্ত্রিক সরকারের সে সদস্য ছিল। বর্তমানে সে বহিষ্কৃত।" সারা সাদামাটা গলায় সগর্বে বলে।

"তুমিই ওকে উদ্ধার করেছো তাহলে।"

সারা হাসতে থাকে।

"'স্যুটকেস নিয়ে এখানে চলে এল। না, সত্যিই বলছি, ওর যাবার আর জায়গা নেই। টাকা দিতে পারে নি তাই হোটেল থেকে ওকে বের করে দিয়েছে ওরা।"

ম্যাথু আঙ্গুলে গুনে, "অ্যানিয়া, লোপেজ, শান্তি, তার মানে চারজনকে পুষতে হচ্ছে তোমার।"

সারা যেন মাফ চাইছে, বলে, "অ্যানিয়া চলে যাচ্ছে শীগগীর। ও একটা চাকরি পেয়েছে।"

"হাস্যকর ব্যাপার।" ক্রুনে বলে।

ম্যাথু আশ্চর্য হলো, ক্রুনের দিকে তাকাল।

ক্রুনের আক্রোশ গম্ভীর এবং সহজ। সাধ্যমত গেঁয়ো ভাব নিয়ে সে সারার চোখে চোখ রেখে আবার বলে, "এটা হাস্যকর।"

"কি ? কি হাস্যকর ?"

সারা ম্যাথুর বাহু এক হাতে স্পর্শ করে চটকরে বলে ওঠে, "আহ্। তুমি আমার পক্ষে থেকো, ম্যাথু মনি।"

"কিন্তু ঘটনাটা কি ?"

"ম্যাথুর এতে কোন স্বার্থ নেই।" ক্রুনে সারার ওপর বিরক্ত হলো। ও কান দিচ্ছে না তার।

"ও চায় আমি মন্ত্রীকে বের করে দিই।" প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে সারা।

"ওকে বের করে দিতে বলে ?"

"ও বলে ওকে আশ্রয় দেওয়া একটা অপরাধ।"

"সারা বেশি বেশি বলে।" ক্রুনে নরম গলায় বলে।

ক্রুনে ম্যাথুর দিকে ফিরে দাঁড়ায়। বিষয়টা বয়ান করতে যেন কষ্ট হচ্ছে তার, "ঘটনা হলো, লোকটা সম্পর্কে গোলমেলে খবর পেয়েছি আমরা। ছয় মাস আগে ওকে নাকি জার্মান এম্বেসীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। একজন ইহুদী রিফিউজি কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এমন জায়গায় যেতে পারে, তা অনুমান করতে হলে অযথা বিদ্বেষের প্রয়োজন পড়ে না নিশ্চয়ই।"

"তোমার হাতে কোন প্রমাণ নেই।" সারা বলে।

"তা নেই, কোন প্রমাণ নেই। থাকলে, ও এখানে থাকতো না।

শুধু অনুমান হলো ত কি হয়েছে, ওকে সারা পাগলের মতো, বেহায়ার মতো ঘরে তুলেছে।"

"কিন্তু কেন? কেন?" সারা বিক্ষুব্ধ।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে ব্রুনে, "সারা, ওয়েমুলার খারাপ কিছু হবে, তা প্রতিহত করতে দরকার হলে গোটা প্যারিসকে তুমি উড়িয়ে দেবে।"

সারার হাসি দুর্বল। "গোটা প্যারিস না হোক, কিন্তু তোমার দলের চক্রান্তে ওয়েমুলারকে আমি বলি হতে দেবো না। দল, দল এতো দুর্বোধ্য জিনিস।"

"আমি তো সেই কথাই বলছিলাম।" ব্রুনে বলে।

প্রবল বেগে মাথা নাড়ে সারা। ও রাঙ্গা হয়ে উঠল, কিন্তু ডাগর সবুজ চোখের আলো, নিভে গেল।

রেগেমেগে বলল, "গোবেচারা মানুষ এই মন্ত্রী। তুমি তো ওকে দেখেছো ম্যাথু। ও একটা পিঁপড়ে মারতে পারবে?"

ব্রুনের সৌম্যতা দুশ্ছেদ্য। সমুদ্রের প্রশান্তির মতো, কোমল অথচ উত্তাল। কখনো তাকে একজন সমগ্র মানুষ বলে মনে হয় না, সে এক জনসমুদ্রের স্থিতধীর, নীরব গুঞ্জনময় জীবন। ও ব্যাখ্যা করতে চায়ঃ "গোমেজ মাঝে মাঝে দূত পাঠায়। তারা এখানে আসেন। সারার বাসায় তাঁদের সঙ্গে আমরা দেখা করি। বুঝতেই পারছো, সংবাদ যা আসে সব গোপনীয়। তাহলে এই বাড়িতে গুপ্তচর বলে দুর্নাম আছে এমন লোককে ঠাঁই দেওয়া চলে?"

ম্যাথু জবাব দেয় না। ব্রুনের বাক্য প্রশ্নবোধক, কিন্তু শুধু বিশুদ্ধ অলংকার, সে উপদেশ চাচ্ছে না। অনেকদিন হয়ে গেল সে ম্যাথুর কাছে কোন ব্যাপারে উপদেশ নেয় না।

"ম্যাথু, তুমি সিদ্ধান্ত দাওঃ ওয়েমুলারকে বের করে দিলে, ও সীন নদীতে ডুবে মরবে। শুধু একটা সন্দেহের বশে কেউ একটা মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে?" ও অসহায়ের মতো বলল। . .

ও সোজা হয়ে বসে আছে। ওর কুৎসিৎ মুখ দয়ার আলোকে ঝলোমলো। ও ম্যাথুর মধ্যে একটা অন্ত্যজ সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে, দুর্ঘটনায় গাড়ী চাপা পড়ে আহত কিংবা বিষফোঁড়া এবং আলসারের রোগীর প্রতি সহানুভূতির সমধর্মী সে বোধ।

"ঠিক বলছো? ও সীন-এ ঝাঁপ দেবে?" সে জিজ্ঞেস করে।

"মোটেই না। ও জার্মান এম্বেসীতে গিয়ে সোজা নিজেকে বিক্রি করবে।" ব্রুনে বলে।

"কথা একই হলো। ওর কর্ম সাবাড়।" ম্যাথু বলে।

ব্রুনে কাঁধ ঝাঁকায়। "হুঁ, আমার তো তাই মনে হয়।" সে বলল অন্যমনে।

"শুনলে তো, ওর কথা তো শুনলে ম্যাথু।" সারা ওকে বিপন্ন চোখে দেখে নিয়ে বলে, "তাহলে? কার কথা ঠিক? কিছু একটা যা হয় বলো।"

ম্যাথুর বলবার কিছু নেই। ব্রুনে তার উপদেশ চায় নি। বুর্জোয়ার, ইতর বুদ্ধিজীবীর, ডালকুত্তার উপদেশের প্রয়োজন নেই তার। "ও হিম-শীতল সৌজন্যে আমার কথা শুনবে, ও নিজের মতে সম্পূর্ণ অনড় থাকবে, আমি যা বলি তা দিয়ে আমাকে বিচার করবে, ব্যস।" ব্রুনে তাকে বিচার করুক ম্যাথু চায় না। এমন একটা সময় ছিল যখন নীতি-গতভাবে ওদের কেউ কারো বিচার করতো না। "বন্ধুত্বের অস্তিত্ব সমালোচনার জন্য নয়।" ব্রুনে তখন প্রায়ই বলতো। "তার কাজ হলো বিশ্বাস জাগানো।" এখনো বোধ হয় সেকথা সে বলে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে নিজের দলের কমরেডদের কথা ভাবছে।

"ম্যাথু।" সারা ডাকে।

ব্রুনে সারার দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর হাঁটুতে হাত রাখে।

সে আস্তে আস্তে বলে, "সারা, শোন। ম্যাথুকে আমার খুব ভালো লাগে। ওর জ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উঁচু। স্পিনোজা কিংবা কান্টের কোন রচনার অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা জানবার দরকার হলে ম্যাথুর কাছে আমি ছুটে যেতাম। আর এটা তো একটা সামান্য ব্যাপার।

জেনে রাখো, এর জন্য বাইরের কোন লোকের মতামত আমি চাই না, তা সে লোক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক থেকে যা খুশি হোক। আমি আমার মনস্থির করে ফেলেছি।"

বোধগম্য কারণে, ম্যাথু ভাবল, বোধগম্য কারণে। ভিতরে ভিতরে সে বিশ্রী বোধ করল, তবে তা ব্রুনের ওপর রাগ নয়। "উপদেশ দেওয়ার আমি কে? আর নিজের জীবন নিয়েই বা কি করেছি আমি?" ব্রুনে উঠে পড়ে।

সে বলল, "আমার তাড়াতাড়ি যেতে হয়। তুমি, সারা, অবশ্যই যা মনে ধরে তাই করবে। তুমি দলের লোক নও, তুমি ইতিমধ্যে অনেক করেছো আমাদের জন্য। কিন্তু তুমি যদি ওকে রাখো, তাহলে গোমেজ কোন খবর পাঠালে সেটা তুমি আমার বাসায় এসে বলে যেয়ো, এইটুকু চাই তোমার কাছে।"

"নিশ্চয়ই।" সারা বলল। প্রোজ্জ্বল হলো ওর চোখ, বিরাট বোঝা নেমে গেল ঘাড় থেকে।

"আর কোন জিনিস ফেলে রেখো না এখানে সেখানে। সব পুড়ে ফেলো।" ব্রুনে আরো বলল।

"প্রতিজ্ঞা করলাম।"

ব্রুনে ম্যাথুর দিকে তাকাল, "তাহলে চলি প্রিয় দোস্ত।"

সে হাত বাড়িয়ে দিল না, বরং চোখ ছোট করে তাকে দেখল একবার। মুখের ভাব রূঢ়। যেমন ছিল কালকে বিকেলে মার্সেলের। এবং সেই একই অনুতাপবিহীন বিস্ময়। তার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের কাছে নিজেকে ন্যাংটা মনে হলো ম্যাথুর। কাদার ঢেলা থেকে তৈরী করা লম্বা এবং উলঙ্গ দেহরূপ। সে কে উপদেশ দেবার? চোখ বুঁজল সে: ব্রুনেকে কঠিন জটিল মনে হচ্ছে। "এবং আমার চেহারায় লেখা ব্যর্থতা আমি বহন করছি।"

ব্রুনে কথা বলল, ম্যাথু যে স্বর আশা করেছিল সে স্বরে নয়। "তোমাকে মরা মরা দেখাচ্ছে। কি হয়েছে?" সে কোমল করে বলল।

ম্যাথুও উঠে দাঁড়িয়েছিল। "আমার—আমার মাথাটা একটু ধরেছে। না, তেমন কিছু নয়।"

ব্রুনে তার কাঁধে একটা হাত রেখে, ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

"গাধার মতো কথা বলছো। এই দেখো, আমি সর্বক্ষণ সর্বত্র ব্যস্ত থাকছি, পুরনো বন্ধুবান্ধবকে দেখব, এক মুহূর্ত সময় আমার নেই। তুমি যদি মরো, তোমার মৃত্যুর খবর শুনব একমাস পরে, তা-ও ঘটনাক্রমে।"

"খুব শীগগির মরব না আমি।" হেসে বলল ম্যাথু।

কাঁধের ওপর ব্রুনের হাতের চাপ বোধ করল সে, ভাবল "ও আমাকে বিচার করছে না।" কোমল কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল তার।

ব্রুনে এখনো গম্ভীর! বলল, "না, খুব শীগগির নয়। কিন্তু,"—মনে হলো এবার মনস্থির করেছে ও। "দুটোর সময় ব্যস্ত থাকবে? কয়েক মিনিট অবসর পাবো তখন। তোমার ওখানে যাবো। পুরনো দিনের মতো কিছুক্ষণ আড্ডা করে কাটাবো।"

"পুরনো দিনের মতো! অবসরই থাকবো, তোমার আশায় বসে থাকবো।" ম্যাথু বলে।

ব্রুনে হাসল, দিল খোলা হাসি। ওর অকপট প্রাণবন্ত হাসিটি আছে ঠিকই। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

"আমি আসছি তোমার সঙ্গে।" সারা বলল।

চোখ দিয়ে ম্যাথু ওদের অনুসরণ করল। অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় ও তরতর করে সিঁড়ি ভাঙল। "সব হারিয়ে যায় নি," আপন মনে বলল সে। কি যেন একটা বুকের ভেতর আন্দোলিত হলো তার, উষ্ণ ঘরোয়া কি যেন, আশার আভাস দেয় এমন একটা কিছু। সে এগিয়ে যায়। মাথার উপরে দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোট্ট পাবলো ওকে গম্ভীর চোখে দেখছে। টেবিল থেকে দাগ-কাটার সূচ তুলে নেয় সে। তামার প্লেটে বসেছিল একটা মাছি, উড়ে গেল।

পাবলো এখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে। ম্যাথু অস্বস্তি বোধ করল, কেন জানি। ওর মনে হলো, বাচ্চাটা চোখ দিয়ে গিলছে তাকে। "বাচ্চারা লোভী পুচকে শয়তান, মুখ সর্বস্ব," সে ভাবল। পাবলোর চেহারা এখনো মানুষের মতো হয়ে উঠে নি, কিন্তু ভীষণ জীবন্ত : ভাল করে বুঝা যাচ্ছে, ছোট জীবটি গর্ভের ভেতর থেকে বেরিয়েছে বেশি দিন হয় নি : অই তো, দ্বিধাগ্রস্ত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, বমির নোংরা জেল্লা লেগে আছে শরীরে তার। কিন্তু অস্থির যে কৌতুক তার চোখ ভরিয়ে দিচ্ছে, তার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে এক ছোট লোভার্ত চেতনা। দাগ-কাটা সূচটাকে সে নাড়াচাড়া করল। "কী ভীষণ গরম আজকে!" সে ভাবল। মাছিটা ঘুরছে ভনভন করে তার চারপাশে : কোন এক লালচে কক্ষে, জনৈক নারীদেহের অভ্যন্তরে একটা ফুসকুড়ি হয়েছে এবং ওটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

"আমি স্বপ্ন দেখেছি জানেন?" পাবলো বলে।

"কি স্বপ্ন, বলো।"

"স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা পালক।"

ম্যাথু ভাবল, "এই বস্তুটি আবার চিন্তা করে!"

"পালক হয়ে কি করলে তুমি?"

"কিছু না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।"

ম্যাথু সূচটা ছুড়ে মারে টেবিলের ওপর, ভীত মাছিটা ভনভন করে ঘুরতে লাগল, তারপর তামার পাত্রের দুটো খাঁজে বসল। খাঁজ দুটো রমণীর বাহুর মতো দেখতে। নষ্ট করার মতো সময় নেই, এই মুহূর্তেও ফুসকুড়িটা বাড়ছে, বের হয়ে আসার জন্য, অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অন্ধ প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। রূপ পরিগ্রহ করছে, ছোট বিবর্ণ তুলতুলে সেই বস্তুর মতো, যা পৃথিবীর সঙ্গে ঝুলে থেকে এর রস চুষে।

সিঁড়ির দিকে কয়েক পা এগোয় ম্যাথু। সারার গলা শোনা যাচ্ছে। রাস্তার দিককার দরজা খুলে ও দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে

ব্রুনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। কীসের জন্য অপেক্ষা করছে ও? ও ফিরে আসছে না, কেন? ফিরে তাকাল সে, ছেলেটার দিকে তাকাল, মাছিটাকে দেখল। ছোট বাচ্চা। চিন্তাশক্তিসম্পন্ন একটুকরা মাংস, হত্যা করলে চীৎকার করবে, রক্ত বেরোবে। বাচ্চার চেয়ে একটা মাছি মারা ঢের সহজ। ঘাড় ঝাঁকাল সে। "কাউকে খুন করা আমাকে দিয়ে হবে না। একটা বাচ্চাকে ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে বিরত করতে যাচ্ছি আমি।" ইট নিয়ে আবার খেলা শুরু করেছে পাবলো। ম্যাথুর উপস্থিতি ও ভুলে গেছে। হাত বাড়িয়ে ম্যাথু আঙ্গুল দিয়ে টেবিল স্পর্শ করল। বিস্মিত অনুভবে নিজেকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল: "জন্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত করা···।" কি রকম শোনাচ্ছে, যেন কোথাও একটা সম্পূর্ণ বাচ্চা বাইরে রৌদ্রালোকে আসার প্রহর গুণছে এবং ম্যাথু তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে অল্প-বিস্তর এটাই সত্যি: আছে বুঝি কোনখানে সচেতন, অলক্ষিত, ছলনাময় এবং মর্মন্তুদ কোন অতিছোট্ট মনুষ্য, যার চামড়া শাদা, বিরাট কান এবং ছোট ছোট মাংসের দাগে ভরা দেহ। এবং পাসপোর্টের ছাপমারা চিহ্নের মতো আছে তার স্বতন্ত্র চিহ্নাবলী। সেই ছোট মনুষ্যটি রাস্তায় বেরিয়ে দৌড়বে না এক পা ফুটপাথে আর এক পা নর্দমায় রেখে। চোখ তার ম্যাথুর চোখের মতো সবুজ কিম্বা মার্সেলের মতো কালো। সেই চোখ দেখবে না কোনদিন কাচের মতো স্বচ্ছ শীতের আকাশ, দেখবে না সমুদ্র, দেখবে না কোন মানুষের চেহারা। সেই হাত স্পর্শ করবে না কোনদিন তুষার কিংবা নারীমাংস কিংবা গাছের ছাল। পৃথিবী যেন বিমূর্ত তার মধ্যে, প্রত্যাশায় অধীর, বিষাদক্লিষ্ট, প্রেমময়, অশুভ এবং আশায় পরিপূর্ণ পৃথিবী। সে ভাবমূর্তি ঘরবাড়ি, বাগান, দীর্ঘকায় সুভোগ্যা রমণী এবং ভয়ানক কীটপতঙ্গ দ্বারা আকীর্ণ: এবং একটা পিন ওকে বিদ্ধ করে একটা খেলনা বেলুনের মতো ওকে ফাটিয়ে দেবে।

"এই যে, তোমাকে বসিয়ে রেখেছি?" সারা এসে বলল।

মুখ তুলল ম্যাথু এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ও থামে হেলান দিয়ে আছে, ভারী অবয়ববিহীন দেহ। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্য, কিন্তু ওর লোল মাংস দেখে মনে হচ্ছে যেন সম্প্রতি জারকরসে তাকে সিঞ্জিত করা হয়েছে এবং তার জন্ম এখনো হয় নি। সারা তার দিকে তাকিয়ে হাসল এবং থপথপে পায়ের গোছার উপরে কিমনো উড়িয়ে নিচে নেমে এল।

"এবার বলো। কি হয়েছে?" ও জিজ্ঞেস করে, উদগ্রীব গলায়।

ওর বড় বড় ছায়াময় চোখ একরোখার মতো নিবদ্ধ হয়ে রইল ম্যাথুর ওপর। সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কর্কশ স্বরে বলে উঠে: "মার্সেলের বাচ্চা হবে।"

"নাকি!"

সারাকে ভীষণ খুশী দেখাচ্ছে। ও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে তুমি—তুমি— ?"

"না, না," ম্যাথু তাড়াতাড়ি বলে উঠে, "আমরা চাই না হোক।"

"আচ্ছা। তাই তো।" ও বলল। ও মাথা নত করল, কোন কথা বলল না আর। ভৎর্সনা নয়, একটা বেদনা, ম্যাথুকে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

রূঢ়তায় সে কটাক্ষ করে, "কিছুদিন আগে তোমার অবস্থাও এমনি হয়েছিল। গোমেজ আমাকে বলেছে।"

"হ্যাঁ, কিছুদিন আগে।"

হঠাৎ ও মুখ তুলে বলে উঠে, "ও কিছু না, বুঝলে সময় মতো ব্যবস্থা নিলে কিছু না ও।"

তাকে ওর সমালোচনা করতে দেবে না, ওর গাম্ভীর্য ও ঝেড়েমুছে ফেলে দিল এবং ভৎর্সনার একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। ওর একমাত্র ইচ্ছা তাকে ভরসা দেওয়া।

"ও একদম কিছু না...।"

তার হাসা দরকার, ভবিষ্যৎকে প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

কেবল ও-ই ছোট একটি গোপন মৃত্যুর জন্য কাঁদবে।

"আমার কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা করো, সারা। আমি বিয়ে করব না। আমি স্বার্থপর, ঠিক এর জন্য নয়, আমার কাছে বিয়ে হচ্ছে—"

থেমে গেল সে। সারা বিবাহিতা, পাঁচ বছর আগে গোমেজকে ও বিয়ে করেছে। একটু বিরতির পর সে বলে, "তাছাড়া, মার্সেল চায় না বাচ্চাটা হোক।"

"ও বাচ্চা পছন্দ করে না?"

"ওর শখ নেই।"

সারা যেন হতাশ হলো।

"আচ্ছা, আচ্ছা,···ঠিক আছে তাহলে।" ও বলে।

তার হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, "বেচারা ম্যাথু্ আমার আহা রে। খুব চিন্তায় পড়ে গেছো, তাই না! বলো, কি সাহায্য করতে পারি আমি!"

ম্যাথু্ বলে, "তা সাহায্য তুমি করতে পারো। তুমি যখন এই রকম প্যাঁচে পড়েছিলে, কোথায় যেন গিয়েছিলে তুমি। রাশিয়ান কার কাছে যেন!"

"হ্যাঁ," সারা বলল। (ওর চেহারা বদলে গেল)। "উঃ কী সাংঘাতিক।"

"তাই নাকি!" ম্যাথুর কথা আটকে যায়। "ভীষণ—ভীষণ কষ্ট বুঝি।"

"ঠিক কষ্ট নয়, তবে—" বেদনার্ত স্বরে ও বলে যায়: "আমি বাচ্চাটার কথা ভাবছিলাম। আমি নই, গোমেজ, গোমেজ চেয়েছিল ওটা নষ্ট করে দিই, বুঝেছ। তখনকার দিনে গোমেজ একটা কিছু করতে চাইলে—কিন্তু সে সাংঘাতিক ব্যাপার। আমি কোনদিন আর, ও আমার পায়ে পড়লেও, আমি কোনদিন অমন কাজ আর করব না।" যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখে ও ম্যাথুর দিকে তাকায়।

"অপারেশনের পর আমাকে ওরা একটা পুটলি তুলে দিল আমার হাতে আর বলল : 'ড্রেনে ওটাকে ফেলে দিতে পারো।' ড্রেনে! মরা ইঁদুরের মতো! ম্যাথু," ম্যাথুর হাত সজোরে চেপে ধরে ও বলল, "তুমি জানো না, তুমি কি করতে যাচ্ছো।"

"আর পৃথিবীতে যখন একটা বাচ্চা আনো তখন তুমি জানো তুমি কি করতে যাচ্ছো ?" আক্রোশে ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

একটা বাচ্চা : আরেকটা চেতনা, আলোর ছোট একটি কেন্দ্র-বিন্দু যা ঘুরে ঘুরে স্পন্দিত হবে, দেয়ালে ঠোক্কর খাবে, কিন্তু তবু মুক্তি পাবে না।

"তা নয়, আমি বলতে চাচ্ছি—মার্সেলকে দিয়ে যা করাতে চাচ্ছো, তা তুমি বুঝতে পারছো না। আমার ভয় হয়, এর পর তোমাকে ও ঘৃণা করবে।" মার্সেলের চোখ—গোল, কঠিন কঠোর, আপন বৃত্তে মার্সে-লের চোখ ম্যাথুর সামনে ভেসে উঠল।

"গোমেজকে তুমি ঘৃণা করো ?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে।

সারা ব্যথাহত, অসহায় ভঙ্গি করল : কাউকে ওর ঘৃণা করা উচিত নয়, গোমেজকে তো নয়ই।

শূন্য দৃষ্টিতে সে বলল, "সে যাই বলো, ওই রাশিয়ানটার কাছে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারবো না। বেটা এখনো প্রাকটিশ করে কিন্তু মদ খায় আজকাল। ওকে আমি আর বিশ্বাস করি না। বছর দুই আগে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হয়েছিল।"

"আর কাউকে চেনো না তুমি ?"

"না।" সারা ধীরে ধীরে বলল। কিন্তু হঠাৎ ওর সমস্ত মমতা মুখে এসে উপচে পড়ল, চীৎকার করে বলে উঠল : "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি—একে-বারে ঠিক যেমনটি চাই—ওঁর কথা এতক্ষণ কেন যে ছাই মনে হয় নি ? ওয়াল্ডমান। পরিচয় নেই ওর সঙ্গে তোমার ? ইহুদী, স্ত্রীরোগ বিশারদ। গর্ভপাতে একরকম বিশেষজ্ঞ। ওকে দিয়ে কাজ করালে একেবারে নিশ্চিন্ত। বার্লিনে ওর রমরমা প্রাকটিশ ছিল। নাজীরা যখন ক্ষমতায়

এল, ও চলে গেল ভিয়েনায়। তারপর এলো বিপর্যয়, একটা স্যুটকেস হাতে ও চলে এলো প্যারিসে। কিন্তু তার অনেক আগেই অবশ্য সমস্ত টাকা পয়সা পাঠিয়ে দিয়েছিল জুরিখে।"

"তোমার কি মনে হয়, ও করবে কাজটা ?"

"নিশ্চয়ই। আমি আজকেই যাবো, ওর সঙ্গে কথা বলে আসব।"

"বাঁচালে," ম্যাথু বলল, "ভীষণ খুশি লাগছে আমার। ওর এখানে খরচা খুব বেশি লাগবে না, কি বলো।"

"আগে ওর চার্জ ছিল দুই হাজার মার্ক নাগাদ।"

ম্যাথু পাংশু হয়ে যায়। "দশ হাজার ফ্রাঙ্ক!"

তাড়াতাড়ি বলল ও, "শ্রেফ ডাকাতি, সুনামের সুযোগ নিচ্ছিল আর কি। এখানে ওকে কেউ চেনে না। আমি নিশ্চিত, অন্যায্য কিছু চাইবে না ও। তিন হাজার ফ্রাঙ্কের কথা বলব ওকে।"

"বেশ।" ম্যাথু দাঁতে দাঁত চেপে বলল। ভাবছিল, টাকাটা কোথায় পাবে সে।

"শোন," সারা বলে, আজকে সকালেই তার কাছে আমি যাই না হয় ? ও থাকে রেইদেসগফ রোডে, এই তো একেবারে কাছে। একটা কিছু গায়ে দিয়ে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। তুমি অপেক্ষা করবে ?"

"না, আমি—আমার সাড়ে দশটায় একজনের কাছে যাওয়ার কথা। সারা, তুমি একটা রত্ন।" ম্যাথু বলল।

ওর কাঁধে ধরে ওকে ঝাঁকানি দিল ম্যাথু হাসতে হাসতে। তার জন্য ও গভীরতম ঘৃণার আহুতি দিয়েছে। সমস্ত অন্তর দিয়ে যে কাজকে ও ঘৃণা করে তার সহযোগী হতে যাচ্ছে : ও আনন্দে ঝলমল করছে যেন।

ও জিজ্ঞেস করল, "এগারোটার সময় কোথায় থাকবে তুমি ? আমি ফোন করব'খন।"

সেন্ট মিসেল বুলেভারে দুপো লাতিনে থাকব। তোমার ফোন না পাওয়া ইস্তক ওখানে থাকতে পারি।"

"তুপো লাতিনে তো ? ঠিক আছে।"

ঢিলে জামাটা পিছলে পড়ে গেল সারার গা থেকে, তাতে ওর নেতিয়ে পড়া স্তন উদাম হয়ে গেল। ম্যাথু ওকে তুই হাতে জড়িয়ে ধরে অকৃত্রিম স্নেহে এবং ওর দেহটিকে দেখতে যাতে না হয় সেজন্যও বটে।

"আসি, চলি প্রিয় ম্যাথু আমার।"

ওর স্নেহার্ত কুৎসিত মুখ ম্যাথুর মুখের কাছে তুলে ধরে। সেই মুখে ছিল ছলনা এবং প্রায় কামবিধুর নির্লজ্জতা, যা ওকে আঘাত দেওয়ার, বেইজ্জতিতে ওকে চূর্ণবিচূর্ণ করবার ইতর ইচ্ছাকে খুঁচিয়ে তোলে। দানিয়েল বলতো, "ওর দিকে তাকালেই বুঝতে পারি স্যাডিজম কাকে বলে।" ম্যাথু ওর উভয় গালে চুমু খেলো।

"গ্রীষ্মকাল!" আকাশ বর্ণাঢ্য সমারোহের বন্যা এনে দেয় রাজপথে। মানুষ যেন ভাসছে আকাশেই। আলো ওদের মুখে। ম্যাথু প্রশ্বাসে বের করল সবুজ জীবন্ত সৌগন্ধ, যৌবনময় ধুলো। চোখ বন্ধ করে ও হাসল, "গ্রীষ্মকাল!" কয়েক পা এগোল সে। কালো, শাদা নুড়ি মিশানো গলিত পিচ জুতোর তলায় আটকে গেল : মার্সেল গর্ভবতী—এই গ্রীষ্ম সেই গ্রীষ্ম নয়।

ও ঘুমায়, চারদিক থেকে গ্রাস-করা অন্ধকার ওর দেহ বেষ্টন করে রাখে, ঘুমে ও ঘামছে। ওর সুন্দর বাদামী-বেগুনী স্তন ঢিলে হয়ে দেহের ওপর পড়ে আছে, ফুলের মতো শুভ্র, লাবণ্যময়ী, বোঁটার চারপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ও ঘুমোয়। সবসময় তুপুর নাগাদ ঘুমোয় ও। ওর অন্তরতম গভীরে যে ফুসকুড়িটা আছে সে কিন্তু ঘুমোয় না, ঘুমানোর সময় নেই তার। সে পুষ্ট হচ্ছে, বাড়ছে। সময় কাটছে সংক্ষিপ্ত ভয়ঙ্করী ঢেউ তুলে তুলে। ফুসকুড়ি প্রসারিত হচ্ছে এবং সময় কাটছে। "আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে টাকাটা আমাকে পেতে হবেই।"

লুক্‌জেমবার্গ, উষ্ণ এবং শাদা, মূর্তি এবং কবুতর, কাচ্চাবাচ্চা। ছোটরা দৌড়ে, কবুতর উড়ে পালায়। দুরন্ত ছেলেমেয়ে, শাদা শাদা চমক, ছোট ছোট আন্দোলন। লোহার একটা চেয়ারে সে বসে পড়ে। "টাকাটা কোথায় পাবো? দানিয়েল দেবে না। অবশ্য তার কাছে চাইব ... তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে জ্যাক তো আছেই।" তার পায়ের কাছে ঘাস দুলে উঠল বাতাসে, একটা মূর্তির পাথরের যৌবনময় নিতম্ব ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কবুতর—পাথরের পাখি—ডাকছে। "পনেরো দিনের ব্যাপার বৈ তো নয়, এই মাসের শেষ নাগাদ ইহুদী বেটা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পারবে, আর উনত্রিশ তারিখে তো মাইনেই পাবো।"

হঠাৎ থেমে গেল ম্যাথু: নিজেকে চিন্তা করতে দেখল সে এবং নিজের উপর ঘৃণা হলো তার। "এই একই সময়ে ব্রুনে রাজপথে হাঁটছে, সূর্যরশ্মি উপভোগ করছে। হালকা মন, কেননা ও সামনের দিকে তাকাতে জানে। সে হাঁটে সূতোর মতো, কাচের শহরের ভিতর দিয়ে, যে শহর সে শীগগির ধ্বংস করবে। ওর নিজেকে শক্ত মনে হয়। ও হাঁটছে রীতিমতো কায়দা করে, সতর্ক ভঙ্গিতে, কারণ সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করার সময় আসে নি। সে অপেক্ষা করে, সে আশা করে। "আর আমি? মার্সেলের পেটে বাচ্চা। সারা কি ইহুদীটাকে বাগে আনতে পারবে? টাকাটা আসবে কোত্থেকে? এইসব আমার ভাবনা!" সহসা আবার সে কালো ভুরুর নিচে দুটো কোটরাগত চোখ দেখতে পেল: "মাদ্রিদ। ওখানে যেতে চেয়েছিলাম আমি। সত্যি বলছি। কিন্তু যাওয়া হলো না।" এবং হঠাৎ তার মনে এল "আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।"

"আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। এই আমি, চেয়ারে গা এলিয়ে আমার বর্তমান জীবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, যে আমি বিশ্বাস করি না কিছুতেই। অথচ আমিও আমার নিজস্ব স্পেনে গমন করার জন্য লালায়িত ছিলাম। কিন্তু পেরে উঠলাম না। স্পেন কি অসংখ্য?

সেখানে আমি গেছি, রক্ত এবং আয়রন-যুক্ত পানির প্রাচীন আস্বাদ নিচ্ছি। আমি আমার নিজের স্বাদ, আমি বেঁচে আছি। সেই তো অস্তিত্বের অর্থ : বিন্দুমাত্র তৃষ্ণাবোধ বিহনে নিজের আত্মাকে শুকিয়ে মারা। চৌত্রিশ বৎসর। চৌত্রিশ বৎসর ধরে নিজেকে আমি পান করে আসছি, আর এখন আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আমি খেটেছি, অপেক্ষা করেছি, আমার কামনা চরিতার্থ করেছি : মার্সেল, প্যারিস, স্বাধীনতা, এবং এখন সব শেষ। আমি আর কিছু চাই না।" পরিচিত বাগানের দিকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল, যে বাগান সবসময় তার কাছে নতুন লাগে, একই রকম লাগে। সমুদ্রের মতো। একই শব্দের, একই বর্ণের তরঙ্গে সে শত শত বছর আছাড় খাচ্ছে। সব কিছু এখানেও আছে : শত শত বছর ধরে একই দুরন্ত ছেলেমেয়ে। রঙ-মাখা থেবড়ানো-আঙ্গুল রাজ রাণীদের গায়ে কিংবা গাছের দেহে সেই একই সূর্যালোক। সারা, ওর হলদে কিমানো, মার্সেল গর্ভবতী, টাকা। সব কিছু এতো স্বাভাবিক, এত সাধারণ, এত একঘেঁয়ে যে একটা জীবনকে পূর্ণ করার পক্ষে তা যথেষ্ট, তা-ই জীবন। বাদবাকি সব—কতিপয় স্পেন, স্পেনের প্রাসাদ হচ্ছে—কি ? আমার ভালর জন্য ঈষদুষ্ণ ছোট্ট ডিম পাড়ার ধর্ম ? আমার প্রকৃত জীবনের জন্য কোন সতর্ক দেবোপম অনুষঙ্গ ? নির্দোষীতার অজুহাত ? ওরা আমাকে তাই মনে করে—দানিয়েল, মার্সেল, ব্রুনে, জ্যাক : মানুষটা মুক্তির জন্য সাধনা করে থাকে। আর সবার মতো ও খায় দায়। গবর্ণমেন্টের অফিসার, রাজনীতির ধার ধারে না, ও লা য়ুবার এবং লা পপুলেয়া পত্রিকা পড়ে, টাকার জন্য ও চিন্তিত। সে কেবল মুক্ত হতে চায়, যেমন অন্যেরা ডাক টিকেট সংগ্রহ করতে চায়। মুক্তি, সে হলো তার গোপন বাগান, একমাত্র তার একান্ত নিজস্ব সহযোগিতায় সম্পন্ন ছোট একটা পরিকল্পনা। অলস ভোঁতা একজন লোক, কতকটা দানবীয়, কিন্তু আসলে খুবই যৌক্তিক—এই লোকটা নিষ্ক্রিয়তার ভিত্তির উপর পরম চাতুর্যে রচনা করেছে বৈশিষ্ট্য-বিবর্জিত

কিন্তু দৃঢ় এক সুখ এবং সর্বোচ্চ নৈতিকতার নাম ধরে নিজের সাফাই গায়। সেই কি আমি ?"

সে যখন সাত বছরের তখন একবার পিথিবেয়ার-এ গিয়েছিল ওর মামা জুলের কাছে। মামা দাঁতের ডাক্তার। একদিন রোগীদের বসবার ঘরে ও যখন বসে ছিল একেবারে একা তখন অস্তিত্ব থামিয়ে দেওয়ার খেলা খেলেছিল। ভাবকল্পটি ছিল এই রকম : ওর জিহ্বায় একবিন্দু বরফের মতো ঠাণ্ডা তরল পদার্থ ধরে রাখবে ও, কিন্তু তা গিলবে না, গলাধঃকরণের জন্য যে একটুখানি ঝাঁকানি দিয়ে কণ্ঠনালী বরাবর পাঠাতে হয়, সেই ঝাঁকানিটি দেওয়া থেকে সে বিরত থাকবে। ওর মাথা নিঃশেষে শূন্য করার কর্মটি সফলতার সঙ্গে সে করেছিল। কিন্তু সেই শূন্যতারও আবার নিজস্ব এক স্বাদ ছিল। দিনটা ছিল বিচ্ছিরি ধরনের। তার চারপাশের পৃথিবী ঘেমে নেয়ে এক কুয়াশার সৃষ্টি করেছিলো এবং তা থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল মাছির গন্ধ। সত্যি সত্যিই একটা মাছি ধরে তার ডানা কেটে দিয়েছিল সে। সে দেখল মাছির মাথাটা যেন রান্নাঘরের রাখা দেশলাই কাঠির বারুদ-মাখা ডগা, ও রান্নাঘর থেকে দেশলাইর খোল এনে তাতে মাছির মাথা ঘষে দেখল তাতে আগুন জ্বলে কি না। এই সব সে করেছে অলস মেজাজে। সে ছিল দুর্বল এক ভাবপ্রবণ খেলা, বীতস্পৃহ এক বালকের, যে বালক নিশ্চয় করে জানতো ওতে আগুন ধরবে না। টেবিলের ওপর ছিল কিছু ছেঁড়া ম্যাগাজিন, ধূসর-সবুজ সুন্দর একটা চাইনিজ ফুলদানি, তার হাতল ছিল আবার তোতাপাখীর থাবার মতো। জুলে মামা বলেছিল, ফুলদানিটা নাকি তিন হাজার বছরের পুরনো। ম্যাথু ফুলদানিটার কাছে গিয়েছিল, ওর হাত পেছনে, ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল টিপে টিপে ভয়ে দুরুদুরু বুকে, তাকিয়েছিল ফুলদানিটার দিকে। ইস, কী যে ভয় ধরেছিল সেই প্রাচীন অগ্নিলাল জগতে, ছোট নরোম রুটির একটুকরা দলা হয়ে, সেই অনুভূতি বিহীন তিন হাজার বছরের বুড়ো ফুলদানির সামনে দাঁড়াতে !

ওটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আয়নার সামনে মুখ ভ্যাংচাল, নাকি সুরে কথা বলল, কিন্তু ওই চিন্তা থেকে রেহাই পেলো না। তারপর হঠাৎ সে টেবিলের কাছে গেল, ভীষণ ভারী ফুলদানি দুহাতে তুলে নিয়ে সজোরে আছড়ে মারল মেজের উপর—ঘটনাটা ঠিক এমনি ঘটেছিল। তারপর ভিতরে ভিতরে মাকড়সার জালের সুতোর মতো হালকা বোধ করেছিল। বিস্ময়ে সে দেখতে লেগেছিল চীনেমাটির ভাঙ্গা টুকরোগুলো: গ্রীষ্মের প্রাচীন আলোর নিচে, পঞ্চাশ বছরের পুরনো চারদেয়ালের ভিতরে তিন হাজার বছরের বুড়ো ফুলদানির কিছু একটা হয়েছিল, অশ্রদ্ধাজনক এমন কিছু, যার সঙ্গে ভোরের বাতাসের অমিল ছিল না। সে তখন ভাবতে লেগেছিল "আমি এটা করলাম," এবং বেশ গর্ববোধ করেছিল সে। বোধ করেছিল পৃথিবী থেকে সে মুক্ত, বন্ধনহীন, আত্মীয়হীন, বংশহীন—সে যেন একটা ক্ষুদ্রকায় ফোঁড়া, যা পৃথিবীর খোল ফাটিয়ে চৌচির করে দিল।

ওর তখন ষোল বছর বয়স। বেপরোয়া যুবক। আর্কাশন-এ বালুর ওপর শুয়ে চোখ মেলে ধরেছিল সমুদ্রের অন্তহীন বিশাল তরঙ্গমালার দিকে। একটু আগে বোর্দে-র একটা ছেলে ওর দিকে নুড়ি দিয়ে ঢিল মেরেছিল বলে খুব করে পিটিয়েছে ওকে। ওকে বালু খেতে বাধ্য করে তবে ছেড়েছে।। সে পাইন গাছের ছায়ায় বসে রুদ্ধশ্বাস, লাক্ষার গন্ধে নাক ভরে গেছে। কেমন করে জানি সে অনুভব করল, সে শূন্যে ঝুলানো একটা বিস্ফোরক সত্তা, গোলাকার ঘন এবং রহস্যময়। নিজেকে সম্বোধন করে সে বলল: "আমি মুক্ত হবো।" অথবা সে কিছুই বলে নি, তবে এই কথাই বলতে সে চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল বাজিধরার মতো করে। বাজি ধরেছিল নিজের সঙ্গে, তার সমগ্র জীবন সেই অতুলনীয় মুহূর্তের সাদৃশ্যে রচিত হতে হবে। ওর বয়স তখন একুশ। নিজের ঘরে বসে স্পিনোজা পড়ছিল এক মঙ্গলবারে। রাস্তায় বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ঠেলাগাড়ি নানা রকমের পিচবোর্ডের মূর্তি

বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে উপরের দিকে তাকিয়ে আবার বাজি ধরেছিল। কিছুদিন আগে ওর এবং ব্রুনের মধ্যে একটা বিশেষ দার্শনিক তীব্রতা এসেছিল। সেই মুহূর্তে সেই তীব্রতা নিয়ে ও বাজি ধরেছিল। নিজেকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছিল, "আমার মোক্ষ আমি অর্জন করব।" দশবার একশবার সেই বাজি সে ধরেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু শব্দগুলোর পরিবর্তন হয়েছে ওর বুদ্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমতা রক্ষা করার জন্য, কিন্তু বাজি সেই এক ও অভিন্ন। এবং ওর নিজের দৃষ্টিতে ম্যাথু লম্বা জবুথবু একজন লোক নয়, যে লোক সরকারী ইস্কুলে দর্শন পড়ায়। তার দৃষ্টিতে সে আইনজ্ঞ জ্যাক দেলারুর ভাই নয়, মার্সেলের প্রেমিক নয়, দানিয়েল কিংবা ব্রুনের বন্ধু নয়: সে বিমূর্ত সেই বাজি।

কিসের বাজি? আলোতে অতিষ্ঠ চোখের উপর সে হাত নাড়ল। সে এখন সত্যি জানে না। আরো বেশি করে, আরো ঘনঘন সে নির্বাসনের সুদীর্ঘ মুহূর্তের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে নিজেকে। তার বাজিকে বুঝতে হলে তাকে স্বতন্ত্র সতর্কতায় অনুভব করতে হবে।

"বলটা দিন না!"

পায়ের কাছে এসে ঠেকল একটা টেনিস বল। র‍্যাকেট হাতে দৌড়ে এল ছোট্ট একটা ছেলে। বলটা হাতে নিয়ে ম্যাথু ছুঁড়ে মারল। সে তখন সবিশেষ সতর্ক ছিল না নিশ্চয়ই: অসম্ভব গরমে ঘামছে সে, প্রাচীন একঘেয়ে প্রাত্যহিকতার কাছে নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে পারল না সে। বৃথা সে একদার প্রেরণাদায়ী বাক্য আবৃত্তি করে: "আমাকে মুক্ত হতেই হবে। আমাকে আত্মপ্রেরণা পেতে হবে, আমাকে একথা বলতে সক্ষম হতে হবে: 'আমি বর্তমান কারণ আমি ভবিষ্যৎ, আমিই আমার গুরু।" অসার বাগাড়ম্বর, বুদ্ধিজীবীর ডালভাত।

সে উঠে দাঁড়াল। একজন অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, একজন অফিসার যিনি টাকার চিন্তায় বিব্রত, যিনি তাঁর এক পুরনো ছাত্রের বোনের কাছে এখন যাবেন। তিনি ভাবলেন: "বাজির সামগ্রী কি

ঠিক করা হয়েছে ? আমি স্রেফ একজন অফিসার, এর বেশি কিছু না ?"
এতদিন সে প্রতীক্ষা করেছে, শেষদিককার বছরগুলো কেটে গেছে বলা চলে, প্রহরায়। ছোট খাট অসংখ্য দৈনন্দিন আদরে অত্যাচারিত হয়ে সে প্রতীক্ষা করেছে। অবশ্য সর্বক্ষণ সে মেয়েদের পেছনে ঘুরা-ঘুরিও করেছে। সে ভ্রমণ করেছে এবং স্বভাবতই তাকে জীবিকাও উপার্জন করতে হয়েছে। কিন্তু এত সব করেও, ওর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল নিজেকে প্রস্তুত রাখার জন্য। কোন একটা কাজের জন্য। নতুন এক অস্তিত্বের সূচনার কাছে তার সমগ্র জীবন এবং অবস্থান বাঁধা রাখতে পারে এমন একটা স্বাধীন সুবিবেচনার কাজ। কোন প্রেমে নিজেকে কোনদিন সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয় নি সে, পারেনি ক্ষণিক আনন্দে উজাড় করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। সত্যি-কারের অসুখী কোনদিন হয় নি সে। সব সময় তার মনে হয়েছে, সে যেন অন্য কোথাও অবস্থান করেছে, সে যেন পুরো জন্ম গ্রহন করে নি। এই সময়টাতে, আস্তে আস্তে চোরের মত চুপি চুপি বছর এসেছে এবং পেছন থেকে তাকে পাকড়াও করেছে। চৌত্রিশটি বছর। পঁচিশে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার ছিল। ব্রুনের মতো। সত্য, কিন্তু ওই বয়সে কেউ যথার্থ প্রেষণায় সিদ্ধান্ত নেয় না। বরং সে বয়স ঠকবার বয়স। ও রকম পথে এগোতে চায় নি সে। রাশিয়া যাওয়ার কথা ভেবেছিল, ভেবেছিল লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা, কায়িক পরিশ্রমের কোন কাজ শেখার কথা। কিন্তু প্রতিবারেই আকস্মিক প্রচণ্ড এইসব পরি-বর্তনের মুখে এসে তাকে নিরস্ত হতে হয়েছে, এই জন্য যে, ওইরকম করবার কোন কারণ খুঁজে পায় নি সে। কারণ ছাড়া, ওইরকম কাজ হতো কেবলমাত্র সাময়িক চিত্ত বিক্ষেপ। কাজেই সে প্রতীক্ষা করেছিল।...

লুকজেমবার্গের পুকুরে পালতোলা নৌকা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে ওদের গায়ে ঝর্ণাধারার জল ছিটকে পড়ছে। মাঝে মাঝে সে দাঁড়িয়ে পড়ে, ছোট্ট নৌকা-বাইচ দেখে। এবং ভাবে: "আর

আমি প্রতীক্ষা করছি না। ওর কথা ঠিক, নিজেকে আমি খালাস করে নিয়েছি, নিজেকে নির্বীজ করে এমন এক প্রাণীতে পরিণত করেছি যে, প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছু করবার সামর্থ্য নেই তার। আমি এখন শূন্য, একথা সত্য, কিন্তু আমি কিছু-না-র জন্য অপেক্ষা করছি।"

ঝর্ণার কাছে ছোট একটা নৌকা বিপদে পড়েছে। সহাস্য এক জনতা তাকিয়ে দেখছে ছোট্ট একটা ছেলে আংটা দিয়ে নৌকাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

চার

ম্যাথ্যু ঘড়ি দেখে। "এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, ও দেরী করে ফেলল।" ও দেরী করে, তার ভাল লাগে না এটা, তার সব সময় ভয় হয়, ভুলে ও হয়তো মরে গেছে। সব তাতেই ভুল ওর। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় ও। নিজেকে ভুলে যায়, এক মিনিট আগের কথা পরের মিনিটে মনে থাকে না। খেতে ভুলে যায়, ঘুমোতে ভুল করে। একদিন ও নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যাবে, তাতেই সব শেষ হবে। দুজন যোয়ান তার কাছে এসে থামল: তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটা টেবিলের দিকে তাকাল।

"বসো," একজন বলল ইংরেজিতে।

"বসব," অন্যজন বলল।

ওরা প্রথম হেসে উঠল, তারপর বসল। ওদের সরু হাত, শক্ত মুখ আর মসৃণ চামড়া। "ইতর জানোয়ার যত্ত সব," ম্যাথ্যু মনে মনে বলল বিরক্তির সঙ্গে। কলেজের কিংবা স্কুলের ছাত্র হবে। যোয়ান মদ্দা, যুবতী মাদী পরিবেষ্টিত, তেলতেলে গোঁয়ার পোকার মতো দেখাচ্ছে। ম্যাথ্যু ভাবল, "যৌবন অদ্ভুত, বাইরে থেকে এতো জীবন্ত, ভিতরে অনুভূতিবিহীন।" আইভিচ ওর যৌবন সম্বন্ধে সচেতন, বোরিসও, কিন্তু তারা হল ব্যতিক্রম। যৌবনের শহীদ। "আমি যোয়ান, একথা আমি কোনদিন জানতাম না, ব্রুনে, দানিয়েলও জানত না। এটা আমরা পরে টের পেয়েছি।"

আইভিচকে নিয়ে গগাঁ-র প্রদর্শনী দেখতে যাবে, মনে পড়ল, কিন্তু খুব একটা আনন্দ বোধ করল না। ওকে সে সুন্দর ছবি দেখাতে

চায়, সুন্দর সিনেমায় নিয়ে যেতে চায় এবং সুন্দর সব কিছু দেখাতে চায়, কারণ নিজে সে দেখতে সুন্দর নয়। এও এক রকমের আত্মগ্লানি। আইভিচ তাকে ক্ষমা করে নি: সেদিন সকালে বরাবরের মতো আইভিচ ড্যাবড্যাব করে পাগলের মতো ছবি দেখছিল, পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাথু, কুৎসিত, নাছোড়বান্দা এবং নিজেকে ভুলে-যাওয়া ম্যাথু। তথাপি সুদর্শন হতে চায় না সে—প্রশংসা করার মতো কিছু সামনে পেলে যেমন নিঃসঙ্গ বোধ করে, তার চেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ আর কখনো বোধ করে না। স্বগতঃ সে বলে: "ওর কাছ থেকে কি যে আমি চাই, জানি না।" ঠিক সেই মুহূর্তে চশমা-চোখে লম্বাটে বাহারের চুল-অলা একজনের সঙ্গে বুলেভার দিয়ে নামছিল ও। লোকটার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসল ও। কি একটা জোরালো আলোচনায় মগ্ন ওরা। ম্যাথুর উপর চোখ পড়তেই ওর চোখের সব আলো নিবে গেল, সঙ্গীকে ছোট্ট বিদায় জানিয়ে ছেড়ে দিল। তারপর একোলে রোড পার হলো যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। ম্যাথু উঠে দাঁড়ায়।

"তোমাকে দেখে কী যে খুশি লাগছে, আইভিচ।"

"সুপ্রভাত।" ও বলল।

সুন্দর কুঁচকানো চুলে মুখ ঢেকে গেছে ওর, চুল এসে পড়েছে নাক অবদি, কুন্তল ঠেকেছে এসে চোখের কোণে। শীতের সময় বাতাস আউলা করে দেয় ওর চুল, উদাম হয়ে যায় ওর প্রশস্ত পাণ্ডুর গাল। ওর সঙ্কীর্ণ কপালটা ও বলে, "আমার মঙ্গোলীয় কপাল।" তাতে উন্মোচিত হয় ওর শাদাটে কচি কামুক চেহারা, মেঘমুক্ত চাঁদের মতো। আজকে ম্যাথু ওর মধ্যে দেখল এক নকল অন্তরঙ্গ চেহারা, মনে হলো আসল চেহারার উপরে ত্রিকোণ একটা মুখোশ পরে আছে ও। ম্যাথুর তরুণ প্রতিবেশীরা ওকে দেখল: মনে হচ্ছে ওরা ভাবছে, কী সুন্দর মেয়েটা! ম্যাথু আবেশমাখা চোখে ওর দিকে তাকাল। সকলের মধ্যে সে-ই শুধু জানে আইভিচ সাধারণ মেয়ে। ও বসল, সপ্রতিভ কিন্তু বিমর্ষ। প্রসাধন ব্যবহার করে নি ও, প্রসাধন নাকি

ত্বক নষ্ট করে দেয়।

"কি দেবো ম্যাডাম ?" ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করে।

আইভিচ হাসে। ম্যাডাম ডাকলে খুশি হয় ও। ম্যাথুর দিকে দ্বিধাগ্রস্ত চোখে তাকাল।

ম্যাথু বলে, "পেপারমিন্ট খাও। তুমি তো খুব পছন্দ করো।"

ও বেশ মজা পেল যেন, বলল, "পছন্দ করি ? ঠিক আছে। কিন্তু জিনিসটা কি ?" ওয়েটার চলে গেলে পরে জিজ্ঞেস করল।

"সবুজ একধরনের পাতা।"

"ওই যে সবুজ আটার মতো পদার্থ, ওইদিন সেটা খেয়েছিলাম ? না না, ওটা আমি খাবো না, মুখ কি রকম আঁঠা আঁঠা হয়ে যায়। আমাকে যা দেওয়া হয় তাই আমি খাই। কিন্তু তোমার কথা আমি শুনছি না, তোমার আমার রুচি এক নয়।"

"তুমিই তো বলেছিলে তুমি ওটা খেতে পছন্দ কর।" ম্যাথু বিরক্ত হয়।

"বলেছিলাম, কিন্তু ওর স্বাদটা পরে আমার মনে পড়ল। আমি ওই জিনিস আর স্পর্শ করছি না।"

"ওয়েটার !" ম্যাথু চীৎকার করে উঠে।

"না না, ব্যস্ত হয়ো না। ও নিয়ে আসবে। দেখতে খুব সুন্দর জিনিসটা। আমি স্পর্শ করব না আর কি। আমার তেষ্টা পায় নি।"

আর কিছু বলল না ও। ম্যাথু ওকে কি বলবে ভেবে পেল না। আইভিচের খুব অল্প জিনিসই ভালো লাগে। ম্যাথুরও কথা বলতে আর ভাল লাগছিল না। মার্সেল ওখানে বিদ্যমান, ওকে সে দেখতে পাচ্ছে না, ওর নাম উচ্চারণ করছে না, কিন্তু আছে ও ওখানেই। আইভিচকে ও দেখতে পাচ্ছে, ওকে নাম ধরে ডাকতে পারে, ইচ্ছে করলে ওর কাঁধে হাত রাখতে পারে। কিন্তু মার্সেল এখন নাগালের বাইরে, ওর নাজুক দেহ, ওর সুন্দর মরাল গ্রীবাকে ধরতে পারছে না সে। ওকে দেখতে লাগছে চিত্রের মতো, রঙ-করা, যেন গাঁগার-

ক্যানভাসে আঁকা তাহিতির মেয়েমানুষ, ব্যবহারের জন্য নয় সে। শীগগির টেলিফোন করবে সারা। বেয়ারা ডেকে উঠবে, "ম'সিয়ে দেলারু।" এবং ম্যাথু টেলিফোনের ওইধারে শুনতে পাবে একটা অন্ধকার কণ্ঠ: "তিন হাজার ফ্রাঙ্কের এক পেনি কম নেবে না ও।" হাসপাতাল, কাটাছেঁড়া, ইথারের বোঁটকা গন্ধ, টাকার অসুবিধা। আইভিচের দিকে তাকাতে কষ্ট হলো ম্যাথুর, ও চোখ বন্ধ করে তার পাতায় আলতো করে একটা আঙ্গুল বুলোচ্ছে। চোখ খুলল আবার ও।

"আমার খালি মনে হয় চোখ দুটো আপনাআপনি খুলে যায়। মাঝে মাঝে ওরা ক্লান্ত হয়ে গেলে আমি বন্ধ করে দিই। চোখ লাল আমার?"

"না।"

"রোদে অমন হয়। গরমের দিনে সবসময় চোখে যন্ত্রণা হয় আমার। এমন দিনে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বেরোনো উচিত নয়—বেরোলেই অবস্থা কাহিল, রোদ সবখানেই তাড়া করে। মানুষের হাতও অমন চটচটে হয়।"

টেবিলের নিচে ম্যাথু নিজের হাতের তালু ধরে দেখে, একদম শুকনো। বাহারে-চুল লম্বা লোকটার হাত বোধ করি চটচটে। ভাবলেশহীন সে তাকাল আইভিচের দিকে। ওর তার দিকে আকর্ষণ কম এই ভেবে সে যুগপৎ বেদনা ও স্বস্তি বোধ করল।

"সকালবেলা বাইরে বেরোতে বললাম, রাগ করেছ?"

"ঘরে এমনিতেও থাকতাম না আমি।"

"কেন?" ম্যাথু অবাক হয়।

আইভিচ চঞ্চল হয়ে ম্যাথুর দিকে তাকাল।

"মেয়েদের হোস্টেল যে কি বস্তু তা তো তুমি জানো না। উঠতি বয়সের মেয়েদের খুব ভাল করে দেখাশোনা করা হয়, বিশেষ করে পরীক্ষার সময়। তাছাড়া, সুপারের আমার ওপর নজর পড়েছে,

নানান বাহানা আবিষ্কার করে আমার ঘরে আসেন, আমার হাতে হাত বুলান। কেউ আমাকে ধরলে ঘেন্না লাগে আমার।"

ম্যাথ্‌ ওর কথা শুনছে না। সে জানে, ও যা ভাবছে তা বলছে না। আইভিচ মাথা নাড়ে, উত্তেজিত।

"হোষ্টেলের পুরনো সবাই আমাকে ভালবাসে, কারণ আমি মোটামুটি মানিয়ে চলি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তিনটি মাস পার হবে না, তিনি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবেন, বলবেন আমি পেকে গেছি।"

"ঠিকই বলবেন।" ম্যাথ্‌ বলে।

"ভাল হবে না বলছি..." ও টেনে টেনে বলল এবং ওর বলার ধরনের সঙ্গে তাল মিলাল তার রক্তিম গাল।

"তারপর শেষে সবাই দেখবে তুমি গাল লুকোচ্ছ, চোখ বন্ধ করছো যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানো না।"

"হ্যাঁ তাই, তুমি চাও লোকে জানুক কি ধরনের মানুষ তুমি।" তারপর ও একটুখানি ঘৃণা মিশিয়ে আবার বলে, "তোমার অবশ্য ওতে কিছু হয় না। মানুষের মুখের দিকে আমি কিন্তু তাকাতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জ্বালা ধরে যায়।"

ম্যাথ্‌ বলে, "প্রথম প্রথম তুমি আমাকে জ্বালাতে। তাকাতে আমার কপালে, চুলের কাছে, আর আমার সর্বক্ষণ ভয় হতো মাথায় বুঝি টাক পড়ে গেছে। মনে হতো মাথায় বুঝি চুল পাতলা হতে শুরু করেছে লক্ষ্য করেছো, তাই চোখ ফেরাতে পারছো না।"

"সবার দিকে আমি অমনি করেই তাকাই।"

"তা হবে—অথবা একপাশ থেকে তাকাও। কাজেই..."

সে ওর দিকে চকিতে চতুর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ও হেসে ওঠে, রেগেছে, আবার খুশিও।

"থামো। আমাকে ভ্যাঙ্গাবে না তুমি বলে দিচ্ছি।"

"আমি তো খারাপ ভেবে কিছু করছি না।"

"না, তোমার মুখে আমার অভিব্যক্তি দেখে আমার ভয় লেগেছিল।"

"সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।" হেসে বলল ম্যাথ্যু।

"দেখে তো মনে হয় না বুঝেছ। যত সুন্দরই তুমি হও না কেন, আমার কাছে তুমি সেই তুমিই থাকবে।" সুর বদলে আবার বলে, "শুধু যদি চোখটা জ্বালা না করতো আমার!"

"অষুদের দোকানে গিয়ে তোমার জন্য একটা এসপিরিন আনতে পারতাম। কিন্তু আমি যে আবার একটা টেলিফোন আশা করছি। এর মধ্যে কেউ যদি ডাকে তাহলে বেয়ারাকে বলতে পারবে না, আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব, যে ডেকেছে সে যেন আবার টেলিফোন করে?"

"না, যেয়ো না।" ও ঠাণ্ডা গলায় বলল। "অশেষ ধন্যবাদ। কিছুতেই কিছু হবে না আমার—এটা হয় রোদের জন্য।"

ওরা চুপ মেরে গেল। "সময়টা কী জঘণ্য যাচ্ছে আমার!" আনন্দের অদ্ভুত জ্বালাময় শিহরণ বোধ করে ম্যাথ্যু ভাবল। আইভিচ হাতের তালু দিয়ে স্কার্টের ভাঁজ ঠিক করে, ওর আঙ্গুল এমন উঠানো, মনে হয়, ও বুঝি এখন পিয়ানোর রীডে টিপ দেবে। ওর হাত সবসময় লাল থাকে, ওর শরীরে রক্ত চলাচলের গতি মৃদু বলে। হাত ও তুলেই রাখে এবং নাড়াচাড়া করে যাতে তা পাংশু দেখা যায়। হাতে কিছু ধরতে পারে না ও, ঠিক যেন দুটো খেলনা-হাত লাগানো রয়েছে বাহুর ডগায়, ওরা নানান জিনিসের ওপর দিয়ে বিচরণ করে, জিনিসের আকৃতি দেখে, কিন্তু কোন কিছু তুলতে পারে না। ম্যাথ্যু ওর নখের দিকে তাকায়, লম্বা, সূচলো ডগা, কড়া রঙের পালিশ লাগানো, এত কড়া রং মনে হয় চীনাদের মতো করে পালিশ মেখেছে। সস্তা এবং ঠুনকো সাজের বাহার দিয়ে যেন বুঝা'তে চায় আইভিচের আঙ্গুল দশটা কোন কাজের নয়। একদিন একটা নখ তার আপনা থেকে খসে পড়েছিল—ওটা কুড়িয়ে ছোট একটা ঝুড়িতে রেখেছিল ও, মাঝে মাঝে ঝুড়ি খুলে ওটা বের করে ও দেখতো,

ঘৃণা ও সন্তোষের মিশ্রিত অনুভূতিতে। ম্যাথু ওটা দেখছে : রঙটা রয়ে গেছে, মরা পান-পাতার মতো দেখতে। "ওর মনে জানি কি আছে, ওকে এতো ক্লান্তিকর আর কোনদিন মনে হয় নি তো। পরীক্ষার জন্য হবে বুঝি। ঠিক আছে, থাকি যতক্ষণ না আমার সঙ্গে থেকে ও আরো ক্লান্ত হয়ে যায়। হাজার হোক, আমি তো বয়স্ক মানুষ।"

'এমনি করে বোধ হয় মানুষ অন্ধ হয়।" হঠাৎ আইভিচ উত্তাপ-হীন গলায় বলে।

হেসে ম্যাথু বলে, "মোটেই না। লাওন-এ ডাক্তার কি বলেছিল মনে নেই—বলেছিল যে তোমার মধ্যে কনজাঙ্কাটিভিটিসের লক্ষণ আছে।"

আইভিচ বলে, "আমার চোখে এতো যন্ত্রণা। একটা কিছু হলেই যথেষ্ট …।" ইতস্ততঃ করে ও। তারপর বলে, "আমি—ব্যাপাটা চোখের উল্টো দিকে—। ঠিক পেছনে। কি যেন একটা পাজি অসুখের নাম বলেছিলে, এটা তার পূর্বলক্ষণ নয় ?"

"ওইদিনের কথা বলছো তো ? এর আগের দিন তো বললে তোমার হৃদয়ে গোলমাল, তখন ভয় পাচ্ছিলে, যে কোন সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে। অদ্ভুত মানুষ তুমি ! মনে হয় নিজেকে খুব ভোগাতে চাও। কিন্তু তারপর হঠাৎ বলে বেড়াও তুমি লোহার মতো শক্ত। কোন্ অসুখে ভুগতে চাও সেটা আগে ঠিক করো।"

তার কণ্ঠ মুখের ভেতরে একটা সুমিষ্টতা প্রচ্ছন্ন রাখল।

নিজের পায়ের দিকে তাকাল আইভিচ।

"একটা কিছু আমার হবেই হবে।"

"জানি," ম্যাথু বলে, "তোমার আয়ু রেখা ভাঙ্গা। কিন্তু তুমি যেন একবার বলেছিলে ওসব ছাইভস্মে বিশ্বাস করো না তুমি।"

"তা বিশ্বাস করি না বটে। এটা তো সত্যি, আমার ভবিষ্যতের চেহারা কল্পনা করতে পারি না আমি ! ওখানে শুধু শূন্যতা।"

ও আর কিছু বলল না। নীরবে ম্যাথু ওকে দেখতে থাকে। ভবিষ্যৎ-বিহীন…হঠাৎ ওর মুখ বিস্বাদ হয়ে গেল। আইভিচের ওপর তার আকর্ষণ কতো তীব্র তা যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। সত্যি, ওর কোন ভবিষ্যৎ নেই, ত্রিশের আইভিচে চল্লিশের আইভিচে কোন তফাৎ নেই। ওর সামনে কিছুই নেই। ম্যাথ্যু যখন একা থাকে, অথবা দানিয়েল কিংবা মার্সেলের সঙ্গে কথা বলে, জীবনটা, সরল একঘেঁয়ে জীবনটা, তার সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে : কতিপয় নারী, কিছু ছুটির দিন, কয়েকটা বই। সুদীর্ঘ মন্থর উতরাই, ম্যাথু ধীরে ধীরে নামছে, ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে, আরো তাড়াতাড়ি যেতে পারলে ভাল হতো। তারপর হঠাৎ, আইভিচকে দেখে তার মনে হলো যেন এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে। আইভিচ যৌনময়ী, বেদনার এক ক্ষুদ্র বিষাদের মূর্তরূপ, যার কোন আগামীকাল নেই। ও চলে যাবে, উন্মাদ হবে, হৃদরোগে মারা যাবে অথবা ওর বাবা-মা লাঅন-এ নিজেদের কাছে নিয়ে রাখবে। কিন্তু ওকে ছাড়া জীবন-ধারণ ম্যাথুর সম্ভব হবে না। ভয়ে তার হাত নড়ে উঠল। আই-ভিচের হাতের কনুইয়ের ওপরকার অংশ ধরে পেষণ করতে ইচ্ছে হল তার। "কেউ আমাকে ধরলে আমার ঘেন্না লাগে।"—ম্যাথুর হাত নেমে আসে। ত্রস্ততায় সে বলে :

"তোমার জামাটা খুব সুন্দর, আইভিচ।"

গবেট মন্তব্য। আইভিচ মাথা নুইয়ে কঠিন হওয়ার ভাব করে, যেন প্রচুর সংযমের সঙ্গে ব্লাউজে আঙ্গুল ঠুকে। প্রশংসাকে ও ঘৃণার চোখে দেখে, প্রশংসা শুনলে ওর মনে হয় ওর একটা দারুণ মনোলোভা ভাবমূর্তি কুড়াল দিয়ে কেটে কেটে কেউ যেন সৃষ্টি করছে, এইরকম প্রতারণাকে ওর বড় ভয়। নিজের চেহারা নিয়ে শুধু ও-ই যথার্থ সঙ্গতির সঙ্গে চিন্তা করতে পারে। এবং কোন শব্দ ব্যবহার না করে, মায়াময় প্রত্যয়ে মমতার সঙ্গে তা ও করে থাকে। আইভিচের অপ্রশস্ত কাঁধ, টানা সুচারু গ্রীবার দিকে সে সংশয়ের চোখে তাকাল। ও প্রায়ই বলে :

"নিজের দেহ সম্বন্ধে সচেতন নয় অমন মানুষকে আমার ভীষণ ভয়।" ম্যাথ্যু নিজের শরীর সম্বন্ধে সচেতন, তার কাছে এটা যেন একটা বিরাট অস্বস্তিকর বস্তা।

"এখনো যাওয়ার ইচ্ছা আছে, গগাঁ-র ছবি দেখতে?"

"কীসের গগাঁ? অ, ওই যে প্রদর্শনীর কথা তুমি বলছিলে। তা, যাওয়া যায়।"

"দেখে মনে হচ্ছে যেতে মন লাগছে না।"

"না, আমি যেতে চাই।"

"যেতে না চাইলে সেটা বললেই পারো আইভিচ।"

"কিন্তু, তুমি তো যেতে চাও।"

"তুমি জানো, আমি আরো গেছি। তোমার ভাল লাগলে আমি নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ইচ্ছে না করে যদি, তাহলে গিয়ে দরকার নেই।"

"ঠিক আছে তাহলে, আরেক দিন যাব'খন।"

"প্রদর্শনী কিন্তু কালকেই শেষ।" আশাহত সুরে ম্যাথ্যু বলে।

অন্যমনস্ক আইভিচ বলে, "আমি দুঃখিত। ও আবার তো হবে।" তারপর হঠাৎ যোগ করে; "ওরকম জিনিস ফিরে আসেই, আসে না?"

"আইভিচ," ম্যাথুর গলা স্নিগ্ধ কিন্তু কিছুটা উষ্মা মিশানো, "তুমি ও যেমন, কি বলব। এর চাইতে বরং বলো এখন আর যেতে চাচ্ছো না। ভালো করেই জানো যখন খুব শীগগির এটা আর হচ্ছে না।"

"তা বটে," আইভিচের সুর নরোম হয়। "যেতে চাইছিলাম না সত্যিই, পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে একটু অস্থির আছি। রেজাল্টের জন্য এদ্দিন অপেক্ষা করা সে যে কী বিচ্ছিরি লাগে।"

"কালকে বের হবে না রেজাল্ট?"

"হবে।" আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ম্যাথ্যুর আস্তিন স্পর্শ করে আইভিচ বলে, "কিছু মনে কোরো, না আজকে আমি আর আমাতে নেই। আমি

অন্যের উপর নির্ভরশীল, আর সে যে কতো বড় লজ্জা আমার। আমি ভিতরের চোখ দিয়ে দেখছি, ধূসর দেয়ালে একটা শাদা কাগজ সাঁটা। দেখছি, কিছু করতে পারছি না। আজকে ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, মনে হলো, বুঝি আগামীকাল হয়ে গেছে এর মধ্যেই। আজকের দিনটা দিনই নয়, বাতিল হয়ে গেছে এদিন। ওরা আমার কাছ থেকে আজকের দিন লুট করে নিয়ে গেছে। আর আমার কাছে দিন আর নেইও বেশি।" তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করল, "বোটানির প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সব গোলমাল করে দিয়ে এসেছি।"

ম্যাথু বলে, "সে আমি বুঝতে পারছি।"

ম্যাথুর সাধ হলো, নিজের স্মৃতিতে এমন একটা দুর্যোগের সময় যদি সে খুঁজে বের করতে পারতো, যা দিয়ে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো আইভিচের বর্তমান দুঃখভোগের স্বরূপ! তার ডিপ্লোমা পরীক্ষার আগের দিনটা কি এমন ছিল? না, তার সঙ্গে এর মিল নেই। সে এক নিস্তরঙ্গ জীবন কাটিয়ে এসেছে, তাতে কোথাও কোন বিপদ নেই। এখন সে একটা অনিশ্চয়তা বোধ করছে, ভয় ধরানো এক জগত দ্বারা পরিবৃত অনিশ্চয়তা, তা-ও আবার সেই অনুভূতিটা জাগ্রত হচ্ছে আইভিচের মাধ্যমে।

"যদি পাশ করি, তাহলে মৌখিক পরীক্ষার আগে কয়েক গ্লাস মদ খেতে হবে আমাকে।" আইভিচ বলে।

ম্যাথু কিছু বলল না।

আইভিচ আবার বলে, "কয়েক গ্লাস।"

"ফেব্রুয়ারীতে ইন্টারমিডিয়েট দেওয়ার আগে একই কথা বলেছিলে, তারপর কি করেছিলে তা নিশ্চয়ই মনে আছে। চার গ্লাস রাম খেয়ে সম্পূর্ণ মাতাল।"

"এবার পাশই করব না আমি।"

"তা তো বটেই, কিন্তু কোনমতে পাশ যদি করে ফেলো?"

"তাহলে মদ-টদ কিছু খাবো না।"

ম্যাথু কথা বাড়াল না। সে নিশ্চিত জানে, ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাবে মাতাল হয়ে। "আমি হলে ও রকম কিছু করতেই পারতাম না, খুব হুঁশিয়ার ছেলে ছিলাম আমি।" আইভিচের উপর রাগ হলো তার, নিজের উপর ঘেন্না। ওয়েটার লতাপাতায় ভরা একটা গ্লাস আনল, তার অর্ধেক ভরা পুদিনা পাতায়।

"আপনার জন্য বরফ এক্ষুণি নিয়ে আসছি।"

"ধন্যবাদ।" আইভিচ বলে।

ও তাকাল গ্লাসের দিকে, ম্যাথু তাকাল ওর দিকে। নাম-না-জানা প্রচণ্ড একটা ইচ্ছায় ওকে পেয়ে বসল: ইচ্ছা মুহূর্তখানেকের জন্য আপন গন্ধে বিহ্বল চেতনা 'হওয়ার,' সরু লম্বা ওই হাতগুলোর ভিতরের দিকটা স্পর্শ করবার, কনুইয়ের ফাঁকা ভাঁজ দিয়ে কনুই থেকে কব্জি ইস্তক যে ত্বক ঠোঁটের মতো বাহুর সঙ্গে লেগে আছে, তা ধরবার, ইচ্ছা ওই দেহকে স্পর্শ করবার এবং নিজের শরীরে যে দেহ অনবরত চুমুর দাগ রেখে যাচ্ছে তাকে অনুভব করবার। সে আইভিচ হতে চায়, আবার একই সঙ্গে নিজের সত্তাটুকুও অটুট রাখতে চায়। ওয়েটারের হাত থেকে আইভিচ বরফের পাত্র নেয়, একটুকরো বরফ উঠিয়ে নিজের গ্লাসে ঢালে।

"খাওয়ার জন্য নয়, গ্লাসে বরফ ঢাললে সুন্দর লাগে।" আইভিচ বলে। ও চোখ কুঁচকাল একটুখানি, হাসল ছোট্ট মেয়ের মতো করে। বলল, "কী সুন্দর, দেখেছো!"

ম্যাথু একনজর গ্লাসটাকে দেখল, বিরক্ত। তরল পদার্থটির ভিতরে ঘন অশোভন আন্দোলন। বরফের টুকরোর মধ্যে ঘোলাটে শাদা ভাবটা দেখবার জন্য প্রস্তুত হয় সে। বৃথা। আইভিচের জন্য ওটা এক পেল্লায় আনন্দ, আনন্দের ঠেলায় আঙুলের নখ পর্যন্ত চটচট করছে। অথচ তার কাছে ও কিছু না। কিছু-নার চেয়েও কম: পুদিনার পাতায় ভরা গ্লাস। আইভিচ যা ভাবছে সে-ও তাই 'ভাবতে' পারছে; কিন্তু কোনদিন কিছু অনুভব করে-না সে। ওর কাছে বস্তু

অত্যাচারী, ইঙ্গিতময় এক উপস্থিতি, ঘৃণি—ওরা ওর দেহের মজ্জার ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু ম্যাথু ওগুলো দেখে দূর থেকে। ওর দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে মেরে দীর্ঘশ্বাস টানে: অনেক পিছনে পড়ে আছে সে, বরাবরের মতো। আইভিচ কিন্তু এখন আর গ্লাসের দিকে নজর দিচ্ছে না। ওর অভিব্যক্তি বিষাদক্লিষ্ট, ও আড়ষ্ট, চুলের কুঞ্চনে আঙ্গুল খেলাচ্ছে এখন।

"একটা সিগ্রেট খাব।"

পকেট থেকে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট বের করে ওর হাতে দেয়।

"ধরিয়ে দিই।"

"ধন্যবাদ, আমি নিজে ধরাতে ভালবাসি।"

সিগ্রেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিল ও। হাত নিয়ে এল মুখের অতি কাছে এবং কেমন যেন পাগলের মতো তন্ময় মুখভঙ্গি করে, ধোঁয়া চিকন করে হাতের তালুতে ছাড়তে লাগল, তাতে মজা পেল যেন। যেন এবম্বিধ ব্যবহারের একটা কৈফিয়ত দিচ্ছে, এমনি করে বলে:

"মনে হবে ধোঁয়া আমার হাত থেকে বেরিয়ে আসছে, এটাই দেখতে চেয়েছিলাম। হাত ধিকিধিকি পুড়ছে, দেখলে বেশ মজা হতো।"

"তা সম্ভব নয়, ধোঁয়া খুব তাড়াতাড়ি চলে।"

"জানি ক্লান্তিকর, কিন্তু চেষ্টা না করে পারলাম না। আমার নিঃশ্বাস হাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল, ঠিক মাঝ বরাবর, দেয়াল, মনে হচ্ছিল, একটা দেয়াল হাতটাকে দুই ভাগ করে দিয়েছে।"

হালকা একটু হেসে ও চুপ করে গেল। অবাধ্য জিদের মতো ও হাতের ওপর নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। তারপর সিগ্রেট ফেলে দিয়ে, মাথা নাড়তে লাগল। ওর চুলের গন্ধ এসে লাগল ম্যাথুর নাকে। কেক আর ভ্যানিলা-স্বাদের চিনির গন্ধ, ডিমের কুসুম থেকে যেরকম বের হয়। চুলে ও ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু প্যাস্ট্রির মতো সুবাস মাংসল একটা স্বাদ রেখে গেল যেন।

ম্যাথ্‌, সবার কথা ভাবছে।

"কি ভাবছো, আইভিচ?" জিজ্ঞেস করে ও।

হা করে বসে রইল আইভিচ, হতাশ্বাস। তারপর আবার সেই ধ্যানমগ্নতায় ফিরে গেল, মুখের চেহারা হয়ে গেল দুর্ভেদ্য।

"কি চিন্তা করছো তুমি?" সে আবার জিজ্ঞেস করে।

"আমি—" নড়ে উঠে আইভিচ। "সব সময় ওকথা জিজ্ঞেস করো তুমি। বিশেষ কিছু না। এমন কিছু যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ও সবের জন্য কোন শব্দ নেই, ভাষা নেই।"

"তবু—কি?"

"তাহলে বলি, শোন। যেমন ধরো, ওই যে লোকটা আমাদের দিকে আসছিল ওকে দেখছিলাম। কি বলব বলো, দিকি? আমার বলা উচিত: লোকটা মোটা, রুমাল দিয়ে ও কপাল মুছছে, ফরমায়েসী টাই পরেছে ও—এইসব কথা বলতে বাধ্য করতে চাও তুমি আমাকে, মজা মন্দ না।" আকস্মিক ঘৃণা এবং ধিক্কারে ও বলে ওঠে, "এসব বলবার কোন কথা নয়।"

"আমার মতে ওটাই বলবার কথা। আমাকে কোন বর দেওয়া হলে আমি বলতাম, তোমাকে সশব্দে চিন্তা করতে বাধ্য করা হোক।"

অনিচ্ছায় হাসল ম্যাথু।

"সেটা অস্বাস্থ্যকর," ও বলল, "শব্দের উদ্দেশ্য তা নয়।"

"এ-তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার। শব্দের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা জংলীর মতো। বাইরে বাইরে তুমি বিশ্বাস করো শব্দের সৃষ্টি শুধু জীবন ও মৃত্যুর কথা ঘোষণা করার জন্য, শুধু প্রার্থনার জন্য। তাছাড়া তুমি মানুষের মুখের দিকে তাকাও না আইভিচ, আমি লক্ষ্য করছিলাম তোমাকে। হয় তোমার হাতের দিকে নয় পায়ের দিকে তাকাচ্ছিলে। যাক্‌গে, আমি জানি তুমি কি ভাবছো।"

"তাহলে জিজ্ঞেস করো কেন? কি ভাবছিলাম, তা আঁচ করার জন্য খুব বুদ্ধির দরকার হয় না। পরীক্ষার কথা ভাবছিলাম আমি।"

"ভয় হচ্ছে ফেল মারবে, এই তো ?"

"ফেল মারার ভয়ই তো করছি। না, তা ঠিক নয়—আমি ভয় পাচ্ছি না, আমি জানি ফেল আমি মেরে ফেলেছি।"

বিপর্যয়ের আস্বাদ মুখে আবার অনুভব করল ম্যাথু: "যদি ও ফেল করে ওর মুখ দেখতে পাবো না আর।" ফেল তো ও মারবেই, সেটা বুঝা গেছে ভাল করে।

আইভিচ মরিয়া হয়ে ওঠে, "আমি লাঅন-এ ফিরে যাচ্ছি না কিন্তু। লাঅনে যদি ফিরে যাই ফেল করার পর, ওখান থেকে কোনদিন আর বের হতে পারব না। ওরা বলে দিয়েছিল, এটাই আমার শেষ চান্স।"

ও আবার চুল টানতে শুরু করে।

"আমার সৎসাহস থাকলে—" ও থেমে যায়।

"কি করতে ?" ম্যাথু গরজ দেখায়।

"ওখানে ফিরে যাওয়া ছাড়া, আর সব কিছু, আর যে কোন কিছু। ওখানে আমার জীবন কাটাব না, কিছুতেই না।"

"কিন্তু তুমি বলেছিলে তোমার বাবা দু'এক বছরের মধ্যে করাত কলটা বিক্রি করে সবাইকে নিয়ে প্যারিসে এসে বসবাস করবে।"

"উঃ ঈশ্বর! তোমরা সব এক রকম।" ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে আইভিচ বলে, রাগে ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। "থাকোনা গিয়ে ওখানে, আমি দেখব। সেই গর্তের ভেতর দুই বছর, কৃচ্ছতার সহিষ্ণুতার দুই বছর। সোজা কথাটা ঢুকছে না তোমার মাথায়, এই দুটো বছর চুরি করে ওরা নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে ? আমার তো শুধু একটা জীবন।" আবেগে ও বলে চলে, "তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি অমর। তোমার মতে, হারানো একটা বছর ফিরে পাওয়া যায় !" ওর চোখে পানি। "সেকথা সত্যি নয়। ওখানে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়বে আমার যৌবন। আমি এখন, এক্ষুণি বাঁচতে চাই, আমি শুরু করিনি, আমার অপেক্ষা করার মতো সময়

নেই, এমনিতেই বুড়ো হয়ে গেছি আমি ; আমার বয়স একুশ।"

"ছিঃ, আইভিচ, অমন কথা বলে না। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো। একবার ভাল করে বলো দিকিনি প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা কেমন হয়েছে তোমার ! মাঝে মাঝে তোমাকে খুশি খুশি লাগে, মাঝে মাঝে আবার হতাশায় ডুবে যাও।"

"সব গোলমাল করে ফেলেছি।" মুখ কালো করে ও বলে।

"ফিজিক্সে তো মনে হল ভাল করেছ।"

"তোমার মনে হয়, আমার হয় না।" খেঁকিয়ে উঠে আইভিচ। "তারপর কেমিস্ট্রি যাচ্ছেতাই খারাপ হয়েছে, ওইসব ফরমুলা-টরমুলা মনে থাকে না আমার, এতো বিদঘুটে জিনিস।"

"তাহলে ওসব পড়তে গিয়েছিলে কেন ?"

'কি ?"

"পি. সি. বি ?" (ফিজিক্স কেমিষ্ট্রী বায়োলজি)।

"সে তো লা-অন থেকে বের হয়ে আসার জন্য।" ওর বেপরোয়া জবাব।

অসহায় ভাব করল ম্যাথু। ওরা চুপ করল। একটা মেয়ে বের হয়ে ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। মেয়েটা লাবণ্যময়ী, মুখের ওপর ছোট্ট নাক, মনে হলো কাউকে খুঁজছে ও। প্রথমে ওর গন্ধ বোধহয় আইভিচ পেল। ধ্যান বিভোর মুখ তুলে মেয়েটাকে ও দেখল, তারপর সমস্ত অভিব্যক্তি পাল্টে গেল।

"কি অদ্ভুত সুন্দর !" অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে ও বলে। সে কণ্ঠ ম্যাথুর ভাল লাগল না।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে রইল অনড়, রোদে ওর চোখ কুঁচকে আছে। বছর পঁয়ত্রিশ হবে বয়স ওর। পাতলা রেশমী ফ্রক ভেদ করে লম্বা পায়ের আভাস বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওদিকে তাকাতে ইচ্ছে হলো না ম্যাথুর, সে আইভিচকে দেখছে। আইভিচকে এখন প্রায় কুশ্রী বলা চলে, এক হাতে অন্যহাত মর্দন করছে ও। একদিন ম্যাথুকে ও বলেছিল :

"ছোট নাক দেখলেই আমার কামড়াতে ইচ্ছে করে।" ঝুঁকে পড়ে ম্যাথু সামনের দিকে। এখন সে আইভিচের চেহারার চার ভাগের তিনভাগ দেখতে পাচ্ছে। ওকে দেখাচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর, যেন, তার মনে হল, এক্ষুণি ও কামড়াবে।

"আইভিচ!" ম্যাথু আস্তে করে ডাকে।

ও জবাব দেয় না। ম্যাথু জানে ও জবাব দিতে পারবে না: ওর কাছে সে এখন নেই, ও সম্পূর্ণ একা।

"আইভিচ!"

এমনি মুহূর্তে ওর প্রতি তার আকর্ষণ তীব্রতম হয়। এমনি সময়ে যখন ওর মনোরম, প্রায় সুশ্রী ছোট্ট দেহটাকে ঘিরে বিরাজ করে কঠিন একটা শক্তি, মানবিক সৌন্দর্যের প্রতি অশালীন অশ্রান্ত কিন্তু দুর্বার এক ভালবাসা। ও ভাবল, "আমি কোন সৌন্দর্য নই।" এবং তখন সেও নিঃসঙ্গ বোধ করল।

মেয়েটা চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, আইভিচ ওকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল, তারপর গভীর আশ্লেষে বিড়বিড় করে উঠল: "মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় আমি যদি পুরুষ হতাম।" শুকনো গলায় ও হেসে উঠল, ম্যাথু গম্ভীর হয়ে চেয়ে রইল।

"মঁসিয়ে দেলারুর টেলিফোন।" বেয়ারা চীৎকার করে ঘোষণা করল।

"আসছি!" ম্যাথু বলল।

সে উঠল। "একটু বসো, কেমন। সারা গোমেজ।"

আইভিচ হাসির মতো ভাব করল। কাফের ভেতর দিয়ে গিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল সে।

"মঁসিয়ে দেলারু? এক নম্বর বুথে।"

রিসিভার তুলে নেয় ম্যাথু। দরজাটা বন্ধ হবার নয়।

"হ্যালো, সারা?"

"আরেকবার সুপ্রভাত। ওটা ঠিক হয়ে গেছে।" সারার নাকি কণ্ঠ

ভেসে এল।

"যাক বাঁচা গেল।"

"তবে তোমাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। রোববারে ও আমেরিকা যাবে। পরশু নাগাদ ও করতে চায়, যাতে প্রথম কয়েকটা দিন ভাল করে দেখাশোনার সময় পায়।"

"বেশ, আমি আজকেই মার্সেলকে বলব'খন, তবে কথাটা হচ্ছে এখন এই সময়টায় আমার টানাটানি যাচ্ছে, টাকাটা যোগাড় করতে হবে। কতো চায় ?"

সারার কণ্ঠ ভেসে এল, "আমি ভীষণ দুঃখিত ম্যাথু, ও নগদ চার হাজার ফ্রাঙ্ক চাচ্ছে। আমি বলেছিলাম তুমি একটু অসুবিধায় আছো, কিন্তু ওর এক কথা। বেতমিজ ইহুদী তো।" হেসে ও শেষের কথাটা যোগ করল।

সারা সর্বক্ষণ অহেতুক করুণায় উচ্ছল, কিন্তু কারো কোন কাজ করতে গেলে ও গির্জার সিষ্টারের মতো চটপটে ব্যস্ততায় মেতে উঠে। রিসিভার কান থেকে একটু দূরে ধরে রাখে ম্যাথু। "চার হাজার ফ্রাঙ্ক" ও মনে মনে বলল, সারার হাসি ফোনের ভেতর খনখন করে উঠল নিশ্চিত এক দুঃস্বপ্নের প্রতিক্রিয়ার মতো।

"দুই দিনের মধ্যে, তাই না ? ঠিক আছে, আমি দেখছি। ধন্যবাদ সারা, তুমি একটা রত্ন। আজকে সন্ধ্যায় ডিনারের আগে বাসায় আছো ?"

"সারা দিন।"

"বেশ। আমি আসব। দু-একটা বিষয় ঠিক করতে হবে।"

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাথু।

"একটা টেলিফোন করব মাদমোয়াজেল। আচ্ছা, না, ঠিক আছে, ওতে কিছু হবে না।"

পিরিচে একটা ফ্রাঙ্ক ছুঁড়ে ফেলে আস্তে আস্তে উপরতলায় উঠতে থাকে। টাকার ব্যাপারটা ফয়সালা না করে মার্সেলকে ফোন করার

কোন অর্থ হয় না। "দুপুরে দানিয়েলের কাছে যাবো।" আইভিচের কাছে এসে বসে ওর দিকে নিরাসক্ত চোখে তাকাল।

"আমার মাথাধরা সেরে গেছে।" ও ভদ্রভাবে বলল।

"শুনে সুখী হলাম।" ম্যাথু বলল।

মনে হলো ওর হৃদয়টা ফ্যাঁসফ্যাঁসে হয়ে গেছে।

টানা চোখের কোণ দিয়ে আইভিচ তার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি হানল। ওর মুখ জুড়ে বিশ্রী মেয়েলী হাসি।

"ইচ্ছে করলে, ইচ্ছে করলে আমরা গগাঁর প্রদর্শনী দেখতে যেতে পারি।"

"যেমন মর্জি।" ম্যাথু আপোষের সুরে বলে।

ওরা উঠে দাঁড়াল। ম্যাথু লক্ষ্য করল, আইভিচের গ্লাস শূন্য।

"ট্যাক্সি!" ম্যাথু হাঁকে।

"না ওটা নয়। খোলা দেখছো না, সবটা বাতাস এসে লাগবে মুখে।"

"না হে, যাও, তোমাকে ডাকি নি।" ম্যাথু সোফারকে বলে।

"ওই যে ওটাকে ডাকো। দেখে মনে হচ্ছে তীর্থস্থানে যাওয়ার জন্য বয়ে নেওয়ার তাঁবু একখান। তাছাড়া ওটা ঢাকা আছে।"

ট্যাক্সি এসে থামলো, আইভিচ তাতে উঠে বসল। ম্যাথু ভাবছে: "ওখানে গিয়ে দানিয়েলের কাছে হাজার খানেক ফ্রাঙ্ক বেশি চাইব, তাতে করে মাসটা চলে যাবে।"

"চারুকলা গ্যালারি, সেণ্ট অনর্।"

চুপচাপ ও বসে রইল, পাশে আইভিচ। দুজনেরই মনে অস্বস্তি।

পায়ের কাছে ম্যাথু দেখল সোনালী ফিল্টার-দেওয়া তিনখানা আধ-খাওয়া সিগ্রেট।

"এই গাড়িতে করে একজন দুশ্চিন্তায় অস্থির লোক কোথাও গেছে।"

"কি করে বুঝলে?"

"একজন মেয়েছেলে। লিপষ্টিকের দাগ রয়েছে।" আইভিচ বলল।

ওরা হাসল, হেসে চুপ করল।

ম্যাথ্যু বলল, "একবার ট্যাক্সিতে আমি একশ ফ্রাঙ্ক পেয়েছিলাম।"

"খুব খুশি হয়েছিলে নিশ্চয়ই।"

"সোফারকে দিয়ে দিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি ?" আইভিচ বলে, "আমি হলে রেখে দিতাম। দিয়ে দিতে গেলে কেন ?"

"জানি না।" ম্যাথ্যু বলল।

ট্যাক্সি সেন্ট-মিচেল প্ল্যাস পার হচ্ছে।

ম্যাথ্যু প্রায় বলতে যাচ্ছিল: "সীন কী সবুজ দেখো," কিন্তু চেপে গেল। হঠাৎ আইভিচ মন্তব্য করে:

"বোরিস বলছিল আমরা তিনজনে মিলে আজকে সুমাত্রা যাওয়া যায় কিনা। আমি অবশ্য রাজি ..."

ম্যাথ্যুর দিকে তাকাল, তার চুলের দিকে চোখ রাখল আইভিচ। ওর দিকে মুখ একটু তুলে ধরে আইভিচ প্রেমময় প্রগলভ দৃষ্টিতে তাকাল। আইভিচ ঠিক ছিনাল নয়, তবে মাঝে মাঝে এমনি একটা প্রেমে গদগদ ভাব ধারণ করে, ওর মুখের ভরাট, ফলের মতো কমনীয়তা আস্বাদনের জন্য। কিন্তু ম্যাথ্যুর কাছে অমন ভঙ্গি বিরক্তিকর লাগে, বিশ্রী লাগে।

সে বলল, "বোরিসের সঙ্গে দেখা হলে খুশি হবো, তোমার সঙ্গে থাকতে পেলে আনন্দ পাবো। কি জানো, লোলার কথা ভাবতে আনন্দ পাচ্ছি না আমি। লোলা আমাকে দেখতে পারে না।"

"তাতে হয়েছেটা কি ?"

নীরবতা। যেনো একই সঙ্গে ওরা বুঝতে পারল, ওদের একজন মেয়ে, একজন ছেলে এবং একই ট্যাক্সির বেড়ায় আবদ্ধ। "এমনটি হওয়া উচিত ছিল না" নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠে সে।

আইভিচ বলে, "ধ্যান করবার মতো মেয়ে লোলা অবশ্য নয়! দেখতে সুন্দর, গায় ভালো, ব্যস।"

"আমার মনে হয় ওর ব্যবহারটিও ভাল।"

"হবেই। এটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, নিজের মনটাকে সবসময় পরিষ্কার রাখতে চাও যে। যখনই দেখো, কাউকে ভাল লাগল না, তখনই তাদের ভাল খুঁজতে লেগে যাও। ওর ব্যবহার ভাল, এটা আমি মানলাম না কিন্তু।" আইভিচ বলল।

"কেন, তোমার সঙ্গে তো ও খুব মিষ্টি ব্যবহার করে।"

"সে অন্যরকম ব্যবহার ওর পক্ষে সম্ভব নয় বলে। ওকে ভাল লাগে না আমার, মনে হয় সর্বক্ষণ অভিনয় করছে।"

ম্যাথ্যুর ভুরু কপালে উঠে, "অভিনয় করছে? ওর সম্বন্ধে আর যাই বলো, এটি বলতে পারো না।"

"ভারী আশ্চর্য তো! তোমার নজরেই পড়ে নি! ওর দীর্ঘশ্বাস ওর দেহের মতোই বিরাট। মানুষকে দেখাতে চায় যেন ওর ভীষণ হতাশা, কিন্তু পরমুহূর্তে ডিনারের জন্য জমকালো অর্ডার হাঁকে আবার।"

আবার যখন কথা বলল আইভিচ, গলায় প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ধরা পড়ে; বলে, "আমার অবশ্য চিন্তা করা উচিত ছিল, জীবনে হতাশ হলে, মানুষ মৃত্যুকে কিছুই মনে করে না: সব সময় অবাক লাগে যখন দেখি ও প্রত্যেকটি পয়সা হিসেব করে খরচ করে, টাকা জমায়।"

"কিন্তু তাতে বেপরোয়া হওয়ার বাধা কোথায়? বুড়ো হলে মানুষ তো এমন করেই। নিজের ওপর, জীবনের ওপর যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় তখন ওরা টাকার কথা ভাবে, নিজের আরামের কথা চিন্তা করে।"

আইভিচের গলায় রসকষ নেই, বলে, "তাহলে, বুড়ো হওয়াই উচিত নয়।"

পরম বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠে, "তোমার কথাটি ঠিক, বুড়ো হওয়া ভাল নয়।"

"যাঃ, তোমার এটা একটা বয়স নাকি," আইভিচ বলে। "তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় তুমি এখন যেমন সবসময় এমনিই

ছিলে। তোমার যৌবনের খনি আছে। শৈশবে কেমন ছিলে মাঝে মাঝে কল্পনা করতে চেষ্টা করি, পারি না।"

"আমার কুঁকড়ানো চুল ছিল।" ম্যাথু বলে।

"কিন্তু আমি দেখতে পাই তুমি ঠিক এমনিই ছিলে, শুধু একটু খাটো, এই যা।"

আইভিচ জানে না, ওকে এখন আশ্চর্য কমনীয় লাগছে। কিছু বলতে চেষ্টা করল ম্যাথু, কিন্তু গলায় যেন একটা ঝাঁজ বোধ করল এবং হঠাৎ আত্মসংযম হারিয়ে বসল। ওর মনের পর্দার পেছনে আছে মার্সেল, সারা এবং হাসপাতালের অন্তহীন বারান্দা, যেখানে সে সেই সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এখন কোনখানে নেই, সে এখন মুক্ত। উষ্ণঘন গ্রীষ্মের পুঞ্জ পুঞ্জ দিন তার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল, তার ইচ্ছে হল সোজা এর ভেতর ডুব দেয়। আরেকটা মুহূর্ত সে ঝুলে রইল শূন্যে, মুক্তির বেদনার্ত অনুভূতি মনের ভেতরে ধরে রেখে এবং পরক্ষণেই হঠাৎ হাত মেলে আইভিচকে কাঁধে ধরে কাছে এনে বুকে টেনে নিল। আইভিচ শক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু ধরা দেয় একটা কাঠের টুকরোর মতো, ও যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে এমনি ভাব। ও কিছু বলল না, ওর চেহারা ভাবলেশহীন।

রিভোলি রোডে ঢুকল ট্যাক্সি। জানালা দিয়ে পার হচ্ছে এক এক করে লুভারের তোরণমালা, যেন বিরাটকায় পায়রারা যাচ্ছে উড়ে একে একে। গরম লাগছে—পাশে একটা উষ্ণ দেহ অনুভব করল ম্যাথু। সামনের জানালা দিয়ে বৃক্ষশ্রেণী দেখা যাচ্ছে, তিনরঙা একটা পতাকা ঝুলছে লম্বা দণ্ডে। মুফেতার রোডে একটা লোক কি কাণ্ড করেছিল মনে পড়ল তার। স্থবেশ একটা লোক, চেহারা একদম ছাইয়ের মতো শাদা। খাবারের দোকানের কাছে গিয়ে খোলা জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল প্লেটে রাখা এক টুকরা ঠাণ্ডা মাংসের দিকে, তারপর একটা হাত বের করে মাংসের টুকরোটা তুলে নিয়েছিল। এমন অনায়াসে তুলে নিয়েছিল যে, দেখে মনে হয়েছিল সে বুঝি সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত।

দোকানদার চীৎকার করে উঠল, পুলিশ এল, এসে লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল তারপর। লোকটা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। আইভিচ কথা বলছে না।

"ও আমার সমালোচনা করছে।" ম্যাথু ক্ষিপ্তের মতো ভাবল।

সে ওর দিকে ঘন হয়ে বসল। ওকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেন, সে ঠোঁট হালকা করে রাখল ওর শীতল বন্ধ মুখের ওপর। নিজেকে সে উদ্ধত ভাবল, আইভিচ নীরব। মাথা তুলে ওর চোখের দিকে তাকাল এবং তার কামনা উধাও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তার মনে হলো: "বিবাহিত একজন কোন এক তরুণী নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে ট্যাক্সি করে," ওর হাত আপনাআপনি খসে পড়ল, মৃত নরোম হাত। যান্ত্রিক শিহরণ তুলে ওর দেহ সটান হলো, যেন একটা পেণ্ডুলাম দুলতে দুলতে এবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। নিজের উদ্দেশ্যে ম্যাথু বলল, "এ কি করলাম, ও আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।" জড়োসড়ো হয়ে নিজের আসনে বসে রইল সে, ইচ্ছে করল যেন সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পুলিশ একজন সামনে ব্যাটন উঁচু করে, ট্যাক্সি থামে। সামনের দিকে সোজা তাকায় ম্যাথু, গাছগুলো দেখতে পায় না, দেখতে পায় তার প্রেমকে।

প্রেম। এবার ঠিক প্রেম এটা। এবং ম্যাথু ভাবল: "আমি একি করলাম?" পাঁচ মিনিট আগে অস্তিত্ব ছিল না তার প্রেমের, ছিল দুজনের মধ্যে অমূল্য অনুভূতির সম্পর্ক, তার নাম নেই, তার প্রকাশের ভঙ্গি নেই। আসলে সে প্রকাশের একটা ভঙ্গি করেছে মাত্র। যে ভঙ্গি তার করা উচিত ছিল না—যে ভঙ্গি আপনা থেকে এল। একটা ভঙ্গি এবং তার প্রেম ম্যাথুর সামনে উপস্থিত হলো এক দুর্বার, পুরনো মামুলি সত্তার মতো। এখন থেকে আইভিচ ভাববে সে ওকে ভালবাসে, ভাববে আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো সে। এখন থেকে, ম্যাথু আইভিচকে ভালবাসবে, অন্যান্য মেয়েমানুষদের যেমন ভালবেসেছিল। "ও কি ভাবছে?" ও তার পাশে বসে, শক্ত, নিশ্চুপ। ওর মনে

এখন—"কেউ আমাকে ধরলে আমার ঘেন্না লাগে"—এমনি এলোমেলো প্রেমময় ভাব, বিগত ঘটনাবলীর ইন্দ্রিয়াতীত অদন্যতার স্বাক্ষর দ্বারা যে ভাব চিহ্নিত। ও ক্ষেপে গেছে, ও তাকে ঘৃণা করে, ও তাকে অন্য সব সাধারণ মানুষের মতো মনে করছে। "আমি ওর কাছ থেকে তা চাই নি," হতাশা নেমে এল তার অন্তরে। কিন্তু এখনও সে মনে করতে পারছে না আগে কি সে চেয়েছিল। প্রেম তো তখনো বিদ্যমান ছিল, ঘনীভূত শান্তিময় প্রেম। সে-প্রেমের সহজ ছিল ইচ্ছাগুলি, সাধারণ তার চলন-বলন। ম্যাথুই তাকে সত্তা দিল, দিল পরিপূর্ণ মুক্তি। "একথা সত্য নয়," প্রচণ্ড আক্রোশে সে অস্থির: "আমি তাকে কামনা করি না, কোন দিন কামনা করি নি।" কিন্তু সে বিলক্ষণ জানে ওকে কামনা করতে যাচ্ছে সে। এমনি করেই এসবের পরিসমাপ্তি হয়। সে ওর পায়ের দিকে তাকাবে, তাকাবে স্তনের দিকে এবং তারপর একদিন…। বিদ্যুতের ঝলকানিতে সে দেখল মার্সেল লম্বা হয়ে পড়ে আছে শয্যায়, মার্সেল উলঙ্গ, তার চোখ বন্ধ: ও ঘৃণা করে মার্সেলকে।

ট্যাক্সি থামল। দরজা খুলে বের হয়ে রাস্তায় পা রাখল আইভিচ। সঙ্গে সঙ্গে ওর পেছনে পেছনে গেল না ম্যাথু: এই প্রেম, এতো নতুন অথচ এর মধ্যেই বুড়িয়ে যাওয়া এই প্রেমের জাগ্রত-চোখ অনুধ্যানে সে তন্ময় হয়ে রইল—বিবাহিত মানুষের প্রেম, দুর্বৃত্ত লজ্জাকর এই প্রেম ওর জন্য হবে অসম্মানের। নিজের অসম্মান তো হয়েই রইল আগাম। কিন্তু একে সে নিয়তির মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। একসময় সে নামল, ভাড়া দিল, এবং প্রবেশমুখে অপেক্ষমান আইভিচের কাছে এল। "এটা ও যেন ভুলে যায়।" চোরের মতো একবার ওর দিকে তাকাতেই দেখল মুখের পেশী ওর কঠিন হয়ে আছে। "মোটর উপর আমাদের মধ্যে একটা কিছু হয়েছিল, এখন তা শেষ হয়ে গেছে," সে ভাবল। কিন্তু ওর প্রতি ভালবাসা থামিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। একজিবিশনে ওরা গেল, কেউ কোন কথা বলল না।

পাঁচ

"হৃদয়হরণ দেবতা!" মার্সেল হাই তুলে, উঠে বসে, মাথা নাড়ায়। এবং প্রথমেই যে কথা মনে এলো, তা হলো: "হৃদয়হরণ দেবতা আসবে আজকে বিকেলে।" তার রহস্যময় আবির্ভাব ওর ভালো লাগে, কিন্তু আজকে সেই সব কথা ভেবে আনন্দ পেল না। চারপাশের বাতাসে নিশ্চিত একটা বিভীষিকা জড়ানো, মধ্যদিনের বিভীষিকা সে। ঘরভর্তি ভ্যাপসা গরম, বাইরে সমস্ত শক্তি নিঃশেষে শেষ করে, পর্দার ভাঁজে ভাঁজে তার উত্তাপ আটকে রেখেছে এখন; ওখানেই নিয়তির মতো অশুভ এবং নিষ্ক্রিয় সে উত্তাপ পচছে। "যদি সে জানতো, আমাকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করতো, এতো নিষ্ঠুর সে।" বিছানার পাশে ও বসল ঠিক কালকের মতো করে, কালকে যখন নগ্নদেহ ম্যাথ্যু পাশে ছিল। আঙ্গুলের দিকে চোখ পড়তে ওর খারাপ লাগল, গতকালকের সন্ধ্যা লেগে রইল ওখানে, মরা লালচে আলোর স্পর্শাতীত সন্ধ্যা লেগে রইল সেন্টের বাসি গন্ধের মতো। "আমি পারি নি, ওকে আমি বলতে পারি নি।" সে হয়তো বলতো, "তাই নাকি! ঠিক আছে, ব্যবস্থা করো," বলতো আচমকা হৈ-হৈ করে, অষুদ গেলার মতো করে। ও জানে, তার সে চেহারা ও সহ্য করতে পারতো না। গলায় যেন আটকে রইল তার সেই চেহারা। "দুপুর!" ভোরের আকাশের মতো ধূসর ছাদের রঙ, কিন্তু উত্তাপ দুপুরের। অনেক রাত করে ঘুমোয় মার্সেল; ভোরের সঙ্গে তাই পরিচয় নেই ওর। মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, কোন এক দুপুরের মধ্যে থেমে আছে ওর সমস্ত জীবন। ও নিজেই এক চিরন্তন দ্বিপ্রহর, যে দ্বিপ্রহর ডুবে আছে বৃষ্টিভেজা

আশাবিহীন, উদ্দেশ্যবিহীন এক আপন ছোট জগতের ধ্যানে। বাইরে উজ্জ্বল দিবালোক, বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য ফ্রক। বাইরে এই দিনের মধ্যে ঘুরছে ম্যাথু, হাসিখুশীর, ধুলোবালির ঘূর্ণিচক্রে। দিনটা তার শুরু হয়েছিল ওকে ছাড়া। তার দিনের একটা অতীত কালও হয়ে গেছে এর মধ্যে। "সে আমার জন্য চিন্তা করছে, সাধ্যিমতো সব কিছু করছে।" মমতা ওর ভাবনাকে স্পর্শ করল না। ওর মেজাজ খারাপ হলো, কেননা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই বিশাল রৌদ্র ঝলোমলো করুণাকে, একজন সুস্থ সবল মানুষের ব্যস্ত এলোমেলো করুণাকে। অবসন্ন বোধ করল, গা-টা ঘিন ঘিন করছে। ঘুমের জড়তা কাটেনি এখনো। পরিচিত ষ্টীল হেলমেট ওর মাথা চেপে ধরল, মুখের ভিতরে চোষ-কাগজের স্বাদ, দুই পাশে কবোষ্ণ অনুভূতি। ওর বগলের নিচে কামানো কালো চুলের উপরে ঘাম বিন্দু বিন্দু। ওর খারাপ লাগছে খুব, কিন্তু সহ্য করে গেল। ওর দিনের শুরুই হয় নি এখনো, দিনটা আছে অবশ্য কোনখানে, আছে মার্সেলের সঙ্গে সাবধানে হেলান দিয়ে, ও একটু নড়লেই তুষার ধ্বসের প্রচণ্ডতায় ফেটে বের হয়ে যাবে। মুখ বাঁকিয়ে হাসল ও, গজগজ করল: "মুক্তি।"

ভোরে বমি ভাবাক্রান্ত এক উদরে ছোট্ট যে মানুষের বাচ্চাটা জেগে উঠেছে, তাকে পরবর্তী রাত্রি পর্যন্ত পনেরো ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। মুক্তির জন্য তার মাথাব্যথা নেই। মুক্তি, স্বাধীনতা কাউকে বাঁচতে সাহায্য করে না। ছোট ছোট ঘিয়ে চুবানো কোমল পালক ওর গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে এবং তারপর আলজিভে সঞ্চিত হচ্ছে চরম বীতশ্রদ্ধার ভাবটি, ওর ঠোঁট নড়ে উঠল কেবল। "আমার কপাল ভাল, দুই মাসের সময় অনেক মেয়েলোক দিনরাত অসুস্থ থাকে। ভোরে মন্দ লাগে না, বিকেলে ক্লান্তবোধ করি, কিন্তু চলছে তো ভালই। মা এমন অনেক মেয়েলোককে জানতো যারা এই অবস্থায় তামাকের গন্ধ সহ্য করতে পারতো না, এবং সেরকম গন্ধ পেলেই ওদের আর দেখতে হতো না।" হঠাৎ ও উঠে পড়ে বাথরুমের দিকে দৌড়ল। বমি

করল, বমিটা তরল ঘোলাটে ফেনার মতো, অল্প-চটকানো ডিমের শ্বেত অংশের মতো। চীনেমাটির বেসিনের কোণ আঁকড়ে ধরে ওই ফেনা-ফেনা পানির দিকে রইল তাকিয়ে। শেষের দিকে ওটাকে বীর্যের মতো লাগল দেখতে। নীরস হাসি হাসল সে, অস্ফুট স্বরে বলল: "প্রেমের অভিজ্ঞান।" তারপর বিশাল এক ধাতব নীরবতা অধিকার করল ওর মাথা এবং শুরু হলো তার দিন। চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে অপেক্ষা করল ও, "ভোরের দিকে দুবার করে গা-বমি লাগে।" এবং তারপর ম্যাথুর সেই চেহারা ভেসে উঠল ওর সামনে, ওর সরল স্থির প্রতিজ্ঞ মুখে যখন সে বলেছিল: "এমন অবস্থায় সবাই তো নষ্ট করে দেয়, তাই না?" ঘৃণার একটা ঝলক তীরবেগে ওকে তখন বিদ্ধ করল।

এসে গেছে। প্রথমে মাখনের কথা মনে এল এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠল ওর মন। মনে হলো, হলদে দুর্গন্ধ মাখন চিবোচ্ছে ও এবং গলার ভেতরে ক্রমাগত ঠেলে আসা হাসির মতো কি যেন অনুভব করল। বেসিনে উবু হলো ও। লম্বা একট আঁশ ঝুলে রইল ঠোঁট থেকে, কেশে ঝেড়ে ফেলল সেটা। ওতে মেজাজ খারাপ করল না ও, যদিও নিজের প্রতি বিষিয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত ওর মন। গেল শীতে ওর আমাশয় হয়েছিল। ম্যাথুকে তখন স্পর্শ করতে দিতো না। ওর ধারণা ছিল ওর গা থেকে খারাপ গন্ধ বেরোচ্ছে। পানি সরবার নালী দিয়ে বিজলা ঢুকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, পেছনে আঁঠাল চকচকে দাগ থেকে যাচ্ছে, ও দেখল চেয়ে চেয়ে। এবং বিড়বিড় করে উঠল: "অবিশ্বাস্য!" ও বিদ্রোহী হলো না, এই-ই জীবন, বসন্তের সূচনায় হাল্কা পুষ্পায়ণের মতো। কুঁড়ির ডগায় পিঙ্গল গন্ধবহ যে আঁঠা-আঁঠা দাগ থাকে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। "কুৎসিত নয় জিনিসটা।" বেসিন পরিষ্কার করার জন্য টেপ খুলে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে অঙ্গাবরণ খুলে ফেলে। "আমি জানোয়ার হতাম যদি, ওরা আমাকে একা থাকতে দিতো।" গর্বিত সর্বগ্রাসী ক্লান্তির কাছে যেমন তেমনি ও এই জীবিত অবসাদের ভেতর ডুবে যেতে পারবে। ও নির্বোধ নয়।

"সবাই তো নষ্ট করে দেয়, তাই না ?" কালকে বিকেল থেকে নিজেকে মৃগয়ার শিকারের মতো লাগছে।

আয়নায় ওর প্রতিমূর্তি সীসেয় ছোপানো যেন। কাছে এগিয়ে গেল। কাঁধের দিকে তাকাল না, স্তনের দিকে তাকাল না, দেহটাকে ঘৃণা করে ও। পেটের দিকে তাকাল ও, তাকাল ওর ভরাট উর্বর তল-পেটের দিকে। সাত বছর আগে—সেই প্রথম ম্যাথু ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল—একদিন ভোরে আয়নায় একই দ্বিধাগ্রস্ত বিস্ময়ে নিজের চেহারা দেখেছিল এবং ভেবেছিল : "তাহলে সত্যিই একজন আমাকে ভালবাসে।" এবং প্রায় সুতোর মতো ওর চকচকে মসৃণ ত্বক এবং দেহকে মনে হয়েছিল ওগুলো আলোর উদ্দেশ্যবিহীন খেলা প্রতিফলিত করবার জন্য তৈরী একটা খোলস, বাতাস যেমন শিহরণ তুলে পানিতে, তেমনি আদরের নিচে কেঁপে কেঁপে ঢেউ তুলবে এরা। ওর আজকের দেহ আর সেদিনের দেহ এক নয়। পেটের দিকে তাকাল ও। ওখানকার সমৃদ্ধ আয়তনের প্রসন্ন প্রাচুর্য ওকে মনে করিয়ে দেয় ছেলেবেলায় লুকসেমবার্গে দেখা স্তনদানরতা মেয়েদের স্মৃতি : জোর করে মনে আনে ভয় এবং ঘৃণা ডিঙিয়ে আশার মতো এক বস্তু। এবং ও ভাবল : "ওখানে আছে এটা।" এইখানে এই পেটের ভেতরে ছোট্ট একটা রক্তাক্ত ফল জীবন গ্রহণ করবার জন্য ছটফট করছে অবোধ তাড়াহুড়োয়। আচ্ছন্ন একটা ছোট ফল, প্রাণী হয় নি এখনো, ছুরির ফলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে শীগগির অস্তিত্ব থেকে বের হয়ে আসবে। "এই মুহূর্তে এমন আরো অনেকেই আছে যারা তাদের পেটের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে : 'ওখানে আছে'। কিন্তু ওরা তো খুশি।" কাঁধে ঝাঁকুনি দেয় ও। হ্যাঁ, ওই বোকাটে গাদ্দার দেহটার সৃষ্টিই হয়েছে আসলে মাতৃত্বের জন্য। কিন্তু মানুষ এর অন্যেতর ব্যবহার বের করে নিয়েছে। ও সেই বুড়ো মেয়েলোকটার কাছে যাবে : ওকে কল্পনা করতে হবে একটা টিউমার হয়েছে ওখানে। "আসলে এই মুহূর্তে এটা যথার্থই একটা টিউমার।" এবং তারপর এই ব্যাপারটি কোন

দিন কেউ উল্লেখ করবে না, সে থাকবে এক তিক্ত স্মৃতি হয়ে, যেমন আছে সবার জীবনেই। আবার ওর লালচে ঘরে ফিরে যাবে, বই পড়বে এবং ভিতরে অস্বস্তি বোধ করবে। ম্যাথু ওর কাছে যাবে সপ্তাহে চার রাত এবং আরো কিছুদিন সস্নেহ ক্ষমার চোখে দেখবে, যেন সে একজন তরুণী মাতা। এবং যখন ওকে সে ভোগ করবে, সতর্কতার মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবে। এবং দানিয়েল, দেবতা দানিয়েলও আসবে মাঝে সাঝে। একটা সুযোগ হারানো গেল, না? আয়নায় ওর চোখের ওপর চোখ পড়ল, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল: ম্যাথুকে ও ঘৃণা করতে চায় না। এবং ও ভাবল: "কাপড়টা পরে নেওয়া দরকার।"

সাহস ওকে হতাশ করল। আবার বিছানায় বসল ও, আলতো করে তলপেটে হাত রাখল, তলপেটে কালো কেশগুচ্ছের একটু ওপরে হাত রেখে খুব নরোম করে একটু চাপ দিল এবং প্রায় মমতায় উদ্বেল এক মন নিয়ে ভাবল: "ওখানে আছে।" ঘৃণা কিন্তু হাল ছাড়ল না। নিজের উদ্দেশ্যে ও বেশ জোর দিয়ে বলল: "ওকে ঘৃণা আমি করব না। সে তো নিজের অধিকারে আছে. দুর্ঘটনা ঘটলে যেমন আমরা বলে থাকি। সে বুঝতে পারে নি, আমারই দোষ, ওকে কোনদিন আমি কিছু বলি নি।" এক পলকের জন্য ওর মনে হলো, উত্তেজনা প্রশমিত হবে। তাকে ঘৃণা করতে হবে ভেবে ভয় পেল ও। তারপর এমনিতরো ভাবনায় কেঁপে উঠল: "কেমন করে বলব আমি ওকে? কিছুই তো কোনদিন আমার কাছে জিজ্ঞেস করে না সে।" সেই একবারই ওরা চুক্তি করেছিল, পরস্পর পরস্পরকে সব কিছু মন খুলে বলবে, কিন্তু সে চুক্তি ম্যাথুর স্বপক্ষেই খালি গেল। নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে সে ভালবাসে, বিবেকের সঙ্গে, নৈতিক চেতনার সঙ্গে তার তুচ্ছ সব সংগ্রামকে পল্লবিত করতে পছন্দ করে সে। আর মার্সেল, ওর উপর আস্থা আছে তার, তবে সে আস্থা মানসিক আলস্যে আক্রান্ত। সে ওকে নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তায় নেই, স্বগত

সে বলে : "ওর কিছু একটা হলে তো আমাকে বলবেই।" কিন্তু ও তো বলতে পারে না : কথা বের হয় না গলা দিয়ে। "এবং তথাপি ওর জানা উচিত নিজের সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না, নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে যতটুকু ভাল নিজেকে বাসা উচিত তা আমি বাসি না।" দানিয়েলের কথা অবশ্য আলাদা। কি করলে মার্সে-লের নিজের ওপর ভালবাসা জন্মাবে, সেটা দানিয়েল জানে। প্রশ্ন করার এমন সুন্দর ধরন তার, সুন্দর মোহময় চোখে ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে সে! তাছাড়া তাদের মধ্যে একটা গোপন কথা আছে। দানিয়েল কিন্তু খুব রহস্যময়, সে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে গোপনে। ওদের অন্তরঙ্গতার কথা ম্যাথু জানে না। খারাপ কিছু করে না ওরা ; কেমন একটা মজার খেলার মতো ; কিন্তু তাতে দুজনের ভেতরে হালকা মধুর একটা সম্পর্কের বন্ধন গড়ে উঠেছে। তাছাড়া এর জন্য মার্সেল খুব একটা অনুতপ্ত নয়, এই যে ওর নিজস্ব একটা জীবন আছে যা অন্য কারো সঙ্গে ভাগ করতে ও বাধ্য নয়। "ম্যাথু যদি দানিয়েলের মতো হতো," ও ভাবল। "দানিয়েল ছাড়া অন্য এমন কেউ নেই যে আমাকে কথা বলাতে পারে? সে যদি অল্প একটু সাহায্য করতো আমাকে…। গতকাল সারাদিন শব্দগুলো আটকে ছিল গলায়, ওর বলতে ইচ্ছে করেছিল, "আচ্ছা, বাচ্চাটাকে রেখে দিলে কেমন হয়?" একটু যদি সে ইতস্তত: করতো, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য, তাহলে ও বলে ফেলতো। কিন্তু সে এলো, এসেই তার অকপট ভাব ধারণ করল—'এমন অবস্থায় সবাই তো নষ্ট করে ফেলে, তাই না?" —এবং শব্দগুলো বের হলো না। "চলে যাওয়ার সময় সে খুব চিন্তিত ছিল। ওই বুড়ী হাতুড়ে আমার কিছু করুক তা সে চায় না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সে অনেকের কাছে ঠিকানা চাইবে, কোথায় কোথায় এসব করা হয়, এটাই তার সমস্ত মন অধিকার করে রাখবে, সমস্ত সময় ওকে ব্যস্ত করে রাখবে। আর কোন কাজকর্ম নেই যখন। আইভিচের পিছনে ছুটে বেড়ানোর চেয়ে এ-ই ভালো।

তাছাড়া নিজের উপর খুব রাগ হয়েছে তার, যেন একটা ফুলদানি ভেঙ্গে ফেলেছে। তবে তার বিবেক এখন বিপন্ন। সন্দেহ নেই, যথা-সম্ভব সেবাযত্নের ভিতর দিয়ে আমার দেখাশোনা করবার সঙ্কল্প করেছে সে।" একটুখানি হাসল ও। "বেশ, বেশ। তবে একটু তাড়াতাড়ি করতে হয়। শীগগির আমি যে প্রেমের বয়স পার হয়ে যাবো।"

বিছানার চাদর খামচে ধরেছে ও। ও ভয় পেয়েছে। "ওকে ঘৃণাই যদি করতে হয়, তাহলে কী নিয়ে থাকবো আমি?" ও কি ঠিক জানে, সন্তানটা ও চায় না? দূরে আয়নায় ও দেখতে পাচ্ছে থলথলে একটা দলা: ওর শরীর, বন্ধ্যা এক অস্পষ্টতার শরীর। সে হলে কি জীবন রাখতো? "কারণ আমি কলঙ্কিত।" রাত্রির অন্ধকারে ও যাবে সেই বুড়ী হাতুড়ের কাছে। বুড়ো মেয়েলোকটা ওর চুলে হাত বুলাবে, যেমন বুলিয়ে ছিল আঁদ্রের চুলে, ওকে পিয়ারি বলে ডাকবে পঙ্কিল অনুষঙ্গে। "বিবাহিতা না হয়ে গর্ভধারণ, গনোরিয়ার চাইতে নিকৃষ্ট জিনিস। আমাকে ভাবতে হবে আমার যৌনব্যাধি হয়েছে।"

পেটে হাত না বুলিয়ে পারল না ও, না ভেবে পারল না: "ওখানে আছে।" ওরই মতো কিছু দুর্ভাগ্য, জীবন্ত দুর্ভাগ্য। একটা ফালতু অতিরিক্ত জীবন, ওর নিজের জীবনের মতো...। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে ও ভাবল: "সে আমারই হতো। গবেট হোক, দুষ্টাঙ্গ হোক, তবু আমার।" কিন্তু সেই গোপন বাসনা, সেই অস্পষ্ট প্রতিজ্ঞা, ওরা এতো দূরের জিনিস; প্রতিশ্রুতি থেকে এতো দূরত্বে বিচ্ছিন্ন! এতো এতো মানুষের কাছে সযত্নে গোপন রাখতে হবে সেই বাসনাকে যে, হঠাৎ নিজেকে ওর অপরাধী মনে হলো। এবং ধিক্কারের ভিতরে ডুবে গেল ও।

ছয়

প্রথমে ওদের চোখে পড়ল দরজার উপরে বিশেষ চিহ্নবহ ঢাল, তাতে আর. এফ. অক্ষর দুটো মুদ্রিত। ত্রিবর্ণ পতাকা পরিবেশে সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে। তারপর দর্শক ঢুকবেন বিরাট ফাঁকা হলঘরে। ছাদের তুষারঢাকা জানালা গলিয়ে আলোর বন্যায় প্লাবিত সে হলঘর। শাদা দেয়াল, ধূসর বর্ণের ভেলভেটের পর্দা, এবং ম্যাথু ভাবল: "ফরাসী অপচ্ছায়া।" ফরাসী অপচ্ছায়ার উপস্থিতি সবখানে—আই-ভিচের চেয়ারে, ম্যাথুর হাতে, বোবা সূর্যরশ্মিতে এবং এই সব হলঘরের আনুষ্ঠানিক নীরবতায়। নাগরিক দায়িত্বের মেঘভারে নিজেকে আচ্ছন্ন দেখতে পেল ম্যাথু। দর্শক অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলবেন, প্রদর্শনীর কোন বস্তুর গায়ে হাত দেবেন না, সমালোচনা প্রবৃত্তি প্রয়োগ করবেন সংযমের সঙ্গে, অবশ্য রায়ও প্রদান করবেন এবং কোন অবস্থায় ভুলবেন না তাবৎ গুণাবলীর সবচেয়ে ফরাসীসুলভ যেটি—সেটি প্রাসঙ্গিকতা। দেয়ালে অবশ্য তালি মারা আছে তবে সেগুলোকে ছবির অবয়ব দেওয়া হয়েছে। ওদিকে দৃষ্টি দেবার আর মন নেই ম্যাথুর। আইভিচকে অবশ্য ঘুরে ঘুরে দেখাল নিঃশব্দে। ব্রিটানির প্রকৃতি, ধর্মের অনুষঙ্গ আছে তার মধ্যে। ক্রুশবিদ্ধ যীশু, ফুল, সমুদ্রতীরে হাঁটু গেড়ে বসা দুজন তাহিতির মেয়ে, মাওরি অশ্বারোহীর নৃত্য। আইভিচ কথা বলছে না, ওর মনের ভিতরে কি হচ্ছে ভাবতে চেষ্টা করল ম্যাথু। ছবিগুলো ভাল করে দেখার জন্য সে সাংঘাতিক চেষ্টা করল, কিন্তু তারা কোন বাণী পৌঁছাতে পারল না তার কাছে। বিরক্ত হলো সে: "ছবির নিশ্চিত কোন শক্তি নেই, ইঙ্গিত বৈ কিছু নয় তারা। আসলে, ওদের অস্তিত্ব আমার

ওপর নির্ভর করে, ওদের মুখোমুখি হলেই আমি মুক্ত হয়ে যাই।" অত্যধিক মুক্ত : একটা অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা অনুভব করল সে, সে দায়িত্ব পালনে ত্রুটিমুক্ত নয় সে এবং।

সে বলল, "ওটা গর্গাঁর।"

ছোট চৌকোণো ক্যানভাস, তাতে পরিচিতি দেওয়া : "শিল্পীর স্বহস্তে অঙ্কিত প্রতিকৃতি।" ম্লান এবং চকচকে চুল গর্গাঁ, বিরাট চোয়াল। দেখে মনে হয় প্রবৃদ্ধ মেধা মিশেছে বালসুলভ অতৃপ্ত অহঙ্কারের সঙ্গে। আইভিচ ম্যাথুর কথার ওপর কোন কথা বলল না। ম্যাথু ওকে আড়ে একবার দেখে নিল : শুধু দেখতে পেল ওর চুল, দিনের কৃত্রিম আলোর দীপ্তিতে তা-ও বিবর্ণ। গত সপ্তাহে প্রথমবারের মতো প্রতিকৃতিটি দেখেছিল যখন, ভাল লেগেছিল। এখন নীরস মনে হচ্ছে। তাছাড়া ছবিটি সে দেখে নি : থার্ড রিপাবলিকের অপচ্ছায়ার প্রভাবে সত্য এবং বাস্তবতায় সে ছবি ছিল অত্যধিক মাত্রায় অনুসিক্ত। যা কিছু বাস্তব তাই সে দেখেছিল, দেখেছিল—সেই ধ্রুপদ আলোক যা কিছু প্রকট করেছিল সবই সে দেখেছিল। দেয়াল, ফ্রেমে-আটা ক্যানভাস, আছড়ে পড়া রঙ। কিন্তু ছবি নয়। ছবিগুলো নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিলো। মানুষ এই যে রঙ দিয়ে ছবি বানাচ্ছে, আঁকছে ক্যানভাসে যতসব অবর্তমান বস্তুনিচয়, এটাকে প্রাসঙ্গিকতার ছোট গণ্ডীর পরিসরে ম্যাথুর কাছে ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল।

একজন ভদ্র মহিলা ও একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোক লম্বা, রাঙ্গা দেহবর্ণ। চোখ জুতোর বোতামের মতো। শাদা চিকন চুল। ঢুকেই বেশ সহজ সপ্রতিভ হয়ে গেলেন, মনে হয় প্রদর্শনী দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে ওদের উচ্ছল যৌবনময়তার সঙ্গে আলো-বিশেষের একটা সম্পর্ক আছে। জাতীয় প্রদর্শনীর আলোক-ব্যবস্থা স্পষ্টত প্রদর্শনীর বস্তু সামগ্রী সংরক্ষণের উপযোগী করে করা হয়। ওই দিকের দেয়ালের পাশে রাখা বেশ

বড় মেটে রঙের একটা গাঢ় ছবির দিকে আইভিচের দৃষ্টি আকর্ষণ করায়:

"সেই একই লোক।"

গাঁগা, খোলা আকাশের নিচে খালি গায়ে। মরীচিকাগ্রস্ত মনের কঠিন নকল চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। নির্জনতা এবং অহঙ্কার ওর মুখ কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। ওর দেহ রূপান্তরিত হয়েছে এক তুলতুলে শাঁসাল গরম-দেশের ফলে, সে ফলের ভাঁজে ভাঁজে জল। তিনি তাঁর সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলেছিলেন, যে মানবিক সম্ভ্রম সংরক্ষণে ম্যাথু ব্যস্ত অথচ কি করতে হবে তা দিয়ে তা-ই সে জানে না। সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন কিন্তু অহঙ্কার রেখেছিলেন অক্ষুণ্ণ। তাঁকে আড়াল দিয়ে উঁকি মারছে কৃষ্ণকায় এক উপস্থিতি, উপস্থিতি পবিত্র সাবাত দিবসে ধর্মসভায় সমাবিষ্ট যত সব করালদর্শন ছায়া-ছায়া মানুষের। প্রথমবার ম্যাথু যখন তাঁর জঘন্য ভয়ঙ্কর মাংস দেখেছিল, সে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তখন তো সে ছিল একা। আজকে তার পাশে রয়েছে বিদ্বেষবিষে জর্জরিত আরেকটা দেহ, তাতে ম্যাথুর খারাপ লাগল, মনে হল সে অনধিকার প্রবেশ করছে: সেখানে, যেখানে দেয়ালের পাশে স্তূপীকৃত আবর্জনা।

মহিলা এবং ভদ্র লোকটি এগিয়ে এলেন, ছবির সামনে এসে দাঁড়ালেন। আইভিচ সরে দাঁড়াল, ওঁরা ওর আর ছবির মাঝখানে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মাথা কাত করে ভদ্রলোক সমালোচনার অভিনিবেশে ছবিটা দেখলেন। নিশ্চয়ই কোন বিখ্যাত লোক: তার বুকে ফিতের গোলাপ, লেজিয়ন অব অনারের চিহ্ন।

মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "আহা-হা-হা। ওটা একদম ভাল লাগে না। দেখাচ্ছে, ঠিক যেন ও নিজেকে যীশু বলে কল্পনা করেছে। আর ওই কালো দেবদূত—ওই ওর পেছনে—ওটা নিশ্চয়ই একটা ঠাট্টা।"

মহিলা হাসতে লাগলেন।

ফুলের মতো গলায় মহিলা বললেন, "ওমা সত্যিই ওটা একটা ভয়ঙ্কর সাহিত্যিক দেবদূত।"

ভদ্রলোক ভবিষ্যৎ-বক্তার মতো করে বলেন, "চিন্তা করতে চেষ্টা করেন যেখানে, সেখানে গঁগাকে আমি পাত্তাই দিই না। তবে গঁগার আসল পরিচয়, সে সজ্জাকর, ডেকোরেটর।"

পুতুলের চোখ দিয়ে গঁগাকে দেখলেন তিনি, পরিচ্ছন্ন ছিমছাম দেহের ওপর চমৎকার ছাইরঙের ফ্লানেল স্যুট চাপিয়ে সেই বিখ্যাত মহৎ শরীরের মুখোমুখি হলেন। অদ্ভুত একটা গরগর শব্দ শুনে ম্যাথু পেছনে তাকাল; হাসির তোড়ে আইভিচ বেসামাল, ঠোঁট কামড়ে ধরে তার দিকে তাকাল হাল-ছাড়ার ভঙ্গিতে। "আমার ওপর ওর রাগটা পড়েছে," ম্যাথু ভাবল চকিত আনন্দে। ওর একটা হাত ধরে ওকে ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে যায়, হাসির দাপটে এখনো কাঁপছে ও। হাসতে হাসতে চেয়ারে আইভিচ বসে পড়ল, ওর চুল সারামুখ ঢেকে ফেলেছে।

"দুর্দান্ত! তুমি শুনেছিলে, যখন লোকটা বলল, 'কিছু চিন্তা করতে চেষ্টা করছে যেখানে সেখানে ওকে আমি পাত্তাই দিই না?' আর ওই মাদীটা, জুটেছে ভাল।" জোরে জোরে বলে উঠে ও।

মহিলা এবং ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুজনে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, কোন্ দিকে যাবেন পরামর্শ করছেন যেন।

ভয়ে ভয়ে ম্যাথু বলল, "পাশের ঘরে আরো অনেক ছবি আছে।"

আইভিচ হাসি বন্ধ করল।

"না, আর হলো না। এতো লোকজন ...।" মুখ কালো করে বলে ও।

"চলে যাবে?"

"তাই বরং চলো। এই সব ছবি মাথাটা ধরিয়ে দিয়েছে আমার। একটু হাঁটব।"

ও উঠে দাঁড়ায়। বাঁ-হাতি দেয়ালে বড়ো একটা ছবির দিকে যেতে যেতে এক নজর দেখে নেয়, মনে হলো এখান থেকে চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে তার। ছবিটা ওকে দেখাতে চেয়েছিল সে। গোলাপী

ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুটি মেয়ে। একজনের মাথায় ডাইনির টোপর, অন্যজন ধর্মপ্রচারকের নিস্পৃহতায় প্রসারিত হাত। ওরা ঠিক জীবিত নয়। মনে হয় ওরা কোন বস্তুতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে এবং এমনি অবস্থায় চিত্রার্পিত হয়ে আছে।

বাইরে, রাস্তা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। ম্যাথুর মনে হলো, জ্বলন্ত চুলার ওপর দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে।

"আইভিচ," যেন অনিচ্ছায় সে ডাকল।

মুখ ভ্যাংচিয়ে আইভিচ হাত দিয়ে চোখ ঢাকল।

"মনে হচ্ছে যেন পিন দিয়ে কেউ খোঁচাচ্ছে চোখে আমার। আহ্, গরমের সময়টাকে কী ঘৃণা যে করি আমি!" চেঁচিয়ে উঠে আইভিচ।

কয়েক পা ওরা হাঁটল। আইভিচ টলছে একটু একটু, হাত এখনো চোখের ওপর।

"দেখো, পড়ে যাবে। রাস্তার একেবারে কিনারায় এসে গেছো।" ম্যাথু বলে।

হাত নামিয়ে নেয় আইভিচ। ম্যাথু দেখল, পাংশু একরোখা ওর চোখ। নীরবে রাস্তা পার হলো ওরা।

"এ সব প্রকাশ্যে দেখানো উচিত নয়।" আইভিচ হঠাৎ বলে ওঠে।

"কি—একজিবিশন?" ম্যাথু অবাক হয়।

"হ্যাঁ।"

"প্রকাশ্য না হলে,"—ওদের কথা বলার পুরনো সুরটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে সে, "কি করে আমরা ওখানে যেতাম, বুঝতে পারছি না।"

"যেতাম না।" আইভিচ সংক্ষেপে বলে।

ওরা চুপ মেরে যায়, এবং ম্যাথু ভাবে; "এখনো রেগে আছে আমার ওপর।" এবং তারপর হঠাৎ ভয়ঙ্কর নিশ্চয়তার মতো একটা জিনিস ঝলকে উঠল তার মনে। "ও কেটে পড়তে চাচ্ছে। তাই সে ভাবছে এখন। বিদায় নেবার জন্য ভদ্র একটা পথ খুঁজছে ও,

অজুহাত একটা পেলেই এক্ষুণি, আমাকে এমনি দাঁড় করিয়ে রেখে চলে যাবে। ও যেন না যায়, হে ঈশ্বর।" হতাশায় ডুবে যেতে যেতে ভাবল সে।

"বিশেষ কোন কাজ নেই তো তোমার ?" জিজ্ঞেস করে।

"কখন ?"

"এখন।"

"না, কিচ্ছু না।"

"তুমি হাঁটতে চেয়েছিলে, বলছিলাম—মন্তমার্তে রোডে দানিয়েলের ওখানে আমার সঙ্গে যদি যেতে বলি, যাবে ? ওর বাড়ির সামনে থেকে আমরা বিদায় নিতে পারি, ট্যাক্সি করে তোমাকে হোষ্টেলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব আমি, না বলতে পারবে না।"

"বলছো যখন, আমি তো হোষ্টেলেই যাবো এখন। বোরিসের সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে।"

না, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে না ও। তার অর্থ তো এই হয় না যে, ও তাকে মাফ করে দিয়েছে। কোন জায়গা কিংবা কাউকে ত্যাগ করা সম্পর্কে আইভিচের একটা ভীতি আছে। যাদের ও দেখতে পারে না তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে গেলে ভয় পায়, কি জানি কি হয়। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ও মনমরা আলস্যে নীরবে সায় দিয়ে থাকে এবং ওরকম সম্মতিতেই সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করে। তা হোক, এতেই ম্যাথ্যু খুশী। ওর কাছে কাছে থাকবে যতক্ষণ, ততক্ষণই ওর ভাবনা-চিন্তাকে থামিয়ে রাখতে পারবে সে। ক্রমাগত বকর বকর করে গেলে, নিজের কথা জোর দিয়ে বলতে থাকলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ওর মনের আসন্নপ্রায় ক্রুদ্ধ এবং বৈরী ভাবটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। তাকে কথা বলতে হবে, বলতে হবে এক্ষুণি, কি কথা সেটা ধর্তব্য নয়। কিন্তু বলবে এমন কোন কথাই খুঁজে পেল না ম্যাথু। শেষে সে মিন মিন করে বলল, "ছবি তোমার ভাল লেগেছে, তাই না ?"

আইভিচ কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে। "নিশ্চয়ই !"

কপালের কাম মুছবার ইচ্ছে হলো ম্যাথুর, কিন্তু সাহস পেল না। "আর এক ঘণ্টার মধ্যে ও মুক্ত হয়ে যাবে, দয়ামায়া না রেখে আমাকে বিচার করতে বসবে এবং তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি সক্ষম হবো না। এমনি করে ওকে যেতে দিতে পারি না," সে স্থির করল, "তাকে আমার বুঝিয়ে বলতে হবে, হবেই।"

ওর দিকে মুখ ফেরাল সে। ওর কোপান্বিত চোখের দিকে তাকাতেই কথা সব জমে গেল, বের হতে পারল না।

"তোমার কি ধারণা, ও উন্মাদ ছিল ?" আইভিচ জিজ্ঞেস করে।

"গঁগা ? জানি না। কেন, ওর প্রতিকৃতির কথা ভেবে বলছো ?"

"না ওর চোখের কথা ভেবে। তাছাড়া পেছনের কালো মানুষের ছায়াগুলো, ফিসফিসানির ইংগিত বহন করে।"

গলায় ওর অনুতাপ আসে, বলে, "তবে তিনি কিন্তু সুদর্শন ছিলেন।"

"আরে এমন একটা কল্পনা আমার মাথায় কিন্তু ঢুকতোই না।" ম্যাথু অবাক।

গতায়ু খ্যাতিমান শ্রদ্ধেয়জনকে নিয়ে কথা বলার আইভিচের ধরন ম্যাথুকে সামান্য পীড়া দেয়। বিখ্যাত চিত্রকর এবং তাঁদের আঁকা চিত্রের মধ্যে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে না ও। চিত্র হলো বস্তু, সুন্দর জিনিস, যাকে প্রশংসা করতে হয়, সংগ্রহ করে রাখতে হয়। ওর মতে এ সব জিনিস সব সময় থাকেই। চিত্রকর আর দশটা মানুষের মতো। তাদের সৃষ্টির জন্য তাদের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, শ্রদ্ধাভাব নেই। ও জিজ্ঞেস করে, ওঁরা অমায়িক ছিলেন কিনা, দয়ালু ছিলেন কি না, ওদের রক্ষিতা ছিল কি না। একদিন ম্যাথু জিজ্ঞেস করেছিল তুলু-লুত্রে'র চিত্র ওর ভাল লাগে কিনা, ও জবাব দিয়েছিল : "একদম না—লোকটা দেখতে কী যে বিচ্ছিরি ছিল, মাগো !" মনে ম্যাথু দুঃখ পেয়েছিল বেশ।

"হ্যাঁ, তিনি সুদর্শন ছিলেন।" প্রত্যয়ের সঙ্গে আইভিচ বলে।

ম্যাথু কাঁধ ঝাঁকাল। সোরবোনের নগণ্য ছাত্র, ততোধিক তুচ্ছ যুবক, সস্তা মেয়ে—ওদের আইভিচ দুচোখ দিয়ে খুব লেহন করতে পারে। এমন যে ম্যাথু, তারও একদিন খুব ওকে ভাল লেগেছিল যেদিন দুজন গির্জাবাসিনীর সঙ্গে এতিম স্কুলের একটা মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল ও এবং যখন অশান্ত গাম্ভীর্যে ও বলেছিল: "আমার মনে হয় আমি সমকামী হয়ে যাচ্ছি।" মেয়ে মানুষকে প্রশংসা করবে, কিন্তু গগাঁকে নয়। মধ্যবয়সী যে মানুষ তারি জন্য ছবি এঁকেছে, যে ছবি তার পছন্দ, তাকে প্রশংসা করবে না।

ম্যাথু বলল; "মুস্কিল হল, ওঁকে আমার ভাল লাগে না।"

অবজ্ঞায় ঠোঁট বাঁকায় আইভিচ, কিছু বলে না।

"কি হলো আইভিচ?" ম্যাথু বলে তাড়াতাড়ি। "এই যে বললাম ওকে ভাল লাগে না, এর জন্য আমার ওপর রাগ করলে, নাকি?"

"না, কিন্তু ভাবছি কথাটা বললে কেন তুমি!"

"ও এমনিই। কারণ আমার ধারণা তাই। ঔদ্ধত্যের জন্য ওকে সিদ্ধ মাছের মতো দেখায়।"

অলকে আঙ্গুল পেঁচায় আইভিচ, মুখে নির্বোধ গোয়ার্তুমি।

"ওর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আছে।" উদাস সুরে বলল ও।

"হ্যাঁ," একই সুরে ম্যাথু বলে, "তুমি বোধ হয় বলতে চাচ্ছো ওর চেহারা উদ্ধত, তা অবশ্য ঠিকই বলেছো।"

"বাঃ!" একটুখানি হেসে আইভিচ বলে।

"বাঃ বললে কেন?"

"বললাম কারণ জানতাম উদ্ধত কথাটা তুমি ব্যবহার করবে।"

"আমি ওর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না," ম্যাথু নরম সুরে বলে।

"নিজের সম্বন্ধে যাদের ধারণা ভালো, তাদের আমি পছন্দ করি।"

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হঠাৎ আইভিচ তার ওপর বোকাবোকা দৃষ্টি স্থির রেখে বলে: "ফরাসীরা অভিজাত কিছু পছন্দ করে না।"

রেগে গেলে, আইভিচ ফরাসীদের স্বভাবের উপর কথা বলতে ভাল-

বাসে, এবং যখন সে সব কথা বলে, ওকে বিশ্রী লাগে দেখতে। সরল বিশ্বাসে ও বলে আবার: "আমি অবশ্য টের পাই। বাইরে থেকে অতিরঞ্জিত মনে হয় তো, টের পাওয়া যায়।"

ম্যাথু জবাব দিল না। আইভিচের বাবা অভিজাত বংশের লোক। ১৯১৭ সনে বিপ্লব না হলে, আইভিচ পড়াশুনা করতো মস্কোয়, অভিজাতদের জন্য সংরক্ষিত একাডেমিতে। রাজসভায় ওকে সাড়ম্বরে অধিষ্ঠিত করা হতো, বিয়ে করতো দীর্ঘাকৃতির সুদর্শন কোন গার্ড অফিসারকে, যার কপাল হতো সরু, চোখ মৃত। ম'সিয়ে সাঁগু'ই-র এখন লাঅন-এ করাত-কল আছে একটা। আইভিচ প্যারিসে, ম্যাথুর সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে, যে ম্যাথু অভিজাতদের দেখতে পারে না।

"ও, সেই লোক না—যে পালিয়ে গিয়েছিল?" আইভিচ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ," ম্যাথুর গলায় আগ্রহ। "ও'র জীবনের সব কাহিনী বলব?"

"সেটা বোধ হয় আমি জানি। বিয়ে করল, ছেলেমেয়ে হল,—তাই না?"

"হ্যাঁ। ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। ইজেল আর রঙের বাক্স নিয়ে রোববারে চলে যেতেন শহর থেকে একটু দূরে। উনি ছিলেন যাকে বলে রোববারের চিত্রকর তাই।"

"রোববারের চিত্রকর?"

"হ্যাঁ, প্রথমে তিনি তাই ছিলেন—তার মানে সেই সব সৌখিন চিত্রকর যারা রোববারে রঙতুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর খেলাধূলা করেন, লোকে যেমন বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যায় তেমনি। কিছুটা অবশ্য স্বাস্থ্যগত কারণে—প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে চাইলে তো গ্রামের দিকে যেতে হয়। আর খোলা বাতাস ওখানে কতো।"

হাসতে থাকে আইভিচ, কিন্তু মুখের ভাব ম্যাথু যা আশা করেছিল তা নয়।

হকচকিয়ে গেল ম্যাথু, জিজ্ঞেস করল, "রোববারের চিত্রকর হয়ে তাঁকে আসরে নামতে হয়েছিল তাই ভেবে হাসি পাচ্ছে, তাই না ?"

"ওর কথা ভেবে হাসছি না আমি।"

"তাহলে কীসের কথা ?"

"ভাবছিলাম, লোকে রোববারের লেখকের কথাও বলে-টলে কিনা।"

রোববারের লেখক : নিজেদের জীবনে কিছু আদর্শবাদ অনু-প্রবেশ করানোর জন্য যে সব পাতিবুর্জোয়া প্রতি বছর একটা করে গল্প না হয় পাঁচটা কি ছয়টা করে কবিতা লিখে থাকেন। স্বাস্থ্যগত কারণে। ম্যাথু শিউরে উঠল।

চটুল সুরে, জিজ্ঞেস করে সে, "বলতে চাও, আমি তাই ? কথাটা অবশ্য মন্দ বলো নি। শীগগির একদিন হয়তো তাহিতি চলে যেতে পারি আমি।"

আইভিচ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়। দেখাচ্ছে যেন ও পরশ্রীকাতর, এবং ভীত। নিজের আস্পর্দ্ধায় নিজেই যে ভয়ে মরছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একটানে ও বলে যায়, "তাতে আমি অবাক মানতাম।"

ম্যাথু বলে, "কেন নয় শুনি ? তাহিতি না হোক, নিউইয়র্কে যেতে পারি তো। বরং যেতে হয় তো আমেরিকাই যাবো।"

চুলে আঙুল জড়ায় আইভিচ।

"নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে—অন্যান্য প্রফেসারদের সঙ্গে।"

ওর দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাথু কোন কথা না বলে। ও বলে চলে : "আমার ভুল হতে পারে···কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছো এটা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু জাহাজের ডেকে ভিন-দেশীদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছো, এটা কল্পনা করতে পারি না। বোধহয় তুমি ফরাসী বলে।"

"বলতে চাও, লাক্সারি স্যুটে না হলে যেতে পারবোনা, কেমন ?" ম্যাথু লজ্জায় লাল হয়।

"তা নয়, সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের কথা বলছিলাম।" সংক্ষেপে জবাব দেয় আইভিচ।

কথাটা হজম করতে কষ্ট হলো তার। "জাহাজের ডেকে ভিন-দেশীদের ভিড় ওকে না জানি কেমন দেখাতো—সেটা অবশ্য ওর সহ্য হবে না!"

সে বলে, "যাই বলো না কেন, যেতে পারবো না এমন বদ্ধমূল ধারণা হলো তোমার, এটা যেন কেমন লাগছে আমার কাছে। তাছাড়া, এটা তোমার ভুল ধারণা। আগে আগে আমার খুব ইচ্ছে হতো যাওয়ার। কোনদিন যাইনি অবশ্য, কারণ কাজটাকে অর্থহীন মনে হয়েছে। আর বিশেষ করে ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকছে এই জন্য যে দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে গঁগার প্রসঙ্গে কথাটা উঠল কেন, যে গঁগা চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সামান্য একজন কেরানী ছিলেন।"

সশব্দে হেসে ওঠে আইভিচ, হাসিতে অপ্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

"বিশ্বাস করো না?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

"নিশ্চয়ই—তুমি বলছো যখন। কিন্তু ওঁর চেহারার দিকে তাকাতেই—"

"কি?"

"কি আবার, ওঁর মতো কেরানীর সংখ্যা খুব বেশি নেই। ওঁর চেহারা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত।"

ভরাট বিপুল চোয়াল-অলা একটা মুখ ভেসে উঠল ম্যাথুর মনে। মানবিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিলেন গঁগা, হারিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়।

"ও, তুমি বুঝি ওই একেবারে শেষপ্রান্তের প্রতিকৃতির কথা বলছো। সে সময় উনি অসুস্থ ছিলেন খুব।"

অবজ্ঞায় হাসল আইভিচ। "আমি ছোট ছবিটার কথা বলছি, তখন তো উনি খুব ছোট ছিলেন। চেহারা দেখে মনে হয় ওর অসাধ্য কিছুই ছিল না।" শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ও, যেন কোন কিছুতে তন্ময় হয়ে আছে। এবং দ্বিতীয়বারে রমতো ম্যাথু ঈর্ষার দংশনে বিদ্ধ হলো।

"কথাটা যে ভাবে বলতে চাইছো, বুঝতেই পারছো, আমি নিজে উদ্‌ভ্রান্ত নই।"

"তা নিশ্চয়ই নও।" আইভিচ বলল।

"কিন্তু তা যদি হয় ও, ওটা কি করে একজনের বিত্ত হতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না। হবে, আমি তোমার কথাই বুঝতে পারি নি।"

"যেতে দাও, এ নিয়ে আর কথা নয়।"

"ঠিক আছে। তুমি সব সময় ও রকম বাঁকা পথে মানুষের খুঁত বের করো, ব্যাখ্যা করতে চাও না—কাজটা তো খুব সোজা।"

"আমি কারো খুঁত বের করছি না।" আইভিচ অন্যমনস্ক সুরে বলল।

ম্যাথু দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর দিকে তাকাল। আইভিচও থেমে গেল। ক্ষিপ্ত। দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে বদল করল। ম্যাথুর মুখ থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল।

"না, তোমাকে বলতেই হবে, কি তুমি বুঝাতে চেয়েছিলে।"

"কখন? কীসের কথা বলছো?" ও অবাক হয়।

"ওই যখন উদভ্রান্তের কথা বলছিলে।"

"আমরা এখনো ওই-আলোচনায় আছি?"

"ব্যাপারটা বিশ্রী মনে হতে পারে, কিন্তু কি তুমি বুঝাতে চেয়েছিলে আমার জানা দরকার।"

আইভিচ চুল টানে। অসহ্য।

ও বলে, "কিছু না। ওটা শুধু একটা শব্দ, এমনিই মনে এল।"

ও চুপ করল। মনে হয় ভাবছে ও। এই যেন মনে হলো, মুখ খুলে কিছু বলতে যাচ্ছে, কিন্তু না, কোন কথা বের হলো না। তারপর ও বলে, "মানুষ ওই রকম কি অন্যরকম হোক, সব আমার কাছে সমান।"

এক গোছা, অলক আঙ্গুলে জড়িয়ে এমন করে পেঁচাতে লাগল, মনে হলো ও বুঝি ছিঁড়েই ফেলবে সে চুলগুলো। তারপর অকস্মাৎ ব্যস্ত হয়ে ওর জুতোর ডগার দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার জীবনে স্থিতি

এসে গেছে, হাজার টাকা দিলেও তুমি আর বদলাবে না।"

"তাই নাকি। কি করে জানলে ?" ম্যাথু বলে।

"এটা আমার একটা আইডিয়া। আইডিয়াটি হলো তোমার জীবন এবং সব কিছু সম্পর্কে তোমার ধারণা, সব ঠিক করা আছে। কিছু একটা নাগালের ভেতরে আছে যখন মনে করো, তখনই তুমি হাত বাড়াও, কিন্তু কোথাও আগে বাড়িয়ে কিছু নেওয়ার কষ্ট স্বীকার করো না।"

"আর সেটা তুমি জানলে কি করে ?" ম্যাথু একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। আর কোন কথা খুঁজে পেল না : একবার মনে হলো আইভিচ যা বলেছে যথার্থ বলেছে।

ক্লান্ত কণ্ঠে আইভিচ বলে, "ভেবেছিলাম, কোন কিছুর জন্য কোন ঝুঁকি তুমি নিতে চাওনা, এতোই তুমি বুদ্ধিমান।" চোরা চাহনি নিক্ষেপ করে আবার যোগ করে ; "অবশ্য তুমি যদি বলো তুমি সেরকম নও—"

হঠাৎ মার্সেলের কথা মনে পড়ল ম্যাথুর। সে লজ্জা পেল। "না," অনুচ্চ গলায় সে বলে, "আমি ও রকমই, ঠিক যেমনটি তুমি ধরেছো।"

"থাক!" বিজয়ীর মতো বলে।

"তার জন্য আমাকে ঘৃণা করো ?"

"বরং তার উল্টো।" আইভিচের গলায় প্রশ্রয়। "আমি সমর্থন করি। গঁগার কাছে জীবন ছিল বোধহয় অসম্ভব একটা বস্তু।" আরো বলল, গলায় বিদ্রূপের লেশ মাত্র না মিশিয়ে, "তোমার মধ্যে আছে নিরাপত্তাবোধ, অপ্রত্যাশিতকে ভয় পাওনা তুমি।"

"তা বটে।" ম্যাথু শুকনো গলায় বলে, "অবশ্য যদি মনে করো, আকস্মিক কোন আবেগের তাড়নায় পরিচালিত হয়ে কিছু করি না আমি..। তুমি জানো আমি সেটাও পারি অন্য দশজনের মতো। কিন্তু করি না কারণ খারাপ লাগে।"

আইভিচ বলে, "জানি। তোমার সব কাজ এতো পরিচ্ছন্ন নিয়ম-

মাফিক ··।"

মুখ শুকিয়ে যায় ম্যাথুর। "কি বলতে চাচ্ছো তুমি আইভিচ ?"

"কিছু না, কিছু না।"

"কথাটা বলার সময় তোমার মনে নিশ্চয়ই একটা কিছু ছিল।"

"প্রত্যেক সপ্তাহে," ও ওর দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "সিমেঁ প্যারিসে' তুমি যেতে, প্রোগ্রাম করতে···"

"আইভিচ !" ম্যাথুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। "সেটা আমি করতাম তোমারই ভালোর জন্য !"

"জানি।" আইভিচ কোমল করে বলে, "তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

আঘাত পেল না ম্যাথু, অবাক হলো। "বুঝতে পারছি না আমি। গানের জলসায় যাওয়া বা চিত্রপ্রদর্শনী দেখা কি তুমি পছন্দ করতে না ?"

"নিশ্চয়ই করতাম।"

"খুব একটা জোর দিয়ে বলো নি যেন কথাটা।"

"সত্যিই খুব ভাল লাগতো আমার।" হঠাৎ ফেটে পড়ে ও অসহ্য ক্রোধে, "কিন্তু যা ভালবাসি তাতে বন্দী থাকতে আমি ঘৃণা করি।"

"কিন্তু, কিন্তু তুমি তো ও সব পছন্দ করতে না।" ম্যাথু আবার বলে।

মাথা তুলল ও। চুল এক ঝাপটায় পেছন দিকে ঠেলে দিল। ওর ভরাট পাংশু মুখ থেকে মুখোস খসে গেল, চোখে দীপ্তি খেলল। ম্যাথু হতবাক। আইভিচের সরু নির্জীব ঠোঁটের দিকে তাকাল, ভেবে পেল না ওখানে কি করে কোন দিন চুমু খেতে পারতো সে।

"আগে বললেই পারতে," সে আহত সুরে বলে যায়, "কোন দিন তোমাকে যেতে বলতাম না।"

সে-ই ওকে টেনে নিয়ে গেছে গানের জলসায়, চিত্রপ্রদর্শনীতে। চিত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে। এবং যতক্ষণ সে এইসব করেছে ততক্ষণ ঘৃণা করেছে আইভিচ তাকে।

আইভিচ যেন তার কথা শুনতে পেল না, বলে চলল, "ছবি দিয়ে

আমার কি হবে, যদি সে ছবির মালিক হতে না পারি? প্রতিবার দেখতে গিয়ে এমন রাগ হতো আমার! নিয়ে আসতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু একটু ধরতে পর্যন্ত দেবে না। আর আমার পাশে তোমাকে এতো চুপচাপ, এতো ভদ্র মনে হতো। ভাব দেখে মনে হতো এই বুঝি গির্জায় যাচ্ছো প্রার্থনা করতে।"

কেউ কোন কথা বলল না আর। আইভিচের চেহারায় এখনো আড়ষ্ট ভাব। হঠাৎ গলায় কি একটা আটকে গেল যেন ম্যাথুর।

"আজ সকালে যা হয়ে গেছে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো, আইভিচ।"

"আজ সকালে? ও, ভুলেই গেছিলাম। গঁগার কথা ভাবছিলাম।" আইভিচ বলে।

"এমন আর হবে না। এখনো আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কি করে এটা হয়ে গেল।"

নিজের বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্য বলল সে কথাগুলো: সে জানে সে হেরে গেছে। আইভিচ জবাব দেয় না। কোন মতে বলে ম্যাথু:

"মিউজিয়ম, কনসার্ট...তুমি বুঝবে না কী ভীষণ দুঃখিত আমি। একজনের সহানুভূতি আছে আরেকজনের ওপর, এমন একটা চিন্তা একজনের মনে আসা স্বাভাবিক।—কিন্তু তুমি তো কোনদিন কিছু মুখ ফুটে বলো নি।"

প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছে আর ভাবছে সে খতম হয়ে গেছে। তারপর পরের শব্দটি বেরিয়ে আসছে গলার একেবারে তলা থেকে, এসে ওর জিহ্বাকে ঠেলা দিচ্ছে। সে বলছে চরম বিরক্তিতে, বলছে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। সে বলে চলে, "আমার স্বভাব বদলানোর চেষ্টা করব আমি।" "আমি ঘৃণ্য," সে ভাবল। অসহায় একটা ক্রোধ এসে রাঙিয়ে তুলল তার গাল। আইভিচ মাথা নাড়ে।

"ইচ্ছে করে কেউ বদলাতে পারে না।" ও বলল। এখন ও বলছে সাদামাটা গলায়: ম্যাথু এখন সত্যি সত্যি ঘৃণা করছে ওকে। নীরবে

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, রৌদ্রে উন্মুক্ত পরস্পরকে ঘৃণা করতে করতে। একই সঙ্গে আবার আইভিচের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখল ম্যাথু, ঘৃণায় ভরে উঠল মন। কপালে হাত রাখল ও, দুই আঙ্গুলে পাশের শিরা চেপে ধরল।

"আরো অনেক দূর?"

"মিনিট পনেরো লাগবে। ক্লান্ত?"

"হ্যাঁ। মাফ করো, ছবি দেখে এমন হয়েছে।" রাস্তায় ও পা ঠুকল বার কয়েক, ম্যাথুর দিকে তাকাল ভাবাচ্যাকা খাওয়ার ভাব করে। "ওরা আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে এর মধ্যেই, মাথায় কেমন জটলা পাকাচ্ছে এখন। প্রত্যেক বারই হয় এমন।"

"ঘরে যাবে?" ম্যাথু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বলে।

"তাই চলো বরং।"

ট্যাক্সি ডাকল ম্যাথু। একা হবার জন্য সে উদগ্রীব এখন।

"চলি।" আইভিচ ওর দিকে তাকাল না।

তবু একবার সুমাত্রায় যাবে কিনা স্থির করতে পারছে না ম্যাথু। তবে একথা ঠিক, সে ওর মুখ আর দেখতে চায় না।

"চলি।" সে বলল।

ট্যাক্সি চলে গেল। মুখ ভার করে ওই দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাথু কয়েক মুহূর্ত। তারপর তার অন্তরে একটা দরজা বন্ধ হলো, খিল আটকানো সারা হলো। এবং ম্যাথু মার্সেলের কথা ভাবতে শুরু করল।

সাত

আলমারীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করছে দানিয়েল। কোমর পর্যন্ত খালি গা। "আজকে সকালের মধ্যেই সব হয়ে যাবে, বারোটার মধ্যে সব কিছুর ইতি।" সে বড় সহজ ফন্দী নয়। এর মধ্যে এখানেও এসে গেছে সে বস্তু, এসেছে বিজলী বাতির আলোয়, খুরের অস্পষ্ট খস্‌খস্‌ শব্দে। ঘটনাটিকে ঠেকানোর পথ নেই, নেই তাড়াতাড়ি একে ঘটিয়ে দেওয়ার কোন উপায়। আগাগোড়া একে সহ্য করে যেতে হবে, ব্যস্‌। এইমাত্র দশটা বাজল, কিন্তু দ্বিপ্রহর এর মধ্যেই এসে গেছে ঘরের ভিতরে, চোখের মতো নিরেট নিশ্চিত সত্তা তার। এর পরে বিকেল ছাড়া কিছু নেই আর, শূন্যে মোচড়-খাওয়া এক পোকার মতো বিকেল। অনিদ্রায় চোখের পাতা ছোট হয়ে গেছে, ঠোঁটের নিচে ব্রন উঠেছে একটা, ছোট লাল দাগ, শাদাটে ডগা। আজকাল, মদ-টদ খেলে এরকম হচ্ছে। দানিয়েল কান পেতে শোনে : না, কিছু না, শুধু রাস্তার শব্দ। ব্রনটার দিকে তাকাল সে, লাল, একটু ফোলা—চোখের কোলে নীলনীল ছায়া পড়েছে বৃত্তাকারে।—এবং সে ভাবল : "স্বাস্থ্যটা শেষ করে দিচ্ছি আমি।" খুব সাবধানে ব্রনের চার দিকে খুর চালায়, যাতে করে ব্রনটা কেটে না যায়, চারদিকে কিছু কিছু দাড়ি থেকে যাবে, কিন্তু কি আর করা যাবে। কাটাছেঁড়া পছন্দ করে না দানিয়েল। ও দিকে উৎকর্ণ হয়েই আছে সে : ঘরের দরজা খোলা, তাতে করে কিছু শব্দ হলে শুনতে পাবে। নিজেকে সে বলল : "এইবার যখন ও যাবে, ঠিক ধরতে পারবো।"

খুব ক্ষীণ প্রায় অস্পষ্ট খসখসানির আওয়াজ হলো। খুর হাতে

ছুটে যায় দানিয়েল, টান মেরে দরজা খুলে। দেরী হয়ে গেছে, বাচ্চা-টার সঙ্গে পেরে উঠল না সে। পালিয়ে গেছে। ও নিশ্চয়ই সিঁড়ির মাঝখানকার সমান জায়গাটাকে প্রথমে তাক করে তারপর নিজের দেহ-টাকে ওদিকপানে ছুঁড়ে মেরেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, বুক টিপ-টিপ করছে, দমবন্ধ। পায়ের কাছে কার্পেটে পড়ে আছে কার্নেশনের তোড়া। "শালার জানোয়ারের বাচ্চা" সে জোরে জোরে বলে উঠে। নিশ্চয়ই কেয়ারটেকারের মেয়েটা, সকালে সুপ্রভাত জানায় যখন, ওর ভাজা মাছের চোখের মত চোখের দিকে তাকিয়ে ধরতে পারে সে। এমন চলছে দিন পনেরো। রোজ সকালে স্কুল থেকে ফেরার পথে তার দরজার বাইরে ফুল রেখে যায়। লাথি মেরে ফুলগুলোকে নিচে ফেলে দেয় সে। তার বাইরের ঘরে একদিন সারা সকাল কান খাড়া করে যদি দাঁড়িয়ে থাকা যায় তাহলে ওকে ধরা যাবে। সে বের হবে, কোমর ইস্তক খালি গায়ে এবং কাঁচের মতো কঠিন চোখে একবার দেখবে, তাতেই শিক্ষা হবে। "আমার মাথাটা দেখে বোধ হয় মজেছে, আমার মাথা আর কাঁধ। কেননা ও একটু আদর্শবাদী ধরনের। আমার বুকের চুল যখন দেখবে, তখন আঘাত পাবে খুব।" ঘরে ফিরে গেল সে, শেভ করতে থাকে। আয়নায় সে নিজের গম্ভীর সুন্দর নীলচে গোলগাল মুখটা দেখল। "এটাই ওদের মাতিয়ে দেয়।" দেবতার মুখ। মার্সেল ওকে ডাকে প্রিয় দেবতা বলে। আর এখন তাকে এই বখাটে ছুকরির বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নতি স্বীকার করতে হবে, যে ছুকরি সবে যৌবন ছুঁই ছুঁই করছে। "কী সাংঘাতিক ছুকরি," দানিয়েল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে খুরের দিব্যি একটানে ব্রনের ডগাটা কেটে ফেলে। যে মাথা দেখে সবাই ডগমগ, তাকেও বিকৃত করে দিলে খুব একটা রসের ব্যাপার হবে না। "দূর, দাগে-ভরা মুখও তো মুখ, সব সময় তার একটা অর্থ থাকবেই। অচিরেই তা থেকে মন উঠে যাবে।" আয়নার কাছে সে এগিয়ে গেল, অপ্রসন্ন চোখে দেখল নিজেকে। স্বগত বলল, "তা ছাড়া, সুদর্শন আমি হতে

চাই।" ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। দুহাতে কোমর চেপে ধরল। পাউণ্ড দুয়েক ওজন কমানো দরকার। জোনি-তে একা একা সাত পেগ হুইস্কি গিলেছে গতকাল সন্ধ্যায়। বাড়ি যাবে কি যাবে না ঠিক করতে বেজে গিয়েছিল তিনটে, কারণ বাড়িতে গিয়ে বালিশে মাথা রাখতে হবে, আস্তে আস্তে ডুবে যেতে হবে অন্ধকারে এবং আগামীতে আর একটা দিন আছে একথা ভাবতে হবে সর্বক্ষণ, এসব কথা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। দানিয়েলের মনে পড়ল কনষ্টান্টিনোপল-এর কুকুরগুলোর কথা : রাস্তায় তাড়া করে ধরা হলো ওদের, বস্তায় ঢুকানো হলো, ঝুড়িতেও ঢুকানো হলো কিছু সংখ্যক এবং তারপর নির্জন দ্বীপে নিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়ে আসা হলো। ওখানে ওরা একটা আরেকটাকে খাওয়া শুরু করল। বাতাস ওদের ঘেউ ঘেউ ডাক বয়ে নিয়ে যেতো সমুদ্রে ভ্রাম্যমান নাবিকের কানে। "এমন করে ওখানে কুত্তাগুলো নেওয়ার দরকার ছিল না।" দানিয়েল কুকুর পছন্দ করে না। ঘি-রঙের সিল্কের সার্ট আর ছাইরঙের ফ্লানেলের প্যান্ট পরল দানিয়েল। ভাল করে দেখে শুনে টাই নিল একটা : সবুজ ডোরাকাটা টাই পরবে, কারণ খুব ধোলাই-ধোলাই ভাব তার আজকে। জানালা খুলল তারপর, ঘরের ভেতরে ভোর প্রবেশ করল এসে, ভারী শ্বাসরোধ-করা ভোর, অনাগত ঘটনাবলীর বোঝায় ভারাক্রান্ত ভোর। এক সেকেণ্ড সে ভ্যাপসা গরমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর তাকাল চারপাশে। ঘরটা তার খুব পছন্দ, কারণ ঘরটায় একটা নৈর্ব্যক্তিকতা আছে, তার গুমর কখনো ফাঁক করে না। ঘরটা দেখতে কিন্তু হোটেলের কামরার মতো লাগে। চারটে খালি দেয়াল, দুটো ইজি চেয়ার, একটা চেয়ার, একটা টেবিল, ওয়ার্ডরোব, বিছানা। দানিয়েলের কোন অভিজ্ঞান নেই। বিরাট বড়ো বেতের ঝুড়িটা ঘরের মাঝখানে হা হয়ে আছে, ওটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল : আজকে যা কিছুর সম্মুখীন হয়েছে সে, সবকিছুর কথা ভাবল সে।

দানিয়েলের ঘড়ি অনুযায়ী এখন দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট। রান্না

ঘরের দরজা সামান্য একটু খুলে সে শিস দিল। শিপো এল প্রথমে, শ্বেতকায় বালু-রং, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দাড়ি। দানিয়েলের অপ্রসন্ন চোখের দিকে তাকাল, বিকট এক হাই তুলল, পিঠ বাঁকাল। আস্তে করে দানিয়েল হাঁটু গেড়ে বসল, বসে ওর নাকে হাত বুলাতে থাকল। বিড়ালটার আধবোঁজা চোখ, থাবা দিয়ে তার আস্তিনে আদর করল। এক মুহূর্ত পরে দানিয়েল ওর ঘাড়ের চামড়া ধরে তুলে নিয়ে ঝুড়ির ভিতর রেখে দিল। শিপো ওখানে পড়ে রইল অনড়, তৃপ্ত। এর পরে ম্যালভিনা। অন্য দুটোর চেয়ে কম ভালবাসে সে একে, চোট্টা আর ন্যাওটা বলে। ও যখন নিশ্চিত বুঝতে পারল, সে ওকে দেখেছে, তখনই দূরে থাকতেই ঢং করে ফ্যাঁসফ্যাঁস করা শুরু করে দিল। দরজার কোণে মাথা ঘষল। দানিয়েল ওর মাংসল ঘাড়ে আদর করল এক আঙ্গুলে, এতেই ও উল্টে পিঠের ওপর শুয়ে থাবা খাড়া করে ধরে। দানিয়েল কালো লোমে ঢাকা ওর বুনিতে সুড়সুড়ি দেয়। ছন্দময় সুরে বলে উঠে সে, "হা-হা!" এবং ও এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করতে লাগল. সুন্দর ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি," সে মনে মনে বলল, "বারোটা পর্য[illegible] সবুর করো।" ওর পায়ে ধরে ওকে তুলে শিপোর পাশে ঢুকিয়ে রাখল। এতে একটু অবাক হলো যেন ও, অবশ্য গুটিসুটি মেরে বসে রইল। এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত: করে আবার ফ্যাঁসফ্যাঁস করা শুরু করল।

"পোপেয়া!" চীৎকার করে ডাকে দানিয়েল। "পোপেয়া, পোপেয়া!" ডাকলে খুব কমই আসে পোপেয়া। দানিয়েলকে রান্না ঘরে গিয়ে ওকে আনতে হয়। ও তাকে দেখা মাত্র অবাধ্য প্রচণ্ড গোঙানিসহ এক লাফে গ্যাসের চুলার ওপরে উঠে বসে। বেওয়ারিস বিড়াল, শরীরের ডানদিকটায় দাগে ভর্তি। লুক্সেমবার্গে এক শীতের সন্ধ্যায় বাগান বন্ধ হয় হয় যখন, দানিয়েল পেয়েছিল ওকে এবং বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ওর চালচলন সম্রাজ্ঞীর মতো এবং একটু রগচটা, প্রায়ই ম্যালভিনাকে কামড়ে দেয়: দানিয়েলের প্রিয় বিড়াল। ওকে কোলে

তুলে নেয় সে, ও মাথা পেছন দিকে এলিয়ে দেয়, তাতে করে ওর ঘাড় একটু বেঁকে যায় এবং কান চ্যাপটা হয়ে যায়। মরমে মরে যাচ্ছে যেন ও। সে ওর নাকে হাত বুলাতে যেতেই ও একটা আঙ্গুলের ডগায় ক্রুদ্ধ কৌতুকে কামড়ে দেয়। তারপর সে ঘাড়ের ঢিলে চামড়ায় চিমটি কাটে। ও ওর দর্পিত ছোট্ট মাথা উঁচু করে তুলে ধরে। ও ফ্যাসফ্যাস করে না—কোনদিনই করে নি—তবে ও তার দিকে তাকাল চোখে চোখে। এবং দানিয়েল ভাবল, যেমন প্রায়ই ভেবে থাকে: "চোখে চোখে তাকায় এমন সংখ্যা খুব কম।" সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য এক বেদনা তাকে গ্রাস করল, চোখ ফিরিয়ে নিতে হলো তার। "চুপ, চুপ," সে বলে, "চুপ, চুপ লক্ষ্মী আমার।" আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সে। অন্য দুটো পাশাপাশি শুয়ে আছে, ফোস ফোস করছে আহাম্মুকের মতো, শব্দটাকে ফড়িং-এর ঐক্যতানের মত শোনাচ্ছে। দানিয়েল যেন হিংস্র প্রসন্নতায় ওদের দিকে তাকাল, মনে মনে বলল "খরগোসের গোস্বা আর কি!" ম্যালভিনার লালচে বুনি তার চোখে ভেসে উঠল। পোপেয়াকে ঝুড়িতে ঢোকানো সহজ কর্ম নয়। প্রথমে মাথাটা চেপে ধরতে হয় কিন্তু উল্টে ও ফিরে আসে, থুতু মারে, খামচি দেয়। "কি,যাবে এখন ?" দানিয়েল বলল। ঘাড় এবং পাছায় ধরে ওকে তুলে নিয়ে জোর করে ঝুড়িতে ঠেলে দেয়, ভিতর দিকে ও খামচি দেয়, মচমচ করে উঠে ঝুড়ি। ওর ক্ষণিক হতভম্বতার সুযোগ নিয়ে দানিয়েল ডালা বন্ধ করে খিল দুটো আটকে দেয়।

"উফ্!" স্বস্তিতে তার মুখ দিয়ে আপনাআপনি বের হয়ে আসে। হাতে একটু যন্ত্রণা হচ্ছে, সুড়সুড়ির মতো শুকনো ছোট্ট বেদনা। উঠে গিয়ে ঝুড়ির ভেতরে ব্যঙ্গাত্মক সন্তোষের সঙ্গে তাকাল: নিরাপদ নিশ্চিন্ত। হাতের তালুর উল্টো দিকে দুটো আঁচড়—অন্তরের গভীরে ছিল সুড়সুড়ির আর এক বিচিত্র অনুভূতি, যে অনুভূতি অপ্রীতিকর হতে পারে বলে সন্দেহ হচ্ছে। দড়ির গুটিটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে পকেটে রাখল।

তারপর সে ইতস্তত করল। "কেমন যেন ভদ্রলোক ভদ্রলোক লাগছে—গরম লাগবে খুব।" ফ্লানেলের জ্যাকেট পরার ইচ্ছে হয়েছিল তার, কিন্তু ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করার অভ্যাস নেই তার। তাছাড়া কড়া রোদে লাল হয়ে ঘামতে ঘামতে হাতে করে ওই বোঝা বয়ে বেড়ানো হাস্যকর ঠেকবে। হাস্যকর এবং বিদঘুটে : কল্পনা করে নিজেকে দেখল ওইভাবে এবং হাসল। শেষে ঠিক করল বাদামী রঙের টুইড জ্যাকেটই পরবে, ওই জ্যাকেটটা মে মাসের পরে, আর পরতে সক্ষম হয় নি। হাতল ধরে ঝুড়ি উঠাল এবং ভাবল, "মরুক গে জানোয়ারের দল, কী ভারী শালার।" ওদের দুর্দশার কথা ও কল্পনা করল, হতমানিত এবং হাস্যকর, ওদের আক্রোশ এবং বিভীষিকা। "এবং এই জিনিস এতো ভাল লাগতো আমার!" তিন প্রতিমাকে বেতের খুপরির ভেতর পুরতে না পুরতেই ওরা আবার বিড়াল হয়ে গেল, পরিষ্কার নির্ভেজাল বিড়াল, ছোট্ট অসার বেতমিজ স্তন্যপায়ী জীবমাত্র। ভয়ে পড়ে আছে কুঁকড়ে মুকরে—পবিত্র কিছু হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। "বিড়াল : শুধুমাত্র বিড়াল" সে হাসতে থাকে : মনে হচ্ছে যেন সে কারো ওপর খুব সুন্দর একটা চাল চালতে যাচ্ছে। বাইরের দরজা পার হওয়ার সময় বুকটা ধধ্ করে উঠল, কিন্তু সে অনুভবও কেটে গেল। সিঁড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ শক্ত ও সমর্থ বোধ করল, তবে ভেতরে ভেতরে কি যেন একরকম অসুস্থতা বোধ করল, কাঁচা মাংসের ঘ্রাণের মতো লাগলো যেন নাকের ভিতর। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেয়ারটেকার, তাকে দেখে হাসল। দানিয়েলকে খুব স্নেহ করে, কারণ দানিয়েল বেশ ঘটা করে ভদ্রতা করে থাকে এবং অমায়িক সমীহার সঙ্গে কথা বলে।

"আজকে সকাল সকাল বেরুচ্ছেন মঁসিয়ে সিরিনো।"

"আমি ভাবলাম আপনি অসুস্থ, ল্যাডি।" দানিয়েল ব্যস্ত হওয়ার মতো করে বলে। "কালকে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল, আপনার ঘরের দরজার নিচে দিয়ে আলো দেখলাম।" কেয়ারটেকার বলল, "দেখো দিকিনি কাণ্ড। কালকে এতো ক্লান্ত ছিলাম যে বাতি না

নির্ভিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বেল বাজানোর শব্দ শুনলাম। আপন মনে বললাম, "বুঝি মঁসিয়ে সিরিনো এলেন।" ভাড়াটেদের মধ্যে আপনিই শুধু বাইরে ছিলেন। তার একটু পরে বাতি নিভিয়ে ছিলাম। তখন তিনটে বাজে প্রায়।"

"ও রকমই হবে··· ।"

"বেশ বিরাট ঝুড়ি দেখছি।"

"আমার বিড়ালগুলো।"

"আহা বেচারা অবোধ প্রাণী, অসুখ করেছে নাকি?"

"না, আমার বোনের বাড়িতে রাখতে যাচ্ছি, মিঁউদনে। পশু-ডাক্তার বলেছে ওদের মুক্ত বায়ুর দরকার।" গম্ভীর কণ্ঠে যোগ করে আবার: "বিড়ালের আবার সহজেই যক্ষ্মা হয় কিনা।"

"যক্ষ্মা!" কেয়ারটেকার ভীষণ অবাক হয়। "ভাল করে ওদের যত্ন-আত্যি করতে হয়।" একটু পর আবার বলে, "ওরা না থাকলে আপনার ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। আপনার ঘর পরিষ্কার করার সময় ওদের দেখে দেখে আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর কি। ওরা না থাকলে আপনার খারাপ লাগবে।"

"তা ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম তুপয়।" দানিয়েল বলে।

ওর দিকে একবার নিয়মমাফিক তাকিয়ে সে হাঁটতে থাকে। "ছুঁচো বুড়ী, ধরা পড়ে গেছে। আমি বাসায় না থাকলে নিশ্চয়ই ওদের নিয়ে খেলাধুলা করে। তারচেয়ে নিজের মেয়ের দিকে একটু খেয়াল করলে পারে।" বারান্দা পার হয়ে বাইরে নামতেই ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বালাময় আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। চোখে লাগছে, লাগাই স্বাভাবিক। যে লোক প্রচুর মদ গিলেছে আগের রাত্রে তার জন্য সবচেয়ে ভাল হতো কুয়াশার নরোম সকাল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে, সর্বগ্রাসী আলোতে সে ভাসতে থাকল। মনে হলো মাথার চার-পাশ ঘিরে আছে লোহার আংটা। হঠাৎ তার ছায়ার ওপর চোখ পড়ল, তার বিপুল হাস্যকর ছায়া, ছায়ার একহাতে দুলছে বেতের ঝুড়ি।

দানিয়েল হাসে : সে বেশ লম্বা। সে বুক টান করে দেখল, কিন্তু ছায়াটি খোঁজা এবং জবরজঙই থেকে গেল শিম্পাঞ্জির দেহের মতো। "ডক্টর জেকিল ও মিষ্টার হাইড। না, ট্যাক্সি নেবো না," আপন মনে বলে সে, "প্রচুর সময় আছে হাতে। মিষ্টার হাইডকে আমি একেবারে বায়াত্তুর নম্বরের স্টেশন পর্যন্ত হাওয়া খাওয়ার জন্য নিয়ে যাবো।" বায়াত্তুর নম্বর বাসে করে সারেন্টো-য় যাওয়া যাবে। ওখান থেকে আধমাইল দূরে সীন নদীর পারে খুব নির্জন একটা জায়গা আছে, দানিয়েল চিনে। আপন মনে বলে সে, "ওখানে খুব একটা খারাপ লাগার কথা নয় আমার, যদি লাগে তবে সে হবে এক চূড়ান্ত আঘাত।" ওই জায়গাটিতে সীনের পানি খুব কালো এবং ঘোলাটে। ভিত্রি ফ্যাক্টরী থেকে আসা তেলের সবুজ চাক-চাক দাগে ভর্তি। ঘৃণায় নিজেকে প্রত্যক্ষ করল দানিয়েল : ভিতরে ভিতরে নিজেকে এতো মহানুভব ভাবল, সত্যিই এতো মহানুভব যে, জিনিসটা স্বাভাবিক নয়। ভাবল সে, "ওটাই আসল মানুষ।" তৃপ্তি বোধ করল এক ধরনের। কঠিন নিষেধবহুল চরিত্রের মানুষ সে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যেন শঙ্কায় সঙ্কুচিত এক শিকার, যে সবসময় শুধু ক্ষমাভিক্ষা করে যাচ্ছে। এ তো বড়ো বিষম ব্যাপার, একজন মানুষ সব সময় এমন করে নিজেকে ঘৃণা করতে পারছে, যেন সে অন্য কেউ। ওটা যে বাস্তবিকই সত্য তা নয় : যা-কিছুই সে করুক না কেন, দানিয়েল একজনই। নিজেকে যখন ঘৃণা করে তখন মনে হয় আপন সত্তা থেকে সে পৃথক কোন কিছু, যেন এক বিক্ষুব্ধ বিশৃঙ্খলার মাঝখানে সে একজন নিরপেক্ষ বিচারক। তারপর হঠাৎ দেখে সে তলিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে, যতই চেষ্টা করছে উঠতে ততই জড়িয়ে পড়ছে। "নরক যন্ত্রণা," সে ভাবল, "একটু মদ খেতে হয়।" এই উদ্দেশ্যে একটু ঘুরে যেতে হলো তার। এখন সে ত্যালেভু রোডে চ্যাম্পিয়নে যাবে।

দরজা ঠেলে ঢুকে দেখল, মদের দোকান একেবারে ফাঁকা। ওয়েটার লাল কাঠের তৈরী, মদের পিপের মতো, টেবিলের ধুলো ঝাড়ছে।

অন্ধকার, আমন্ত্রণে উষ্ণ হলো দানিয়েলের চোখে। "ভীষণ মাথা ধরেছে আমার।" ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে বারের একটা টুলে বসতে বসতে ভাবল সে।

"খুব চমৎকার ডবল হুইস্কি একটা, তাই না।" বেয়ারা বলল।

"না।" সংক্ষেপে দানিয়েল বলল।

"মরুক গে, শালার যত্তসব মানুষের অভ্যেস, মানুষকে বিচার করে শালার যেন ওরা মানুষ না, ছাতা, সেলায়ের কল। আমি অমুক নই, কেউ কখনো অমুক-তমুক কিছু-না। কিন্তু ওরা একজনকে দেখামাত্রই হিসেব কষে ফেলে। কেউ ভাল বখশিস দেয়, কেউ রসিকতা করে চলে যায়। আর আমি ডবল হুইস্কি পছন্দ করি।"

"একটা জিন ফিজ।" দানিয়েল বলে।

বেয়ারা বিনা বাক্যে অর্ডার তামিল করে। নিঃসন্দেহে ও আহত হয়েছে। "তবু অল্পে রক্ষা," দানিয়েল ভাবল। এই দোকানে সে আর কোনদিন ঢুকবে না, এখানকার লোকজন বড্ড বেশি পরিচিত। যাকগে। এ দিকে জিন ফিজ খেতে লাগছে লেবু- গন্ধ অষুধের মতো। জিহ্বার উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে যেন টক টক বালি, একটা ধাতব আস্বাদ থেকে যাচ্ছে জিহ্বায়। "নেশা একটুও হলো না," দানিয়েলের মনে হলো।

"বেলুন গ্লাসে ঝাল একটা ভোদকা দাও।"

ভোদকার গ্লাস সাবাড় করে এক মুহূর্ত ধ্যানে ডুবে রইল। মুখের ভিতরটা জ্বলছে। "এটা কি শেষ হবে না কোনদিন?" সে ভাবল। কিন্তু সে এক বাহ্যিক ভাবনা, যেন চেকবই আছে, কিন্তু টাকা নেই ব্যাঙ্কে। "কী শেষ হবে না? কী শেষ হবে না?" এবম্বিধ প্রশ্নের সামনে একটা সুতীক্ষ্ণ ম্যাও শব্দ শোনা গেল, তার সঙ্গে আঁচড়ের আওয়াজ। লাফ মেরে উঠল বেয়ারা।

"বিড়াল।" সংক্ষেপে দানিয়েল বলল।

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে বিশটি ফ্রাঙ্ক ছুঁড়ে ফেলে ঝুড়ি হাতে নিল। ঝুড়ি তুলতেই লক্ষ্য করল মেজেয় ছোট এক ফোঁটা লাল

দাগ : রক্ত। "ভিতরে করছে কি ওরা ?" উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভাবল দানিয়েল। ডালা খুলতে সাহস হলো না কিন্তু। এই মুহূর্তে খাঁচাটির ভিতরে ভয় ছাড়া আর কিছু নেই, নিরেট বৈশিষ্ট্যবিবর্জিত ভয়। খাঁচা খুললেই সে ভয় আরেকবার বিড়ালগুলোর মধ্যে লীন হয়ে যাবে এবং তা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। "সহ্য করতে পারবে না, কেমন ? আর ডালাটা যদি খুলে ফেলি, তাহলে ?" কিন্তু দানিয়েল এখন বাইরে, অন্ধকার নেমে এল আরেকবার, পরিষ্কার কুয়াশা-কুয়াশা অন্ধকার : তোমার চোখ জ্বালা করছে, দৃষ্টি ভরে গেছে আগুনে, তারপর হঠাৎ জ্ঞান হলো তোমার, তুমি বাড়িঘরের দিকে তাকিয়েছিলে, একশ গজ দূরে স্থিত ঘরবাড়ি, বায়বীয় অবাস্তব ধোঁয়ার অট্টালিকাবৃন্দ। পথের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু নীল দেয়াল। "বেশি স্পষ্ট করে কিছু দেখা পার্থিব নয়," দানিয়েলের মনে হলো। এমনি করে সে নরকের কল্পনা করে থাকে : দৃষ্টি সবকিছুর গভীরে প্রবেশ করে, পৃথিবীর শেষটুকু দেখে নেয়—দেখে নেয় মানুষের আত্মার গভীরতা। ঝুড়ি তার হাত কাঁপিয়ে দেয়, জীবগুলো ভিতরে খামচা-খামচি করছে। হাতের এতো সন্নিকটে বিভীষিকাকে অনুভব করল সে—দানিয়েল নিশ্চয় করে বলতে পারবে না কী সে পেল, বিতৃষ্ণা না আনন্দ : অবশ্য দুটো একই জিনিস। "সবসময়ই কিছু না কিছু ওদের আশ্বস্ত করে, আমার দেহ গন্ধ ওরা চেনে।" এবং দানিয়েলের মনে হলো : "আমি ওদের কাছে আসলে একটা গন্ধমাত্র।" ধৈর্য ধরো, বরং : সেই পরিচিত গন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে দানিয়েল, গন্ধবিহীন হাঁটবে আপনজনের ভীড়ে, তাদের এতো সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি নেই যে গন্ধ শুঁকে মানুষ চিনবে। গন্ধবিহীন ছায়াবিহীন অতীতবিহীন, ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত আত্মা থেকে উৎপাটিত-মূল অবস্থা, এর বেশি কিছু নয়। দানিয়েল দেখল সে তার শরীর ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেছে—ওই দূরে গ্যাসের ঝর্ণা পর্যন্ত—এবং দেখল নিজের অগ্রগতি সে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে বোঝার ভারে খোঁড়াচ্ছে, দেহের গ্রন্থি সব শক্ত হয়ে আছে এবং ঘামে ভিজে জবজব করছে। নিজেকে দেখল, সে

আসছে, সে বিদেহী একটা ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তখন রঙের দোকানে কাঁচের দরজা তার প্রতিমূর্তিকে মেলে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকল্পটি ভেস্তে গেল। দানিয়েল নিজেকে আঠাল বিস্বাদ পানিতে চুবিয়ে নিল ; হ্যাঁ, নিজেকে। সীনের পানি, বিস্বাদ আঠাল পানি ঝুড়িটা ভরে দেবে, ওরা একজন আরেকজনকে আঁচড়িয়ে খামচিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। একটা বিরাট পরিবর্তন নেমে এল তার মধ্যে, তার মনে হল : এটা "অনর্থক পণ্ডশ্রম।" থামল, থেমে মাটিতে নামিয়ে রাখল ঝুড়ি। নিজের ধ্বংস অন্যের ক্ষতি সাধন করেই ডেকে আনা সম্ভব। নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে তো কেউ ধরতে পারে না। আরেকবার কনষ্টান্টিনোপলের কথা মনে পড়ল তার। ওখানে অবিশ্বাসী স্ত্রী বা স্বামীকে জলাতঙ্কগ্রস্ত বিড়ালের সঙ্গে এক বস্তায় বন্দী করে বোসপোরাস নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। নল, চামড়ার বস্তা, বেতের ঝুড়ি : জেলখানা। "এর চেয়েও নিকৃষ্ট জিনিস আছে।" দানিয়েল কাঁধে ঝাঁকুনি দেয় : আরেকটা চিন্তা এল মনে যাকে পুষবার মতো টাকা নেই। বিষাদময় দৃষ্টিভঙ্গি সে আর গ্রহণ করতে চায় না, অতীতে যা করেছে সে অনেকবার। তাছাড়া, এতে করে নিজেকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনদিন, আর কোনদিন নিজেকে গুরুত্ব দেবে না। আচমকা বাস এসে হাজির। হাত দেখাল দানিয়েল। থামতেই ফার্ষ্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে গিয়ে বসে পড়ল।

"বাস যদ্দুর যায়।"

"ছয়টা টিকিট।" কনডাক্টর বলল।

সীনের পানি পাগল করে তুলবে ওদের। কফি-রঙ পানিতে বেগুনি আভা। একজন মেয়েছেলে বাসে উঠে বসল এসে তার পাশে। কাঠখোট্টা সম্ভ্রান্ত মহিলা, সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে। ছোট মেয়েটি সাগ্রহে ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। "শয়তান ক্ষুদে পোকা কাঁহাকা," মনে মনে বলল দানিয়েল। ঝুড়ি ম্যাও বলে ডেকে উঠল। চমকে উঠল দানিয়েল, যেন খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

"কি এটা ?" তীক্ষ্ণ গলায় মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

"চুপ," মেয়েটার মা বলে। "ভদ্রলোককে বিরক্ত করে না।"

"এই বিড়াল-টিড়াল আর কি।" দানিয়েল বলল।

"ওগুলো আপনার ?" মেয়েটি প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ"।

"ঝুড়ির ভেতরে নিয়ে ঘুরছেন কেন ?"

"অসুখ করেছে ওদের।" দানিয়েল ছোট্ট করে জবাব দেয়।

"ওদের দেখতে পারি একটু ?"

"জেনি," ওর মা বলল, "দুষ্টুমি করবে না বলছি।"

"ওদের দেখানো যাবে না। ওদের অসুখ। খুব রেগে আছে।"

"অ।" মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে কটাক্ষ করে বলে, "আমি দেখলে কিছু হবে না ওদের, আহা লক্ষ্মী সোনাগুলান।"

"তোমার তাই মনে হচ্ছে, তাই না ? কি জানো," দানিয়েল নিচু গলায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠে, "কি জানো, আমার বিড়ালগুলোকে আমি ডুবিয়ে মারতে যাচ্ছি, ডুবিয়ে মারতে বুঝলে ? কেন জানো ? এই আজকে সকালেই তোমার মতো সুন্দর ছোট্ট একটি মেয়েকে খামচি মেরে চেহারা নষ্ট করে দিয়েছে একেবারে। সেই মেয়েটা আমার জন্য ফুল নিয়ে এসেছিল। এখন ওকে কাচের চোখ লাগাতে হবে।"

"মাগো।" চীৎকার করে উঠল মেয়েটা স্তম্ভিত বিস্ময়ে। ঝুড়ির দিকে একবার ভয়ার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওর মার জামা জড়িয়ে ধরল।

"ভয় কি, ও কিছু না, ও কিছু না," দানিয়েলের দিকে ভৎ'সনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওর মা বলল। "চুপচাপ থাকবে আর পথেঘাটে যার তার সঙ্গে কথা বলতে যাবে না। ভয় পাচ্ছো কেন, ভদ্রলোক ঠাট্টা করছিলেন।"

হাসির মতো মুখ করে দানিয়েল ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে মনে মনে বলল, "উনি আমাকে ঘৃণা করছেন।" জানালার বাইরে ধূসর ঘরবাড়ি পালাচ্ছে। ভালমানুষ মহিলাটি তার দিকে তাকিয়ে আছেন টের পেল সে। "ক্রুদ্ধা জননী। আমার

দিকে তাকিয়ে আমার মধ্যে এমন কিছু একটা বের করতে চেষ্টা করছে যাতে অপছন্দ করতে পারে আমাকে। আমার চেহারাটা অবশ্য না-পছন্দ করতে পারবে না।" দানিয়েলের চেহারা এক জিনিস কেউ কোনদিন অপছন্দ করতে পারে নি। "স্যুটটাকেও অপছন্দ করতে পারবে না, নতুন চমৎকার স্যুট আমার। হাত দুটো, তা অবশ্য পারলে পারতেও পারে।" তার হাত ছোট কিন্তু সমর্থ, একটু মাংসল, গিঁটে গিঁটে লোম। সে হাঁটুর ওপর হাত মেলে দেয় ("দেখে নাও, ভাল করে চোখ মেলে দেখে নাও")। ভদ্রমহিলা কিন্তু হাল ছেড়ে দিয়েছেন, মুখ ভোঁতা করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন—তিনি এখন সমাহিত। উৎসুক দৃষ্টিতে ভদ্রমহিলার উপর চোখ বুলাল দানিয়েল: এই যে এরা নিশ্চল সমাহিত ভাব ধারণ করে—কি করে তা করে তারা? ভদ্র মহিলা যেন সমস্ত দেহটাকে আত্মস্থ করে নিয়ে তার মধ্যেই বিলীন হয়ে আছেন। ওর মাথায় এমন কিছু তো দেখা যায় না যার সঙ্গে অহং থেকে উন্মত্ত পলায়নের কোন সাদৃশ্য বের করা যায়, সেখানে কৌতূহল নেই, ঘৃণা নেই, নেই বেগ কিংবা বিন্দুমাত্র আন্দোলন: কেবল ঘুমের পুরু খোলস আছে, আর কিছু নয়। আচমকা উনি জেগে উঠলেন, মুখে নেমে এল প্রাণময়তা।

"ওমা! এসে গেছি দেখছি!" বললেন তিনি। "চলো চলো, কিচ্ছু খেয়াল নেই, দুষ্টু মেয়ে।"

মেয়ের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নেন। বাস চলতে শুরু করে আবার থেমে গেল। দানিয়েলের নাকের উপর দিয়ে হাসতে হাসতে নামছে লোকজন।

"নামেন সবাই।" কনডাক্টর চীৎকার করল।

দানিয়েলের অবাক লাগল: বাস খালি হয়ে গেল। উঠল সে, উঠে নামল। জনবহুল চৌরঙ্গী, রেস্তোরাঁ আছে বেশ কয়েকটা। একটা ঠেলাগাড়িকে ঘিরে কতিপয় শ্রমিক ও মেয়েলোক। মেয়েগুলো অবাক চোখে দেখল তাকে। পা চালিয়ে হাঁটে দানিয়েল। একটা নোংরা

গলির মুখে এসে মোড় ঘুরল, গলিটা গিয়ে মিশেছে সীন নদীতে। রাস্তার দুপাশে পিপার সারি এবং গুদাম। ঝুড়িটা অনবরত ম্যাও-ম্যাও করছে। দানিয়েল প্রায় দৌড়াচ্ছে: দানিয়েল একটা ফুটো বালতি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ফুটো দিয়ে ঝরছে পানি বিন্দু বিন্দু। প্রত্যেকটি ম্যাও এক এক বিন্দু পানি। বালতি ভীষণ ভারী। ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নেয় বালতিটি। ডান হাতে কপালের ঘাম মুছে। বিড়ালগুলোর জন্য চিন্তাই সে করবে না আর। "হুঁ? বিড়ালগুলোর জন্য তাহলে তুমি কোন চিন্তা করতে চাও না, কেমন? আরে, এই-জন্যই তোমাকে ওদের জন্য চিন্তা করতেই হবে। এতো সহজে নিস্তার পাচ্ছো না, চাঁদ।" পোপেয়ার সোনালী চোখের কথা মনে পড়তেই দানিয়েল ঝটতে অন্য কিছু ভাবতে লেগে গেল, যা মাথায় আসছে তা-ই—বোর্সে-র কথা, গত পরশু ওখানে সে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক লাভ করেছিল, মার্সেলের কথা—আজ সন্ধ্যায় মার্সেলের কাছে যাবে সে, আজকে হলো তার দিন। "দেবতা!" দানিয়েল হাসল: মার্সেলকে ভীষণ ঘৃণা করে সে। "ওদের মধ্যে আর ভালবাসা নেই, একথা স্বীকার করার সৎসাহস নেই ওদের। ম্যাথু যদি প্রকৃত ঘটনা জানত, তাহলে ওকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু তা সে চায় না, ডাঁট নষ্ট করতে সে রাজি নয়। ও একটা স্বাভাবিক মানুষ।" দানিয়েল বিদ্রূপে মুখ বাঁকায় আর ভাবে। বিড়ালগুলান চিল্লাচ্ছে, গরম পানির ছ্যাঁক দিয়েছে যেন কেউ ওদের গায়ে। দানিয়েলের মনে হলো এইবার আত্মসংযম আর বজায় রাখতে পারবে না সে। মাটিতে নামিয়ে রাখল ঝুড়ি, প্রচণ্ড তেজে বারদুই লাথি মারল তাতে। ভিতরে ভীষণ একটা হৈ-চৈ হলো। তারপর চুপ মেরে গেল বিড়ালগুলান। একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল দানিয়েল, কানের পেছনে অদ্ভুত একটা কম্পন অনুভব করছে সে। একটা গুদাম থেকে বের হয়ে এল কয়েকজন শ্রমিক, দানিয়েল আবার হাঁটা শুরু করে। পাথরের একটা সিঁড়ি বেয়ে সীনের কূল পর্যন্ত নেমে যায়। তারপর মাটির ওপর লেপটে বসে পড়ে।

পাশে লোহার একটা চাকা। তার একদিকে আলকাতরার পিপা, অন্যদিকে ইঁটের নুড়ি। নীল আকাশের নিচে হলুদ সীন। পিপা ভর্তি কালো কালো বজরা ওই পারের ঘাটে বাঁধা। রোদে বসেছে দানিয়েল, কপালের শিরা টনটন করছে। তরঙ্গায়িত স্রোতের দিকে চোখ ফেরাল, অতি-শুভ্র বিচিত্র ঝলকানিতে স্থানে স্থানে ফুলে ফুলে উঠছে পানি। দড়ির গুটি পকেট থেকে বের করে চাকু দিয়ে বেশ লম্বা করে একটু কাটল। তারপর বসে বসেই বাঁ হাতে একটা পাথর নিল। দড়ির এক প্রান্ত বাঁধল ঝুড়ির হাতলে, বাকি দড়িটা পাথরে পেঁচিয়ে গিঁট দিল কয়েকটা, তারপর পাথরটা মাটিতে রাখল। মনে হল সবটাই তার একক পরিকল্পনার নামান্তর। দানিয়েলের উদ্দেশ্য ডানহাতে ঝুড়ি আর বাঁ হাতে পাথরটি তুলে একই সঙ্গে দুটোই পানিতে নিক্ষেপ করবে। ঝুড়িটা প্রথমে এক সেকেণ্ডের এক দশ-মাংশ সময় ভেসে থাকবে হয়তো, তারপর পানির নিচেকার টানে ডুবে যাবে টুপ করে। গরম লাগছে দানিয়েলের, পুরু জ্যাকেটকে গালি দিল, আবার খুলতেও মন চাইল না। তার ভিতরে কি যেন দলা পাকাচ্ছে, কি যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এবং দানিয়েল কঠিন-মন দৃপ্তমন দানিয়েল আর্তনাদে নিজেকে বলতে শুনল : "কারো যদি পাইকারী ভাবে আত্মহত্যা করার সৎসাহস না থাকে তাহলে তার খুচরা আত্মহত্যা করা উচিত।" হেঁটে হেঁটে নেমে যাবে সে পানির মধ্যে এবং বলবে : "পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালবাসি যা কিছু, সবাইকে আমি বিদায় জানাচ্ছি···।" দুহাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে একটু উপরের দিকে উত্তোলন করল। আশেপাশে তাকাল। ডানদিকে নদীর পার নির্জন। বাঁদিকে একটু দূরে একজন জেলেকে দেখা গেল, রোদের গায়ে কালো ছায়ার মতো। ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে পানির নিচে ওই জেলের বড়শির টোমে।" ও ভাববে মাছে খাচ্ছে। দানিয়েল হাসল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের সঞ্চিত বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল। হাতের ঘড়িতে এগারোটা পঁচিশ। "সাড়ে এগারোটায়!" বিচিত্র

এই মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করা উচিত। দুটো সত্তায় ভাগ হয়ে গেছে দানিয়েল। সীসার মতো আকাশের নিচে টকটকে লাল এক মেঘের ভিতরে হারিয়ে গেছে সে। ম্যাথুর কথা ভাবল সে, ভেবে কেমন যেন গর্ব বোধ করল। "মুক্ত, সে তো আমি," মনে মনে বলল সে। তবে সে গর্ব নৈর্ব্যক্তিক, কারণ দানিয়েল এখন আর কোন ব্যক্তি নয়। এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট যখন, তখন সে উঠে দাঁড়াল। দুর্বল বোধ করছে এখন, পিপার গায়ে হেলান দিল সে। টুইড জ্যাকেটে আল-কাতরার দাগ লেগে গেল—দাগটাকে কিছুক্ষণ দেখল সে।

বাদামী রঙের কাপড়ে কালো দাগ দেখে অকস্মাৎ তার মনে হলো সে শুধু একজন ব্যক্তি, তার বেশি নয়। শুধু একজন। কাপুরুষ। সেই ব্যক্তিটি তার বিড়ালদের ভালবাসে, নদীতে তাদের নিক্ষেপ করতে পারল না। ছোট্ট চাকুটা নিয়ে, নুয়ে দড়িটা দিল কেটে। নীরবে। নীরবতা তার অন্তরেও। নিজের সামনে যেন তার কথা বলতে লজ্জা লাগছে। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে সে। যেন এমন একজনের পাশ কেটে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, যে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। শেষ সিঁড়িতে পা দিতেই নিজেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে সাহস করল, তার প্রথম কথা: "ওই রক্তের ফোঁটাটা কীসের?" ঝুড়ির ডালা খুলতে সাহস হলো না। হাঁটা শুরু করল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। "আমি, আমি, আমি। অশুভ বস্তু।" অন্তরের গভীরে ফুটে উঠল বিচিত্র এক হাসি, কেননা পোপেয়াকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে।

"ট্যাক্সি!" চিৎকার করে উঠল।

ট্যাক্সি থামল।

"বাইশ নম্বর মোন্তমার্তে রোড। ঝুড়িটা তোমার পাশে রাখবে একটু?" দানিয়েল বলে।

গাড়ির দোলায় দুলছে সে। নিজেকে এখন আর ঘৃণা করতে পারছে না। লজ্জাটাই বড় হয়ে দেখা দিল তারপর। আবার নিজেকে প্রত্যক্ষ করা শুরু করল: অসহ্য। "পাইকারী নয়, খুচরা নয়," সে

তিক্ততার সঙ্গে চিন্তা করল। গাড়ির ভাড়া দেবার জন্য পার্স খুলে দেখল সব নোট, খুশী হলো তার জন্য। "টাকা বানাও—তা বটে, আমি টাকা বানাতে পারি।"

"কি ফিরে এলেন দেখছি ম'সিয়ে সিরিনো।" কেয়ারটেকার বলে। "এইমাত্র কে যেন আপনার ঘরে গেলেন। আপনার বন্ধু-টন্ধু হবেন, ভদ্রলোক লম্বা, কাঁধ উঁচু। আমি বলেছিলাম আপনি বাইরে গেছেন। "বাইরে," উনি বললেন, "তাহলে ঠিক আছে, দরজার নিচে দিয়ে আমি একটা চিঠি রেখে যাবো।"

ঝুড়ির দিকে নজর গেল ওর, বলল আশ্চর্য হয়ে : "ওকি, সোনা-মনিদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন!"

"হ্যাঁ ফিরিয়ে নিয়ে এলাম ম্যাডাম দুপয়," দানিয়েল বলল। "হয়তো ভুলই করতে যাচ্ছিলাম, ওদের ছাড়তে মায়া লাগল।"

উপরে উঠতে উঠতে ভাবল, "নিশ্চয়ই ম্যাথু। যেখানেই কিছু ঘটে সেখানেই আছে ও।" আরেকজন মানুষকে ঘৃণা করতে পারছে দেখে খুশি হলো সে।

চারতলার সিঁড়িকোঠায় দেখা হলো ম্যাথুর সঙ্গে।

"এই যে, তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।" ম্যাথু বলে। দানিয়েল বলল, "বিড়ালগুলোকে একটু হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেতরে ভেতরে কি যেন একরকম উষ্ণতা বোধ করল, এবং অবাক হল সে। সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল, "ভেতরে আসবে না?"

"হ্যাঁ। তোমার কাছে একটু দরকার ছিল।"

দানিয়েল পলকে ওর চেহারায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, দেখল ওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মুখ ছাইয়ের মতো শাদা। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা হয়েছে ওর, দানিয়েল ভাবল। মানুষটাকে সাহায্য করতে চায় সে। ওরা উপরে গেল। তালা খুলে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে দানিয়েল। "এসো" সে বলে। ওর কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে আবার উঠিয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। দানিয়েলের ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে ম্যাথু।

"তোমাদের কেয়ারটেকার মেয়েটা কি বলল মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। বলে কিনা বিড়াল নিয়ে বোনের বাড়ি গেছো তুমি। ইদানিং বোনের সঙ্গে তাহলে মিটমাট করে নিয়েছো?" ম্যাথু বলে।

দানিয়েলের ভিতরটা অকস্মাৎ হিম হয়ে গেল। "যদি ও জানতে পারে কোথায় গিয়েছিলাম অমনি ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাবে।" সহানুভূতিবিহীন নিষ্পলকে বন্ধুর স্থির, বিদ্ধ-করা চোখের দিকে তাকিয়ে রইল দানিয়েল। ভাবল, "সত্যি ও স্বাভাবিক মানুষ।" ওদের মধ্যিকার পার্থক্য সম্বন্ধে সহসা সচেতন হয়ে উঠল সে। সে হাসল।

"হ্যাঁ, বোনের বাড়ি। কী ছোট্ট সুন্দর মিথ্যা একখানা।" সে বলল। জানে বিলক্ষণ, এ নিয়ে ম্যাথু কথা বাড়াবে না। দানিয়েলকে রোমাঞ্চ-প্রবণ ভাববার বিশ্রী বিরক্তিকর অভ্যাস ম্যাথুর। কি কারণে মিথ্যে কথা বলে সে, সে নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না। কাজেই ম্যাথু বেতের ঝুড়িখানার উপর দুর্বোধ্য দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নীরব হলো।

"একটু বসো, কেমন?" দানিয়েল বলে। ব্যস্ত মানুষ হয়ে গেল সে। তার একমাত্র বাসনা এখন ঝুড়ির ডালা খোলা, যতশীঘ্র সম্ভব। কি অর্থ হতে পারে সেই এক ফোঁটা রক্তের? হাঁটু গেড়ে বসে দানিয়েল। দানিয়েলের মন বলছে ওরা তার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যাতে একেবারে ওদের নাগালের ভিতর থাকতে পারে, সেজন্য ডালার ওপর ঝুঁকে পড়ে। খিল খুলতে খুলতে তার মনে হলো: "কঠিন কোন দুশ্চিন্তা ওর কোন ক্ষতি করতে পারতো না। শুধু ওর আশাবাদ এবং ওই সন্তোষের ভাবটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতো।" পোপেয়া রাগে গরগর করতে করতে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল। শিপো বের হলো তার পরে: আত্মসম্ভ্রমটি বজায় রেখেছে বেশ, কিন্তু তাতে ভরসা পেল না বিশেষ। গুণে গুণে পা ফেলে আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল, চোরের মতো তাকালো আশেপাশে তারপর শরীর টান করল একবার, তারপর চলে গেল খাটের নিচে। ম্যালভিনা নড়াচড়া করল না। "ও

ব্যথা পেয়েছে," দানিয়েল ভাবল। ঝুড়ির তলায় টান হয়ে শুয়ে আছে ও। ওর চিবুকের নিচে একটা আঙ্গুল রেখে মাথায় ধরে টান দিল দানিয়েল : নাকে খামচি খেয়েছে সবচেয়ে বেশী। বাঁ চোখ বন্ধ, রক্ত পড়ছে না যদিও। মুখে কালশিটে দাগ, দাগের চারপাশে চুল খাড়া আঁটা আঁটা।

"কি হয়েছে?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে। উঠে দাঁড়িয়ে বিড়ালটার দিকে সস্নেহে তাকাচ্ছে ও।" বিড়াল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, ও আমাকে উন্মাদ ঠাউরাচ্ছে বোধহয়। মানুষের বাচ্চা হলে ওর কাছে স্বাভাবিক মনে হতো।

দানিয়েল ব্যাখ্যা করে, "বিচ্ছিরি চোট পেয়েছে ও একটা। নিশ্চয়ই পোপেয়ার কাজ, বদমাইসের হাড্ডি। ওকে একটু দেখতে হচ্ছে, কিছু মনে করো না দোস্ত।"

দেয়াল-আলমারী থেকে আর্নিকার বোতল এবং কিছু তুলো বের করে। কোন কথা না বলে ওকে লক্ষ্য করে যায় ম্যাথু। তারপর ওর একটা হাত মোহগ্রস্তের মতো কপালের ওপর বুলোয়। দানিয়েল ম্যালভিনার নাক ধুয়ে দিচ্ছে, একটু একটু বাধা দিতে চেষ্টা করছে বিড়ালটা।

দানিয়েল বলল, "এখন লক্ষ্মী হয়ে একটু বসো দিকিনি। আর একটু, চুপ, চুপ, এই হয়ে গেল বলে।"

ম্যাথুকে বসিয়ে রেখেছে, ও বোধহয় ক্ষেপছে ভেতরে ভেতরে। এতে যেন দানিয়েলকে কাজে আরো প্রেরণা দিল। মাথা তুলল যখন একটু পরে, দেখল ম্যাথুর মুখ ম্লান, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও।

"আর একটুখানি মাফ করতে হবে দোস্ত," দানিয়েল সাধ্যমতো গম্ভীর গলায় বলে, 'আর দুই মিনিট।" ওকে একটু সাফ করতে হচ্ছে, জানো ত, কাটা-ঘা কতো সহজে পচে যায়। খুব খারাপ লাগছে, বসিয়ে রাখলাম বলে।" শেষের কথাটি বলল ম্যাথুর দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো সরল-করে হেসে। ম্যাথু নড়ে উঠল। তারপর হাসতে লাগল।

"তাহলে, তাহলে, অমন ভেলভেট চোখ দিয়ে এমন করে চেয়ে থেকো না।" ও বলল।

"ভেলভেট চোখ!" ম্যাথু যে বড়, সেই বড়ত্ব আসলে বড় আক্রমণাত্মক। ও মনে করে ও আমাকে চেনে, ও আমায় মিথ্যাচার সম্বন্ধে কথা বলতে যায়, আমার ভেলভেট চোখ নিয়ে কথা বলে। ও আমাকে একটুও চেনে না, তবু এমন করে কথা বলতে ভালবাসে যেন আমি একটা বস্তুবিশেষ।

মন খুলে হাসল দানিয়েল। সাবধানে ম্যালভিনার মাথা মুছে দিল। ম্যালভিনা চোখ বুঁজল যেন চরম পুলকে। কিন্তু দানিয়েল ভাল করে জানে ও বেদনায় ক্লিষ্ট। ওর পিঠে আস্তে একটু টোকা দেয় সে।

"ব্যস।" সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। "কালকের মধ্যে একদম সেরে যাবে, দাগ পর্যন্ত থাকবে না। অন্য একটা বিড়াল, এমন খামচানি খামচিয়েছে ওকে যে কি বলব।"

"পোপেয়া? ও একটা খান্নাস।" অন্যমনস্ক ম্যাথু বলল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল: "মার্সেল প্রেগন্যান্ট।"

"প্রেগন্যান্ট!"

দানিয়েলের বিস্ময় ক্ষণকালীন। তবে হাসির একটা বিরাট উদ্গমনকে রোধ করার জন্য নিজের সঙ্গে ওর যুদ্ধ করতে হলো। এই ব্যাপার—ব্যাপার তাহলে এই। সত্যি বটে, জীবগুলার প্রতি চান্দ্রমাসে হয় রক্ত ক্ষরণ, এ দিকে ওই কাজের উৎপাদনের ব্যাপারে মাছের মতো উর্বর আবার। ভাবতে ওর মনটা বিষিয়ে উঠল, আজকে সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে সে মিলতে যাচ্ছে। "ওর হাত ধরবার সাহস হবে কিনা জানি না।"

"বিচ্ছিরি ব্যাপার," ম্যাথু যেন নেহায়েত কিছু বলতে হয় তাই বলল।

দানিয়েল ওর দিকে তাকাল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "সে আমি বুঝতে পারছি।" ব্যস্তসমস্ত হয়ে আলমারীতে আর্নিকার বোতল রাখার বাহানায় ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তার ভয় হচ্ছে

ওর মুখের ওপর না হেসে ফেলে। সে তার মার মৃত্যুর কথা মনে আনতে চেষ্টা করলো, এমন অবস্থায় এবম্বিধ ভাবনা মোক্ষম উপায়। দুটো কি তিনটে হাসির দমক বাদ দিলে সে ব্যর্থ হয় নি বলা চলে। দানিয়েলের পেছনে বসে ম্যাথু বলে যাচ্ছে।

ম্যাথু বলে, "মুস্কিল হলো, ওর আত্মসম্মানে লাগছে। তুমি তো বিশেষ যাও-টাও না, কাজেই বুঝবে না। ও উর্বশীর মতো, ঘরকুণো উর্বশী।" কাউকে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তিতে নয়, এমনিই বলল সে আবার, "এটা ওর জন্য একটা অবমাননা।"

দানিয়েল গম্ভীর হয়, বলে, "হ্যাঁ, তুমিও একটু মুস্কিলে পড়লে। তুমি যাই করো না কেন, এই মুহূর্তে তোমার ছায়াটাকেও ও ঘৃণা করে নিশ্চয়ই। জানি, আমি হলে, ভালবাসা-টাসা সব উবে যেতো।"

ম্যাথু বলে, "ওকে ভালবাসার কথা এখন আর মনে আসে না।"

"নাকি ?"

দানিয়েল ভীষণ আশ্চর্য হলো, প্রচুর কৌতুক বোধ করল। ভাবল, "আজ বিকেলে খেলা জমবে আমাদের।"

"ওকে সেকথা বলেছো নাকি ?" সে জিজ্ঞেস করে।

"তা বলি নি অবশ্যি।"

"'অবশ্যি' কথাটা লাগালে কেন ? ওকে তোমার বলতে হবে। মনে হয়, তুমি—"

"না। বলতে চাচ্ছো, ওকে পথে বসিয়ে চলে যাবো কিনা। না, সে আমি করব না।"

"তাহলে উপায় ?"

দানিয়েল দারুণ মজা পাচ্ছে। মার্সেলকে একবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল সে।

"কিছু না। যা ঘটেছে এর চেয়ে আর মন্দ কি হবে আমার। ওকে আর ভালবাসি না, সে তো ওর দোষ নয়।"

"তোমার ?"

"হ্যাঁ।" সংক্ষিপ্ত জবাব ম্যাথুর।

"চুপচাপ ওর সঙ্গে মেলামেশা করে যাও, এবং—"

"এবং?"

"এবং এমন খেলা কিছুদিন চললে, ওকে তোমার ঘৃণা করতে হবেই শেষে।"

"ও একটা বিপদে পড়ুক সে আমি চাই না।" ম্যাথুর অবয়ব স্থির একগুঁয়ে।

"আত্মত্যাগই যদি শ্রেয় মনে করো"—দানিয়েল অন্যমনস্ক ভাবে বলল। কোয়েকারের মতো ভাব করলে ম্যাথুকে দানিয়েলের সহ্য হয় না।

"আত্মত্যাগের আছেই বা কি আমার? স্কুলে পড়াব। মার্সেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হবে। প্রতি দুবছরে একটা করে ছোট গল্প লিখব; এদ্দিন তো তাই করে এসেছি।" ম্যাথু পুনশ্চ বলল, কথায় এমন জ্বালা ফুটল যা দানিয়েল আগে কোনদিন ম্যাথুর মধ্যে দেখে নি: "আমি তো রোববারের লেখক। তাছাড়া," ও বলে চলে, "তাছাড়া ওকে আমার ভাল লাগে। আর কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না একথা আমি ভাবতে পারি না। তবে এর মধ্যে একটু ব্যতিক্রম আছে, সম্পর্কটা আমার মধ্যে একটা সাংসারিক বন্ধনের অনুভূতি এনে দেয়"।

এরপর নেমে এল নীরবতা। দানিয়েল কাছে এসে ম্যাথুর সামনে একটা চেয়ারে বসে।

"আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। আমার কাছে ঠিকানা আছে, টাকা নেই। হাজার পাঁচেক ধার দাও।"

"পাঁচ হাজার," অনিশ্চিত অভিব্যক্তিতে আবৃত্তি করে দানিয়েল।

স্ফীতোদর মানিব্যাগ তার, ফুলে আছে বুকপকেটে। শূকর-ব্যবসায়ীর নোটকেসটি—খুলে পাঁচটা নোট বের করে দিলেই হলো। পুরনো দিনগুলোয় ম্যাথু প্রায়ই দাক্ষিণ্য দেখিয়েছে তাকে।

ম্যাথু বলল, "এমাসের শেষে অর্ধেকটা দিয়ে দেবো। বাকিটা দেবো

জুলাইয়ের চৌদ্দ তারিখে। ওইদিন আগষ্ট সেপ্টেম্বর দুমাসের মাইনে পাবো।"

ম্যাথুর ছাইয়ের মতো সাদা মূর্তির দিকে তাকাল। মনে মনে বলল, "বেটা একেবারে ডুবেছে।" তারপর সে বিড়ালের কথা ভাবল, মার্সেলের কথা ভাবল।

"পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক!" সে বলল। তার স্বরে বিষাদ। "এতো টাকা তো নেই আমার কাছে দোস্ত, আর আমিও খুব টানাটানিতে আছি।"

"সেদিন যে বললে মস্ত বড়ো এক দাও মারতে যাচ্ছো।"

"বলেছিলাম বটে ইয়ার, কিন্তু সেই দাও ডিগবাজি খেয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে এসে। ষ্টক এক্সচেঞ্জের ব্যাপার-স্যাপার বুঝো তো। সে যাক গে, এখন পরিষ্কার কথা হচ্ছে দেনা ছাড়া কিছু নেই আমার।"

কথাগুলো বলবার সময় গলায় যথেষ্ট আন্তরিকতা ইচ্ছে করে আনল না দানিয়েল, কারণ তার সহচরের প্রত্যয় জন্মানো তার কাম্য নয়। কিন্তু যখন দেখল ম্যাথু তার কথা বিশ্বাস করে নি সে ক্ষেপে গেল: "জাহান্নামে যাক ম্যাথু। নিজেকে খুব চালাক মনে করে, মনে করে আমার ভেতরটা প্রত্যক্ষ করতে পারছে ও। কীসের জন্য সাহায্য করব ওকে? ও নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাক না।" ম্যাথুর মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌমতা আছে যা বিপদে পড়লেও ক্ষুণ্ণ হয় না—এবং ম্যাথুর এই ভাবটাই দানিয়েল সহ্য করতে পারে না।

ম্যাথু বলে উঠল, "তাহলে সত্যিই তুমি পারছ না।"

দানিয়েলের মনে হলো, ওর সত্যিই টাকার খুব দরকার, নইলে অমন জিদ ধরতো না।

"সত্যিই পারছি না আমি। ভীষণ দুঃখিত, দোস্ত।"

ম্যাথুর দুঃস্থতায় নিজেও দুঃস্থ বোধ করল দানিয়েল, তবে তার অনুভূতিটা সম্পূর্ণ বিরূপ ছিল না। নখ উল্টে গেলে যেমন, তেমনি।

"খুব বেশি দরকার নাকি?" সে জিজ্ঞেস করে মিনতির মতো

করে। "আর কারো কাছ থেকে পাবে না ?"

"ঠিক তা নয়। তুমি তো জানো, জ্যাকের কাছে আমি হাত পাততে চাই না।"

দানিয়েল একটু হতাশ হলো, বলল, "ও আচ্ছা, তোমার ভাই-ইতো আছে। ওখানে তো চাইলেই পাবে তুমি।"

"সে হয় না।" ম্যাথুর মুখ কালো। "ওর মাথায় ঢুকেছে আমাকে এক পয়সাও তার দেওয়া উচিত নয়, দিলে আমার অপকার করা হবে। আমাকে একদিন বলেছে আমার মতো বয়সে স্বাবলম্বী হওয়া উচিত।"

"তা বটে। কিন্তু যা তোমার অবস্থা, চাইলেই তোমাকে তিনি দেবেন।" জোরের সঙ্গে বলল দানিয়েল। আস্তে আস্তে জিভ বের করে জিভের ডগা দিয়ে ওপরের ঠোঁট চাটে দানিয়েল পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। প্রথম প্রয়াসেই কথায় সেই হালকা উল্লসিত আশাবাদের সুরটা নিখুঁত ভাবে আনতে পেরেছে, যে সুরটা নাকি তার চেনা মানুষদের ক্ষিপ্ত করে তোলে।

লজ্জায় লাল হলো ম্যাথু। "সেই তো মুস্কিল। টাকাটা কি জন্য দরকার তা তো ওকে বলতে পারবো না।"

"তা বটে।" দানিয়েল বলল। এক মুহূর্ত চিন্তা করল সে। "কেন, এমন অনেক কোম্পানী তো আছে সরকারী কর্মচারীদের যারা ধার-টার দেয়। তবে কি জানো, বেটারা সব কশাই। তোমার যা অবস্থা সুদ-টুদ যাই হউক টাকাটা পেলেই হলো।

কথাটা যেন মনে ধরল ম্যাথুর। ওকে একটু ভরসার কথা শোনাতে পেরেছে দেখে দানিয়েলের বিরক্তি লাগল।

"মানুষ কেমন ওরা ? সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয় ?"

"আরে না। দশ দিন লাগে ঃ কিছু ইনকোয়ারি-টিনকোয়ারী করতে যা লাগে।"

ম্যাথু চুপ করে গেল। চিন্তা করছে মনে হলো। হঠাৎ কীসের একটা খোঁচা বোধ করল দানিয়েল। ম্যালভিনা একটা লাফ দিয়ে পরে হাঁটুর

উপর বসল, বসে গরগর করতে লাগল। "এই একজনের মনে কোন বিদ্বেষ নাই।" দানিয়েল ভাবল, মনটা বিষিয়ে উঠছে তার। ওর গায়ে অন্যমনস্কভাবে আলতো করে হাত বুলোতে থাকে। জন্তু এবং মানুষ কেউ তাকে ঘৃণা করতে পারল না। যে ভালমানুষি আলস্যতার চর্চা সে করে থাকে, ওরা তা ভাল না বেসে পারে না। অথবা তার চেহারা দেখে ভুলে সবাই। ম্যাথু তন্ময় হয়ে হিসেব কষছে, তুচ্ছ নির্লজ্জ হিসেব। ওর মনেও বিদ্বেষ নেই। নুয়ে পড়ে ম্যালভিনার দিকে, ওর মাথায় বিলি দেয়। ওর হাত কাঁপছে।

"এই যে আমার টাকা নেই এতে আসলে আমার খুব খুশি হওয়া উচিত। এইমাত্র আমার মনে পড়ল: তুমি তো সব সময় মুক্ত হতে চাও, তোমার মুক্তি ঘোষণা করার এই এক সুবর্ণ সুযোগ।"

"আমার মুক্তি ঘোষণা করার?" ম্যাথু যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। দানিয়েল মাথা তুলে তাকায়।

দানিয়েল বলে, "হ্যাঁ মার্সেলকে বিয়ে করলেই চুকে-বুকে যায়।"

ভ্রূকুটি করে তাকায় তার দিকে ম্যাথু। দানিয়েল ঠাট্টা করছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করছে ও। চমৎকার গাম্ভীর্য নিয়ে ম্যাথুর দিকে তাকাল সে।

"পাগল হয়েছ?" ম্যাথু বলে।

"পাগল হবো কেন? একটা বাক্য উচ্চারণ করে সমস্ত জীবনটাকে পাল্টে দিতে পারা। এমন সুযোগ তো প্রতিদিন আসে না।"

ম্যাথু হাসতে লাগল। দানিয়েল ক্ষুণ্ণ হয়, ভাবে, "ও ঠিক করবে গোটা ব্যাপারটা ও হেসে উড়িয়ে দেবে।'

"সে রকম কিছু করার জন্য আমার [illegible] তুমি [illegible] [illegible] এই মুহূর্তে না।' ম্যাথু বলল।

"হ্যাঁ, সেই তো কথা।" একই হাল্কা সুরে দানিয়েল বলে চলে। "যে যা চায় তার উল্টোটা করলে মজা তো হবেই। মানুষ মনে মনে অন্য-মানুষ হতে চায় যে।"

ম্যাথু বলে, "সেরকম কোন সম্ভাবনার কথা আমি ভাবছি না। কি

আশা কর তুমি ? তিনটে সন্তান পয়দা করব শুধু এইজন্য যে, লুক্সেমবার্গে ওদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এই আনন্দ চেতনায় আমি বিগলিত হবো যে আমি অন্য কেউ ? চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলে পরে নিজেকে বদলাব, এমন একটা কল্পনা অবশ্য সহজে করা চলে।"

"না, ঠিক তা নয়, যতটা তুমি ভাবছো ততটা নয়।" দানিয়েল মনে মনে বলল। প্রকাশ্যে বলে, "আসলে ব্যর্থ-হওয়া তেমন খারাপ কিছু নয়। আমি চূড়ান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কথা বলছি, নিঃস্ব নিঃশেষিত ব্যর্থতা। বিবাহিত, তিন সন্তানের বাবা, যেমন তুমি বললে। কাউকে ঠাণ্ডা করার জন্য সে-ই যথেষ্ট।"

ম্যাথু বলল, "তা বটে। এমন মানুষ আমি রোজ দেখি। আমার ছাত্রের বাবারা আমার কাছে এসে থাকেন। চার সন্তান, দুশ্চরিত্রা স্ত্রী, বাবা-মা সমিতির সদস্য। ওদের দেখতে ঠাণ্ডা তো লাগেই—সদাশয়ও মনে হয়।"

দানিয়েল বলে, "ওদের নিজস্ব একটা প্রাণময়তা আছে আবার। গা জ্বলে যায় দেখে। সে সম্ভাবনায় লোভ নেই তোমার তাহলে ? বিবাহিত মানুষ হিসেবে তোমাকে স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু।"

সে বলে চলে, "ঠিক ওদেরই মতো তো হবে তুমি, থপথপে, ফিট-ফাট পোশাক, একটু সরেস, সেলুলয়েড চোখ। খুব একটা খারাপ মানুষ নয় কিন্তু ওরা।"

ম্যাথু রূঢ় হয়, বলে তার মুখের ওপর, "একথা তোমার মুখেই সাজে। আমারই ভুল হয়েছে। এর চেয়ে বরং পাঁচহাজার ফ্রাঙ্ক ভাইয়ের কাছেই চাইব।"

ও উঠে দাঁড়ায়। ম্যালভিনাকে নামিয়ে রেখে দানিয়েলও উঠে দাঁড়ায়। "ও জানে আমার কাছে টাকা আছে এবং ও আমাকে ঘৃণা করে না : এমন মানুষকে নিয়ে কি করা যায় ?" সে ভাবল।

মানিব্যাগ রয়েছে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে শুধু বললেই হয় : "এই নাও দোস্ত। একটু রগড় করছিলাম আর কি, একটু টিপে দেখছিলাম।"

কিন্তু ভয় হলো, তা করতে গেলে নিজের প্রতি আবার ঘৃণা না লাগে।

কথা যেন আটকে যায়, জড়ানো গলায় সে বলে, "আমি দুঃখিত। এর মধ্যে যদি কোথাও পেয়ে যাই, চিঠি লিখবো ··।"

ম্যাথুকে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় সে।

"সে তোমার ভাবতে হবেনা। আমি ম্যানেজ করে নেব'খন।" ম্যাথু আনন্দে করতালি দিয়ে উঠে যেন।

ও চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দেয় দানিয়েল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে নামছে ও। সে ভাবল: "সেই ভাল।" হঠাৎ দম আটকে এল তার। সে অনুভূতি থাকল না বেশিক্ষণ: নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল সে, "ম্যাথু ধীরস্থির সপ্রতিভ এবং নিজের সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয়, কই, এতক্ষণের মধ্যে একটা মুহূর্তের জন্য ও তার কোন হেরফের হলো না। বিব্রত তো নিশ্চয়ই ও, কিন্তু সে চেতনার মূল মর্মের গভীরে যায় নি। ভেতরে ও ঠিকই আছে।" আয়নার কাছে এগিয়ে গেল দানিয়েল, সৌম্যশান্ত চেহারা দেখল এবং ভাবল: "যাই হোক, মার্সেলকে বিয়ে করতে রাজি হলে, না হয় হাজারখানেক দেওয়া যেত।"

আট

ও বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে জেগে আছে, ছটফট করছে নিশ্চয়ই। তার যাওয়া উচিত, সাহস দেওয়া উচিত, বলা উচিত, ওকে কিছুতেই ওখানে যেতে দেওয়া হবে না। পরশুদিনকার ওর বসে-যাওয়া মুখের কথা মনে পড়তে মায়া হলো ম্যাথুর। হঠাৎ ওকে সকরুণ ঠুনকো কোন বস্তু বলে কল্পনা করলো সে। ওকে টেলিফোন করা উচিত। কিন্তু প্রথমে সে জ্যাকের সঙ্গে দেখা করবে, স্থির করল। "তাতে করে ওর জন্য কিছু সুখবর নিয়ে যেতে পারব।" জ্যাক আবার বিষয়টা কিভাবে গ্রহণ করে জানি, ভাবতে গিয়ে সে বিরক্ত হলো। বিদগ্ধ আনন্দের ভাব দেখাবে, তাতে তিরস্কার বা সহিষ্ণুতার ইঙ্গিত থাকবে না, মাথা এক পাশে হেলে থাকবে, চোখ আধবোঁজা। "কী! আবার টাকার দরকার?" এমন সম্ভাবনার কথা ভাবতে গিয়ে ম্যাথু মিইয়ে গেল। রাস্তা পার হলো দানিয়েলের কথা ভাবতে ভাবতে: সে ওর ওপর রাগ করেনি। এটাই নিয়ম, দনিয়েলের ওপর কেউ রাগ করে না। বরং জ্যাকের ওপর রাগ হলো তার। রিউমার রোডে গোলগাল একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। নেমপ্লেট পড়তে গিয়ে গায়ে জ্বালা ধরল, সব সময় যেমন ধরে থাকে: জ্যাক দেলারু। এটর্নি এণ্ড কাউন্সে-লর। তিন তলায়।" ভিতরে ঢুকে লিফটে উঠল। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল অদেত যেন বাসায় না থাকে।

বাসায় ও আছে। বসবার ঘরের কাঁচের দরজা দিয়ে দেখতে পেল ওকে। ডিভানে বসে আছে। রুচিময়ী, তন্বী, আপাদমস্তক নিখুঁত পরিচ্ছন্ন। পড়ছে। জ্যাক প্রায়ই বলে: "পড়বার সময় প্যারিসের যে স্বল্পসংখ্যক মহিলারা পায় অদেত তাদের একজন।"

"মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন, স্যার?" রোজ জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ। এই একটু দেখা করেই চলে যাবো। আর হ্যাঁ, সাহেবকে বলবে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি তার অফিসে আসছি।"

সে দরজা খুলতেই অদেত মুখ তুলে তাকাল। অপূর্ব লাবণ্যময়ী, নিরাবেগ, প্রচুর প্রসাধন।

"সুপ্রভাত, ম্যাথ্যু," সুন্দর করে বলল ও। "মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এবার আমার কাছে এসেছো।"

"তোমার কাছে এসেছি?" ম্যাথ্যু বলে।

যেন সংহত প্রশংসায় সে ওর উন্নত শান্ত কপাল এবং ওই সবুজ চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সুন্দরী ও নিঃসন্দেহে, কিন্তু ওর সৌন্দর্য এমন যে নিরীক্ষণে সে মিলিয়ে যায়। লোলার মুখ দেখে সে অভ্যস্ত, সে অভ্যাসের চেতনা এক্ষুণি এই মুহূর্তে বড্ড স্থূলতায় প্রকট হলো। এহেন ম্যাথ্যু কতোবার যে ওর এই তরল বিশেষত্বগুলোকে জোড়া লাগাতে চেষ্টা করেছে। পারে নি। চেহারায় অদেত যেন সব সময় মিলিয়ে যায় এবং এমনি করে মোহময় বুর্জোয়া রহস্যকে জিইয়ে রাখে।

সে বলে, "সত্যি আমার এই আসাটা কেবল 'তোমার জন্য আসা' হলে খুশি হতাম। কিন্তু জ্যাকের সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে। বেকায়দায় পড়ে গেছি, ওর কিছু সাহায্যের দরকার। দেখি বলে।"

অদেত বলে, "তাড়াহুড়ো নেই তোমার নিশ্চয়ই। জ্যাক পালিয়ে যাচ্ছে না। বসো এখানে।"

ও সরে গিয়ে তার জন্য বসার জায়গা করে দেয়। হেসে বলে, "সাবধান। এখন কিন্তু একদিন সত্যিই আমি রাগ করব। আমাকে তুমি অবহেলা করছো। কেবল আমার জন্য 'তুমি আসবে' এটা আমার অধিকার; তুমিই কথা দিয়েছিলে একদিন শুধু আমার খাতিরে আসবে তুমি।"

"তার মানে, বলতে চাচ্ছো তুমি নিজেই কথা দিয়েছিলে একদিন তুমি আমাকে বরণ করে নেবে।"

"ইস, বিনয়! তোমার বিবেক এখন বিব্রত।" হেসে বলে অদেত।

ম্যাথু বসে। অদেতকে তার ভাল লাগে। ওর সামনে কথা খুঁজে পায় না।

তারপর আছো কেমন, অদেত ?"

এমনি একটা বেসুরো প্রশ্নকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই যেন গলায় কিছুটা অন্তরঙ্গতা ঢালল সে।

ও বলল, "খুব ভালো। জানো, আজকে সকালে কোথায় গিয়েছিলাম ? সেণ্ট জার্মানে। গাড়ি নিয়ে। ফ্রাঁসোয়াকে দেখতে। খুব ভালো লেগেছিল।"

"আর জ্যাক ?"

"ও ভীষণ ব্যস্ত থাকে আজকাল। দেখাই হয় না প্রায়। সাংঘাতিক ভাল আছে ও, যেমন থাকে চিরকাল।"

হঠাৎ অতৃপ্তির একটা সুগভীর বেদনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল ম্যাথু। ও জ্যাকের ধন। নিতান্ত সাদামাটা একটা জামা পরেছে ও, কোমরে লাল ফিতার বন্ধনী। বাচ্চা মেয়ের ফ্রকের মতো। সেই জামা থেকে বেরিয়ে আসা ওর দীর্ঘ বাদামী হাতের দিকে বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকাল সে। এই হাত, জামা, ফ্রকে বন্দী দেহ সব জ্যাকের, এই ইজিচেয়ার, মেহগিনি কাঠের লেখার টেবিল এবং ডিভানের মতো। মালিকানার গন্ধ সাবধানী লজ্জাবতী মহিলার গায়ে। নীরবতা নেমে এল দুজনের মধ্যে। একসময় ম্যাথু, শুধু অদেতের বেলায় প্রযোজ্য, একরকম মিষ্টি নাকি সুরে কথা বলল। বলল, "তোমার জামাটা খুব সুন্দর কিন্তু।"

"যা !" কপট কোপের হাসিতে অদেত বলে। "জামার পেছনে লাগবে না বলছি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই আমার জামার উপর মন্তব্য করা চাই। গেল সাত দিনে কি কি করা হয়েছে বলা হোক।"

ম্যাথুও হাসে। আড়ষ্টতা কেটে গেছে এখন। "সত্যি বলতে কি, জামাটা সম্পর্কে আমার কিছু বলবার আছে।"

"সেটা কি, মানিক আমার ?" অদেত বলে।

"বুঝতে পারছি না, এই জামার সঙ্গে তোমার ইয়ারিং পরা উচিত কি না।"

"ইয়ার-রিং ?" অদ্ভুত মুখ করে তাকায় অদেত তার দিকে।

"ভাবছো সেটা অশ্লীল হবে।"

"মোটেই না। বরং তাতে করে বেশি আধুনিক দেখাবে।" তারপর ও হাসল সহজ হাসি কিন্তু বলল কঠিন সুরে, "সেটা পরলে বুঝি আমার সঙ্গে আরো সহজ হতে তুমি।"

"মোটেই না—বাঃ তা কেন ?" কি বলতে কি বলল যেন ম্যাথু।

সে অবাক হলো। বুঝল নোংরা ও মোটেই নয়। অদেতের বুদ্ধিবৃত্তি ওর রূপের মতো—তার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে মায়াবী এক গুণ।

নীরবতা নেমে এল। কি বলবে আর কিছু ভেবে পেল না ম্যাথু। এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে না, ওর সঙ্গ ওর মনটাকে ভরে দিচ্ছে।

ম্যাথু উঠে দাঁড়ায়। তার মনে পড়ল, জ্যাকের কাছে টাকার জন্য যেতে হবে তাকে। আঙুলের ডগায় সুড়সুড়ির মতো বোধ করল সে।

ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় বলে, "চলি অদেত। না, না, উঠো না। যাবার পথে দেখা করে যাবো।"

জ্যাকের দরজায় ঠোকা দিচ্ছে। বুঝে উঠতে পারছে না সে, ঠিক কতটুকু দুর্বল অদেত। এইরকম মেয়েমানুষ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন।

"ভিতরে এসো।" জ্যাক বলে।

জ্যাক উঠল, সজাগ, সমুন্নত, এগিয়ে এল ম্যাথুর দিকে।

"সুপ্রভাত ওল্ড ম্যান। কি খবর ?" ওর গলা অন্তরঙ্গ।

ওকে ম্যাথুর চেয়ে কম-বয়েসী মনে হচ্ছে, যদিও ওই অগ্রজ। ম্যাথুর মনে হলো কোমরের দিকে বেড়ে গেছে ও, যদিও কোমরের বেল্ট পরেছে বুঝা গেল।

বন্ধুর মতো হেসে ম্যাথু বলল, "সুপ্রভাত।"

তার মনে হলো সে ভুল করছে। গত বিশ বছর ওর সঙ্গে দেখা হলেই কিংবা ওর কথা মনে পড়লেই ম্যাথুর মনে হয়েছে সে ভুল

করেছে।

"তারপর ? কি মনে করে ?" জ্যাক জিজ্ঞেস করে।

অসহায়ের মতো মুখভাব করে ম্যাথু।

জ্যাক জিজ্ঞেস করে, "কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি ? বসোনা চেয়ার টেনে। হুইস্কি চলবে ?"

"হুইস্কিই জমবে ভালো।" ম্যাথু বলে। সে বসল। গলাটা শুকিয়ে আসছে। হুইস্কি খেয়ে কিছু না বলে চলে গেলে কেমন হয় ? না, তা হয় না। দেরী হয়ে গেছে। কি জন্যে এসেছি জ্যাক টের পেয়ে গেছে। ও ভাববে ধার চাওয়ার সাহসই হলো না। জ্যাক দাঁড়িয়েই রইল। হুইস্কির বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঢালল।

"আমার শেষ বোতল। তা হোক, হেমন্তের আগে তো লাগছে না আর হুইস্কি। গরমের দিনে জিন ফিজ খেতে ভালো, না কি বলো ?" ও বলে।

ম্যাথু জবাব দেয় না। ওর সজীব লালচে মুখের দিকে তাকাল, ওর যোয়ান চেহারা এবং কদমছাট চুলের দিকে তাকাল, না, তার চোখে দরদ বলে কিছু নেই। সরল মনে হাসল জ্যাক। আসলে সেই সকালে লোকটাকে ঘিরে ছিল এক নিষ্পাপ পরিবেশ। হিংস্রতায় জ্বলে উঠে ম্যাথু, ভাবে, "সব মুখোস। ও জানে আমি কি জন্য এসেছি, ইচ্ছে করে ভড়ং দেখাচ্ছে।"

ম্যাথু রুক্ষকণ্ঠে বলে, "কি জন্য এসেছি তুমি তো জানোই, টাকার জন্য হাত পাততে এসেছি তোমার কাছে।"

ব্যস, সব শেষ হয়ে গেল। এখন আর পিছু ফেরা নয়। এর মধ্যেই তার ভ্রাতা চোখ কপালে তুলেছে, যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। হতাশা ঘিরে ধরল ম্যাথুকে, ভাবল, "আমাকে রেহাই দেবে না ও।"

জ্যাক বলে, "না, কই জানতাম না তো। কি করে জানব বলো ? তুমি বলতে চাচ্ছো, তোমার এখানে আসা যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য

ওইটে ?"

ও বসল, সোজা হয়েই, একটু যেন শক্ত হয়ে। সহজেই পায়ের উপর পা রাখল, যেন দেহভাগের কাঠিন্য একটু উসুল করতে চাচ্ছে এই ভঙ্গি দিয়ে। ইংলিশ টুইডের স্পোর্টস' স্যুটে মানিয়েছে ওকে বেশ।

ম্যাথ্যু বলে, "না, ঠিক তা নয়।" চোখের পাতি মেরে হাতের গ্লাস শক্ত করে ধরে। আবার বলে, "তবে কালকের মধ্যে চার হাজার ফ্রাঙ্কের দরকার আমার।" ("এক্ষুণি ও না বলবে। দোহাই ঈশ্বরের, শীগগির না করে দিক ও, আমি তাহলে চলে যেতে পারি।") জ্যাক কখনো তাড়াহুড়ো করে না, ও আইনজীবী, তদুপরি যথেষ্ট সময় রয়েছে ওর হাতে।

"চার হাজার ফ্রাঙ্ক" বলল সে মাথা দোলাতে দোলাতে। ভাবটা, সে ওর জানাই ছিল। "বেশ, বেশ, বেশ।"

পা ছড়িয়ে দেয় ও। জুতোর দিকে তৃপ্তচোখে তাকিয়ে থাকে। ও বলে, "তোমাকে দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। হাসি পাচ্ছে আবার জ্ঞানও হচ্ছে। শোন, আমি যা বলব এখন, তাতে কিছু মনে করো না।" ম্যাথ্যুর কাছ থেকে ইশারা পেয়ে ও নীরস গলায় বলে যায়, "তোমার স্বভাবে খুঁত বের করা আমার কর্ম নয়। আমি শুধু তলিয়ে দেখছি, দেখছি, নিজেকে উপরে রেখে—আসলে, যার সঙ্গে কথা বলছি সে দার্শনিক না হলে বলতাম, 'দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে।' কি জানো, তোমার কথা মনে পড়লেই আমার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় যে নীতিবাগীশ হওয়া উচিত নয় মানুষের। তোমার ভিতরটা ওইসবে ভর্তি, এমন কি তুমি আবার ওইসব নিজে আবিষ্কারও করে থাকো, কিন্তু নিজে তা তুমি মানো না। থিয়োরি অনুযায়ী তোমার চেয়ে স্বাধীন আর কেউ নেই। সে খুবই প্রশংসনীয় বস্তু অবশ্য, তুমি সব শ্রেণীভেদের উর্ধে'। আমি শুধু ভেবে পাই না, আমি না থাকলে তোমার কি হতো! এটা একটু বুঝতে চেষ্টা করো, আমি. যার কোন নীতির বালাই নেই তোমার মতো মানুষকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতে পারি—এটা আমার আনন্দ।

তবে একথা না ভেবে পারছি না, তোমার মতো ধ্যানধারণা থাকলে আমি অভিশপ্ত বুর্জোয়ার দয়ার কাঙাল হওয়ার আগে হিসেব করতাম। কারণ আমি নিজে একজন অভিশপ্ত বুর্জোয়া।"

ও হাসল হো-হো করে। হাসতে হাসতেই আবার বলল, "তারো চেয়ে খারাপ দিকটা হলো, যে-তুমি আমাদের বংশটাকে ঘৃণা করো সেই তুমিই বংশের সুবাদে হাত পাততে আসো। কারণ, ভাই না হলে তো আর তুমি আমার কাছে আসতে না।"

ওর গলার সুর আরো ঘন হয়ে আসে, বলে : "এসব কথা শুনতে খুব খারাপ লাগছে না তোমার আশা করি।"

ম্যাথুও হাসল, বলল, "লাগলেও তো কিছু করতে পারছি না।"

সে কোন এবষ্ট্রাক্ট আলোচনা জমাতে চাচ্ছে না। জ্যাকের সঙ্গে ও রকম তর্কে বিপদ আছে। ম্যাথু অচিরেই আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে যেহেতু।

জ্যাক নির্জীব গলায় বলে, "হ্যাঁ, সঙ্গত কারণেই। তোমার কি মনে হয় না, একটু চেষ্টা চরিত্র করলে—? কিন্তু সে আবার তোমার মতবাদের বিরোধী। তোমার দোষ একথা আমি বলছি না, দোষ তোমার নয় : আমার মতে দোষ তোমার নীতির।"

নেহায়েত কিছু বলতে হয় তাই ম্যাথু বলল, "কিন্তু কোন নীতি না মানাও তো একটা নীতি-বিশেষ।

জ্যাক বলে, "সে তেমন কিছু নয়।"

ম্যাথু ভাবল, "এই মুহূর্তে আমাকে রেহাই দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে ওর।" ভাইয়ের পুষ্ট গাল, লালচে রঙ এবং সহৃদয় কিন্তু স্থির অভিব্যক্তিকে দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে। বুকটা দড়াস করে উঠল তার। ভাবল, "ট্রিগারটা টিপবে কিনা ভাবছে ভাল করে।" ভাগ্যক্রমে জ্যাক আবার বলা শুরু করল।

আবৃত্তি করল ও, "চার হাজার। দরকারটা হঠাৎ এসে গেল নিশ্চয়ই। কারণ গত সপ্তাহে যখন—তুমি যখন ছোটখাট সাহায্য চাইতে

এসেছিলে, দাবীটা তখন এত মোটা অঙ্কের ছিল না।"

ম্যাথু বলে, "তাই। আমি—টাকাটার দরকার গতকাল থেকে শুরু হয়েছে।"

হঠাৎ মার্সেলের কথা মনে পড়ল তার, মনের চোখে দেখল ওকে, দেখল লালচে ঘরের ভেতরে একটা ভূতুড়ে নগ্ন ছায়া। এবং সে সবিস্ময়ে দেখল ভিক্ষা চাওয়ার মতো করে সে বলছে, "জ্যাক, টাকাটার আমার ভীষণ দরকার।"

জ্যাকের চোখে কৌতূহল। ম্যাথু ঠোঁট কামড়ায়। আগে দুইভাই একসঙ্গে হলে কোনদিন তাদের মনের কথা এতো জোর দিয়ে প্রকাশ করতো না।

"এতই দরকার? অবাক লাগছে আমার। তুমি তো ও রকম মানুষ নও—তুমি—তুমি এমনিই অল্পস্বল্প টাকা আমার কাছ থেকে ধার নাও, কারণ, হিসেব করে তুমি চলতে পারো না কিংবা চলো না। কিন্তু না বললে আমি বিশ্বাসই করতাম না—না, কি জন্য দরকার সেসব জানতে চাচ্ছি না আমি অবশ্য।"

শেষের কথাগুলো বলল প্রশ্নের মতো করে অস্পষ্ট উচ্চারণে।

ইতস্ততঃ করল ম্যাথু: বলবে ইনকামট্যাক্স দেওয়ার জন্য? না জ্যাক জানে যে মাসে তা দিয়ে ফেলেছে ম্যাথু।

"মার্সেল সন্তানসম্ভবা।" বলেই ফেলল সে আচমকা।

মনে হলো লজ্জায় লাল হয়েছে সে। কাঁধ ঝাঁকাল সে; কেন নয়, কেন নয় শুনি? এমন আকস্মিক সর্বগ্রাসী লজ্জা এল কেন? সে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে তাকাল ভাইয়ের দিকে। উৎসুক হয়ে উঠে জ্যাক।

"সন্তান চেয়েছিলে তুমি?" ইচ্ছে করে না বুঝার ভান করে ও।

"না।" ম্যাথুর সংক্ষিপ্ত জবাব। "দৈব দুর্বিপাক।"

জ্যাক বলে' "এতে অবশ্যই অবাক হতাম আমি, তবে কথাটা হলো তোমার অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রটি প্রচলিত নিয়মের বাইরে কোথাও বেছে নিলে বোধহয় ভাল করতে।"

"তা সত্যি, কিন্তু তা তো হয়ে উঠল না।"

নীরবতা তারপর। তারপর জ্যাক কথাগুলো মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে, "তাহলে বিয়েটা কবে হচ্ছে?"

ক্রোধে আরক্ত ম্যাথু। সবসময় এমন হয়। পরিস্থিতির মোকাবেলা সহজ মনে করতে না চাইলে জ্যাক গোঁ ধরে একই কথা ঘুরে ফিরে বলে এবং তা বলার সময় ও যেন অনেক উপরে আকাশে কোথাও কোন অবস্থান খুঁজে বেড়ায়, যাতে করে উচ্চতম স্থান থেকে ও কারো চরিত্রের ওপর দৃষ্টি ফেলতে পারে। ওকে যাই বলা হোক না কেন, প্রথমেই ও সংঘর্ষ থেকে উর্ধে উঠে যাবে, উপরে আকাশে না উঠে ও কিছুই দেখতে পায় না। উপরে আকাশে কোন বাসা খোঁজার একটা পক্ষপাতদুষ্ট অনুরাগ ওর সহজাত।

ম্যাথু নিষ্ঠুরের মতো বলে, "ওটা নষ্ট করবো বলে স্থির করেছি আমরা।"

জ্যাকের ভুরু কুঞ্চিত হলো না। কথাটা যেন গায়ে মাখে নি এমনি করে বলে, "ডাক্তার পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তার ওপর নির্ভর করা যাবে তো? তোমার কথা থেকে বুঝা যায় ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য সুবিধের নয়।"

"আমার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করেছি, ওরা বলছে, ডাক্তারটিও ভাল।"

জ্যাক বলে, "তা বেশ, তা বেশ। বুঝলাম।"

এক পলক চোখ বুঁজে রইল ও। চোখ খুলে পরে দু'হাতের আঙ্গুলের ডগা এক করল।

বলল, "তোমার কথা যদি যথার্থ বুঝতে পেরে থাকি তাহলে ঘটনাটি সংক্ষেপে এই: শুধু তোমার কানে এসেছে তোমার মেয়েবন্ধুটি সন্তানসম্ভবা। ওকে তুমি বিয়ে করতে চাও না কেননা সেটা তোমার নীতির বাইরে। কিন্তু ঠিক বিয়ের মতো কঠিন বন্ধনে ওর সঙ্গে তুমি আবদ্ধ বলে মনে করছো। বিয়ে করবে না, ওর সুনামও নষ্ট করবে না, সেইজন্য স্থির

যথাসাধ্য ভাল পরিবেশে ওর এবোরশনের জন্য অপারেশন করবে। তোমার বন্ধুবান্ধব একজন ভাল ডাক্তারের নাম সোপারিশ করেছে, তার ফি হলো চার হাজার ফ্রাঙ্ক। এখন এই টাকাটা যোগাড় করা ছাড়া আর কিছু করার নেই তোমার। এই তো?"

"এই।" ম্যাথু বলে।

"কিন্তু কালকের মধ্যেই চাচ্ছো কেন টাকাটা?"

"যে ডাক্তারের কথা বললাম ও দিন সাতেকের মধ্যে আমেরিকা চলে যাবে।"

"হুঁ। বুঝলাম।" জ্যাক বলে।

জোড়-হাত একেবারে চোখের কাছাকাছি এনে তার দিকে তাকিয়ে এমন ভাব করল যেন সবকিছু শুনে এক্ষুণি একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। কিন্তু ম্যাথুর বুঝতে ভুল হলো না: আইনজীবীরা এতো শীগগির কোন সিদ্ধান্ত নেয় না। জ্যাক হাত নামিয়ে দুই হাঁটুতে রাখল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে ও। চোখ থেকে সব আলো উবে গেল যেন। "কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে এবোরশনের উপর খুব কড়াকড়ি করতে যাচ্ছে।"

ম্যাথু বলে, "জানি। মাঝে মাঝে ওরা হন্যে হয়ে উঠে। দু-একটা বেচারী বদমাইসকে ধরপাকড় করে, এই যারা আত্মরক্ষায় অপারগ। বড় বড় বিশেষজ্ঞরা অবশ্য নিশ্চিন্তই থাকেন।"

জ্যাক বলে, "তুমি বলছো, সেটা অন্যায়। আমিও সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু ফল যা হয় তাকে সম্পূর্ণ অসমর্থন করি না আমি। অবস্থা বিপাকে, তোমার বেচারী বদমাইসরা হলো গে কোবরেজ-টোবরেজ কিংবা হাতুড়ে বুড়ী যারা নোংরা কলকাঠি দিয়ে কাজটা সারে। পুলিশের উদ্দেশ্য হলো ওদের উৎখাত করা, সেটাই একটা মস্ত বড়ো কাজ।"

ক্লান্ত স্বরে ম্যাথু বলে, "তা বটে। আমি চার হাজার ফ্রাঙ্কের জন্য এসেছিলাম।"

জ্যাক বলে, "এই—এবোরশনটা তোমার নীতিমাফিক হচ্ছে এ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত?"

"তা নয় তো কি ?"

"সে আমি জানি না, সেটা তো তুমি বলবে। তুমি শান্তিবাদী, কেননা মানুষের জীবনকে তুমি শ্রদ্ধা করো অথচ একটা জীবনকে তুমি বিনষ্ট করতে চাচ্ছো।"

ম্যাথু বলল, "এ বিষয়ে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। উপরন্তু, শান্তিবাদী হলেও মানুষের জীবনকে আমি শ্রদ্ধা করি না, ওরকম কোন কথা আমি বলি না।"

"নাকি !" জ্যাক বলে। "আমি ভাবলাম— ।" এবং ও ম্যাথুর দিকে সকৌতুক প্রসন্নতার সঙ্গে তাকাল : "তাহলে তুমি একজন শিশু হত্যাকারী ! এটা কিন্তু তোমাকে মানায় না, থ্যু।"

ম্যাথু ভাবল, "ওর ভয় আমি ধরা পড়ে যাবো। একটা কানাকড়িও ও আমাকে দেবে না।" ওকে এমন করে বলতে পারলে ভাল হতো : "টাকা দেওয়ার মধ্যে তো কোন ঝুঁকি থাকছে না। পুলিশের খাতায় নাম নেই এমন কাউকে দিয়ে কাজটা আমি করাবো। টাকা না দিলে মার্সেলকে আজেবাজে হাতুড়ে ধাইয়ের কাছে পাঠাতেই হবে আমাকে, এবং তা যদি করতে হয় তাহলে কোন কিছুরই নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না, কারণ পুলিশ ওদের সব্বাইকে চেনে, ওদের চাপ দিলেই কথা বেরিয়ে যাবে।" কিন্তু এই সব যুক্তি এতো মামুলি, জ্যাককে তা টলাতে পারবে না। ম্যাথু শুধু বলল :

"এবোরশন শিশুহত্যা নয়।"

সিগ্রেট ধরাল জ্যাক। নিরাসক্ত জবাব জ্যাকের, "তা বটে। মানলাম, ভ্রূণ হত্যা শিশুহত্যা নয়, কিন্তু সৃষ্টিধর্ম অনুযায়ী হত্যা তো সেটা।"

গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলে, "শোন ম্যাথু, মেটাফিজিক্যাল হত্যায় আমার কোন আপত্তি নেই, অন্ততঃ নির্ভেজাল অপরাধে যেটুকু আপত্তি তার চেয়ে বেশি তো নয়ই। কিন্তু তুমি, তুমি এরকম মেটাফিজিক্যাল হত্যা করবে—তোমার মতো মানুষ—।" জিভে তালুতে

আপশোসের আওয়াজ করল ও। "না, এটা কোন কাজের কথা নয়।"

সব শেষ। জ্যাক না করবে, ম্যাথু চলে যাবে। তবু গলা পরিষ্কার করে, নিজের বিবেক পরিস্কার রাখার জন্য বলল: "তাহলে কিছু করতে পারছো না তুমি?"

জ্যাক বলে, "আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার উপকার করতে অস্বীকার করছি না আমি, কিন্তু এটা কি সত্যি সত্যি উপকার করা হবে? এও বলি, টাকাটা যোগাড় করতে তোমার মোটেই বেগ পেতে হবে না, সে আমি ভাল করে জানি ।" হঠাৎ ও উঠে দাঁড়াল, যেন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ভাইয়ের কাছে এগিয়ে এল। তার কাঁধে একটা হাত রাখল। সহজ হৃদ্যতায় বলল, "আমার কথা শোন থ্যু। ধরো আমি ফিরিয়ে দিলাম তোমাকে। নিজের সঙ্গে মিথ্যাচারে আমি তোমাকে সাহায্য করলাম না। তবে, আমি কিন্তু অন্য রকম একটা পরামর্শ দিতে পারি ।"

ম্যাথু উঠতে গিয়েও, চেয়ারে বসে পড়ল আবার। ভ্রাতৃত্বসুলভ পুরনো আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার মধ্যে। কাঁধে কঠিন এবং কোমল চাপটা ওর সহ্য হলো না। চেয়ারে সে মাথা এলিয়ে দিল। জ্যাকের মুখটা ছোট দেখাচ্ছে এই অবস্থায়।

"নিজের সঙ্গে মিথ্যাচার! এর চাইতে তুমি জ্যাক, বললেই পারো এবোরশনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাও না, তুমি কাজটা সমর্থন করো না অথবা হাতে টাকা নেই তোমার, এসব কথা বলার অধিকার আছে তোমার, আমারও রাগ করবার কিছু থাকে না। কিন্তু মিথ্যাচারের এই কথাটি একেবারে বাজে কথা। এর মধ্যে মিথ্যাচারের নেই কিছু। সন্তান আমি চাই না, সন্তান আসছে, তাকে রোধ করতে চাই আমি, ব্যস।"

হাত গুটিয়ে নেয় জ্যাক। গভীর ভাবনায় তন্ময় হয়ে পায়চারি করে খানিক। ম্যাথু ভাবল, 'আমাকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়ে ছাড়বে ও। তর্কের মধ্যে যাওয়াই উচিত হয় নি আমার।"

জ্যাক শান্ত গলায় বলে, "দেখো ম্যাথু, তোমাকে আমি, তুমি যদ্দুর মনে করো তার চেয়েও ভাল করে চিনি। তুমি আমাকে আঘাত দিচ্ছো। অনেকদিন থেকেই আমার ভয় ছিল এমনি একটা কিছু ঘটবে। স্বেচ্ছায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছো তুমি তার অনিবার্য পরিণাম এই সন্তান। তাকে তুমি চাপা দিতে চাও কারণ তোমার কৃতকর্মের ফলভোগ করতে চাও না। বলব, সত্যি কথাটা বলব? আমার বিশ্বাস; ঠিক এই মুহূর্তে তুমি নিজের সঙ্গে মিথ্যাচারে লিপ্ত নও: কিন্তু মুস্কিল হলো, তোমার সমস্ত জীবনটাই মিথ্যার ওপর তৈরী।"

"বলে যাও। কিছু মনে করছি না আমি। বলো, কোন্ জিনিসটা এড়াতে চাচ্ছি আমি।" ম্যাথু বলে।

"তুমি একজন বুর্জোয়া এবং সে তোমার লজ্জা, এই সত্যকে এড়াতে চেষ্টা করছো তুমি। অনেক ঘাটের পানি খেয়ে আমিও আবার সেই বুর্জোয়াতে পরিণত হয়েছি, সুবিধামতো বিয়ে করেছি। কিন্তু তুমি মনেপ্রাণে বুর্জোয়া, তোমার রুচিতে, তোমার মেজাজে। তোমার মেজাজই তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বিয়ের দিকে। কারণ তুমি বিবাহিত ম্যাথু।" শেষের কথাটা ও জোর করে বলল।

"কথাটা এই প্রথম শুনলাম।" ম্যাথু বলে।

"হ্যাঁ তাই, তুমি তাই। তফাৎ তুমি ভান করছো তুমি বিবাহিত নও কারণ থিয়োরিতে আচ্ছন্ন তুমি। ওই যুবতী মেয়েটি তোমার জীবনের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে: সপ্তাহে চারদিন ওর কাছে তুমি যাও এবং ওর সঙ্গে রাত্রিবাস করো। সাত বছর এই চলছে এবং এর মধ্যে নতুনত্ব নেই কিছু। ওকে শ্রদ্ধা করো, মনে করো ওর প্রতি দায়িত্ব আছে তোমার, ওকে ত্যাগ করতে চাও না তুমি। আমার নিশ্চিত ধারণা সম্ভোগের আনন্দ তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, সে আনন্দ তোমার যতো তীব্রই হোক না কেন, এখন তা ফিকে হতে শুরু করেছে। আসলে আমার মনে হয়, তুমি

বিকেলে ওর পাশে বসে সারাদিন কি কি করেছো তার কাহিনী শোনাও, বিপদে পড়লে উপদেশ নাও ওর।"

"তা তো নিশ্চয়ই।" ম্যাথু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে। নিজের ওপর রাগ হলো তার।

"খুব ভাল কথা। তাহলে বলো ত' বিয়ের সঙ্গে তার তফাৎটা কোন্‌খানে—সহবাসের কথা বাদ দিলে?" জ্যাক বলে।

"সহবাসের কথা বাদ দিলে?" বিদ্রূপে শাণিত হয় ম্যাথু। "কিন্তু, সে তো শুধু কথার মার প্যাঁচ।"

"অ। তোমার যা অবস্থা, আমার কথা না মানলে অবশ্য সস্তায় কাজটা সারা যায়।"

ম্যাথু ভাবল, "আমার কোন ব্যাপার নিয়ে এতো কথা আগে কোনদিন ও বলে নি তো। ও শোধ নিচ্ছে।" এখন চলে গেলে হয়, পেছনে সশব্দে দরজা বন্ধ করে। কিন্তু এ কথা ম্যাথু জানে স্থির, শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে তাকে। ভাইয়ের সত্যিকারের মনোভাব জানবার জন্য আক্রমণাত্মক এবং ইতর একটা রোখ চেপে গেল তার।

"আমার অবস্থার জন্যই আমি সস্তায় কাজ সারছি এ কথা বলছো কেন?"

"কারণ এমন পরিস্থিতিতে আরামসে জীবন কাটাতে পারছো, স্বাধীনতার আস্বাদ ভোগ করছো। বিয়ের সব সুবিধা আদায় করছো, অসুবিধার বেলায় দোহাই দিচ্ছো নীতির! এই অবস্থাটিকে নিয়মে বাঁধতে তুমি অনিচ্ছুক, কেননা সেই জীবনকে খুব সহজভাবে নিয়েছো। এতে যে দুঃখ পাবে পাক, তুমি পাবে না।"

ম্যাথু বিষ উদগার করে, "বিয়ে সম্পর্কে আমার ধারণার সঙ্গে মার্সেল একমত।" প্রত্যেকটি শব্দ তার কানে বাজল, তাতে স্বস্তিতে ব্যাঘাত ঘটল তার।

জ্যাক বলে, "একমত না হলে সেটা তোমাকেও বলতো এবং অর্থবোধ করতো নিঃসন্দেহে। সত্যিই তোমাকে বুঝবার মতো জ্ঞান

আমার নেই : তুমি, কোথাও কোন অবিচারের কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় মুখর হয়ে উঠো, সেই তুমিই এই মহিলাকে বছরের পর বছর অব-দমিত করে রাখছো, শুধু নিজের নীতিকে শ্রদ্ধা করছো এই কথা নিজেকে বলে আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যে। কথাটা সত্যি হলে অবশ্য ততটা খারাপ লাগতো না, খারাপ লাগতো না যদি তোমার ধারণাবাসনা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে। আবার বলছি আমি, তুমি বিবাহিতের সমতুল্য, তোমার আনন্দময় এক বাসা আছে, মাসে মাসে ভাল মাইনে পাচ্ছো, ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই কেননা সরকার পেনসনের নিশ্চয়তা বিধান করছে আর এমনি জীবনই তোমার পছন্দ, শান্ত, রুটিনবাঁধা অফিসারের টিপিক্যাল জীবন যেমন হয়।"

"দেখো, একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমি বুর্জোয়া কি না তা নিয়ে বিন্দু বিন্দুমাত্র আমি মাথা ঘামাই না। যা আমি চাই—" শেষের কথাগুলো সে উচ্চারণ করল দাঁতে দাঁত চেপে লজ্জাবোধের অনুষঙ্গে, "তা হলো আমার মুক্তি, আমার স্বাধীনতা।" ম্যাথু বলল।

জ্যাক বলল, "আমার মতে স্বাধীনতা হচ্ছে যে পরিস্থিতিতে একজন ইচ্ছে করে প্রবেশ করে তার অকুতোভয় মোকাবেলা এবং নিজের দায়িত্ব সম্পাদনের সমষ্টি। কিন্তু সেটা তো আর তোমার মত নয় : তুমি পুঁজিবাদী সমাজের নিপাত কামনা করছো অথচ সেই সমাজেরই তুমি একজন কর্মচারী। কম্যুনিষ্টদের প্রতি বাইরে বাইরে মৌখিক সহানুভূতি দেখাও অথচ কার্যক্ষেত্রে কিছুই করো না। কোন দিন ভোট দাওনি তুমি। বুর্জোয়াদের ঘৃণা করো অথচ নিজে তুমি বুর্জোয়া, তুমি বুর্জোয়ার ছেলে, ভাই বুর্জোয়া, চলাফেরা করো বুর্জোয়ার মতো।"

ম্যাথু হাত নেড়ে থামতে বলে ওকে, জ্যাক সে বাধা গ্রাহ্য করল না।

"তবে এখন তুমি বিচারবুদ্ধির বয়সে পৌঁছেছো ম্যাথু।" সুর পালটিয়ে নেয় ও। এখন তার কথায় এসেছে করুণার আভাস, হুঁশিয়ারির ইঙ্গিত। "কিন্তু সেই সত্যটিকেও তুমি চালাকি করে

এড়িয়ে যেতে চাইছো। ভান করছো যেন বয়সে তুমি আরো অনেক ছোট। তবে হ্যাঁ, তোমার উপর অবিচার করছি বোধহয় আমি। আসলে তুমি বোধহয় বিচারবুদ্ধির বয়সে পৌছাও নি, প্রকৃতপক্ষে সেটা বোধহয় নৈতিক বয়স—যে বয়সে, মনে হয়, তোমার চেয়ে আমি একটু তাড়াতাড়ি পৌছে গেছি।"

ম্যাথু ভাবছে, "ওর এখন অবসর। ওর যৌবনের কাহিনী বোধহয় শোনাবে এখন।" নিজের যৌবন নিয়ে ভারী গর্ব জ্যাকের। সেটা ওর নৈতিক নিশ্চয়তা বিধানের দলীল। সে যৌবন অক্ষত বিবেক নিয়ে নিয়মের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে সাফাই গাইবার অধিকার দিয়েছে তাকে। পাঁচ বছর ও অক্লান্ত সাধনা করে ফ্যাশন দুরস্ত কায়দাকানুনের অনুকরণ করেছে, অধিবাস্তববাদ নিয়ে খেলাধুলা করেছে, প্রেমে পড়েছে কয়েকবার এবং মাঝেসাঝে রমণী সম্ভোগের আগে এথিল ক্লোরাইডের গন্ধ শুঁকেছে রুমাল থেকে। এক শুভদিনে আত্ম-শুদ্ধি হলো ওর: অদেত ওকে এনে দিল ছয়শ হাজার ফ্রাঙ্কের যৌতুক। ম্যাথুকে চিঠি লিখেছিল ও: "জীবনে অন্য দশজনের মতো চলার সৎসাহস থাকা চাই, তাতেই অন্য দশজন থেকে আলাদা হওয়া যায়।" এবং ও একজন আইনজীবীর পশার কিনে জাঁকিয়ে বসল।

ও বলে, "তোমার যৌবনধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাচ্ছি না আমি। বরং তার উল্টো: কপাল ভাল ছিল বলে কিছু অপকর্মের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলে। আসলে নিজের যৌবন নিয়েও আপশোষ নেই আমার। তস্কর পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রবৃত্তি আমাদের উভয়ের ঝেড়েমুছে ফেলে দিতে হয়েছিল। তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ হলো, আমি এক ধাক্কায় সেটাকে পরিহার করেছি, তুমি করছো একটু একটু করে, এখনো সারতে পারো নি। আমার মনে হয়, তুমি আমার চেয়ে কম দস্যি ছিলে এবং এই জিনিসটাই তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তোমার জীবন হলো একটা অনিবৃত্ত আপোষ, আপোষ, একদিকে বিদ্রোহ ও অরাজকতার প্রতি একরত্তি ঝোঁক এবং

অন্যদিকে নিয়মশৃঙ্খলা, নৈতিক স্বাস্থ্য এবং ধরতে গেলে প্রায় রুটিনের দিকে টানে তোমার যে গভীরতর প্রবৃত্তি, তাদের মধ্যে। তার ফল হলো, তোমার এই বয়সেও তুমি একজন দায়িত্বহীন ছাত্র রয়ে গেলে। বুড়ো মানিক আমার, নিজের মুখের দিকে তাকাও: বয়স চৌত্রিশ, টাক পড়ছে একটু একটু—অবশ্য আমার মতো এতোটা নয়—যৌবন বিগত, বোহেমিয়ার জীবন মানায় না তোমাকে। আচ্ছা, এই বোহেমিয়া জিনিসটা কি ? একশ বছর আগে এর মধ্যে আনন্দ ছিল, কিন্তু আজকের দিনে সে নাম একপাল উন্মাদের, যারা বিপজ্জনক নয় কারো জন্য, যারা ট্রেন ফেল করেছে। তোমার, ম্যাথ্যু, বিচার-বুদ্ধির বয়স হয়েছে, হওয়া উচিত।

শেষের কথাগুলো উন্মন আভাসে আবৃত্তি করল।

ম্যাথ্যু বলে, "ধুস্! তুমি যাকে বিচার বুদ্ধির বয়স বলছো, সেটা হচ্ছে হাল-ছেড়ে দেবার বয়স। ওতে আমার প্রয়োজন নেই।"

জ্যাক শুনছে না। সহসা ওর মুখ চিন্তামুক্ত হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ও বলতে থাকে:

"শোন, যা বলছিলাম, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। যদি রাজি না হও, তাহলেও চার হাজার ফ্রাঙ্ক জোগাড় করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না তোমার, কাজেই আমার কোন মর্মপীড়ার কারণ থাকবে না। আমি তোমাকে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে প্রস্তুত যদি বিয়ে করো মেয়েটাকে।"

এমনি একটা চাল মারবে, ম্যাথ্যু জানত। তা হোক, অন্তত মুখ রক্ষা করে এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পথ তো পাওয়া গেল।

উঠে দাঁড়াল সে, বলল, "ধন্যবাদ জ্যাক। তোমার দয়ার কথা মনে থাকবে, কিন্তু সে হবার নয়। তোমারটা ভুল পথ এ কথা বলছি না, বলছি বিয়ে যদি কোনদিন করতেই হয় তাহলে বিয়ের জন্য বিয়ে করব। এখন এই মুহূর্তে সেটা হবে এই বিপাক থেকে বাঁচবার একটা বিশ্রী প্রচেষ্টা মাত্র।"

জ্যাকও উঠে দাঁড়াল। বলল, "ভেবে দেখো। সময় নাও। তোমার স্ত্রীকে আমরা তুলে নেবো, সেকথা নিশ্চয়ই বলবার দরকার নেই। তোমার পছন্দের ওপর বিশ্বাস আছে আমার। ওকে বন্ধু হিসেবে পেতে অদেত ভীষণ খুশি হবে, দেখো। আর আমার স্ত্রী তো তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের কিছুই জানে না!"

"ওসব আমি আগেই চিন্তা করেছি।" ম্যাথু বলে।

"সে তোমার মর্জি।" জ্যাক অন্তরঙ্গ সুরে বলে। ও কি নিভে গেছে? ও আবার বলে, "কবে দেখা হচ্ছে আর?"

ম্যাথু বলল, "রোববার দুপুরে খাবো এখানে। চলি।"

"দেখা হবে। যদি দেখো মতের পরিবর্তন হয়েছে তোমার, আমার প্রস্তাব বহাল রইল।"

ম্যাথু হাসল। বের হয়ে এল কোন কথা না বলে। "বাঁচা গেল, যাক, সব শেষ হয়ে গেল" ম্যাথু ভাবল। সিঁড়ি ভেঙ্গে তরতর করে নেমে গেল, না মনের স্ফূর্তিতে নয়, তবে তার ইচ্ছে হলো গলা ফাটিয়ে গান করতে। এখন চেয়ারে বসেছে জ্যাক, চোখ মেলে শূন্যে তাকিয়ে আছে, বিষণ্ণ গম্ভীর হাসিতে নিজেকে বলছে: "ছেলেটাকে নিয়ে ভাবনায় পড়া গেল, অবশ্য বিচারবুদ্ধির বয়স হয়েছে ওর।" অথবা অদেতের কাছে গেছে: "ম্যাথুকে নিয়ে বিপদেই পড়া গেল। কেন, সব কথা বলতে পারছি না তোমাকে। তবে ও যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারে না।" অদেত কি বলবে? ও কি পাকা-মাথা বিবেচক স্ত্রীর মতো কথা বলবে, নাকি বই থেকে মুখ না তুলে হাঁ-হুঁ ধরনের কিছু বলে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে?

কথাটা মনে পড়তেই খেয়াল হল অদেতের কাছে বলে আসা হয় নি। বেদনা অনুভব করল একটা, মনটাই বেদনায় ভারী এখন। সত্যিই তাই? মার্সেলকে অবদমিত করে রেখেছে সে? মনে পড়ল বিয়ের বিরুদ্ধে মার্সেলের জ্বালাময়ী বক্তৃতা। সেই প্রস্তাব দিয়েছিল বিয়ের। একবার। পাঁচ বছর আগে। খুব স্পষ্ট করে নয় যদিও। মার্সেল ওর

মুখের উপর হেসে উঠেছিল। ম্যাথ্‌ ভাবছে "হায়, আমার ভাই সব-সময় আমার মধ্যে একটা হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তোলে।" কিন্তু না, তা, সত্যি নয়। নিজের দোষ নিয়ে তার মনের অবস্থা যাই হোক না কেন, জ্যাকের সামনে ম্যাথ্‌ সবসময় আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। "নচ্ছার এই লোকটা মেজাজ বিগড়ে দেয় আমার। ওর কাছে গেলে নিজের লজ্জা দূর হয় না, ওর জন্য লজ্জা পেতে থাকি। তাই, তাই, নিজের বংশ থেকে একেবারে সরে যাওয়া সম্ভব নয়, এ যেন গুটিবসন্ত, ছেলেবেলায় ধরল তো সারাজীবনের জন্য দাগ মেরে রাখে।" মন্তোগিল রোডের মাথায় সস্তা কাফে আছে একটা। ভিতরে ঢুকল। টেলিফোন এক কোণে, অন্ধকারে। রিসিভার তুলতেই বুকটা কেঁপে উঠল যেন।

"হ্যালো। হ্যালো! মার্সেল?"

মার্সেলের নিজের টেলিফোন আছে।

"তুমি বলছো?" ও বলল।

"হ্যাঁ।"

"কি খবর?"

"খবর বুড়ীকে দিয়ে কাজ হবে না, অসম্ভব।"

"হুঁ," মার্সেলের দ্বিধাগ্রস্ত গলা।

"সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওকে প্রায় মাতাল অবস্থায় পেলাম, ঘরে দুর্গন্ধ। ওর হাত দুটো যদি দেখতে। আর বুড়ীটা যণ্ডাগোছের।"

"বুঝলাম। তারপর—?"

"আরেকজনকে পেয়েছি। সারা সন্ধান দিল। খুবই ভাল শুনেছি।"

"আহ্‌!" মার্সেল অন্যমনস্ক যেন। ও আবার বলে, "কতো?"

"চার হাজার।"

"কতো?" মার্সেলের গলায় অবিশ্বাস।

"চার হাজার।"

"কথা শোন, সে হয় না। ওখানেই—।"

"না, যাবে না।" ম্যাথু জোর করে। "ধার করব আমি।"

"কার কাছ থেকে? জ্যাক?"

"এক্ষুণি এলাম ওর কাছ থেকে। ও দিল না।"

"দানিয়েল?"

"সে-ও না করল। শুওরের বাচ্চা। আজ সকালে গিয়েছিলাম ওর কাছে। আমি জানি ওর কাছে প্রচুর টাকা।"

"বলোনি কিজন্য টাকা চাচ্ছো—ওইজন্য?" মার্সেলের গলা কড়া।

"না।" ম্যাথু বলে।

"কি করবে এখন?"

"জানি না।" যেই বুঝল, ওর গলায় আশ্বাসের সুর ফুটছে না, দৃঢ়কণ্ঠে যোগ করল, "অস্থির হয়ো না। আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় আছে হাতে। টাকা আমি যোগাড় করবো। টাকাটা জোগাড় না করেছি তো আমি মানুষ নই।"

মার্সেলের অদ্ভুত কণ্ঠ, "বেশ, জোগাড় করো।"

"আমি টেলিফোন করব। কালকে দেখা হবে।"

"হ্যাঁ।"

"শরীর ভাল?"

"হ্যাঁ খুব।"

"তুমি খুব ইয়ে হচ্ছো, না—"

কর্কশ গলায় বলে মার্সেল, "হ্যাঁ। আমার অবস্থা কাহিল।"

তারপর সুর একটু নামিয়ে বলে, "ঠিক আছে, যদ্দূর পারো করো, মানিক আমার।"

"কালকে বিকেলে তোমাকে চার হাজার ফ্রাঙ্ক এনে দেবো।" ম্যাথু বলল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর কোন রকমে বলতে পারল: "আমি তোমাকে ভালবাসি।"

টেলিফোন বুথ থেকে বের হয়ে এসে কাফের দিকে হেঁটে যাচ্ছে সে, কানে বাজছে মার্সেলের শুকনো গলা, "আমার অবস্থা কাহিল।" তার ওপর রাগ করেছে ও। অথচ সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে সে। "অথ-

মানিত অবস্থা। আমি কি ওকে অবমানিত অবস্থায় রেখেছি? এবং যদি—।" ফুটপাথের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আর ও যদি সন্তান চায়? সব ওলটপালট হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত শুধু সেই ধারায় চিন্তা করতেই সব কিছুর অর্থ বদলে যাবে। সে এক ভিন্ন কাহিনী। এবং ম্যাথু, ম্যাথু নিজে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ম্যাথু অন্যেতর রূপ পরিগ্রহ করবে। নিজের কাছে শুধু যেন মিথ্যে কথাই বলে এল এ যাবৎ। সে এক জঘণ্য ভূমিকায় অভিনয় করছে। ভাগ্যিস, এসব সত্য নয়, সত্য হতে পারে না। "অনেকবার ওকে বিবাহিতা সন্তানসম্ভব, বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখেছি: পুণ্যবতী মাগী বলে ডাকতো ওদের, বলতো: "ডিম পাড়তে যাচ্ছে তো, তাই গরবে ফেটে পড়ছে।" অমন কথা যে মেয়েলোক বলতে পারে ভাবের আবেশে তার অধিকার নেই, যদি অধিকার গ্রহণ করতে যায়, তা হবে বিশ্বাসের অপব্যবহার। মার্সেল তা করতে পারে না, ও আমাকে তাহলে বলতো নিশ্চয়ই। আমরা দুজন দুজনকে তো সবকথা খুলে বলি। তারপর—উঃ অসহ্য!" একই জটিলতার আবর্তে আর পারছে না সে ঘুরতে—মার্সেল, আইভিচ, টাকা, টাকা, আইভিচ, মার্সেল—"যা করবার সব আমি করব, কিন্তু এই সব আমি আর ভাবতে পারছি না, উঃ ঈশ্বর, অন্য কিছু ভাবব আমি এখন।" ব্রুনের কথা মনে করল, কিন্তু না, ব্রুনে আরো তিমিরাচ্ছন্ন বিষয়: মৃত বন্ধুত্ব। ভয় লাগছে, মনমরা হয়ে গেছে সে, আবার ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে বলে। পত্রিকার ষ্ট্যাণ্ডের দিকে নজর পড়তে এগিয়ে গেল ওদিকে। "একটা প্যারিস-মিডি দিন।"

ওখানে কোন লোক নেই। কাজেই হাতের কাছে যে পত্রিকা উঠল তাই উঠিয়ে নিল। এক্সসেলসিয়র। দশটা স্যু' বের করে দিয়ে সে পত্রিকা হাতে এগোয়। এক্সসেলসিয়র আপত্তিকর পত্রিকা নয়, মোটা কাগজে ছাপা, নীরস, ভেলভেট সদৃশ সাগুদানার মতো টাইপ। মেজাজ খারাপ করতে পারে না, পড়লে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায় শুধুমাত্র। "ভ্যালেন্সিয়ায় বিমানে বোমাবর্ষণ," ম্যাথু পড়ল, পড়ে অস্পষ্ট

বিরক্তির ভাব করে উপরের দিকে তাকাল: রোমার রোড, নিষিদ্ধ পত্রিকা এলাকা। বেলা দুটো। দিনের এই সময়টায় উত্তাপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের মতো রাস্তার মাঝখানে তাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে মচমচ করে। "শহরের মাঝ বরাবর আকাশে চল্লিশটি এরোপ্লেন চক্কর মারে, এবং একশ পঞ্চাশটি বোমা নিক্ষেপ করে। নিহত ও আহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।" চোখের আড়ে লক্ষ্য করল হেড-লাইনের নিচে এবড়ো খেবড়ো গাদাগাদি করে বাঁকা অক্ষরে ছাপা প্যারা একটি, দেখে মনে হলো রসাল এবং বিশ্বস্ত বিবরণ দেওয়া আছে তাতে। "আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত।" হিসেব, বিবরণ। পাতা উল্টায় ম্যাথু, আর জানতে চায় না। বার-লা-ডুকে ম'সিয়ে ফ্লানদির বক্তৃতা। ম্যাগিনট লাইনের পেছনে ফ্রান্স মুখ থুবড়ে পড়ে আছে...ষ্টোকোভস্কির ষ্টেটমেন্ট—গ্রেটা গার্বোকে আমি কক্ষণো বিয়ে করব না। উইদমান কেলেঙ্কারির আরো তথ্য। ইংল্যাণ্ডের রাজার শুভাগমন: প্রিন্স চার্মিং-এর জন্য অপেক্ষমান প্যারিস। সমস্ত ফরাসী-মানুষ ..ম্যাথু শিউরে উঠে...ভাবে: "সমস্ত ফরাসীরা শূকরের জাত।" মাদ্রিদ থেকে লেখা এক চিঠিতে গোমেজ কথাটি বলেছিল। পত্রিকা বন্ধ করে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ প্রতিনিধির বিবরণ পড়তে থাকে। এখন পর্যন্ত পঞ্চাশজন নিহত আর তিনশজন আহত, তবে এটা শেষ হিসেব নয়, ধ্বংসস্তুপের তলায় আরো আছে সে অবধারিত। কোন এরোপ্লেন ছিল না, ছিল না এন্টিএয়ারক্রাফ্ট গান্। কেমন যেন অপরাধী মনে হলো নিজেকে ম্যাথুর। পঞ্চাশ নিহত, তিনশ আহত—তার মানেটা কি? পুরো হাসপাতাল? সাংঘাতিক ধরনের ট্রেন এক্সিডেন্ট? পঞ্চাশজন মৃত। সেদিন সকালে ফ্রান্সের হাজার হাজার মানুষ গলায় ক্রোধের একটা কুণ্ডলির অস্তিত্ব বোধ না করে পত্রিকা পড়তে পারে নি, হাজার হাজার মানুষ হাতের মুঠো শক্ত করে বিড়বিড় করেছে: "শুওর!" ম্যাথু হাতের মুঠো পাকিয়ে বিড়বিড় করে,: "শুওর!" এতে নিজেকে আরো বেশি অপরাধী মনে হলো। অন্ততঃ নিজের মধ্যে সামান্যতম

একটা অনুভূতির সন্ধান যদি পেতো সে, যা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ, এবং লজ্জাক্লিষ্টও বটে, হলোই বা সে আবেগ তার সীমা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু না: সে ফাঁকা, প্রচণ্ড এক ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছে সে, প্রচণ্ড এক লাচার ক্রোধ। সেই ক্রোধকে দেখতে পাচ্ছে সে, প্রায় স্পর্শ করতে পারছে। তবে সে ক্রোধ নির্জীব, সে ক্রোধকে যদি বাঁচতে হয়, বাঙময় হতে হয়, যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাহলে তাকে ম্যাথু নিজের দেহটি ধার দিতে পারে। সে অন্য কারো ক্রোধ, তার নয়। "শুওর!" হাতের মুঠি পাকাল সে, হাঁটতে থাকল, কিন্তু না কিছুই হলো না, সে ক্রোধ বাইরেই থেকে গেল, ম্যাথুকে স্পর্শ করতে পারল না, ভ্যালেন্সিয়ায় সে গেছে, '৩৪ এর মেলা দেখেছে, বিখ্যাত নাচ-গানের জলসায় গিয়েছিল, সে জলসায় অর্তেগা ছিল, আল এসতু-দিয়াঁত ছিল। সমস্ত শহর ঘুরে মরছে ওর চিন্তা, গির্জে খুঁজছে, রাস্তা খুঁজছে, কোন বাড়ির এক ফালি অংশ খুঁজছে, যাতে তাদের নিয়ে বলতে পারে: "ওইটে আমি দেখে এসেছিলাম, ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে এখন, ওটা আর নেই।" আহ্! তার চিন্তাটি ধাঁ করে হঠাৎ নামল একটা অন্ধকার রাস্তায়, রাস্তাটি বিরাট মনু-মেন্টের নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। "সেখানে আমি গিয়েছি। ভোরে সেখানে আমি বেড়াতাম। মনুেমেন্টের মাথার ওপরে আকাশ যখন জ্বলতো তখন প্রখর ছায়ায় শ্বাস রোধ হয়ে আসতো। এই তো সেই।" [সেই রাস্তায় পড়েছে বোমাগুলো, ধূসরবর্ণ সেই বিরাট স্মৃতিসৌধ গুলোর ওপরে, রাস্তা বিরাট চওড়া হয়ে গেছে, এখন বুঝি ঢুকে গেছে দালান-কোঠার ভিতরে, রাস্তায় ছায়া নেই আর এখন, আকাশটা এখন গলে গিয়ে ঝরে পড়ছে রাজপথে, রোদ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ধ্বংসস্তুপে।] কিছু কি যেন এসে দাঁড়িয়েছে অস্তিত্বের দোর গোড়ায়, ক্রোধের আধফোটা ভীতু কুঁড়ি। শেষ পর্যন্ত! কিন্তু ওটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল, এখন আছে শুধু নিঃসঙ্গতা। গুণে গুণে পা ফেলছে। ভ্যালেন্সিয়া নয়, প্যারিসে, শবানুগমনে নিষ্ঠাবান জন

সে। প্যারিস, অশরীরী রোষের শিকার। জানালাগুলো জ্বলছে, হুশ করে দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে গাড়ি, ম্যাথু হাঁটছে হালকা রঙের স্যুট-পরিহিত ছোট ছোট মানুষের ভীড়ের ভিতর দিয়ে, ছোট ছোট ফরাসী মানুষ, তারা আকাশের দিকে তাকায় না, আকাশকে ভয় করে না। অথচ ওইখানে সব কিছু এতো বাস্তব, একই সূর্যের নিচে কোন এক জায়গায় কঠিন সত্যের মতো সংঘটিত ঘটনা, গাড়ি থেমে গেছে, জানালার কাচ চূর্ণ-বিচূর্ণ, সত্যিকারের শবের পাশে মূক অসহায় রমণীরা উবু হয়ে বসে আছে মরা মুরগীর মতো, কখনো-সখনো মাথা তুলে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, বিষাক্ত আকাশ— ফরাসীরা শূকর। ম্যাথুর গরম লাগল, উত্তাপটা অলীক নয়। রুমাল দিয়ে কপাল মুছল সে, ভাবল: "মানুষের গভীরতর অনুভূতিকে জোর করে আনা যায় না।" ওইখানকার অবস্থা এতো ভয়ানক, এতো শোকাবহ, তাতে গভীরতম ভাবাবেগ জাগ্রত হওয়ার কথা ··। "কোন লাভ নেই, সে মুহূর্ত আসবে না। আমি আছি প্যারিসে আমার নিজস্ব পরিবেশে। জ্যাক টেবিলের পেছনে বসে বলছে: 'না,' উপহাসের হাসি হাসছে দানিয়েল, মার্সেল তার লালচে ঘরে, এবং আইভিচ যাকে আমি আজ সকালে চুমু খেয়েছি। ওর প্রকৃত উপস্থিতি, সেই একই প্রকৃত-অবস্থা জনিত শক্তি দ্বারা প্রতিহত। প্রত্যেকের নিজস্ব জগত আছে। আমার জগত হচ্ছে এক হাসপাতাল, সেখানে আছে গর্ভবতী মার্সেল এবং একজন ইহুদী যে চার হাজার ফ্রাঙ্ক ফি দাবী করে বসে আছে। আরো অনেক আছে জগত। গোমেজ। সুযোগের মুহূর্তকে পাকড়াও করেছে সে, চলে গেছে। জুয়াখেলায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন তার। পরশুর সেই লোক। ও যায় নি। আমারই মতো রাস্তায় ঘুরছে টো টো করে। কিন্তু কোন খবরের কাজে যদি দেখে ফেলে দৈবাৎ: "ভ্যালেন্সিয়ায় বোমা বর্ষণ," তাহলে খুব একটা গরজ দেখানোর প্রয়োজন বোধ করবে না, ওখানেই যন্ত্রণায় জর্জরিত হবে, সেই বিধ্বস্ত শহরে।

আমি এখানে, আমি কেন বন্দী হলাম এখানে, এই হৈ-চৈ হুল্লোড়, সার্জিকেল যন্ত্রপাতি আর গোপন ট্যাক্সি-ভ্রমণের জগতে? যে জগতে স্পেনের অস্তিত্ব নেই? যা ঘটছে তার মধ্যে আমার অংশ নেই কেন, গোমেজ ক্রুনের সঙ্গে আমি নেই কেন? ওখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাই নি কেন আমি? অন্য কোন জগতে যাওয়ার বাসনা আমি প্রকাশ করতে পারতাম? এখনো কি আমি মুক্ত? যেখানে খুশি যেতে পারি, কোন বাধা নেই কোথাও। কিন্তু মুস্কিল তো সেখানেই: আমি আছি এক দরজা-খোলা পিঞ্জরে স্পেন থেকে আমি বিচ্ছিন্ন ইসের জন্য, কিসের জন্য—না কিছুর জন্য নয়, তবু আমি বের হতে পারছি না"

একসেলসিয়রের শেষ পাতায় চোখ রাখল: বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত ছবি। ফুটপাতে দেয়াল-চাপা মৃতদেহ। রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে সুশ্রী মোটাসোটা এক বৃদ্ধা গৃহিণী। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, কাপড় উঠে আছে উরুর উপরে, ধড়ে মাথা নেই। পত্রিকাটি ভাঁজ করে ম্যাথ্যু নর্দমায় ফেলে দেয়।

বোরিস বসে আছে, তার ঘরের বাইরে। ম্যাথুকে দেখামাত্র চেহারায় টেনে আনল বিরক্তি, কাঠিন্য, যেন বুঝাতে চায় এইমাত্র আসেনি ও।

ও বলল, "এইমাত্র বেল টিপলাম। মনে হলো তুমি ঘরে নেই।"

ওর গলার সুর নকল করে ম্যাথ্যু বলে, "সত্যি বলছো?"

একেবারে সত্যি নয়। এটুকু বলতে পারি, তুমি দরজা খোল নি।" বোরিস বলে।

ম্যাথ্যু সন্দেহের চোখে তাকায় ওর দিকে। দুটো বাজে নি এখনো, আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্রুনের ফেরবার সম্ভাবনা কম।

"এসো। গল্প করা যাক কিছুক্ষণ।" বলল সে।

ওরা উপরে উঠে। যেতে যেতে বোরিস ওর স্বাভাবিক গলায় বলে: "আজকে বিকেলে সুমাত্রার কথা পাকা তো?"

ম্যাথ্যু অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ায়, পকেটে চাবি খোঁজার ভান করে।

বলল, "আমি যাবো কিনা ঠিক করি নি। ভাবছিলাম, লোলা হয়তো তোমাকে একা পেতে চায়।"

বোরিস বলে, "সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে কি? ও বেশ ভদ্র। আর একা থাকতে পারছি কোথায়, আইভিচ থাকবে তো।"

"আইভিচের সঙ্গে দেখা হয়েছে?" দরজা খুলতে খুলতে ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

"ওর ওখান থেকেই আসছি।" বোরিসের জবাব।

"তুমি আগে।" দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে বোরিসকে ঘরে যেতে ইঙ্গিত করে।

ম্যাথুর আগে আগে বোরিস ঢুকল। সহজে আপনজনের মতো ও একেবারে শোবার ঘরে চলে এল। ঈষৎ অপ্রসন্ন চোখে বোরিসের সুঠাম পিছনের দিকটা দেখল। ভাবল, "ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে এর।"

"তুমি যাবে?" বোরিস জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে ঘুরে ম্যাথুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ম্যাথুর দিকে তাকাল। ওর মুখের ভাব দুর্বোধ্য।

"আইভিচ,—আইভিচ আজকে বিকেল সম্বন্ধে বলে নি কিছু?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

"আজকের বিকেল?"

"হ্যাঁ। ভাবছিলাম ও সত্যি সত্যিই যাবে কি না: পরীক্ষা নিয়ে খুব বিব্রত আছে।"

"নিশ্চয়ই যাবে। ও বলেছে, আমরা চারজন একসঙ্গে হলে দুর্লভ সুন্দর একটা আড্ডা জমবে।"

"আমরা চারজন?" ম্যাথু আবৃত্তি করে, "ও বলেছে আমরা চারজন?"

"হ্যাঁ বলেছে। এর নাম লোলা।" বোরিস বেমক্কা বলে ফেলে।

"তাহলে আমি যাবো এটা ধরে নিয়েছে ও?"

"নিশ্চয়ই।" বোরিস আশ্চর্য হলো।

নৈঃশব্দ নেমে এলো। ব্যালকনিতে হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে বোরিস। ওর কাছে এলো ম্যাথু, ওর পিঠ চাপড়াল একবার।

"তোমাদের এই রাস্তাটা আমার ভাল লাগে। কিন্তু সব সময় দেখলে পরে বোধ হয় আর ভাল লাগে না। একটা ঘর নিয়ে থাকো তুমি, আমার কিন্তু অবাক লাগে।"

"কেন?"

"জানি না। তুমি যেমন বন্ধনহীন, এইসব ফার্নিচার নীলামে বিক্রি করে কোন হোটেলে চলে যাওয়া উচিত তোমার। জীবন তখন কেমন হবে বুঝতে পারছো না? একমাস থাকলে মন্তপার্তে সরাইখানায়, পরের মাস টেম্পলের আশ্রয়ে, তারপর মোপেতার্দ রোডে ·।"

খেঁকিয়ে উঠে ম্যাথু "কি যে বলো! ওটা কোন কাজের কথা নয়।"

বেশ কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে কি ভাবল বোরিস, তারপর বলল, "তা সত্যি। ওটা কোন কাজের কথা নয়। কে যেন বেল টিপল।" শেষের কথাটা বলতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ পেল।

ম্যাথু দরজার দিকে এগোয়ঃ ক্রুনে।

বলল, "শুভ সন্ধ্যা। সকাল সকাল চলে এলে—তুমি।"

"এলাম। অসুবিধা করলাম?" হাসল ক্রুনে।

"মোটেই না।"

"ওটি কে?" ক্রুনে প্রশ্ন করে।

"বোরিস সার্গিন।" ম্যাথুর জবাব।

"ও, সেই তোমার বিখ্যাত শিষ্য। ওর সঙ্গে আলাপ নেই আমার।"

দায়সারা গোছের মাথা নুইয়ে বোরিস ঘরের ওই কোণে চলে যায়।

ক্রুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাথু, হাত দুটো পাশে ঝুলছে।

"ওকে আমার শিষ্য বললে ক্ষেপে যায়।"

"খুব।" ক্রুনে নিরাসক্ত।

সে আঙুলে পেঁচিয়ে সিগ্রেট বানাচ্ছে। মোটা যান্ত্রিক আঙুল।

বোরিসের বিগমাখা চাহনিকে গ্রাহ্যই করল না।

"বসো এই হাতলঅলা চেয়ারটায়।" ম্যাথু বলে।

ব্রুনে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে বসল, বলল, "না, তোমার হাতলঅলা চেয়ারগুলো বিশ্বাসঘাতক।"

পরে আবার বলল, "তারপর প্রাচীন সমাজদ্রোহী! তোমাকে ধরতে তোমার আস্তানায় আসতে হলো আমার।"

ম্যাথু বলে, "সে দোষ আমার নয়। তোমাকে ধরতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি লাপাত্তা।"

"তা বটে। আমি ভ্রাম্যমান সেলসম্যান হয়ে গেছি। আমাকে দিয়ে এতো দৌড়াদৌড়ি করাচ্ছে, কোন কোন দিন নিজেই নিজের পাত্তা পাই না।"

তারপর গলায় সহানুভূতি এনে বলে, "তোমার সঙ্গ পেলে আমি সহজে নিজের ঠিকানা পাই। কেন জানি মনে হয় আমি তোমার কাছে জমা আছি।"

কৃতার্থের মতো হাসল ম্যাথু।

"প্রায়ই ভাবি, আমাদের আরো ঘন ঘন দেখা হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে আমরা তিনজন যদি মেলামেশা করি তাহলে তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবো না।"

ব্রুনে আশ্চর্য হয়, "আমরা তিনজন?"

হ্যাঁ, তিনজনই তো। দানিয়েল, তুমি, আমি।"

"তাই তো—দানিয়েল।" হতভম্ব হয়ে যায় সে। "তাহলে বান্দা বেঁচে আছে এখনো—ওর সঙ্গে দেখা-টেখা করছো দেখছি।"

ম্যাথুর সব আনন্দ উবে গেল নিমেষে। পোর্তাল অথবা বুরেলিয়া-র সঙ্গে দেখা হলে ব্রুনেও বুঝি একই রকম উষ্মায় বলে থাকে: "ম্যাথু? ওই যে লিসিয়ে বুফোঁ-তে মাষ্টারি করে, ওর কাছে যাই আমি এখনো মাঝে মাঝে।"

ম্যাথুর গলায় ঝাঁজ, "অদ্ভুত মনে হলে কি হবে, আমি এখনো

যাই ওর কাছে।"

নীরবতা। হাঁটুর ওপর হাত রাখল চিং করে। এই তো বসে আছে ম্যাথ্যুরই একটি চেয়ারে, নিরেট, বলিষ্ঠ। ঈর্ষার আগুনের দিকে ঝুঁকছে, চেহারা কালো হয়ে গেছে। ঘরটা ভরে গেছে ওর উপস্থিতিতে, সিগ্রেটের ধোঁয়ায়, ওর পরিমিত অঙ্গভঙ্গিতে। ওর পুরু গেঁয়ো হাতের দিকে তাকিয়ে ম্যাথ্যু ভাবল: "ও এসেছে।" ভয়ে ভয়ে প্রত্যয় এবং আনন্দ ওর অন্তরকে জাগিয়ে তুলছে।

ব্রুনে বলে, "ওইটে না হয় গেল। আর কিছু করছো সময় কাটানোর জন্য ?"

ম্যাথ্যু প্রমাদ গুনল। সময় কাটানোর জন্য আর কিছুই করছে না সে। এবং সে জবাব দিল, "কিছু না।"

"তাই তো। সপ্তাহে চৌদ্দ ঘণ্টা মাষ্টারি, লম্বা ছুটিতে একবার বিদেশ ভ্রমণ।"

"তা বলতে পারো।" ম্যাথ্যু হেসে বলল। বোরিসের দিকে তাকাল না সে।

"আর তোমার ভাই ? এখনো ক্রোয় দ্য ফো-র* সদস্য আছে ?"

ম্যাথ্যু বলল, "না। ওর মতের পরিবর্তন হচ্ছে। এখন বলে ক্রোয় দ্য ফো তেমন প্রগতিশীল নয়।"

ব্রুনে বলে, "ওর কথা শুনে মনে হয় সে দোরিয়টের* উপযুক্ত হয়ে গেছে।"

"সেরকম কথা একটা শোনা যাচ্ছে—কি জানো, ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছে এখন।" এমনিই যেন কথায় কথায় বলল ম্যাথ্যু।

ব্রুনে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। "কেন ?"

"কারণ তো সেই একই। আমি ওর কাছে যাই সাহায্যের জন্য, ও আমাকে দেয় উপদেশ।"

---

* রাজনৈতিক দল ?

* ,, ,,

"তাহলে ঝগড়া হয়ে গেছে একটা। তুমি একটা পাগল!"

তারপর কথায় ব্যঙ্গ ফুটে উঠে, "এখনো আশা করো, ওকে তুমি বদলাতে পারবে?"

"অবশ্যই নয়।" ম্যাথু জবাব দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা বলল না কেউ। ম্যাথুর মনে হলো কথাবার্তা বড় একটা এগোচ্ছে না। বোরিসের যদি সুবুদ্ধি হতো, ও যদি চলে যেতো। কিন্তু যাওয়ার কোন লক্ষণই নেই, কোণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অসুস্থ গ্রেহাউণ্ডের মতো। ব্রুনে বসে আছে চেয়ারে পা ফাঁক করে, সে-ও বোরিসকে যেন গিলছে। "ও চাচ্ছে বোরিস চলে যাক," প্রসন্ন মনে ভাবল ম্যাথু। বোরিসের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল ম্যাথু। দুইজনের দৃষ্টির আগুন থেকে ওর সুমতি হোক।

বোরিস একটুও নড়ল না। ব্রুনে গলা পরিষ্কার করে।

জিজ্ঞেস করে, "এখনো দর্শন নিয়ে ঘাটাঘাটি করছো, ইয়ং ম্যান?"

বোরিস মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

"কদ্দূর এগিয়েছো?"

"আমার ডিগ্রিটা নিতে চাচ্ছি আর কি।" বোরিসের সংক্ষিপ্ত জবাব।

"তোমার ডিগ্রি," কি যেন ভাবতে ভাবতে ব্রুনে বলে। "তোমার ডিগ্রি—চমৎকার…।' তারপর হঠাৎ বলে উঠে, "ম্যাথুকে একটুখানি যদি নিয়ে যাই তাহলে রাগ করবে আমার ওপর? ভাগ্যবান মানুষ তুমি, রোজ দেখতে পাচ্ছো ওকে, কিন্তু আমি—আচ্ছা একটু বাইরে গেলে হয় না?" ম্যাথুকে উদ্দেশ্য করে শেষ কথা কয়টা বলল।

বোরিস সোজা চলে এল ম্যাথুর কাছে, বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি থাকুন, আমি যাবো।"

একটু মাথা নেড়ে আদাব জানাল ও: ও আহত হয়েছে।

ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় ম্যাথু, সস্নেহে বলে, "তাহলে

আজকে সন্ধ্যায়, কেমন। এগারোটার দিকে যাবো ওখানে।"

বোরিসের হাসি বিকৃত: "আজকে সন্ধ্যায়।"

দরজা বন্ধ করে ম্যাথু ফিরে আসে ব্রুনের কাছে। বলে, "ওকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে তো!"

ওরা হেসে উঠল। ব্রুনে বলল, "একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি বোধ হয়। কিছু মনে করো নি তো আবার?"

ম্যাথু হাসল, "বরং উল্টো। ওর অভ্যাসই এরকম। তোমার সঙ্গে একা থাকতে খুশি লাগছে আমার।"

"ওকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, মিনিট পনেরো মাত্র সময় আছে আমার হাতে।" শান্ত গলায় বলে ব্রুনে।

হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল ম্যাথুর মুখ থেকে। ধমকে উঠল যেন সে, "পনেরো মিনিট! আমি জানি, জানি, তোমার সময়ের উপর তোমার কোন হাত নেই। তুমি এসেছো, খুব খুশি হলাম।"

"আসলে সারাদিনই আমার ব্যস্ত থাকার কথা ছিল। কিন্তু সকালে তোমার শুকনো মুখ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম যাই একটু কথা বলে আসি।"

"খুব খারাপ লাগছিল আমাকে দেখতে?"

"হ্যাঁ গো, সত্যিই খুব খারাপ। পানসে, ফোলাফোলা মুখ, চোখের পাতা ঠোঁটের কোণ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে মনে বললাম, ওকে সাহায্য করতে হবে, যদ্দুর সম্ভব।" ওর গলায় আদর ঝরল।

ম্যাথু কাশল। "বুঝতে পারি নি চেহারায় ধরা পড়ে গেছি ..রাতে ভাল ঘুম হয় নি।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কথা বলছে সে, "একটু দুশ্চিন্তায় আছি— না, বিশেষ কিছু নয়: টাকাপয়সার ঝামেলায় আছি একটু।"

ব্রুনের বিশ্বাস হলো না। "তবু ভাল। অবশ্য তাই যদি একমাত্র অসুবিধা হয়ে থাকে। সে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে

দেখে মনে হয়েছিল ঠিক তখুনি তুমি বুঝতে পারলে জীবন সম্পর্কে তোমার সব ধারণা অর্থহীন।"

"আর, ধারণা!" ম্যাথু কি বলতে চাচ্ছে বুঝা গেল না। সকাতর কৃতজ্ঞতার চোখ ব্রুনের ওপর নিবদ্ধ করে সে ভাবল: "ওই জন্যই ও এসেছে। সারাদিন কাজ ছিল, জরুরী মিটিং ছিল কতিপয়, সব ফেলে দিয়ে ছুটে এসেছে আমার জন্য কিছু করতে।" তা হোক, ম্যাথুকে দেখার জন্য মন কেমন করছিল এইরকম একটা সহজ কারণ হলে ভাল হতো যেন।

ব্রুনে বলল, "ভণিতা না করে কাজের কথাটা বলে ফেলি। আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি: তুমি পার্টিতে আসবে? যদি রাজি হও, এক্ষুণি তোমাকে আমি নিয়ে যাবো, বিশ মিনিটে সব সেরে ফেলব।"

ম্যাথু চমকে উঠে, "পার্টি—মানে কম্যুনিষ্ট পার্টি'র কথা বলছো?"

হো-হো করে হেসে উঠল ব্রুনে, ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, ধবধবে দাঁত বিকশিত।

বলল, "সেই, সেই। তুমি কি ভেবেছিলে* লা রোকে—পার্টি'তে জয়েন করতে বলব তোমাকে?"

নীরবতা নেমে এল। আস্তে করে ম্যাথু জিজ্ঞেস করে, "তোমার কম্যুনিষ্ট পার্টি'তে জয়েন করা নিয়ে তোমার এতো আগ্রহ কেন, ব্রুনে? একি আমার ভালর জন্য, নাকি পার্টি'র ভালর জন্য?"

"তোমার ভালর জন্য। এতো সন্দেহ করতে হবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি'র জন্য লোক-সংগ্রহের সার্জেন্ট নই আমি। এটা জেনো, পার্টি'র তোমাকে প্রয়োজন নেই। পার্টি'র কাছে তুমি সামান্য ধীশক্তির পুঁজি ছাড়া আর কিছু নও।—বুদ্ধিজীবীর যত প্রয়োজন, সব আছে আমাদের। পার্টির প্রয়োজন তোমার।"

---

* রাজনৈতিক ডানপন্থী দল

ম্যাথু পুনরাবৃত্তি করে, "আমার ভালর জন্য বলছো। আমার ভালর জন্য।" ওর গলা রুক্ষ হয়ে উঠে। বলে, "তোমার—তোমার প্রস্তাবটা আমি ঠিক আশা করি নি। আমি একটু—একটু আশ্চর্য হলাম, কিন্তু—কিন্তু তুমিই বলো সেটা কেমন হবে। তুমি তো জানো, ছাত্র-ফাত্র নিয়ে কারবার আমার, ওরা ওদের কথা ছাড়া আর কিছু জানে না, আমাকে ভালবাসে, ভালবাসতে হয় বলে। আমার সম্পর্কে কোন কিছু আমার কাছে ওরা বলে না—মাঝে মাঝে এমন হয় আমি যে কি নিজেই বুঝতে পারি না। এমন অবস্থায় তুমি বলছো আমার দলে যাওয়া দরকার ?"

"হ্যাঁ।" বেশ জোরের সঙ্গে বলে ব্রুনে। "তোমার দলে আসা দরকার। তোমার তা মনে হয় না ?"

ম্যাথুর হাসি বিষন্ন: স্পেনের কথা ভাবছে সে।

ব্রুনে বলে, "তোমার কাজ তুমি করেছো। বুর্জোয়ার সন্তান তুমি, সোজা আমাদের কাছে আসা সম্ভব ছিল না তোমার পক্ষে। প্রথমে নিজেকে তোমার মুক্ত করে নেয়ার দরকার ছিল। সে কাজ সারা হলো, এখন তুমি স্বাধীন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে না মিশলে সে স্বাধীনতার সার্থকতা কি? নিজের কালি মুছতে পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়েছো, তার ফল তো সেই শূন্যই। তুমি একটা অদ্ভুত চিজ, অদ্ভুত।"

সুহৃদের মতো হেসে পরে বলে, "তুমি বাস করছো শূন্যে, বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছো, প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তুমি ভাসছো, তুমি নিরবয়ব, তুমি অস্তিত্ববিহীন। সে জীবন আনন্দময় হতে পারে না।"

ম্যাথু বলে, "সে জীবন আনন্দময় নয়।"

ব্রুনের কাছে গিয়ে ওর কাঁধ ধরে নাড়া দেয়। ব্রুনেকে খুব ভালো লাগে তার। "তুমি কিন্তু সত্যি সত্যি লোক-সংগ্রহের ঝানু পাজী সার্জেন্ট। তোমার কথা শুনে আমার ভাল লাগল।"

ক্রুনে হাসল, উন্মনা সে হাসি। ও এখনো ওর লক্ষ্যে স্থির। বলে, "মুক্তির জন্য সব কিছুর ওপর তোমার দাবী পরিত্যাগ করেছো। আরো এক ধাপ এগিয়ে যাও না, মুক্তির ওপর তোমার দাবী ত্যাগ করো। দেখবে, সব কিছু ধরা দেবে তোমার কাছে এসে।"

হাসতে হাসতে ম্যাথু বলে, "পুরোহিতের মতো কথা বলছো তুমি। না, সত্যি বলছি বুড়ো ছেলে, সে কোন ত্যাগই হবে না আমার জন্য। আমি ভাল করেই জানি, আমি সব ফিরে পাবো—মাংস, রক্ত এবং অকৃত্রিম কামনা বাসনা। জানো ক্রুনে, বাস্তবের সব জ্ঞান আমি হারিয়ে ফেলেছি: কোন কিছুই আর আমার কাছে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না।"

ক্রুনে জবাব দেয় না, ও ধ্যান করছে। ওর মুখটা বেশ বড়-সড়, ইট-রঙা, ঝুলে-যাওয়া ভাব। চোখের পাতা লাগচে, বেশ বিবর্ণ এবং লম্বাটে। মুখাবয়ব প্রাশিয়ান ধরনের। যখনই ওর সঙ্গে দেখা হয় তার নাসিকায় একটা অস্বস্তিকর কৌতূহল দানা বাঁধে, যেন কিছু শুঁকছে এমনি ভাব করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানে, যেন এক্ষুণি কোন জানোয়ারের উগ্র গন্ধ নাকে ঢুকবে তার। কিন্তু কোন গন্ধই নেই ক্রুনের।

ম্যাথু বলে, "এইবার তুমি আসল হয়েছো। যা তুমি স্পর্শ করো সব আসল চেহারায় দেখা যাচ্ছে। তুমি আমার ঘরে এসেছো, আমার ঘরকে প্রকৃত ঘর মনে হচ্ছে, এতেই মেজাজটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল।"

পরে হঠাৎ বলে উঠে: "তুমি একজন মানুষ।"

ব্রুনে বিস্মিত, "মানুষ? না হওয়াটাই তো বিচিত্র। কি বলতে চাও?"

"এই যা বললাম: মানুষ হওয়াকেই বেছে নিলে তুমি।"

সমর্থ জট-পাকানো পেশীর মানুষ। সংক্ষিপ্ত কঠিন সত্য নিয়ে বেসাতি

তার। সমুন্নত, অহং দ্বারা আবৃত। নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত। এই পৃথিবীর মানুষ। চারুকলা, মনোবিজ্ঞান এবং রাজনীতির ঐশ্বরিক মোহের কাজে দুর্ভেদ্য সে মানুষ। সমগ্র মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ। আর ওর সামনে ম্যাথু কি, দ্বিধাগ্রস্ত, অর্দ্ধেক জীবন বিগত, এখনো আধা-কাঁচা, মনুষ্যত্ববিহীনতার ঘূর্ণিচক্রের ঘূর্ণ্যমান মগজকোষ তার। এবং সে ভাবল, আমাকে দেখতে পর্যন্ত মানুষের মতো লাগে না।

ব্রুনে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল ম্যাথুর কাছে। বলল, "এসো, আমি যা করেছি, তুমিও তা করবে। আটকাচ্ছে কিসে তোমাকে! ব্র্যাকেটের ভিতরে থেকে থেকে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে ভেবেছো।"

ম্যাথু ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে, "নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। বাছতে হলে তোমার পক্ষই বেছে নেবো, অন্য কোন উপায় নেই।"

ব্রুনে আবৃত্তি করে, "অন্য কোন উপায় নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পরে আবার বলে: "তাহলে?"

"একটু দম নিতে দাও হে!" ম্যাথু বলে।

ব্রুনে বলে, "দম নাও আর যাই করো, একটু জলদী করো। কালকে তুমি অনেক বুড়ো হয়ে যাবে, ছোট ছোট অভ্যাস পেয়ে বসবে তোমাকে, নিজের স্বাধীনতার দাস হয়ে যাবে তুমি। এবং খুব সম্ভব, পৃথিবীও অনেক বুড়ো হয়ে যাবে।"

"বুঝলাম না।" ম্যাথু বলে।

ব্রুনে তার দিকে তাকাল এবং সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, "সেপ্টেম্বরে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে।"

"ঠাট্টা করছো?" ম্যাথু বলে।

"আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। ইংরেজরা জানে, ফরাসী সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষার্দ্ধে জার্মানরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঢুকবে।"

ম্যাথু বিরক্ত হয়, "এই ধরনের গুজব— ।"

ব্রুনেও বিরক্ত হয়, "তুমি একটুও বুঝতে পারছো না।"

পরে আত্মস্থ হয়ে আবার বলে নরম গলায়, "আমারই ভুল, বুঝতে তুমি ঠিকই পেরেছো। সব কিছু তোমার মুখে তুলে দিতে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি। এখন শোন : তুমি আমার মতোই হাঁটু-কাঁপা মানুষ। ধরো, এখন এই মনের অবস্থা নিয়ে তুমি গেলে। বুদ্বুদের মতো ফেটে যাবে তুমি। পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনকে স্বপ্ন দেখে দেখেই কাটিয়ে দেবে তুমি। কিন্তু এক শুভদিনে একটা কামানের গোলা এসে তোমার সব স্বপ্ন টুকরো টুকরো করে দেবে; চোখ মেলবার সুযোগ না পেয়েই মরে যাবে। তুমি গোঁড়া অফিসার, বড় জোর একজন হাস্যকর নায়ক হতে পারবে। স্কোডার কাজে মসিয়ে শ্নেইডারকে তার স্বার্থ বজায় রাখার ব্যাপারে সাহায্য করতে যেয়ে কখন যে পড়ে যাবে টেরই পাবে না।"

"আর তোমার? তোমার কি হবে?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে। সে হাসল না, বলল, "আমার বিশ্বাস মার্কসবাদ তোমাকেও বুলেটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।"

"আমারও একই বিশ্বাস। কোথায় ওরা আমাকে পাঠাবে জানো? ম্যাগিনট লাইনে। এটা নিশ্চিত এবং ধ্রুব সত্য।" ব্রুনে বলে।

"তাহলে কি হবে?"

"কি আর হবে, এ-তো জেনে শুনে ঝুঁকি নেওয়া। কোন কিছুই এখন আর আমার জীবনকে তার অর্থ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না; আমার জীবনকে আমার নিয়তি হওয়ার পথে কোন কিছুই আর অন্তরায় হতে পারবে না।"

তারপর হঠাৎ করে বলে উঠে, "আর সেইতো কমরেডের জীবন।"

ওর কথা শুনে মনে হলো যেন ও অহঙ্কারের পাপকে ভয় করে রীতিমতো।

ম্যাথু কথা বলল না। ব্যালকনিতে কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল। ভাবল, "কথাটা বলেছে কিন্তু সুন্দর করে।" ব্রুনের কথা ঠিক, ওর জীবন হলো এক নিয়তি। ওর বয়স, ওর শ্রেণী, ওর সময়— সব কিছুর ভার সে গ্রহণ করেছে। ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছে সেই চাকু, যে চাকু আঘাত হানবে ওর কানের পাশে। ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছে জার্মান গোলা যা তাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। দলে ভিড়ে গেছে ও, নিজের স্বাধীনতা ত্যাগ করেছে। ও এখন এক-জন সৈনিক বৈ আর কিছু নয়। এবং সব কিছুই দেওয়া হয়েছে ওকে, ওর মুক্তি পর্যন্ত। "ও আমার চেয়েও মুক্ত: নিজের আর পার্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছে ও।" এই তো ও, ভীষণ বাস্তব, মুখে তামাকের বাস্তব গন্ধ। যে রঙ, যে রূপ দিয়ে ভরে রেখেছে চক্ষু ওর, তা আরো বস্তুনিষ্ঠ আরো গভীর। এতো বস্তুনিষ্ঠ, এতো গভীর, তার সবটুকু দেখতে পাচ্ছে না ম্যাথু অথচ একই সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়ে আছে ও, সব দেশের নির্যাতিত মানবতার সঙ্গে উৎপীড়িত হচ্ছে, সংগ্রাম করছে। "এই মুহূর্তে, ঠিক এই মুহূর্তে কিছু সংখ্যক মানুষ মাদ্রিদের উপকণ্ঠে, পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে, অস্ট্রিয়ার ইহুদীরা নারকীয় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে, নানকিং-এর ধ্বংসস্তূপে কবর দেওয়া হচ্ছে কতিপয় চীনাকে, এবং আমি এই তো আছি বেশ পরিপূর্ণ সুস্থতায়, দিব্যি মুক্ত বোধ করছি, পনেরো মিনিট পরে হ্যাট তুলে নেবো, হাঁটতে যাবো লুক-সেমবার্গে।" সে ব্রুনের দিকে ফিরে দাঁড়াল, রোষ কষায়িত চোখে তাকাল তার দিকে। ভাবল, "আমি জনৈক দায়িত্বহীন।"

সে হঠাৎ বলে উঠল, "ওরা ভ্যালেন্সিয়ায় বোমা ফেলেছে।"

ব্রুনে বলে, "জানি। সারা শহরে একটিও এ-এ-গান ছিল না। বোমা বাজারের মধ্যে পড়েছে।"

ও মুষ্টি শক্ত করল না, ওর পরিমিত স্বর কাঁপল না, ত্যাগ করল না ওর তন্দ্রামগ্ন ভঙ্গি অথচ বোমা ওর উপরই নিক্ষেপ করা

হয়েছে, খুন করা হয়েছে ওর ভাইকে, বোনকে, সন্তানকে। হাতল-অলা একটা চেয়ারে বসে পড়ে ম্যাথু। "তোমার হাতল অলা চেয়ারগুলো বিশ্বাসঘাতক।" এক লাফে সে উঠে দাঁড়ায়, বসে গিয়ে টেবিলের কোণে।

"কি ?" ব্রুনে বলে। তাকে লক্ষ্য করছে ও।

"তুমি ভাগ্যবান।" ম্যাথু বলে।

"ভাগ্যবান, কম্যুনিষ্ট বলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কথা আর পাওনা ! যার যা অভিরুচি, দোস্ত।"

"জানি। তোমার অভিরুচি তুমি বেছে নিতে পেরেছো, তুমি ভাগ্যবান।"

ব্রুনের মুখ কঠিন হলো একটুখানি। "তার মানে তুমি একই রকম ভাগ্যবান হতে যাচ্ছো না।"

একটা জবাব আশা করছে। ও অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ অথবা না। পার্টিতে যোগ দাও, জীবনকে অর্থ দাও, মানুষ হওয়ার পথ বেছে নাও, কাজ করার পথ, বিশ্বাসের পথ বেছে নাও। সেই হবে মোক্ষ। ব্রুনে তার ওপর দৃষ্টি স্থির করে ধরে রাখল।

"প্রত্যাখ্যান করছো ?"

"হ্যাঁ।" ম্যাথু মরিয়া হয়ে উঠেছে। "হ্যাঁ ব্রুনে, আমি প্রত্যাখ্যান করছি।"

এবং সে ভাবল : "পৃথিবীর সবচাইতে সেরা জিনিস আমাকে দিতে এসেছিল ও।"—বলল, "—এটাই শেষ কথা নয়। পরে—।"

ঘাড় চুলকায় ব্রুনে। "পরে ? মনস্থির করার জন্য কোন আন্তর প্রেরণার জন্য অপেক্ষা কর যদি, তাহলে বলব অনেক দিন বসে থাকতে হবে তার জন্য। তোমার ধারণা পার্টিতে যোগ দেওয়ার সময় আমার সব কিছুতে একেবারে প্রত্যয় জন্মে গেছিল ? প্রত্যয় সৃষ্টি করতে হয়।"

ম্যাথ্যু হাসল, বিষণ্ণ সে হাসি, "সে আমি জানি। হাঁটু গেড়ে বসো, দেখবে প্রত্যয় হয়েছে। মানলাম, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে চাই।"

ব্রুনের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল, "স্বাভাবিক। তোমরা বুদ্ধিজীবীরা সব সমান : সব ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে, ধ্বসে পড়ছে, বন্দুকের নল থেকে গুলি ছুটল বলে, আর তুমি নির্বিকার দাঁড়িয়ে প্রতীতির বায়না ধরেছো। আমার চোখ দিয়ে শুধু যদি তাকাতে নিজের দিকে, বুঝতে সময়ের টানাটানি আছে।"

"তা বটে, সময়ের টানাটানি তো আছেই। আর তাতে কি?"

ঘৃণাভরে ওর উরুতে চাপড় মারে ব্রুনে, বলে, "এই তো তুমি। ভান করছো তোমার সন্দেহবাদে, দুঃখ পাচ্ছো, কিন্তু তাই আঁকড়ে ধরে বসে আছো। এই তো তোমার নৈতিক সমর্থন। যেই এর ওপর আক্রমণ আসে, বন্যের মতো তাকে ধরে রাখো, যেমন তোমার ভাই ধরে রাখে তার টাকা।"

এর জবাবে ম্যাথ্যু আস্তে করে বলল, "এই মুহূর্তে আমার ব্যবহারে কোন বন্যতা দেখতে পাচ্ছো?"

"তা বলছি না—" ব্রুনে বলল।

দুজনেই নীরব হয়ে রইল। ব্রুনেকে প্রশমিত মনে হলো। ম্যাথ্যু ভাবছে, "ও শুধু যদি বুঝতে পারতো আমাকে।" একবার প্রয়াস পেল সে : নিজের প্রত্যয় অর্জনের একমাত্র অবশিষ্ট সুযোগ হলো ব্রুনের প্রত্যয় জন্মানো।

"রক্ষা করার মতো কিছু নেই আমার। জীবন নিয়ে গর্ব নেই আমার, আমি কপর্দকহীন। আমার স্বাধীনতা? সে আমার কাছে বোঝা বিশেষ। বিগত কয়েক বছর ধরে আমি স্বাধীন, মুক্ত, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল না কিছু। ভাল অটুট কোন নিশ্চয়তার সঙ্গে তাকে আমি বদল করতে চাই। তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করার জন্য এর বেশি আমি কিছু চাইতাম না, এতে নিজেকে

আমি ভেতর থেকে বের করে আনতে পারতাম। আর নিজেকে কিছুটা ভুলে থাকা আমার দরকার। তাছাড়া এই যে বললে, কেউ যদি এমন কিছু আবিষ্কার করতে না পারে যার জন্য সে মরতে প্রস্তুত, তাহলে সে মনুষ্যবাচক হতে পারে না। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত।"

ব্রুনে মাথা উঁচু করে, বলে, "তাহলে ? তারপর ?" ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল বলতে বলতে।

"এই আর কি। আমি যোগ দিতে পারছি না, যোগ দেওয়ার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তোমার মতোই রাগী কিন্তু সে রাগ একই লোক, একই জিনিসের বেলায়, তা-ও খুব একটা উগ্রতা নেই আমার ক্রোধে। তাতে আমার কিছু করবার নেই। আমি যদি প্যারেড করতে নামি, মুষ্টি উঁচিয়ে, আন্তরন্যাশান্যাল গাইতে গাইতে এবং বলি এই সব করছি বলে খুব তৃপ্তি পাচ্ছি, তাহলে তা হবে নিজের সঙ্গে মিথ্যাচার।"

ব্রুনে এইবার ওর সবচেয়ে জোরালো গ্রাম্যভাব ধারণ করল। ও দাঁড়াল বিরাট উঁচু এক সৌধের মতো। ওর দিকে তাকাতে হতাশা ঘিরে ধরল ম্যাথুকে।

"আমার কথা বুঝতে পারছো ব্রুনে ? আমাকে বুঝতে পারছো সত্যি ?"

"তোমার কথা ভাল করে বুঝলাম কিনা বুঝতে পারছি না। তবে, কথা যাই হোক, নিজের সাফাই গাইবার কোন দরকার নেই তোমার, তোমাকে দোষ দিচ্ছে না কেউ। আরো ভালো সুযোগের অপেক্ষায় আছো তুমি, সে অধিকার আছে তোমার। আশা করি শীগগির আসবে সে সুযোগ।"

"আমিও আশা করি।"

কৌতূহল চিকচিক করে উঠে ব্রুনের চোখে, "ঠিক জানো, তুমিও আশা করছো ?"

"নিশ্চয়ই।"

"হাঁ? ঠিক আছে, সেই ভালো। তবে আমার আশঙ্কা সে সুযোগ খুব তাড়াতাড়ি আসছে না।"

ম্যাথু বলে, "আমিও তাই ভাবছি। কিছু দিন ধরে ভাবছি, হয়তো সে আদৌ আসবে না, অথবা খুব দেরী করে আসবে, অথবা এমন হওয়া সম্ভব যে সুযোগ বলে কোন বস্তুই নেই কোথাও।"

"তাহলে?"

"তাহলে, ক্ষতি যা হবার সব আমারই হবে। ব্যস।"

ব্রুনে উঠে দাঁড়ায়। বলে, "তাহলে এই অবস্থা। ঠিক আছে সাহেব। এটা ঠিক, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমি।"

ম্যাথুও উঠে দাঁড়ায়। "না, না, এমন করে চলে যাবে না তুমি। নিশ্চয়ই দু'এক মিনিট সময় আছে হাতে?"

ঘড়ি দেখে ব্রুনে, "দেরী হয়ে গেল।"

দুজনেই চুপচাপ। ভালমানুষের মতো অপেক্ষা করে ব্রুনে। "ও যাবে না, ও যাবে না, ওর সঙ্গে কথা রয়ে গেছে আমার। ম্যাথু ভাবল।" কিন্তু কি বলবে খুঁজে পেল না।

সে গড়গড় করে বলে গেল, "এর জন্য কিন্তু আমার ওপর রাগ করতে পারবে না বলে দিচ্ছি।"

"রাগ করি নি তো। আমার মতো করে চিন্তা করতে বাধ্য নও তুমি।" ব্রুনে বলে।

বিরস কণ্ঠে বলে ম্যাথু, "কথাটা ঠিক বলো নি। তুমি কি ধরনের মানুষ তা আমি জানি: তুমি বিশ্বাস করো, তুমি যেমন চিন্তা করো আরেকজন ঠিক তেমনি চিন্তা করতে বাধ্য, যদি সে না রদ্দি মাল হয়। আমাকে তুমি রদ্দি বলে মনে করো, কিন্তু তা তুমি বলবে না, কেননা ব্যাপারটাকে একরকম ব্যাকুলতার সঙ্গে তুমি দেখছো।"

একটু যেন হাসল ব্রুনে। বলল, "তোমাকে আমি রদ্দি মনে

করি না। সোজা কথা হলো, নিজের জাত থেকে তুমি যতটা বিচ্ছিন্ন আমি ভেবেছিলাম, আসলে ততটা তুমি নও।"

বলতে বলতে দরজার কাছে এগিয়ে গেল ও।

ম্যাথু বলল, "আমার কাছে এসেছো, সাহায্য করতে চেয়েছো, শুধু সকালে আমাকে মনমরা দেখেছিলে বলে—এর জন্য আমি কতটা কৃতজ্ঞ তুমি ভাবতে পারবে না। কি জানো, তোমার কথাই ঠিক। আমার সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু আমি সাহায্য চাই তোমার, কার্ল-মার্ক্সের নয়। আমি চাই তোমার সঙ্গে যেন মাঝে মাঝে দেখা হয়, কথাটথা বলতে পারি—সেটা কি অসম্ভব?"

চোখ ফিরিয়ে নেয় ব্রুনে, বলে, "আমি তো রাজী, কিন্তু আমার তো তেমন সময় নেই।"

এবং ম্যাথু ভাবল, "সে তো হবেই। আমার জন্য আজ সকালে ওর দুঃখ হয়েছিল, আমি ওকে পাত্তা দিলাম না। এখন আবার আমরা দুজন অচেনা মানুষ হয়ে গেলাম। ওর সময়ের ওপর কোন দাবী নেই আমার।" এতৎসত্ত্বেও সে বলল, "মনে নেই ব্রুনে? একদা তুমি আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ছিলে।"

দরজার হাতল নাড়াচাড়া করছে ব্রুনে। "তা না হলে এলাম কেন বলো? আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে, দুজনে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে পারতাম...।"

ওরা কথা বলছে না আর। ম্যাথু ভাবছে: "ওর তাড়া আছে, চলে যাওয়ার জন্য ভীষণ ব্যস্ত ও।"

ওর দিকে না তাকিয়ে ব্রুনে আবার বলে, "তোমাকে এখনো আমার ভাল লাগে। তোমার মুখ, হাত, কণ্ঠ সব ভালো লাগে—তারপর আছে পুরনো দিনের সব স্মৃতি। কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের হয় না। বর্তমানে আমার একমাত্র বন্ধু হচ্ছে পার্টির কমরেডরা, ওদের সঙ্গে আমার রাজ্যের মিল।"

"আর আমাদের মধ্যে আর কোন মিল নেই বলতে চাও?" ম্যাথু প্রশ্ন করে।

ব্রুনে কাঁধ ঝাকায়, কিছু বলে না। একটা কথা বললে সব মিটে যেতো, শুধু একটা শব্দ, সব ফিরে পেতো ম্যাথু, ব্রুনের বন্ধুত্ব, বেঁচে থাকার কিছু সম্বল। ঘুমের মতো মোহময় এক সম্ভাবনা। ম্যাথু হঠাৎ শরীর টান করে দাঁড়ায়, বলে, "তোমাকে আর আটকাব না। সময় পেলে এসো মাঝে মাঝে।"

ব্রুনে বলে, "নিশ্চয়ই। আর যদি মতের পরিবর্তন হয় তোমার, খবর দিয়ো।"

"নিশ্চয়ই।" ম্যাথু বলে।

ব্রুনে দরজা খুলেছে। ম্যাথুর দিকে একবার হেসে, চলে গেল। ভাবল ম্যাথু: "ও আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ছিল।"

ও চলে গেছে। রাস্তা ধরে হাঁটছে। ঝুঁকে ঝুঁকে, নাবিকের মতো গড়াতে গড়াতে হাঁটছে। এবং রাস্তাগুলো আসল রাস্তা হয়ে গেল একে একে। কিন্তু তার কাছে এই ঘরের আসল রূপ উধাও হয়ে গেল। তার সবুজ বিশ্বাসঘাতক হাতল-অলা চেয়ারের দিকে তাকাল ম্যাথু, তার সাধারণ চেয়ারের দিকে, সবুজ পর্দার দিকে তাকাল এবং ভাবল: "আমার চেয়ারে এসে ও আর বসবে না কোনদিন, সিগ্রেট বানাতে বানাতে তাকাবে না আমার সবুজ পর্দার দিকে।" ঘরটা যেন একটা সবুজ আলোর টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়, আলোর সেই টুকরো রাস্তা দিয়ে মোটর-বাস চলে যাওয়ার সময় কেঁপে উঠে। জানালার কাছে গিয়ে ব্যালকনিতে কনুইয়ে ভর রেখে দাঁড়াল। ভাবল: "আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।" এবং তার পিছনে রইল তার ঘরটি নিস্তরঙ্গ এক পানির পাতের মতো। পানির উপরে তার মাথাটি কেবল ভেসে আছে, পেছনে বিশ্বাসঘাতক ঘর, পানির উপরে মাথাটি ভাসিয়ে রেখেছে, রাস্তার দিকে তাকাল সে, ভাবল, "এ কি সত্য? গ্রহণ করতে পারলাম না, এ কি সত্য?" দূরে দড়ি নিয়ে লাফাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে, দড়িটা মাথার ওপর দিয়ে পার হচ্ছে, দেখাচ্ছে ঠিক ঝুড়ির হাতলের মতো, তারপর ঝট করে পায়ের নিচে মাটির

সঙ্গে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের বিকেল। আলো, শুচি-শুভ্র, মসৃন, হিমেল আলো, শাশ্বত সত্যের মতো আলো শুয়ে রইল রাস্তায়, ছাদে। "সত্যিই আমি রদ্দি নই? হাতল-অলা চেয়ার সবুজ, লাফ দেওয়ার দড়ি ঝুড়ির হাতলের মতো, তর্কের অবকাশ নেই তাতে। কিন্তু মানুষের কোন কিছু হলেই অবকাশ থাকে তর্কের, যা-কিছু তারা করে সব কিছুর ব্যাখ্যা থাকে, ব্যাখ্যা উপর থেকে, নিচে থেকে, যার যেমন রুচি। প্রত্যাখ্যান করলাম. কেননা আমি মুক্ত থাকতে চাই: এইটুকু বলতে পারি। আরো বলতে পারি আমি কাপুরুষ। আমি আমার সবুজ পর্দা ভালবাসি, বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে ভালবাসি এবং কোন পরিবর্তন চাই না। ধন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিহাস করে কথা বলতে ভাল লাগে আমার, এবং তাকে দমিয়ে রাখতে চাই না আবার, কারণ তা করার স্বপক্ষে আর কোন যুক্তি নেই আমার, খুঁতখুঁতে ছাড়া-ছাড়া ভাব আমার ভালো লাগে। না বলতে ভাল লাগে আমার, সব সময় 'না,' চূড়ান্ত, ভাবে বাসযোগ্য কোন পৃথিবী সৃষ্টির প্রয়াসকে আমার ভয় পাওয়া উচিত, কারণ তার জন্য কেবল 'হাঁ' বলতে হবে আমাকে, আর অন্য দশটা মানুষের মতো চলতে হবে। উপরে থেকে, নিচে থেকে: স্থির করবে কে? ক্রুনে স্থির করেছে: ও মনে করে আমি রদ্দি। জ্যাক তাই মনে করে, দানিয়েলও তাই মনে করে, ওরা সবাই মিলে স্থির করেছে আমি রদ্দি এক মাল। আহা বেচারা ম্যাথু, সে একটা অপদার্থ, সে একটা রদ্দি। কি করে ওদের সবার বিরুদ্ধে আমার মতকে জয়ী করতে পারি? আমাকে স্থির করতে হবে: কিন্তু কি স্থির করবো আমি।" এইমাত্র যখন সে 'না' বলল, নিজেকে তখন অকপট মনে হয়েছিল। হঠাৎ বুকের ভেতরে ঠেলে উঠল একটা তিক্ত উন্মাদনা। কিন্তু আলোর নিচে কে কবে উন্মাদনার বিন্দুমাত্র কণা ধরে রাখতে পেরেছে? এ এমন আলো যে আশাকে নিভিয়ে দেয়, যা স্পর্শ করে চিরন্তন করে দেয় তা। চিরকাল

দড়ি নিয়ে লাফাবে ছোট মেয়েটা, চিরকাল ওর মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে আসবে দড়ি, ফুটপাথের কোণ ঘেষে দড়ি চলে যাবে ওর পায়ের তলা দিয়ে চিরকাল এবং ম্যাথ্যু চিরকাল ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

দড়ি নিয়ে লাফালে কি লাভ হয়? কি, সত্যি বলছি, কি! স্বাধীনতা বেছে নেওয়ার লাভটা কি? একই আলোর নিচে মাদ্রিদ ভ্যালেন্সিয়া, জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে পরিত্যক্ত চিরকালের রাস্তার দিকে, বলছে, "কি লাভ? সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ায় লাভ কি?" ঘরে ফিরে গেল ম্যাথ্যু, আলো কিন্তু পিছু ছাড়ল না। "আমার হাতল-অলা চেয়ার, আমার ফার্নিচার।" টেবিলের উপর একটা পেপারওয়েট, আকৃতি কাঁকড়ার। ওটার পিঠে ধরে ম্যাথ্যু এমন করে হাতে নিল যেন ওটা জীবন্ত। "আমার পেপারওয়েট।" কি লাভ? লাভটা কি? কাঁকড়াটিকে টেবিলে ফেলে দেয় সে, এবং বেশ জোর দিয়ে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলে: "আমি এক অপদার্থ ব্যর্থ।"

নয়

ছয়টা বাজে। অফিস থেকে বেরিয়ে বারান্দার আয়নায় চেহারা দেখে দানিয়েল, চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে: "আবার শুরু হচ্ছে।" এবং রীতিমতো ভয় পেলো সে। রোমার রোডের দিকে হাঁটতে লাগল। কেউ ইচ্ছে করলে হারিয়ে যেতে পারে ওখানে, সে যেন এক সুড়ঙ্গ-পথ, শুধু আকাশের দিকটা খোলা এই যা, আকাশ যেন তার বিরাট এক পাশের-ঘর। সন্ধ্যা পথের দুপাশে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খালি করে দিয়েছে—অন্তত, অন্ধকার জানালার অন্তরালে অন্তরঙ্গ কিছু একটা চলছে তেমন কল্পনা করার অবকাশ নেই। দানিয়েলের দৃষ্টি, ছাড়া পেয়ে, ছুটে গেল ওই যেখানে দিগন্তে নেমে এসেছে রক্তিম বন্ধ্যা আকাশের টুকরো, ওইখানকার পর্বতমালার মধ্যবর্তী সুতীক্ষ্ণ ফাঁকে।

লুকনো সহজ কর্ম নয়। রোমার রোডেও সে বড্ড বেশি স্পষ্ট। দীর্ঘকায় প্রসাধন-চিত্রিত রমণীরা বের হয়ে আসছে দোকান থেকে, তাকাচ্ছে ড্যাবড্যাব করে দানিয়েলের দিকে এবং আপন দেহ সম্পর্কে দানিয়েল সচেতন। "কুত্তীগুলান," দাঁত কিড়মিড় করে বলে সে। শ্বাস নিতে ভয় হচ্ছে তার। যতই স্নান করুক না কেন, মেয়েলোকের গায়ে গন্ধ থেকেই যায়। ভাগ্যিস, এটা মেয়েদের রাস্তা নয়, মেয়েদের সংখ্যা তাই খুব বেশি নয়। আর বেটাছেলেরা দেখেও দেখছে না ওদের, হাঁটতে হাঁটতে খবরের কাগজ পড়ছে, আনমনে চশমা মুছছে অথবা, কিংবা শুধু শুধু রগড়ের হাসি হাসছে। তবু জনতা তো বটে, জনারণ্য না হোক। আপন পথে এগোচ্ছে জনতা আস্তে আস্তে,

দৃশ্যতঃ জনতায় ভর করে থাকে যে নিয়তি, তার তলা বিদীর্ণ করে যেন এগোচ্ছে সে স্রোত। এই ধীরগতি মিছিলে নিজেকে মিশিয়ে দেয় দানিয়েল। বেটাচ্ছেলেদের ঘুম-ঘুম হাসি, তাদের অস্পষ্ট ধমকের মতো নিয়তিকে অনুকরণ করল সে এবং সে হারিয়ে গেল। তুষার প্রপাতের একটানা ঝুপঝুপ শব্দ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইল না তার ভিতরটায়, এখন সে বিস্মৃত আলোকের একফালি সমুদ্র বৈ আর কিছু নয়। "মার্সেলের ওখানে বড্ড সকাল সকাল পৌঁছে যাবো, সময় আছে কিছুক্ষণ হাঁটলে হয়।"

শরীরটা টান করল, সাবধানে তাকাল ইতিউতি: বিপদ কেটে গেছে। আসলে নিজের নিয়ন্ত্রণ থেকে কোনদিন বেশি দূর যেতে পারে নি সে। "সময় আছে, কিছুক্ষণ হাঁটলে হয়।" তার মানে হল গে: "মেলাটা একবার ঘুরে যাওয়া যায়।" অনেকদিন আগে, সেই কবে দানিয়েল নিজেকে প্রতারিত করতে পেরেছিল। কিন্তু তা করে লাভ কি? সে কি মেলায় যেতে চায়? যাবে আর কি একবার। যাবে, কেননা যাওয়া থেকে বিরত থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। সকাল কাটল বিড়াল নিয়ে, তারপর গেল চার ঘণ্টাব্যাপী প্রাণান্তকর কাজ, আর এখন এই বিকেলে মার্সেল: অসহ্য—"একটু উনিশ-বিশ করা উচিত আমার।"

মার্সেল একটা ডোবা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল শুনে যায়। হা, হা, কেবল হা-হা করবে, হা ছাড়া যেন কথা নেই। সব কথা অদৃশ্য হয়ে যায় মাথার ভিতরে, ওর অস্তিত্ব যেন শুধু ওর চেহারা। নির্বোধের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলাধূলা করা, মন্দ কি—একটু ঢিল দাও সুতো, ব্যস উড়ে যাবে আকাশে, বিপুল অকল্পনীয় হাতীর মতো বেলুন। সুতো টান করো, পপাত ধরণীতল, অনিচ্ছায় ঘুরতে থাকবে ওখানে অথবা লাফাবে সুতোর টানের সাথে সাথে। কিন্তু নির্বোধদেরও তো মাঝে মাঝে কিছু পরিবর্তন দরকার, তাতে আনন্দ ক্লান্তিকর হয় না। উপরন্তু, মার্সেল এই মুহূর্তে বড্ড অস্বাস্থ্যকর

অবস্থায় আছে, ওর ঘরের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়াই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি বলতে কি, ওর ঘরে ঢুকলে নাক না টেনে পারা যায় না। ঠিক গন্ধ নয়, শ্বাসনালীর গোড়ায় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। যার ফলে হাঁফানির মতো ভাব হয়ে যায়। "আমি মেলায় যাবো।" এমন বাহানার দরকার ছিল না, নিতান্ত নিষ্পাপ পরিকল্পনা: পিছু-লাগা বিকৃত-কামীদের কায়দাকানুন পর্যবেক্ষণ করবে। সেবাস্তোপলের বুলেভারের মেলা আপন বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত। এখান থেকেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিসার দুরাত ছোট্ট একটি শয়তান সংগ্রহ করেছিল, সেই বেটা ডুবিয়েছিল তাকে। কিছু বদমাস স্লট-মেশিনে পয়সা ঢুকিয়ে খাবার বের করে, ঘোরাফেরা করে আশে-পাশে খদ্দেরের আশায়, ওরা মোন্তপারনাস-এ তার সহকর্মীদের চাইতে অনেক অনেক প্রাণবন্ত: ওরা সৌখীন আধপোড়া ছোট ছোট ইতর সব, নিষ্ঠুর, রুক্ষ। গলার স্বর কর্কশ, সবকটার নিজস্ব ধূর্ত কৌশল আছে। ওরা তাদের খুঁজে যারা দশ ফ্রাঙ্ক এবং রাতের খাবার দিতে রাজি। তারপর আছে, দেওয়ার জন্য তৈরী মক্কেল, সেই ভীষণ হাস্যকর জীববৃন্দ, রেশমী স্নেহ, মধুময় গলা এবং চোখে চোরা মিনতিমাখা অনিশ্চিত ইঙ্গিত। ওদের এইসব হতমান ভাব দানিয়েলের সহ্য হয় না, যেন ওরা অনন্তকাল দোষ কবুল করে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঘুষিতে ওদের লাশ করে দিতে ইচ্ছে করে, যেমন ইচ্ছে জাগে আত্মধিকৃত কারো ওপর শক্তিপ্রয়োগ করে তার সম্মানের যেটুকু অব-শিষ্ট আছে তা-ও চুরমার করে দিতে। একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দানিয়েল সাধারণত: ওদের লক্ষ্য করে, দেখে, ওরা ওদের তরুণ ভক্তদের দিকে চতুর ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে কেমন নিজেদের ঠমক জাহির করে। মক্কেলরা তাকে টিকটিকি মনে করে অথবা মনে করে ছেলেদের কারো ভাড়াটে গুণ্ডা হবে সে: ওদের সব আনন্দ মাটি হয়ে যায়।

হঠাৎ-আসা অসহিষ্ণুতার একটা দমকে দানিয়েল দিশেহারা হয়ে

পড়ে, পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে। "বেশ মজা হবে।" গলা শুকিয়ে গেছে, শুকনো গরম বাতাস। সে আর দেখতে পারছে না, চোখের সামনে ঝাপসা একটা ছায়া পড়েছে, ডিমের কুসুমের মতো হলুদ রঙের কোন এক ঘোলা আলোর স্মৃতির মতো, একই সঙ্গে কাছে টানে এবং দূরে সরিয়ে দেয়। সেই অসুস্থ আলোর জন্য তার চোখ তৃষ্ণার্ত, কিন্তু এতো দুরায়ত সে আলো, দুই নিচু দেয়ালের মাঝখানে ঘুরছে যেন সে, ঘুরছে ভাঁড়ার-ঘরের গন্ধের মতো। রোমার রোড অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে, ওখানে এখন আছে কেবল এক ভাবীকাল, যেখানে সমস্ত বাধাবিপত্তি বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত, যে বিন্দুর আকৃতি মানুষের মতো: দুঃস্বপ্নের মতো। তফাৎ হলো, আসল দুঃস্বপ্নে দানিয়েল কখনো পথের শেষ মাথায় পৌঁছতে পারে না। সেবাস্তোপল বুলেভারে প্রবেশ করল সে। বুলেভার শুয়ে আছে নির্মল আকাশের নিচে, গতি মন্থর হলো ওর। "মেলা": উপরের দিকে তাকিয়ে লেখাটা দেখল। আশেপাশের লোকজন সব অচেনা কি না দেখে নিল ভাল করে, তারপর ভিতরে প্রবেশ করল।

লম্বা অপ্রশস্ত হলঘর, বাদামী দেয়াল রঙ। রোগা কুৎসিত। গুদামের ভ্যাপসা সুরা-গন্ধ। হলদে আলোয় ডুব দিল দানিয়েল, অন্যদিনের চেয়ে আজকে আরো ঝাপসা, আরো অন্ধকার, দিনের আলো তাকে তাড়িয়ে একেবারে হলের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ছেড়েছে। দানিয়েলের কাছে এই আলো সমুদ্রপথে গা-বমি ভাবের মতো। পালের্মো যেতে নৌকায় রাতে বমি-বমি ভাব হয়েছিল তার, সেই কথা মনে পড়ে গেল এখন। নির্জন ইঞ্জিন-ঘরে এমনি হলুদ অন্ধকার ছিল, স্বপ্নে সে অন্ধকার দেখে মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠতো, অন্ধকারেই আছে দেখে আশ্বস্ত হতো, কৃতার্থ হতো। মেলায় কাটানো সময়টা যেন সেই ইঞ্জিনের হাতলের একটানা ছন্দময় ধুকধুকানিতে অনুরণিত।

দেয়ালের পাশে সারি করে রাখা চারপায়ার বেঢপ বাক্স:

এগুলো হলো খেলা। দানিয়েল সবগুলো জানে : ফুটবল খেলোয়াড়, রঙিণ কাঠের ষোলটি ছোট মূর্তি লম্বা পিতলের তারে আটকানো। পলো-প্লেয়ার। ঘরবাড়ি মাঠঘাটের ভিতর দিয়ে টানা পশমী বস্ত্রে ঢাকা লাইনের উপর টিনের মোটর গাড়ি। জ্যোৎস্নালোকে ছাদে পাঁচটা ছোট্ট কালো বিড়াল, ওদের গুলী করে ভূপাতিত করার জন্য একটা রিভলবার। ইলেকট্রিক রাইফেল। চকোলেট এবং সেন্টের মেশিন। ঘরের অন্য প্রান্তে, তিন সারি কিনেরামা, হস্তচালিত সিনেমা-মেশিন। বড় বড় অক্ষরে যে সব ছবি দেখানো হচ্ছে তাদের নাম লেখা রয়েছে : নবীন দম্পতি, ছিনাল পরিচালিকা, সূর্যস্নান, বিপর্যস্ত বাসর। চশমাপরা এক ভদ্রলোক অবলীলায় একটার কাছে এগিয়ে গেল, ফুটোয় একটা ফ্রাঙ্ক ঢুকাল, এবং মাইকা-ঢাকা ছিদ্র দিয়ে দিব্যি আরামসে দেখতে লাগল। দমবন্ধ হয়ে আসছে দানিয়েলের : ধূলো-বালি, গরম আর দেয়ালের ওপাশ থেকে নিয়মিত বিরতিতে আসা জোর ধাক্কার ধুপধুপ শব্দের প্রতিক্রিয়া। বাঁ দিকে আর একটা হুল্লোড়ের দিকে মন গেল তার : দুর্বৃত্ত ধরনের জনকয় যোয়ান এক নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। নিগ্রো বক্সার কাষ্ঠ-নির্মিত, ছয় ফুট লম্বা, পেটের মাঝখানে চামড়ার প্যাড এবং একটা ডায়েল। চারজন ওরা, একজনের পিঙ্গল-চুল, একজনের লাল, দুই-জনের কালো। ওরা কোট খুলে ফেলে, আস্তিন গুটিয়ে নেয়, এবং প্রাণপণ শক্তিতে প্যাডে ঘুষি হানে। ডায়েলের একটা কাঁটায় ধরা পড়ছে কার ঘুষির কতটুকু জোর। ওরা দানিয়েলের দিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করে একবার, তারপর প্রবল বিক্রমে ঘুষি চালাতে থাকে। দানিয়েল ওদের দৃষ্টি প্রতিহত করে, বুঝাতে চাইল সে ওসবের মধ্যে নেই। ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় সে। ডানদিকে ক্যাশের টেবিলের কাছে, আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একজন। লম্বা, ছাইয়ের মতো শাদা মুখ, ইস্তিরিবিহীন কুঁচকানো স্যুট, শার্ট এবং চটি জুতো। বাকিগুলোর মতো ও

বোধ হয় সমকামী নয়। আর মনে হলো ওদের চেনে না সে, দৈবাৎ এসে গেছে—দানিয়েল ঠিক ধরেছে—। একটা যান্ত্রিক ক্রেনের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে ও। এক কি দুই পলক, জানালার পেছনে এক গাদা মিছরি-মিষ্টির উপরে রাখা কোডাক এবং ইলেকট্রিক বাতি, দেখে আকৃষ্ট হয়েই নিশ্চয়, নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওদিকে, অভ্যস্ত চোখে যন্ত্রটা দেখে নিয়ে যন্ত্রের ফুটোর ভেতরে পয়সা ঢুকাল, একটু পিছিয়ে এল অতঃপর এবং ধ্যানে একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেল মনে হলো। একটা বিষণ্ণ আঙ্গুলে নাক খুঁটতে থাকল ও। নাকের ভিতরে একটা পরিচিত শিহরণ খেলে গেল। "ইস, নার্সিসাস টাইপ," দানিয়েল ভাবল, "আপন স্পর্শে রোমাঞ্চিত।" সবচাইতে মোহময়, সবচেয়ে রোমান্টিক টাইপ এরা : তুচ্ছতম অঙ্গভঙ্গি ও কামনার সচেতন আবেশে মুখর করে এদের, বাঙময় করে তোলে নিজের প্রতি গভীর গোপন অনুরাগ। স্বল্পতম আয়াসে লোকটা যন্ত্রের হাতলদুটো ধরে ঘোরাল, ভাবটা এসব যন্ত্রের সবকিছু তার জানা আছে। বন্ধ গিয়ারের ঘরঘর শব্দে ক্রেনটা ঘুরে গেল, এর বিকট ঝনঝনানিতে কেঁপে উঠল গোটা যন্ত্রটি। দানিয়েল মনে মনে প্রার্থনা করল ও যেন ইলেকট্রিক বাতিটা পায়। কিন্তু না, একটা ছিদ্র হা করে ঢেলে দিল বিচিত্র রঙের কতগুলো লবণচুষের দলা, দেখতে শুকনো পিঠার মতো বিচ্ছিরি আর বিদঘুটে। ছোকরা খুব একটা নিরাশ হলো না। মনে হলো, পকেট হাতড়ে আরেকটা পয়সা বের করল। মনে মনে বলল দানিয়েল, এটাই ওর শেষ সম্বল, কাল থেকে কিছু খায় নি বোধ হয়। কিন্তু, এতে তো কিছু হবার নয়। না, এমনি বিভ্রান্তির ফাঁদে আটকে তার কোনমতেই কল্পনা করা উচিত নয়, ওই হালকা পাতলা মোহন আত্মমুগ্ধ দেহের অন্তরালে আছে এক সংগোপন, স্বাধীন এবং আশাময় রহস্যময় জীবন। অন্ততঃ এখানে এই নরকে নয়, ভৌতিক এই আলোতে নয়, দেয়ালে এইসব একটানা আঘাতের অনুষঙ্গে

নয়—"ঈশ্বরের কসম, আমি প্রতিরোধ করব।" এবং এতৎ সত্ত্বেও দানিয়েল বুঝতে পারল কেমন করে মানুষ এইসব যন্ত্রের ফাঁদে আটকা পড়ে, একটু একটু করে হারে, আবার দান ধরে, আবার, এবং তখন ঝিম ধরে মাথায়, আক্রোশে গলা শুকিয়ে আসে। অনেক রকম আছে ঝিমানো, বিহ্বলতা, সবকটার সঙ্গে পরিচয় আছে দানিয়েলের। ক্রেনটা ঘুরছে সাবধানে আপন ইচ্ছার তালেঃ নিকেল করা যন্ত্রটি যেন আপন কর্মে আত্মতৃপ্ত। ভয় ধরে গেল দানিয়েলের মনেঃ এক-পা এগিয়ে গেল সামনে, ছোকরার হাত ধরবার জন্য তার হাত নিসপিস করে উঠলো—ওর মোটা ছেঁড়া কাপড়ের স্পর্শ যেন বোধ করল তার হাতে—ওর হাত ধরে বলবেঃ "না, আর খেলে না।" দুঃস্বপ্নটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে আবার, দানা বেঁধে উঠছে বুঝি, সঙ্গে আছে একটা চিরন্তনীর স্বাদ, দেয়ালের ওপাশ থেকে আসা বিজয়ে উল্লসিত ঢোলের বাজনা, এবং ভেতর থেকে ঠেলে আসা এক পরিতুষ্ট বেদনার উত্তাল তরঙ্গ। সেই অনন্ত এবং পরিচিত সর্বগ্রাসী বেদনা, কতো দিন কতো রাত কেটে যাবে তবু তাকে ছাড়াতে পারবে না। তখন একজন ঢুকল ভিতরে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দানিয়েল মুক্তি পেয়ে গেল: উঠে সে দাঁড়াল এবং মনে হলো এই বুঝি হাসতে হাসতে ফেটে যাবে সে। "এই সেই লোক," সে ভাবল। একটু সে হতচকিত, কিন্তু আনন্দিত, সে প্রতিরোধ করেছে।

লোকটা হলের ভিতর এস্ততায় হাঁটছে। হাঁটার সময় হাঁটুর ওখানটায় ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। শরীরটা কিন্তু বেশ শক্ত করে রেখেছে, যদিও পা দুটো চলছে অনায়াসে। দানিয়েল ভাবল, "তোমার পরনে অন্তর্বাস আছে আমি জানি।" পঞ্চাশ ধর-ধর, ক্লীন-শেভ, ভোঁতা মুখাবয়বে বয়সের মিহি দাগ, গায়ের রং পীচের মতো গোলাপী, শাদা চুল, সুন্দর টিকলো ফ্লোরেন্‌টাইন নাক এবং চরিত্র অনুযায়ী যেটুকু থাকা উচিত তার চেয়ে একটু বা বেশি

রুক্ষ এবং দৃষ্টিক্ষীণতার ভাব তার চোখে—চোখ দুটো ঘুরছে সবদিকে। ওর প্রবেশ একটা সাড়া জাগিয়ে তুলল : ক্ষুদেকায় বদমাস চারটে এক-সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল, একই রকম ইতর সারল্যের অভিব্যক্তি নিয়ে, তারপর নিগ্রোর তলপেটে ঘুষি-মারার কাজে মন দিলো—কিন্তু এবার যেন আগের সেই উৎসাহ আর নেই। লোকটা জরীপ করল ওদের কেমন যেন গা বাঁচিয়ে এবং একটু অপ্রসন্ন মেজাজে। তারপর ঘুরে ফুটবল খেলার দিকে এগিয়ে গেল। পিতলের তারে একটু টোকা দিল, তারপর ছোট ছোট মূর্তিগুলোকে সহাস্য কৌতুকে পরখ করল, যেন যে খেয়ালের তাড়নায় ও এখানে এসেছে তারই আনন্দে মজা লুটছে। ওর হাসিটাকে লক্ষ্য করতেই দানিয়েলের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। এইসব ছলাকলা, এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল আতঙ্ক ধরিয়ে দেয় তার মনে, ইচ্ছে হলো ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু সে এক পলকের ব্যাপার মাত্র : অভ্যস্ত অনুভূতির চমক, শীগগির কেটে গেল। থামের গায়ে আরাম করে হেলান দেয়, নবাগতের দিকে অপলক দৃষ্টি ধরে রাখে সে। ডান দিকে রাত্রিবাসের জামা গায়ে ছোকরা তৃতীয়বারের মতো একটা পয়সা বের করল পকেট থেকে, ক্রেনকে কেন্দ্র করে চলল তার নীরব খেলা।

সুদর্শন ভদ্রলোক খেলায় মেতে গেল, ছোট কাঠের খেলোয়াড়-দের চিকণ দেহের ওপর তর্জনি লাগায় : নিজে যেচে ইশারা করবে এতো নিচে নামবে না ও। সন্দেহ নেই, শাদা চুল নিয়ে আর সামার স্যুট পরে ওইসব তরুণ মাছিদের মনে ধরার মতো যথেষ্ট মনোলোভা ভাবছে ও নিজেকে। যা ভেবেছে তাই, একটু কি যেন পরামর্শ করার পর দল থেকে বেরিয়ে এল পিঙ্গল-চুলো ছোকরা, জ্যাকেট কাঁধে ঝুলিয়ে, পকেটে হাত দিয়ে সম্ভাব্য মক্কে-লের কাছে এগিয়ে গেল পায়-পায়। সে আরো কাছে এগিয়ে গেল ভয়ে ভয়ে পায় পায় গন্ধ-শোঁকার ভাব করে। পুরুষ্ট ভুরুর

নিচে তার চোখের ভঙ্গিটি কুত্তার মতো। দানিয়েল ঘৃণাভরে তাকাল তার পুষ্ট পাছার দিকে, টসটসে বিজাতীয় গালের দিকে। ধূসর গাল, ভাল করে দাড়ি গজায় নি, তাই কালচে হয়ে আছে। সে ভাবল, "নারীমাংস, ময়দার দলার মতো তুলতুলে।" ভদ্রলোক একে ঘরে নিয়ে যাবে, গোসল করাবে, সাবান মাখাবে এবং খুব সম্ভব সেন্টও মাখাবে। এবম্বিধ চিন্তায় দানিয়েলের আক্রোশ পুনর্জাগ্রত হলো। "শালা শুওর!" সে বিড়বিড় করে ওঠে। ছোকরা থামল গিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের কাছ থেকে কয়েক পা তফাতে। সে-ও যন্ত্রটা খুঁটিয়ে দেখার ভান করছে। দুজনেই তারের দিকে ঝুঁকে পড়ল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, কেউ কারো দিকে তাকাল না। ভাব করল যেন খুব মন দিয়ে দেখছে ওটা। তারপর হঠাৎ যেন ছোকরা ঠিক করে ফেলল কি করতে হবে: হাত দিয়ে একটা 'নব' চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা খিল বৃত্তাকারে ঘুরতে লেগে গেল। ঘুরছে তো ঘুরছেই। চারটে ক্ষুদেকায় খেলোয়াড় বৃত্তের অর্দ্ধেকটা জুড়ে থেমে গেল নিচের দিকে মাথা রেখে।

"আরে, খেলাটা তুমি জানো নাকি? বাঃ! আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও না? আমি জানি না।" ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় ভদ্রলোক বললো।

"বিশটা পয়সা ওখানে ফেলে তারপর টান দিন। বলগুলো বেরিয়ে আসবে। সেই বল গর্তের ভেতরে ঢুকাতে হবে তারপর।"

"কিন্তু দুজন না হলে তো খেলা যায় না, তাই না? গোলের ভেতরে আমি বল ঢুকাতে চেষ্টা করব, তুমি বাধা দেবে, নাকি?"

"তাই।" একটু থেমে ছোকরা আবার বলে, "দুইজন দুইদিকে থাকবে।"

"আমার সঙ্গে খেলবে এক গেম?"

"হাঁ—এ।" ছোকরা বলে।

ওরা খেলছে। ভদ্রলোক খোসামুদের সুরে বলে, "দারুন চালু

ছেলে দেখছি। করে কেমন করে? প্রত্যেকবার জিতছে। আরে, আমাকে একটু দেখিয়ে দাও না।"

"ও কিছু না, জেনে নিলেই হয়ে যায়।" ছেলেটা লজ্জা পায় যেন।

"ও, তুমি বুঝি প্র্যাকটিশ করো? প্রায়ই আসো, তাই না? যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ভাবলাম দেখে যাই কি হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে তো আগে দেখি নি কোন দিন। আমার চোখে পড়া উচিত ছিল। তোমাকে খেয়াল করা আমারই উচিত ছিল। মানুষের চেহারা নিয়ে গবেষণা করা আমার কাজ কি না। আর তোমার চেহারাটা বেশ অভিনব। তুরেনে না তোমার বাড়ি?"

"হ্যাঁ—জি হাঁ।" খুব অবাক হলো সোমত্থ ছেলেটা।

খেলা বন্ধ করে দিয়েছে ভদ্রলোক। এগিয়ে এসেছে ওর কাছে। সরল মনে বলে উঠে ছোকরা, "কিন্তু খেলা তো শেষ হয় নি। পাঁচটা বল রয়ে গেছে এখনো।"

"থাকগে। পরে খেলব'খন। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, অবশ্য কিছু যদি মনে না করো।" ভদ্রলোক বললেন।

ব্যবসায়ীর মতো হাসল ছোকরা। ওর কাছে আসার জন্য ভদ্রলোককে একটু ঘুরে আসতে হলো। মাথা তুলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল, তখনই দানিয়েলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখ জ্বলছিল দানিয়েলের, তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নেয় চোখ ভদ্রলোক। ভদ্রলোক যেন অপ্রস্তুত, বিব্রত। পুরোহিতের মতো হাত কচলাতে থাকলো। ছোকরা কিন্তু এসব দেখে নি: হা করে, আনমনা আনত চোখে কি বলে শোনবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। নীরবতা নেমে এল অতঃপর। এবং তারপরে ভদ্রলোক ফিস্‌ফিস করে তোষামুদে করার মতো করে কী যেন বলল ওকে। ওর মুখের দিকে কিন্তু তাকালো না। কান পেতে রইল দানিয়েল। 'ভিলা', 'বিলিয়াড' শব্দ দুটো শুধু ধরতে পারল। প্রবল বেগে মাথা দোলায় ছোকরা।

"খুব খাসা জায়গা নিশ্চয়ই।" ছোকরা জোরে জোরে বলে উঠে।

ভদ্রলোক কথা বললো না, পলকে একবার দেখে নিলে, দানিয়েলকে আড় চোখে। বিরস কিন্তু সুস্বাদু এক ক্রোধ এসে চাঙ্গা করে তুলল দানিয়েলকে। বিদায় নেওয়ার সব কায়দা-কানুন জানা আছে তার। ওরা বিদায় নেবে। খটখট করে পা ফেলে প্রথমে যাবে লোকটা। ছেলেটা যেন কিছু হয় নি এমনি ভাব করে ওর ক্ষুদে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলবে গিয়ে, নিগ্রোমূর্তির পেটে লাগাবে খানকয় ঘুষি। তারপর সে-ও যাবে, যাওয়ার আগে এর ওর কাছে বলবে, যাই আর কি। ও-ই অনুসরণ করবে। এবং ওইদিকের রাস্তায় পায়চারী করবে ভদ্রলোক। তরুণ কোন সুন্দরী মহিলার পেছনে পেছনে দানিয়েলকে যেতে দেখে চমকে উঠবে। সে যে কী মুহূর্ত একখানা! প্রত্যাশায় দানিয়েল বাকবাকুম করে ওঠে। শাসক-সুলভ দৃষ্টিতে তার শিকারের সুচারু রেখাময় মুখ যেন গিলতে লাগল সে। তার হাত কাঁপছে। গলাটা শুকিয়ে না উঠত যদি তাহলে তার আনন্দটা সম্পূর্ণ হতো। সত্যি এতো ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে তার। সুযোগ পেলেই নৈতিকতা বিষয়ক কর্তব্যেরত পুলিশ-ডিটেকটিভ সেজে যাবে সে। বুড়োর নাম ধাম নিতে পারবে ইচ্ছে করলেই, তারপর ভয় এবং উত্তেজনায় এতটুকু করে ছাড়বে ওকে। "যদি ইনসপেক্টরের কার্ড দেখতে চায় ইস্কুলের প্রিফেক্টের পাশ দেখিয়ে দেবো।"

"সুপ্রভাত, মঁসিয়ে লালিক।" ভীতু একটা কণ্ঠ।

দানিয়েল কুঁকড়ে গেল : লালিক তার ছদ্ম নাম, মাঝে মাঝে ব্যবহার করে থাকে সে।

ধমকের সুরে প্রশ্ন করে সে, "এখানে কি করছো? এখানে পা দিতে না করে দিয়েছি না তোমায়!"

ববি। অষুধের দোকানে ওকে চাকরি দিয়েছে দানিয়েল। মোটা হয়ে গেছে, থলথলে হয়ে গেছে। নতুন রেডিমেড স্যুট পরনে। দেখতে একদম ভাল লাগে না ওকে আর। একদিকে মাথা কাত করে

ববি ছোট বাচ্চার মতো। কোন কথা না বলে দানিয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখে সরল চাপা হাসি, যেন বলতে চাচ্ছে: "এই তো আবার আমাদের দেখা হলো।" এই হাসিটাই দানিয়েলের ক্রোধকে বিস্ফোরণের পর্যায়ে এনে দিল।

"জবাব দাও!" সে বলল।

"আপনাকে তিনদিন ধরে খুঁজছি ম'সিয়ে লালিক," টেনে টেনে বলছে ববি, "ঠিকানা জানি না আপনার। মনে মনে বলেছি, এখানে একদিন না একদিন ম'সিয়ে লালিক আসবেই...।"

একদিন না একদিন! বেতমিজ জানোয়ারের বাচ্চা কাঁহাকা। দানিয়েল কি করতে পারে বা না পারে তার ওপর ফোয়াম করে নিজের মতলব এঁটেছে। "ও মনে করে ও আমাকে চিনে ফেলেছে, আর তাই ইচ্ছে মতো ব্যবহার করবে আমাকে।" ওকে একটা শামুকের মতো ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করে দিতে হবে। দানিয়েলের প্রতিচ্ছবি অক্ষয় হয়ে আঁকা আছে সঙ্কীর্ণ ওর কপালে, ওখানেই থাকবে চিরকাল। প্রচণ্ড ঘেন্না সত্ত্বেও দানিয়েল ওর তুলতুলে সজীব মাংসের সঙ্গে কোথায় যেন একটা একাত্মতা বোধ করল: সে যেন ববিরই চেতনায় লালিত হচ্ছে।

বলল, "তুমি কুৎসিত। শরীর তোমার নষ্ট হয়ে গেছে। আর এই বেঢপ স্যুটখানা কোত্থেকে বাগালে। ভদ্র কাপড়-চোপড় পড়লে তোমাকে এতো বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।"

ববি এতটুকু দমল না। বড়ো বড়ো আবেশমাখা চোখে দানিয়েলের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। দারিদ্রের এই ভীতু দীনতা, রাবারের মতো লেগে থাকা এই নির্জীব হাসি দুচোখে দেখতে পারে না দানি-য়েল। ওর ঠোঁটের ওপর সজোরে এক ঘুষি মারলেও যেন রক্তাক্ত মুখে হাসিটি লেগেই থাকবে। সুদর্শন ভদ্রলোকের দিকে অলক্ষিতে একনজর তাকিয়ে নেয় দানিয়েল, ওর মুখ থেকে এখন আড়ষ্টতা অন্ত-র্হিত। স্বর্ণকেশী ক্ষুদে দুর্বৃত্তের ওপর ঝুঁকে পড়েছে ভদ্রলোকটা,

ওর চুলের গন্ধ টানছে নাকে, হাসছে প্রসন্ন মনে। দানিয়েলের আক্রোশ বেড়ে যায়, ভাবে, "এমনটি যে ঘটবে সে তো জানাই ছিল। এই মালের সঙ্গে ও দেখছে আমাকে, মনে করবে আমি ওর সমশ্রেণীর, আমার সুনাম-টুনাম গেল সব রসাতলে।" প্রস্রাবখানার এই জাতীয় রাজমিস্ত্রীগিরিকে ঘৃণা করে সে। "ওরা ভাবে সবাই আছে এর মধ্যে। আমার কি আমি তা জানি, ওই বুড়ো আদেখলার মতো হওয়ার চেয়ে চেয়ে বরং আত্মহত্যাকে শ্রেয় মনে করব আমি।"

নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে সে, প্রশ্ন করে, "কি চাও তুমি? আমার সময় নেই। এতো কাছে এসো না, চুলের তেলের গন্ধ আমার নাকে লাগে।"

ববির শান্ত গলা। বলে, "কিন্তু, দেখলাম থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, খুব একটা ব্যস্ত আছেন বলে মনে হলো না। তাই ভাবলাম দেখি—"

"আহা, কথার ছিরি দেখো!" দানিয়েল হো-হো করে হেসে উঠল। "স্যুট কেনবার সময় বুঝি কিছু রেডিমেড বাক্যিও কিনে নিয়েছিলে?"

বিদ্রূপ কিন্তু ববিকে স্পর্শ করতে পারল না। ঘাড় কাত করে ছাদের দিকে আধবোঁজা চোখে তাকিয়ে এমন ভাব করল যেন সে একটু একটু মজা পাচ্ছে। "ও আমাকে আকর্ষণ করেছিল কেননা ও বিড়ালের মতো।" চিন্তাটা মনে আসতে রাগের একটা দমক সে রোধ করতে পারল না। হলোই বা, কোন একসময় আকর্ষণ করেছিল তাকে। কিন্তু তার জন্য ও বাকি জীবন দানিয়েলের ওপর দাবী রাখতে পারে?

বুড়ো ভদ্রলোক এখন তরুণ ছোকরার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বাবার মতো করে ধরে রাখলো। তারপর ওর কাছ থেকে বিদায় নিলো, গালে ওর টোকা দিলো, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো দানিয়েলের দিকে এবং লম্বা পা ফেলে চলে গেলো। দানিয়েল

ওঁকে জিভ দেখায়, ভদ্রলোক ইতিমধ্যে কিন্তু পাশ কেটে চলে গেলো তাদের পেছনে ফেলে। ববি হাসতে লাগল।

"কি হলো?" দানিয়েল জিজ্ঞেস করে।

"কিছু না। বুড়ো আম্মাকে জিভ ভাংচালেন তো, তাই।" ববি বলল। ও যেন লেজ নাড়ছে, বলল, "আপনি সেই আগের মতো আছেন ম'সিয়ে দানিয়েল, ঠিক আগের মতোই ছেলেমানুষ।"

"তাই নাকি, এঁ্যা!" দানিয়েল বাকহত। হঠাৎ কি যেন সন্দেহ হলো তার। বলল: "অষুদের দোকানের কি খবর? আছো না ওখানে?"

"না, পোষাল না।" সাদামাটা গলায় বলল ও।

"এদিকে গায়ে তো খুব চর্বি বাগিয়েছো দেখছি।" ওর দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে মারল দানিয়েল।

স্বর্ণকেশী ছোকরা পায় পায় বেরিয়ে যাচ্ছে মেলা থেকে। দানিয়েলের গায়ে একটা ঘষা লাগিয়ে সে বের হয়ে গেল। ওর তিন সঙ্গী দেখতে দেখতে অনুসরণ করল ওকে। যেতে যেতে এ ওর গায়ে ধাক্কা দিল, হাসাহাসি করল উচ্চকণ্ঠে। "আমি এখানে কি করছি?" দানিয়েল মনে মনে বলল। আশে পাশে তাকাল, কুঁজো লম্বা-গলা ছেলেটাকে খুঁজছে সে, পরনে যার অন্তর্বাস ছিল।

কিছু একটা চিন্তা করতে করতে সে বলল, "এবার বলো। কি করেছিলে? চুরি করে ভেগেছো?"

ববি বলল, "দোকানীর বউ। আমাকে সহ্য করতে পারতো না।"

অন্তর্বাস গায়ে ছোকরাকে দেখা যাচ্ছে না। ও বোধ হয় চলে গেছে। দানিয়েলের মন খারাপ হলো, নিস্তেজ হয়ে গেলো, ভয় হলো, একা পড়ে যাবে সে।

আগের কথার খেই ধরে ববি বলে, "রালফের সঙ্গে লদকালদকি করছিলাম, বৌটা ক্ষেপে গেল।"

"তোমাকে বলি নি, রালফের সঙ্গে মাখামাখি করবে না। বেটা বদমাস বেতমিজ।"

ববির গলায় ঝাঁজ ফুটে ওঠে, "বলো কি, একজনের অবস্থা ফিরে গেলেই সে বন্ধুবান্ধবকে ফেলে দেবে? ওর সঙ্গে দেখাশুনা তো কমই করছিলাম। একেবারে হঠাৎ তো সব সম্পর্ক শেষ করে দিতে পারি না। ও একটা চোর—কি বলে বেটি জানো: "ও আমার দোকানে পা দেবে না বলে দিচ্ছি।" এরকম একটা মাদী কুত্তাকে নিয়ে কি করবে তুমি? আমি রালফের সঙ্গে বাইরে বাইরে দেখা করেছি যাতে ও টের না পায়। কিন্তু ওর একটা হেল্‌পার আমাদের একদিন এক-সঙ্গে দেখে ফেলে। ইতর নোংরা জানোয়ার, আমার মনে হয় ওটাও এক দলের লোক।" ববি সাধুসন্ত লোকের মতো বলে চলে। "প্রথম প্রথম ববি এই, ববি সেই, তারপর বাধ্য হয়ে ওকে নিজের চরকায় তেল দিতে বললাম। ও বলল, 'আমিও দেখে নেবো তোমাকে', দোকানে গিয়ে থুতু ছিটাল, বলল, একসঙ্গে দেখেছে আমাদের, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বেলেল্লাপনা করেছি আমরা, এমন যে আশেপাশের লোকজন লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর দোকানীর বউ বলল, "কি, বলি নি তোমাকে আমি? ওর সংগে দেখাশুনা করতে আমি নিষেধ করছি, করলে দোকানে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি।' আমি বললাম, ম্যাডাম, দোকানের ভিতরে আমি আপনার হুকুমের চাকর, কিন্তু বাইরে কি করি না করি সে আপনার খবর্দারির ব্যাপার নয়: ব্যস গেল চুকেবুকে।"

মেলা নির্জন হয়ে গেছে। দেয়ালের ওপাশে ধুপধুপ শব্দ আর নেই। ক্যাশিয়ার, লম্বা, স্বর্ণকেশী মহিলা, উঠে দাঁড়ালো। টুপটুপ করে সেন্টের মেশিনের কাছে গেল, আয়নায় নিজের চেহারা দেখল সপ্রশংস চোখে এবং হাসল। সাতটা বাজল।

ববি প্রসন্ন পরিতৃপ্ত গলায় আবার বলে, "দোকানের ভিতরে আমি তোমার হুকুমের চাকর, দোকানের বাইরে কি করি না করি তাতে তোমার তো খবরদারি করার কিছু নেই।"

দানিয়েল নড়েচড়ে উঠে।

অন্যমনস্কের মতো জিজ্ঞেস করে, "তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা তাহলে ?"

ববির আত্মসম্মান জাগ্রত হয়, বলে, "নিজেই চলে এসেছি আমি। আমি বললাম : 'আমি চলে যাচ্ছি।' একটা পয়সা নেই পকেটে তখন। আমার পাওনা টাকা দেবে না পর্যন্ত, কিন্তু কি করা যাবে: আমার কপালই এই রকম। রালফের ওখানে রাত্রে থাকি। আমি বিকেলে ঘুমের কাজটা সেরে নিই, কারণ সন্ধ্যায় আবার একজন মহিলা আসেন রালফের কাছে। প্রেম। পরশু থেকে খাইনি কিছু।" প্রত্যাশায় দানিয়েলের দিকে তাকাল ও। "মনে মনে বললাম : যাই, ম'সিয়ে লালিককে খুঁজে বের করি, উনি আমার দুঃখ বুঝবেন।"

দানিয়েল বলল, "তুমি একটা গর্দভ। তোমার কোন কথায় আমি নেই আর। এতো চেষ্টাচরিত্তির করে চাকরি পাইয়ে দিলাম, এক-মাসও টিকতে পারলে না। ভেবো না, যা এতক্ষণ বললে, তার অর্দ্ধেকও বিশ্বাস করেছি আমি। মিছে কথায় মেলার দাঁতের ডাক্তারকে হার মানাও তুমি।"

ববি বলল, "ওদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন আপনি। সত্যি বলছি কি না বের হয়ে যাবে।"

"ওদের জিজ্ঞেস করব মানে ? কাদের ?"

"অষুধের দোকানীর বউকে।"

"আমার বয়ে গেছে। আরো কিছু বানানো গল্প শুনে লাভ কি। যাক গে, তোমার জন্য তো আমি আর কিছু করতে পারছি না।"

সে দ্বিধাগ্রস্ত এখন। ভাবল, "আমার চলে যাওয়া উচিত।" কিন্তু পা তার নড়তে অনিচ্ছুক।

নিরাসক্ত কণ্ঠে ববি বলল, "আমি আর রালফ মিলে একটা কিছু করব, ইচ্ছে আছে। নিজেদের মতো করে একটা কিছু করবার কথা চিন্তা করেছি।"

"নাকি? শুরু করার টাকাটা এডভান্স নিতে এসেছো আমার কাছে, তাই না! ওই সব গাঁজা আর কাউকে বলো গে, যাও। কতো চাও?"

ববি যেন গলে গেল, বলল, "আপনার মতো হয় না, মঁসিয়ে লালিক। এই আজকে সকালেই রালফকে বলছিলাম আমি, 'এক-বার মঁসিয়ে লালিককে পেয়ে গেলে আর দেখতে হবে না, উনি আমাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না'।"

"কতো চাও?" দানিয়েল আবার প্রশ্ন করে।

ববি শরীর মোচড়ায়। বলে, "সবটাই যদি ধার হিসেবে দেন—সত্যি বলছি ধার—পয়লা মাসের শেষে শোধ করে দিতাম।"

"কতো?"

"শ' খানেক।"

"এই নাও পঞ্চাশ। দিলাম, দান করে। এবার পথ দেখ।" দানিয়েল বলল।

বিনা বাক্যব্যয়ে ববি নোটটা পকেটে রাখল। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত।

"তুমি যাও।" দানিয়েলের গলায় দুর্বলতা।

"ধন্যবাদ মঁসিয়ে লালিক।" ববি বলল। যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। বলল, "আমাকে কিংবা রালফকে কোন সময় যদি দরকার মনে করেন, আমরা কাছেই থাকি, ৬ নম্বর অস আওয়ার্স রোড, আটতালায়। রালফ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিন্তু ঠিক নয়, ও আপনাকে খুব ভালবাসে।"

"যাও, বলছি।"

ববি সরে গেল, পিছন দিকে হাঁটল কয়েক পা। হাসছে। তারপর উল্টো দিকে চলে গেল। ক্রেনের কাছে গিয়ে যন্ত্রটাকে একনজর দেখল দানিয়েল। কোডাক এবং ইলেকট্রিক বাতি ছাড়াও একটা বাই-নোকুলার আছে, আগে লক্ষ্য করে নি। ফুটোয় একটা ফ্রাঙ্ক ঢুকিয়ে

'নবটা' এদিক-ওদিক ঘোরায়। ক্রেনটা হাতল নামিয়ে দিল এবং লবণচুষের স্তূপে এলোপাথারি ঘুরতে লাগল। পাঁচ ছয়টা তুলে নিয়ে দানিয়েল খেয়ে ফেলল।

সূর্য বিরাট কালো দালানের ওপর সোনা ছড়াচ্ছে। আকাশ ভরে গেছে সোনায় সোনায়। তার তরলকোমল ছায়া রাস্তা থেকে উঠে উপর দিকে চলে গেল যেন, তার স্নেহের স্পর্শের দিকে চেয়ে হাসল মানুষ-গুলো। তৃষ্ণায় প্রাণ যায় দানিয়েলের, কিন্তু পান সে করবে না : মরো ! মরো তবে তৃষ্ণায় ! ভাবল সে, "হাজার হোক, ভুল তো করি নি আমি।" কিন্তু করেছে যা, তা ভুলের চেয়েও নিকৃষ্ট : অশুভকে তার কাছে আসতে দিয়েছে, কেবল ইন্দ্রিয়ের বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর সব কিছু করেছে সে—ওই কাজটি করে নি, সাহস হয় নি তাই। এখন আপন অন্তরে বহন করে বেড়াচ্ছে সেই অশুভ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওটা তাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তার মধ্যে সংক্রমিত হয়ে গেছে অশুভটি, তার চোখে লেগে রয়েছে এখনো সেই হলুদ স্বাদ। সবই হলুদ লাগছে তার চোখে কেন যে ! ভাল হতো যদি আনন্দের কাছে বিলিয়ে দিতো নিজেকে, আনন্দ আঘাত করতো ওকে, আঘাত করতো ভিতরের অশুভ চেতনাকে। একথা সত্য, সে চেতনা একেবারে মরে না, পুনর্জীবিত হয় বারবার সে। সে ঘুরে দাঁড়াল সহসা। ভাবল, "ও আমাকে অনুসরণ করবে, দেখবে কোথায় থাকি আমি। উফ্ ! ঠিক আছে, তাই যেন করে। প্রকাশ্য রাস্তায় ধরে এমন পিটুনি ঝাড়ব না !" কিন্তু ববিকে দেখা গেল না। দিনের উপার্জন হয়ে গেছে, ঘরে ফিরে গেছে এখন। রালফের ওখানে, ৬ নম্বর অস আউ-য়ার্সে। কেঁপে উঠল দানিয়েল। "ঠিকানাটা যদি ভুলতে পারতাম ! যদি জানতাম কি করে ভুলতে হবে ঠিকানাটা…।" কি দরকার ? ভুলে যাতে না যায়, সে চেষ্টাই করবে সে।

চারদিকে মানুষের কলরব, বন্ধুত্বের, শান্তির গুঞ্জরণ। একজন স্ত্রীকে বলছে : "কেন, সে তো যুদ্ধের আগের ঘটনা। ১৯১২-এ।

না। ১৯১৩। তখনো আমি পল লুকাসের সঙ্গে।" শান্তি। ভাল সচ্চরিত্র লোকের শান্তি, শুভেচ্ছার মানুষের শান্তি। "তাদের ইচ্ছা শুভ, আমারটি কেন নয়?" করবার মতো কোন কাজ নেই, এমন হয়। এই আকাশে, আলোতে, প্রকৃতির এই প্রকাশে কে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা জানে, তারা জানে তারা অভ্রান্ত। জানে ঈশ্বর, যদি তিনি থেকে থাকেন, আছেন তাদের পক্ষে। ওদের মুখের দিকে তাকাল দানিয়েল: লাগাম ছাড়া, তবু কঠিন! সামান্যতম ইংগিতে এই সব মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে। এবং আকাশ আলো গাছ, সমস্ত নিসর্গ চিরকালের মতো তাদের দলেই থাকবে: দানিয়েল অশুভ কামনার মানুষ।

তার ঘরের দোর গোড়ায় বিরাটকায় নোংরা কাজের মানুষ চেয়ার পেতে বসে হাওয়া খাচ্ছে। একটু দূরে থাকতেই তার ওপর নজর পড়ল দানিয়েলের এবং সে ভাবল: "শুভেচ্ছার ব্যক্তি-রূপ।" কাজের সেই জন পেটে হাত রেখে বসেছে বুদ্ধের মতো, লোকজনের আসা যাওয়া দেখছে, মাঝে মাঝে মাথা দোলাচ্ছে। দানিয়েলের হিংসা হলো, ভাবল, "আরে, কেমন জাতের মানুষ ওটা।" একেবারে সত্যিকারের গুরুগম্ভীর চরিত্র যাকে বলে। আবার প্রকৃতির মহতী শক্তিবর্গের প্রতি, তাপ, শৈত্য, আলো, আদ্রতা প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল। দানিয়েল থমকে দাঁড়ায়, ওই লম্বা ফিনফিনে চোখের পাতা, ভরাট গালের মধ্যে লুকনো পাপ তাকে আকর্ষণ করে। ইচ্ছে হলো তার সমস্ত চেতনাকে ডুবিয়ে রাখে যতক্ষণ না ওর মতো হয় সে, যতক্ষণ না তার মাথায় অবশিষ্ট থাকে শুধু শাদা ঝাঁটা এবং শেভিং ক্রীমের হালকা গন্ধ। ভাবল, "ওর রাতের ঘুম ঠিকই আছে।" বুঝতে পারল না, লোকটাকে সে শেষ করে দিতে চায়, নাকি ওর নিয়ম-নির্ভর আত্মার উষ্ণ আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে চায়।

বিরাটকায় লোকটি মাথা তুলল। দানিয়েল হাঁটতে থাকে। যে

জীবন আমি যাপন করছি, তাকে তো খুব শীগগির আমি তচনচ করে দিতে পারি।"

হাতব্যাগের দিকে বিষণ্ন চোখে তাকাল সে। হাতব্যাগ হাতে করে বেড়াতে ভাল লাগে না তার: কেমন উকিলের মতো লাগে দেখতে। কিন্তু এই ভাল-না-লাগার ভাবটা কেটে গেল যখন মনে পড়ল অচ্ছিায় ওটা কিনে নি সে। আসলে খুব শীগগির সাংঘাতিক কাজে লাগবে জিনিশটা। সে ভুলল না, সে বেশ কিছু বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে, এবং এতৎসত্ত্বে সে শান্ত এবং ঠাণ্ডা। রবাবরের চেয়ে একটু যেন বেশি প্রাণময়, এই আর কি। "তেরোবার পা ফেলে যদি ফুট-পাথে যেতে পারি…।" তেরোবার পা ফেলে ফুটপাথে পৌঁছে গেল, পৌঁছেই স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল, তবে শেষ পদক্ষেপটি বেশ লম্বা হয়ে গেল। তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করার পর যেমন হাঁফাতে হয়, তেমনি হাঁফাচ্ছে সে। "যাকগে, তাতে কি। যা খুশি হোক না, কাজ সমাধা হলেই হলো আর কি।" ব্যর্থ হওয়ার কথা ছিল না, চারদিক থেকে আঁটঘাঁট বাঁধা ছিল যে। আশ্চর্য, এমন একটা জিনিশ আগে কেউ কখনো ভাবে নি। মনে মনে বলল, "সহজ সত্য হচ্ছে, চোরেরা আকাট মূর্খ।" এই সব চিন্তা করতে করতে রাস্তা পার হলো সে। "অনেক দিন আগেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার দরকার ছিল ওদের। যাদু-করদের মতো সিণ্ডিকেট বানানোর দরকার ছিল।" কারিগরি প্রক্রি-য়ার যথাযথ ব্যবহার এবং প্রসারের জন্য সংস্থা—এটাই ছিল তাদের প্রয়োজন। রেজিষ্টার্ড অফিস, পুরস্কারের ব্যবস্থা, সংকেত-চিহ্ন এবং একটা লাইব্রেরী, ব্যস। নিজস্ব সিনেমা-ব্যবস্থাও থাকতে পারে, তাতে ধীর গতিতে দেখানো যেতে পারে দুরূহতম সাফল্য-সমূহ। নতুন সমস্ত কেরামতির সিনেমা তোলা হবে, থিয়োরিগুলো রেকর্ড করা হবে, তাতে আবিষ্কর্তার নাম লেখা থাকবে। শ্রেণীমতো সাজানো থাকবে সব। যেমন ১৬৭৩ প্রক্রিয়ায় দোকানের জানালা দিয়ে চুরি

কিংবা সার্গিন মেথড যাকে ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের আণ্ডাও বলা হয় (কেননা এটা অত্যন্ত সহজ একটা প্রক্রিয়া, কেবল এখনো আবিষ্কৃত হয় নি, এই যা)। এমন ছোটখাট একটা উপদেশমূলক সিনেমায় বোরিস সানন্দে কর্তালী করবে। আরো সে ভাবল, "আর হ্যাঁ, তার সঙ্গে থাকবে চৌর্যবৃত্তির মনস্তত্ত্বের উপর বিনি পয়সার উপদেশ, আরে সে তো যাকে বলে একেবারে অপরিহার্য।" তার প্রক্রিয়াটি বলতে গেলে সম্পূর্ণভাবে মনস্তত্ত্বের ওপরই নির্ভরশীল। ছোট একটা একতলা কাফের দিকে একবার প্রসন্ন চোখ মেলে তাকাল, দোকানটা কচু-রঙের পেইন্ট করা—হঠাৎ খেয়াল হলো, অরলিন্স এভেন্যু-র মাঝপথে এসে গেছে সে। বিকেল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার সময় লোকগুলোকে অরলিন্স এভেন্যু-এ এমন খুশি-খুশি লাগে, দেখে ভারী অবাক লাগে। এর জন্য সেই বিশেষ আলোর একটা ভূমিকা রয়েছে—আলো, পিঙ্গল-মসলিনের মতো শোভন আলো—এমনি কোন গেটের কাছাকাছি প্যারিসের উপকণ্ঠে কোন এক জায়গায় কেউ যখন নিজেকে আবিষ্কার করে, তখন খুশি লাগারই কথা, পায়ের নিচে রাস্তা ছুটে চলে যাচ্ছে শহরের পুরনো ব্যবসা কেন্দ্রের দিকে, বাজারে দিকে এবং সেন্ট-এনতোয়েনের অন্ধকার গলির দিকে, ওখানে নিজেকে বিসর্জন দেওয়া যায় বিকেল এবং উপকণ্ঠের কোমল পূত-পবিত্র নিরিবিলিতে। ওদের দেখে মনে হয়, পরস্পরের সঙ্গকামনায় বেরিয়েছে তারা, গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগছে, কিন্তু তাতে কিছু মনে করছে না কেউ, বোকা বোকা নির্জীব আগ্রহে বরং দোকানের জানালায় চোখ মেলে ধরছে। সেন্ট-মাইকেল বুলেভারেও মানুষ দোকানের জানালার দিকে তাকায়, কিন্তু সে কেনাকাটার উদ্দেশ্য নিয়ে। "রোজ বিকেলে আমি আসবো এখানে," বোরিসের আহ্লাদিত চেতনা সিদ্ধান্ত নেয়। সামনের গ্রীষ্মে এই তিনতলা বাড়ির কোন একটিতে ঘর নেবে সে, বাড়িগুলো যেন যমজ বোন, '৪৮-এর বিপ্লবের কথা মনে করিয়ে দেয়। "কিন্তু কি করে যে এমনি ছোট জানালা-পথে সেকালের ভাল মানুষের

মেয়েরা নিচের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বালিশ ছুঁড়ে মারতো বুঝতে পারছি না। জানালার চৌকাঠ সব ধুলায় কালো হয়ে গেছে, দেখে মনে হয় আগুনে সেঁক দিয়ে পোড়ানো হয়েছে তাদের। কিন্তু এমনি অন্ধকার দেয়ালে কালো কালো বিন্দুর মতো জানালা দেখতে মন্দ লাগে না, এগুলো যেন সুনীল শূন্যের নিচে ফালি ফালি ঝড়ো-আকাশ। ওই জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি যদি ওই ছোট্ট কাফের ছাদে উঠতে পারি তাহলে ওইসব ঘরের ওই প্রান্তে কাচ-লাগানো আলমারিগুলোকে দাঁড়-করানো 'পুলের' (জলাধার) মতো দেখতে পাবো। আমার ভিতর দিয়ে যাবে-আসবে লোকজন, তখন ভাববো মিউনিসিপ্যাল গার্ডের কথা, রয়েল প্যালেসের সোনালী প্রবেশ পথের কথা এবং ১৪ই জুলাইয়ের কথা। "কী চায় ম্যাথুর কাছে ওই কম্যুনিষ্ট লোকটা?" হঠাৎ প্রশ্ন করল নিজের কাছে। কম্যুনিষ্টদের দেখতে পারে না বোরিস, ওরা এতো গম্ভীর। বিশেষ করে ব্রুনে অসহ্য রকমের প্রভু-মনা। "গুলতির মতো ছুঁড়ে মেরেছে আমাকে," মনে মনে হাসল সে, "শালা, আমাকে একটা বলের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বাইরের দিকে।" এবং তারপর হঠাৎ, হঠাৎ মাথার ভেতরে, টর্নেডোর মতো, কিছু একটা ভেঙ্গে গুড়োগুড়ো করার প্রবল ইচ্ছে হলো তার। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ম্যাথু ধরে ফেলেছে ও সম্পূর্ণ ভুল পথে যাচ্ছে, আর তাই হয়তো সে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে ফেলবে।" এমনি এক রূপান্তরের অপরিমেয় পরিণতির কথা এক মুহূর্ত ভাবল। কিন্তু আকস্মিক এক ভয়ের তাড়নায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ম্যাথু নিশ্চয়ই ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে না। বোরিস মুখ দিয়ে কথা একটা বের করে ফেলেছে ম্যাথু খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় আছে তাই: ফিলসফির ক্লাসে কম্যুনিজমের প্রসঙ্গ এলেই ক্লাস বেশ সরগরম হয়ে ওঠে, কিন্তু ম্যাথু সেটা এড়িয়ে যায় মুক্তির স্বাধীনতার বিশ্লেষণে এসে। বোরিসের বুঝতে দেরী লাগে না: ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে যা করতে মন চায় তা করা,

ইচ্ছে মতো চিন্ত করা, নিজে আর কারো কাছে জবাব দিহি না করা, প্রতিটি ধারণাকে, প্রতিটি ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা। এরই ওপর ভিত্তি করে বোরিস নিজের জীবন তৈরী করেছে এবং বিবেক পরিষ্কার রেখে নিজেকে মুক্ত রেখেছে। বস্তুত ম্যাথু আর আইভিচ ছাড়া আর সবাইকে সে চ্যালেঞ্জ করেছে: ওদের চ্যালেঞ্জ করায় অর্থ হয় না কেননা ওরা সমালোচনার উর্ধ্বে। স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলতে গেলে, এর প্রকৃতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করার কোন মানে হয় না, কারণ তা করলে কেউ স্বাধীন থাকে না। বোরিস মাথা চুলকায়, গভীর গাড্ডায় পড়েছে সে। ভেবে পায় না সে, মাঝে মাঝে যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি তাকে গ্রাস করে তার উৎসমূল কি। কৌতুক এবং বিস্ময় তার ভিতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, সে ভাবল, "আমার স্বভাবটা বড় রগচটা।" কারণ, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে বুঝা যাবে, আর যাই হোক ম্যাথু নিশ্চয়ই ভুল করছে না, সেরকম পাত্রই নয় ম্যাথু। আশ্বস্ত হলো বোরিস, ব্যাগটা দোলাতে লাগল সে। আরো সে ভাবতে চেষ্টা করল, এই মাথা-গরম করাটা নৈতিক কিনা, সমস্ত বিষয়টির আদ্যোপান্ত বিবেচনা করল, কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসা তাকে বেশি দূর এগিয়ে নিতে চাইল না—ম্যাথুকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। এই বয়সে নিজের কথা চিন্তা করার স্বপ্ন দেখাটা বোরিসের কাছে অশোভন ঠেকল। সোরবোনে অনেককে দেখেছে সে, অল্পবয়েসী ভণ্ড সব-জান্তা, নীরস নরম্যাল স্কুলের চশমা-আঁটা মাল। ঝুলিতে ওদের একটা না একটা ব্যক্তিগত থিয়োরি আছেই এবং অনিবার্যভাবে শেষ পর্যন্ত নির্বুদ্ধিতা ফাঁস হয়ে যায় তাদের এবং কাজে কাজেই ওদের থিয়োরি সেই বাজে আর কাঁচাই থেকে যেতো। হাসির পাত্র হতে বোরিসের ভীষণ ভয়, বোকা বনতে চায় না সে, বরং কিছু বলবে না সে-ও-ভি আচ্ছা, তাতে করে হোক প্রমাণিত যে তার কোন আইডিয়া নেই—সেই বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য পথ। কিছুকাল পরে অবশ্য সবকিছু অন্যরকম হবে, কিন্তু এখন এই মুহূর্ত ম্যাথুর সঙ্গে একমত হতে

পারছে না, যে ম্যাথুর পেশাই হলো সমস্যার সমাধান করা। তাছাড়া ম্যাথুকে মন দিয়ে কোন কিছু করতে দেখলে ভাল লাগে তার : তখন ম্যাথুর গাল রাঙ্গা হয়ে ওঠে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আঙ্গুলের দিকে, তার প্রচেষ্টা আন্তরিক, প্রশংসনীয়। কখনো সখনো, ঘনঘন নয় যদিও, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাজে খেয়াল চেপে বসে মাথায়, প্রাণপণে ম্যাথুর কাছ থেকে মনের সে খেয়াল লুকোতে যায়, পারে না। বুড়ো ব্যাঙ ধরে ফেলবেই, বলবে : "মাথায় কিছু যেন একটা ঢুকেছে তোমার," এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে তাকে। যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হবে বোরিস, কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ম্যাথু জোঁকের মতো লেগে থাকবে পেছনে। শেষ পর্যন্ত বোরিসকে বলতেই হবে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে। এবং সব-চেয়ে খারাপ লাগে যখন ম্যাথু তাকে তিরস্কার করে, বলে : "যত্তসব বাজে, সোজা পথে চিন্তা কর না কেন," যেন, বোরিস দাবী করছে সে কোন বিরাট চিন্তা করছে। "বেটা বুড়ো ব্যাঙ!" বোরিস উল্লসিত হয়ে ওঠে। সুন্দর লাল-রঙের পেইন্ট করা একটা অষুধের দোকানের সামনে সে দাঁড়াল এবং নিরপেক্ষভাবে নিজের চিন্তাকে যাচাই করল। "আমি খুব ভাল মানুষ," ভাবল সে। নিজের চেহারা ভারী পছন্দ তার। স্বয়ংক্রিয় ওজনের মেশিনের ওপর দাঁড়াল, পরশু-দিনের চেয়ে ওজন কিছু বেড়েছে কি না দেখা যাক। লাল বাল্‌ব জ্বলে ওঠে, মরমর, পতপত শব্দে যন্ত্র চালু হলো, পিচবোর্ডের টিকিট বের হয়ে এলো : একশ' সাতাশ পাউণ্ড। নিমেষে মন খারাপ হয়ে গেল। "এক পাউণ্ডের উপর ওজন বেড়েছে।" ভাগ্যিস, ব্যাগটা ছিল হাতে। মেশিন থেকে নেমে, হাঁটতে লাগল। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা মানুষের পক্ষে একশ ছাব্বিশ পাউণ্ড ওজন সঙ্গত। খুব ভাল লাগল তার, ভিতরে ভিতরে সুন্দর একটা আনন্দের আভা ঢেউ খেলল। চারদিকে, মুমূর্ষ দিনের অতি-সূক্ষ্ম বিষাদ আস্তে আস্তে বিলীন হচ্ছে অন্ধকারে, বিলীন হয়ে যাবার সময় তার ধূসর আভা

তাকে স্পর্শ করে গেল, অনুশোচনার গন্ধবহ সে আভা। এই দিন অত্যুষ্ণ এই সমুদ্র এখন দূরে চলে চলে যাচ্ছে, ক্ষীয়মান আলোর নিচে তাকে একটা ফেলে চলে যাচ্ছে—এই দিন, এই সমুদ্র যেন তার প্রগতির মঞ্চ, খুব একটা তাৎপর্যময় নয় যদিও সে মঞ্চ। রাত্রি নামবে, সে সুমাত্রা যাবে, ম্যাথুর সঙ্গে দেখা হবে, আইভিচের সঙ্গে দেখা হবে, সে নাচবে। এক্ষুণি দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে এই নিপুণ চৌর্যকর্ম সম্পন্ন হবে। গা ঝাড়া দিয়ে পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। খুব সাবধানে এগোতে হবে তাকে, মনে রাখতে হবে, বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর বৈশিষ্ট্যবর্জিত যে সব লোক তারা সব ডিটেকটিভ। গাবিউগে বইয়ের দোকানে ছয়জনকে মোতায়েন করা হয়েছিল। এ খবর বোরিস পেয়েছিল পিকার্ডের কাছ থেকে, জিওলজি পরীক্ষায় ফেল করে পিকার্ড ওই দোকানে তিনদিন চাকরি করেছিল। কিছু একটা করতে তো হবে, বাড়ি থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পিকার্ডের ধাতে সইল না, ছেড়ে দিল। খদ্দেরদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তিই নয় শুধু, ওর ওপর হুকুম ছিল নিরীহ ধরনের মানুষদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার। যেমন ডাঁটা-বিহীন চশমা পরে, ভয়ে ভয়ে দোকানের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে একজন। হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, বলো যে তারা পকেটে চুরি করে বই ঢুকাতে চেষ্টা করছিল। হতভাগ্য লোকগুলো স্বভাবতই ভয়ে মৃত-প্রায়, ওদের লম্বা বারান্দা ধরে নিয়ে যাওয়া হোক অন্ধকার এক অফিস ঘরে, চুরির দায়ে নালিশের ভয় দেখিয়ে একশ ফ্রাঙ্ক আদায় করা হোক জোর করে। বোরিস একটা উত্তেজনা বোধ করল : সবার ওপর শোধ নেবে সে, ধরা পড়বে না কিছুতেই। ভাবল, "এই মানুষগুলান, এদের অধিকাংশের আত্মরক্ষা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, প্রতি একশ চোরের মধ্যে আশিটাই হলো সৌখীন। সে অবশ্য সৌখীন নয়, সবকিছু সে জানে না যদিও, বা সে জানে তা সে জেনেছে নিয়মের ভিতর দিয়ে। একথা সব সময় তার মনে ছিল,

মগজ খাটিয়ে যারা কাজ করে, কিছু কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে পরিচয় দরকার তাদের, তাতে করে বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় থাকে। এদ্দিন এই সব কর্ম থেকে কোন লাভ বানাতে চায় নি সে : সতেরোটা টুথব্রাশ, গোটা বিশেক এশট্রে, একটা কম্পাস, লৌহশলাকা একটা, কাপড়ের তৈরী একটা ডিম, এগুলোর মালিক হওয়াটাকে এমন কিছু প্রাধান্য দেয় না সে। প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছে সে কারিগরি অসুবিধার ওপর। গেল হপ্তায় অষুদের দোকানদারের চোখের সামনে থেকে সে ব্লাকোয়েড যষ্টিমধু সরিয়েছে একখানা। খালি দোকান থেকে মরক্কো লেদারের পকেট বই সরানোর তুলনায় সেটা ঢের বেশী মূল্যবান। চুরির সুবিধাটা সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নৈতিক, এবং এই বিষয়ে বোরিস প্রাচীন স্পার্টাবাসীদের সঙ্গে একমত : কাজটা হলো চরিত্রের একটা পরীক্ষা বিশেষ। সেই মুহূর্ত, যখন তুমি মনে মনে বলো : "আমি পাঁচ পর্যন্ত গুনব এবং পাঁচ বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই টুথব্রাশ আমার পকেটে আসা চাই" তার স্বাদই আলাদা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সাবলীলতা এবং শক্তিমত্তার একক অসাধারণ অনুভূতি অনুভব করা যায় তখন। সে হাসল : তার নীতির মধ্যে একটা ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা রাখবে সে। প্রথম বারে চুরির উদ্দেশ্য হবে তার নিজের স্বার্থ : পরবর্তী আধা ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সেই মণি সে অধিকার করবে, সেই অপরিহার্য রত্ন। "থেসোরাস!" বিড়বিড় করে সে। থেসোরাস শব্দটা ওর ভাল লাগে। মধ্যযুগ, আবেলার্দ কবিরাজ, দাউষ্ট এবং ক্লানি মিউজিয়মের সতীনারীর বেল্টের কথা মনে করিয়ে দেয় সে শব্দ। "এই বস্তুটি আমার হবে, দিনের যে কোন সময় আমি সেটি দেখতে পারব।" এদ্দিন বইয়ের দোকানে নেড়েচেড়ে দেখেই খুশি থাকতে হতো তাকে। পৃষ্ঠায় চিহ্ন ছিল না, যেসব তথ্য সে জানতে পারতো, তা প্রায়ই থেকে যেতো অসম্পূর্ণ। আজ বিকেলেই সে ওটা টেবিলের ওপর রাখবে। কালকে ভোরে উঠে প্রথমেই চোখ পড়বে তার ওপর। "কিন্তু হায়, তা তো হবার নয়,

আজকের রাত লোলার সঙ্গে কাটাতে হবে আমার," মনে মনে গজগজ করল সে। তা হোক, ওটা সে নিয়ে রাখবে সোরবোন লাইব্রেরীতে। মাঝে মাঝে দ্বিতীয়বারের মতো পড়া বন্ধ রেখে স্মৃতি ঝালাই করে নেওয়ার জন্য দেখে নেবে এক নজর। দিনে একটি, না হয় দুটি করে শব্দ শিখবে সে, তাহলে ছয়মাসে হবে তিন ছয়ে আঠারো পূরণ দুই, সমান তিনশ ষাট। তার সঙ্গে যোগ হবে আরো পাঁচ ছয়শ' শব্দ, যা ইতিমধ্যে জানা আছে তার। সব মিলিয়ে হবে হাজারের কাছাকাছি। রীতিমতো অসাধ্য সাধন বলা চলে। রাসপেইল বুলেভার পার হয়ে দেনফার-রশেরো রোডের দিকে এগোল সে। ওই রাস্তাটায় যেতে একটু খারাপ লাগল। দেনফার-রশেরো রোড সব সময়ই তার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর লাগে। বোধ হয় পাশের বাদাম গাছের জন্য। তা হোক, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যবিবর্জিত রাস্তা বলা চলে তাকে। অবশ্য একটা কালো রঙে রঞ্জিত রঙ-এর দোকান আছে, এই যা। তার রক্তলাল পর্দা ভেনার মতো ঝুলছে জানালায় চুলে ভর্তি দুটো মাথার মতো। যেতে যেতে বোরিস রঙের দোকানের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর নেমে গেল রাস্তার খিটখিটে কিন্তু মোহময় নীরবতায়। রাস্তা, রাস্তাই বটে! যেন একটা গর্ত, তার দুপাশে ঘরবাড়ি। "তাই, তবে কিনা এরই নিচে আছে মেট্রো, আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলপথ," বোরিস ভাবল, এবং এমন একটা ইঙ্গিতময়-তায় আরাম পেল সে—মিনিটখানেকের জন্য মনে করল সে পিচের পাতলা আস্তরণের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সে আস্তরণ ফেটে যেতে পারে সম্ভবতঃ। "কথাটা ম্যাথুকে বলতে হবে, ও ক্ষেপে যাবে।" সে ভাবল। না। রক্ত এসে জমল তার মুখে এমনিই হঠাৎ, না, ও ক্ষেপবে না। আইভিচ, হ্যাঁ, ক্ষেপবে। আইভিচ তাকে বুঝে, নিজে চুরি করে না, কারণ ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নি। লোলাকে বলবে, লোলা আগুন হয়ে উঠবে। এই সব চুরি-চামারির ব্যাপারে ম্যাথু অকপট নয় মোটে। কথা উঠলে ও মুচকি মুচকি হাসে, কিন্তু তাতে

তার সায় আছে কিনা ভাল করে বুঝতে পারে না বোরিস। যেমন সে এখন ঠিক ভেবে পাচ্ছে না কোন্ যুক্তি তার বিরুদ্ধে ম্যাথু খাড়া করবে। কোন কোন কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ বুঝতে পারে না লোলা, কেবল লাফায়, এবং তাই স্বাভাবিক, কারণ ও নিতান্ত সাধারণ মেয়ে।

ও বলতো, "তোমার মার কাছ থেকেও বুঝি চুরি করতে তুমি! একদিন আমার কাছ থেকেও চুরি করবে।" সে জবাব দিতো, করবোই তো!" ইংগিতটা অবশ্য অসঙ্গত। অন্তরঙ্গজনের কাছ থেকে কেউ চুরি করে না, কারণ তাতে কোন বাহাদুরি নেই। কথাটা সে বলেছিল, অবশ্য অন্য কারণে, লোলার এইসব আপন মনে কথা বলা বরদাস্ত করতে পারে না বোরিস। কিন্তু ম্যাথু? হাঁা, ম্যাথুটা তার বোধশক্তির বাইরে। চুরি যদি নিয়মমাফিক হয়, তাতে আপত্তি কেন ওর? ম্যাথুর অনুচ্চারিত অসম্মতি কয়েক মুহূর্ত পীড়া দিল তাকে। তারপর মাথা নেড়ে সে বলল মনে মনে: "ঢঙ!" পাঁচ বছরে, সাত বছরে তার নিজস্ব ভাবধারা গড়ে উঠবে, তখন ম্যাথুকে মনে হবে সকরুণ প্রাচীন, তখন নিজেই হবে সে নিজের সমালোচক: "আমরা কেউ কাউকে হয়তো আর চিনতে পারবো না।" সেদিনের দিকে তাকিয়ে নেই বোরিস, এখনই সে সম্পূর্ণ সুখী, তবু নিজের ভেতর থেকে কে যেন তাকে বলল, সে দিন আসবেই। বুদ্ধির বিকাশ হবে তার, সে অনিবার্য পেছনে পড়বে অনেক মানুষ, অনেক কিছু, সে এখনো পরিণতবুদ্ধি হয় নি, তাই। পথের প্রান্তে ম্যাথু যেন এক মঞ্চ, লোলার মতো। ওকে বোরিস বড্ড বেশি বেশি প্রশংসা করে দেখেছে, সে প্রশংসা উগ্র হয়, ইতর হয় না, কেননা সে-প্রশংসা ক্ষণস্থায়ী। ম্যাথু খাঁটি মানুষ, যত খাঁটি হওয়া সম্ভব একজনের পক্ষে, কিন্তু চিত্তবৃত্তির বিকাশ ততটা তার হয় নি যতটা হবে বোরিসের। ওর বিকাশ আর হচ্ছেই না, কেননা সে ভীষণ সম্পূর্ণ। ইত্যাকার চিন্তাভাবনা পীড়া দেয় বোরিসকে।

এবং সে খুশী হয়ে উঠল যেই দেখল এডমাণ্ড-রোষ্টাণ্ডে এসে গেছে সে: রাস্তা পার হতে ভালো লাগল তার। বিরাটকায় মোরগের মতো ভুল পথে ছুটে আসা মোটর-বাস বাঁচিয়ে পথ পার হওয়া—বুকের কাছ থেকে এক কি দুই ইঞ্চির ব্যবধান বজায় রেখে—ভালো লাগল। "আজকে কেউ জানালা থেকে বইটা সরিয়ে আবার না রাখে।"

মঁসিয়ে-লা-প্রিন্স এবং সেন্ট মিচেল বুলেভারের কোণে এসে দাঁড়াল সে। তার অস্থিরতাকে প্রশমিত করতে চাচ্ছে সে। এই রাঙা গাল এবং দুর্বৃত্ত চোখ নিয়ে ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। তার নীতি সুস্থ মাথায় কাজ করা। কাঁটা চামচের এবং ছাতার দোকানের মাঝখানে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ, দোকানে সাজানো জিনিস-পত্রের উপর একে একে চোখ বুলাতে থাকল—ছোট ছাতা, সবুজ লাল চকচকে বড়ো ছাতা, হাতীর দাঁতের কাজ করা ডাঁটি, বুলডগের মাথা ছাতার কাপড়ে—কী জঘন্য রুচি, মেজাজ খারাপ করে দেয়। বয়স্ক যারা এইসব বস্তু কিনতে আসে তাদের কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করল বোরিস। নীরস নিরানন্দ এক ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করতে যাচ্ছিল যখন, ঠিক তখনই একটা জিনিশের ওপর চোখ পড়তে মনটা লাফ মেরে উঠল তার। "চাকু!" বিড়বিড় করে বলল সে। তার হাত কাঁপছে। আসল চাকু, পাতলা লম্বা ফলা, বাঁকানো খিল, কালো শিং-য়ের বাঁট, বাঁকা চাঁদের মতো মনোহর। ফলায় দুটো জং-এর দাগ, এগুলো রক্তও হতে পারে অবশ্য। "আহ্!" আর্তনাদ করে উঠে বোরিস, কামনায় আর্ত হয়ে ওঠে বুক তার। চাকুটা পড়ে আছে খোলা, রঙ-করা একটুকরা কাঠের ওপর, দুটো ছাতার মাঝখানে। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল বোরিস, এর ফলার হিম শীতল আভা ছাড়া আর সব কিছু মূল্যহীন হয়ে গেল, ইচ্ছে হলো তার সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দেয়, দোকানে ঢুকে, চাকুটা কিনে নিয়ে পালিয়ে যায় যেদিকে দুচোখ যায়, চোরের

মতো লুটের ধন সঙ্গে নিয়ে। মনে মনে বলল, "কি করে ছুড়তে হয় পিকার্ড শিখিয়ে দেবে আমাকে।" কিন্তু কর্তব্যজ্ঞান তখন টনটনে হয়ে উঠল তার ভিতরে: "পরে। পরে কিনব, চাকরিটা বাঁচাতে পারলে তার পুরস্কার হিসেবে।"

গোরবুরের বই-এর দোকানটা হলো ভগিরার্দ এবং সেন্ট মিচেল বুলেভারের সঙ্গমস্থল, দোকান থেকে দুদিকেই যাওয়ার দরজা আছে—এতে বোরিসের কাজের খুব সুবিধা। দোকানের সামনে বইয়ে ঠাসা ছয়টা লম্বা টেবিল—বেশির ভাগ পুরনো বই। চোখের কোণ দিয়ে অলক্ষিতে লক্ষ্য করল লাল-গোঁফ এক ভদ্রলোককে। প্রায়ই এঁকে এখানে সেখানে দেখা যায়। সন্দেহ হয় ভদ্রলোক মাল। তিন নম্বর টেবিলের কাছে এগিয়ে যায় বোরিস, আরে এই তো: বইটা আছে ঠিক জায়গায়, বিরাট বড়ো, এতো বড়ো যে দেখে দমে গেলো মুহূর্তের জন্য: সাতশ পৃষ্ঠা, আট পাতায় ফর্মা, কনিষ্ঠা আঙুলের মতো মোটা তার চিত্রিত গোড়ার ভাঁজ। একটু হতাশার সঙ্গে সে ভাবল, "এবং ওটাকে আমার ব্যাগের ভেতরে ঢুকাতে হবে।" প্রচ্ছদের ওপর সোনালী অক্ষরে লেখা বইয়ের নামের উপর চোখ পড়তে ওর সাহস ফিরে এল: হিষ্টোরিক্যাল এণ্ড এটিমোলোজিক্যাল ডিকশনারি অব কান্ট এণ্ড শ্ল্যাঙ ফ্রম দি ফোরটিনথ সেঞ্চুরী টু দি প্রেজেন্ট ডে (চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চৌর্যবুলি এবং ইতর বুলির ঐতিহাসিক ও প্রকরণগত অভিধান)। "ঐতিহাসিক," বোরিস মনে মনে আবৃত্তি করে চিন্ময় আনন্দে। বাঁধাই-র ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল, সস্নেহ পরিচয়ের এই ভঙ্গি বইটির সঙ্গে তার যোগসূত্র পুনর্জীবিত করল যেন। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবল, "এটা বই নয়, এটা একটা ফার্নিচার।" পেছনে, কোন সন্দেহ রইল না, গোঁফঅলা ভদ্রলোক ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে। তার অভিনয় শুরু করে দেওয়া উচিত। বইয়ের ভেতরে চোখ বুলানোর সময় নিষ্কর্মার ভূমিকায় অভিনয়

করতে হয়, তাতে মনে হবে প্রথম প্রথম একটু ইতস্তত: করছে শুধু আত্মসমর্পন করার ফিকির হিসেবে। এমনিই পাতা ওলটাল বইয়ের। পড়ল সে: এ ম্যান ফর: টু বি ইনক্লাইন্‌ড্‌ টুওয়ার্ড্‌স্‌। এ ম্যান ফর-এর অর্থ কোন কিছুতে অনুরক্ত হওয়া। শব্দটি এখন, বলা চলে, সবাই ব্যবহার করছে। উদাহরণ: 'দি পার্সন ওয়জ নো এণ্ড অব এ ম্যান ফর।' অনুবাদ: লোকটা ইসের দিকে বেশ অনুরক্ত।...'পুরুষলোকের জন্য পুরুষ' অথবা 'পুরুষের পুরুষ' শব্দাবলী 'ইনভার্টে'র' পরিবর্তেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মনে হয় এই বাক-চাতুর্যের উদ্ভব হয় দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সে...।"

পরবর্তী পাতাগুলো কাটা নয়। আর পড়ল না বোরিস। নীরবে হাসতে লাগল। খুশীর চোটে আবার আবৃত্তি করল: দি পারসন ওয়জ নো এণ্ড অব এ ম্যান ফর...।" তারপর হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল। গুনতে শুরু করল: "এক দুই তিন চার"—এবং ভীষণ বিশুদ্ধ আহ্লাদে ওর কলজে লাফাতে শুরু করল।

কাঁধে কার একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল। নিবে গেল বোরিস, "এই সেরেছে। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে ওরা, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ তো নেই।" আস্তে আস্তে মনটাকে শক্ত করে ও ঘাড় ফেরাল। দানিয়েল সিরিনো, ম্যাথুর বন্ধু। দু একবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। চমৎকার মানুষ মনে হয়েছে ওকে বোরিসের —কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে দেখে প্রসন্ন হলো না।

সিরিনো বলে, "হ্যালো। কি পড়ছো? বইয়ে ডুবে গেছো মনে হয়।"

না, ওকে ঠিক অপ্রসন্ন লাগছে না, তবু ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। আসলে ওকে বড্ড বেশি খুশি-খুশি দেখাচ্ছে, যেন ভিতরে ভিতরে কোন ফন্দি আঁটছে। তার ওপর, কপাল মন্দ হলে যা হয়, অশ্লীল ডিকশনারির পাতা ওল্টাচ্ছিল যখন সে, তখনই এল ও। কথাটা নিশ্চয়ই ম্যাথুর কানে যাবে, বাঁকা পরিতৃপ্তিতে হাসবে ও।

একটু যেন অপ্রস্তুত হলো ও, বলল, "যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ভাবলাম দেখে যাই।"

সিরিনো হাসল। দুই হাতে বইটা উঠিয়ে চোখের কাছে নিয়ে গেল। ও বোধ হয় ক্ষীণদৃষ্টি। ওর এই উদাসীন ভাবটা ভালো লাগল বোরিসের: বইয়ের যারা পাতা ওল্টায় তারা বই টেবিলের ওপর রেখে যায়, টিকটিকির ভয়ে। কিন্তু সিরিনোর ব্যবহারে পরিষ্কার বুঝা গেল, ওর যা খুশী তাই করতে পারে। বোরিস কপট ঔদাসিন্যে গজ গজ করে: "বেশ মজার বই তো...।"

সিরিনো জবাব দেয় না। বইয়ে তন্ময় হয়ে গেছে যেনো। বোরিস বিরক্ত হলো, ওকে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল চোখ পিটপিট করে। তার বুঝতে কষ্ট হলো না, সত্যি লোকটা দেখতে খুবই সুন্দর। সত্যি বলতে কি, ওর লালচে টুইডের স্যুট, লিনেনের জামা এবং হলদে টাইয়ে একটা ইচ্ছেকৃত দাম্ভিকতা আছে, যা চোখে লাগে বোরিসের। বোরিসের পছন্দ, বিনম্র, কিছুটা উদাসী সৌন্দর্য। তা হোক, সামগ্রিক ভাবে ও অনিন্দ্যনীয়, তবে ওর ধরন-ধারণ টাটকা মাখনের কথা অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয়—তার সঙ্গে যৌনতা বিজড়িত। হো-হো করে হেসে উঠল সিরিনো। ওর হাসি প্রাণবন্ত, আকর্ষণ করার মতো। হাসবার সময় মুখ হা হয়, এটা বোরিসের ভাল লাগে।

সিরিনো বলে, "পুরুষের পুরুষ! বেটাচ্ছেলের পুরুষলোক! খাসা বলেছে মাইরী, সুযোগ পেলেই আমি এটা ব্যবহার করবো।"

টেবিলের ওপর বইটা ও রেখে দিলো।

"তুমি কি বেটাচ্ছেলের পুরুষ, সার্গিন?"

"আমি—" বলতে গিয়ে যেন বিষম খেলো বোরিস।

"লজ্জা করো না," সিরিনো বলল—বোরিসের মনে হলো লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে—"আর বিশ্বাস করো কথাটা বলেছি, ঠিক ওরকম কিছু মনে করে নয়। পুরুষের বেটাচ্ছেলেকে আমি দেখলে চিনতে পারি।"

কথাটায় ও বেশ মজা পেয়েছে স্পষ্ট বুঝা গেল। "ওদের চালচলনে একটা গোলগাল তরঙ্গ আছে, সেটা ধরা না পড়ে উপায় নেই। আর সেস্থলে তুমি—কিছুক্ষণ ধরে তোমাকে দেখছিলাম, বেশ ভাল লাগছিল তোমাকে আমার : তোমার চালচলন ক্ষিপ্র, সুষমাময়, তবে ভাঁজ আছে ঠিক। তোমার হাত দুটো নিশ্চয়ই খুব চালু।"

মন দিয়ে শুনল বোরিস। তোমার সম্বন্ধে অন্য কারো মতামত শুনতে ভালো তো লাগবেই। আর সিরিনোর গলা এতো মিষ্টি, এতো ভরাট। ওর চোখ দুটো চেনা কিন্তু খুব কঠিন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সহৃদয় অনুভূতি উপচে পড়ছে ওখানে, কিন্তু একটু ভাল করে দেখলে বুঝা যায় ওখানে কাঠিন্য আছে, আছে এমন এক জিনিশ যাকে প্রায় উগ্রতা বলা চলে। 'আমাকে পটাতে চাইছে ও," বোরিস ভাবল, এবং সাবধান হয়ে গেল। সিরিনোকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, 'চালচলনের ভাঁজ আছে' বলতে কি বুঝাতে চায় সে, কিন্তু সাহস হলো না। কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এবং তারপর ওর একাগ্র দৃষ্টির জিদের শাসনে তার সমস্ত দেহের ভিতরে মনে হলো কি যেন উত্তেজনার অদ্ভুত মোহাবিষ্ট আবেশ মথিত হচ্ছে—ভীষণ ইচ্ছে হলো প্রাণপন শক্তিতে সে আচ্ছন্ন আবেশকে দলেমলে পিষে ফেলে। মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। দুজনেই চুপ। তারপর বোরিস ভাবল, যা-হবার-তা-হবে ভাব নিয়ে, "ও ভাবছে আমি ভীষণ বোকা।"

সিরিনো বলে, "তুমি তো দর্শন পড়ছো।"

"হ্যাঁ, দর্শন পড়ছি।" বোরিস বলে।

খুশি হয়ে উঠল সে, কথা বলার অজুহাত পেয়েছে একটা। ঠিক তখুনি সোরবোনের ঘড়িতে একটিমাত্র সংকেত-ঘন্টা বেজে উঠল এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বোরিস থেমে গেল। যন্ত্রণার আঘাতে বিদ্ধ হলো ভাবনা, "সোয়া আটটা। এক্ষুণি ও যদি না চলে যায়, তাহলেই গেছি আর কি।" গোরবুরের বইয়ের দোকান বন্ধ হয় সাড়ে আটটায়। সিরিনোকে দেখে মনে হলো সহজে সে যাচ্ছে না।

সিরিনো বলল, "স্বীকার করতে লজ্জা নেই, দর্শন আমি বুঝি-টুঝি না। তুমি...নিশ্চয়ই বুঝো...।"

"কি জানি। হবে কিছু কিছু।" বোরিস বলল, বলতে কষ্ট হলো ওর।

এবং সে ভাবল: "আমি বোধ হয় খারাপ ব্যবহার করছি, কিন্তু যায় না কেন ও?" এমন তো নয় যে ম্যাথ্ ওকে সাবধান করে নি যে ঠিক সময় বুঝে ওর আবির্ভাব ঘটে, বরং বলেছে ও যে দুর্জন তারি অঙ্গ এটা।

সিরিনো বলে, "তোমার ভাল লাগে, মনে হয়।"

"হ্যাঁ।" বোরিস বলল। দ্বিতীয়বারের মতো লজ্জায় লাল হলো সে। কি তার ভালো লাগে কি লাগে না এ সব নিয়ে কথা বলা পছন্দ করে না সে। এটা অশালীন। তার মনে হলো সিরিনো তার মনোভাব বুঝতে পেরেছে, বুঝে ইচ্ছে করে না বুঝার ভান করছে। তার অন্তর ভেদ করে যেন তাকাল ও।

"কেন?"

"'জানি না।" বোরিস বলে।

এটা সত্যি: সে জানে না। তবু ভাল লাগে তার। এমন কি কান্টকেও ভাল লাগে।

সিরিনো হাসল: "একটা কথা অবশ্য ঠিক, তোমার উদ্দীপনার মধ্যে আধ্যাত্মিক কিছু নেই। সে তো বুঝাই যায়।"

বোরিস কেঁপে উঠল। সিরিনো বলে গেল, "এমনিই ঠাট্টা করলাম একটু আর কি। আসলে কি জানো, আমার মনে হয় তুমি ভাগ্যবান। অন্য দশজনের মতো দর্শন আমিও পড়েছি কিছু কিছু। কিন্তু বিষয়টাকে ভালো লাগাতে পারলাম না কিছুতেই। আমার মনে হয় দেলারুই এর ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে আমার: আমার চেয়ে বেশি চালাক ও। মাঝে মাঝে কিছু না বুঝলে জিজ্ঞেস করতাম ওকে, কিন্তু ও কথা বলতে শুরু করলেই মনে হতো অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। তারপর

মনে হতো যে প্রশ্নটি আমি করেছি, সে প্রশ্নটিও আমি বুঝি নাই।"

ওর বিদ্রূপের সুরে আহত হলো বোরিস। তার সন্দেহ হলো, কথার ফাঁদে আটকিয়ে ওকে দিয়ে ম্যাথু সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলাতে চায়, আর সেই কথা ম্যাথুকে শুনিয়ে মজা পাওয়ার জন্য। ওর এই অকাতর অশোভন আচরণের জন্য সিরিনোর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল সে। কিন্তু সে চঞ্চল হয়ে উঠল, সংক্ষেপে জবাব দিল: "ম্যাথু বুঝায় কিন্তু বেশ।"

এইবার হো-হো করে হেসে উঠল সিরিনো। ঠোঁট কামড়ে ধরে বোরিস।

"বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাতে। আমরা বহুদিনের পুরনো বন্ধু তো, তাই। তবে কমবয়েসীদের জন্য তার শিক্ষকসুলভ গুণ তো থাকবেই। ও সাধারণতঃ ওর ছাত্রদের ধরে ধরে শিষ্য বানায়।"

"আমি ওর শিষ্য নই।" বোরিস বলে।

দানিয়েল বলে, "তোমার কথা বলছি না। দেখতে তোমাকে শিষ্যের মতো লাগেও না। আমি ভাবছিলাম হোতিগেয়ারের কথা। লম্বা, সোনালী চুল, গত বছর ইন্দোচীন গেল। ওর কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে: দুবছর আগে তো সে এক বিরাট প্রেমের ব্যাপার ছিল, সব সময় জোড়ে থাকতো ওরা।"

বোরিস মনে মনে স্বীকার করল, আঘাতের লক্ষ্য কিন্তু দিব্যি বজায় রাখছে ও, সিরিনোর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ওর। কিন্তু ওকে প্রত্যাঘাতে ধরাশায়ী করতে পারলে খুশি হতো সে।

"ম্যাথু আমাকে ওর কথা বলেছে।" বলল সে।

হোতিগেয়ার নামক লোকটাকে সহ্য করতে পারে না সে। তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে থেকে ম্যাথু ওকে চিনত। লোকটা দোমে দেখা করতে এলে প্রতিবারই ম্যাথুর চেহারা এক বিশেষ রূপ ধারণ করতো এবং বলতো: "হোতিগেয়ারকে চিঠি লেখা দরকার।" তখনই চিঠি লেখায় মজে যেতো, তন্ময় হয়ে লিখতো, যেমন করে

কোন সৈনিক দেশের বাড়িতে তার মেয়েবন্ধুকে লিখে, শাদা কাগজের ওপর শূন্যে অবস্থিত বৃত্তের বর্ণনা দেয়। ওর পাশে বোরিস ও লেগে যায় কাজে, বুকের ভেতরে ক্ষোভ নিয়ে। হোতিগেয়ারের ওপর ঈর্ষা নেই। বরং মানুষটার প্রতি একটা বিশুদ্ধ করুণা বোধ করতো (আসলে মানুষটার একটা ছবি মাত্র দেখেছিল সে, আর কিছুই জানতো না তার সম্পর্কে। ছবি দেখে মনে হতো ও লম্বা, চল্লিশোর্দ্ধ হতাশাব্যঞ্জক চেহারা। আর দেখেছে ওর লেখা একটা বাজে দার্শনিক প্রবন্ধ, ওটা এখনো আছে ম্যাথুর টেবিলে)। কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়েও ম্যাথু হোতিগেয়ারের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করতে দেবে না। সে যদি ঠিক জানতে পারে, কোনদিন এমনি আরেকজন নবীন দার্শনিকের কাছে এমনি কঠিন অস্বাভাবিক সুরে মন্তব্য করবে, "আরে, সার্গিনের কাছে চিঠি লেখা দরকার," তাহলে বরং ম্যাথুর সঙ্গে দেখাই করবে না আর কোন দিন। সে কেবল এইটুকু স্বীকার করতে প্রস্তুত যে ম্যাথু তার জীবনে একটা সোপান বৈ আর কিছু নয়। হোক যন্ত্রণাময় সে অনুভূতি, কিন্তু সে ম্যাথুর জীবনের একটা সোপান মাত্র, এটা সে কোন দিন সহ্য করতে পারবে না।

সিরিনো যাওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না। টেবিলে দুই হাত রেখে সহজ আলস্যের ভঙ্গিতে বসে আছে ও। "প্রায়ই আমার আফশোষ হয়, বিষয়টির ওপর আমি এতো অজ্ঞ। দর্শনের ছাত্ররা তো মনে হয় দর্শন পাঠে প্রচুর আনন্দ পায়।"

বোরিস জবাব দিল না।

সিরিনো বলে, "কাউকে যদি পেতাম আমাকে একটু শেখানোর জন্য। তোমার মতো কেউ। বিশেষজ্ঞ না হলেও চলবে, তবে বিষয়-টাকে যথাসাধ্য সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছে এমন কেউ।" ও হাসল, যেন হঠাৎ একটা হাসির কথা মনে এল তার। "তোমার কাছ থেকে শিখতে পারলে আমি খুব আনন্দিত হতাম।..."

বোরিস ওর দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকায়। আরেক ফাঁদ। সিরিনোকে সে পড়াচ্ছে, এটা সে কল্পনায় আনতে পারল না। সিরিনো তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি বুদ্ধিমান, তাকে নিশ্চয়ই এমন অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করবে যার জবাব সে দিতে পারবে না। ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। নিরাসক্ত ঔদাসিন্যে সে ভাবল, এখন নিশ্চয়ই আটটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে। সিরিনো এখনো হাসছে। মনে হলো আপন খেয়ালে আত্মবিমুগ্ধ ও। ওর চোখ তুটো অদ্ভুত। চোখে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা কঠিন, বোরিসের মনে হলো।

সিরিনো বলল, "আমি কিন্তু ভীষণ আল্‌সে, জানোইতো খুব কড়া হতে হবে তোমাকে।"

বোরিস না হেসে পারল না। সরল বিশ্বাসে বলল, "কিন্তু পেরে উঠব বলে মনে হয় না... ।"

সিরিনো বলল, "তা পারবে, নিশ্চয়ই পারবে, পারবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"তোমাকে আমার ভয় করবে।" বোরিস বলল।

সিরিনো কাঁধ ঝাঁকায়। "বাজে কথা বলো না !···আচ্ছা, কোন কাজ নেই তো এখন ? হারফোর্টে একটু ড্রিঙ্ক করলে হয় না, সেই সঙ্গে কথাবার্তাও বলা যাবে আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে।"

"আমাদের" পরিকল্পনা।···দোকানের একজন কেরানী বইগুলো জমা করছে এক জায়গায়, কষ্ট হচ্ছে তার। সিরিনোর সঙ্গে হারফোর্টে গিয়ে একটু পান করতে চায় সেঃ লোকটা একটু অদ্ভুত টাইপের, অত্যন্ত সুদর্শন, ওর সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে, কেননা ওর সঙ্গে কথা বলার সময় সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়, বিপদের একটা ইশারা ছায়ার মতো জড়ানো থাকে বলে। নিজের সঙ্গে তর্ক করল সে, শেষ পর্যন্ত কর্তব্য জ্ঞানের জয় হলো।

"কিন্তু আমার যে একটু তাড়া আছে।" সে বলল, গলায় ওর সঙ্গে যেতে না পারার খেদ প্রচ্ছন্ন রইল না।

সিরিনোর মুখভাব বদলে গেলো, বলল, "অ. আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে তোমার অসুবিধা করতে চাই না। দুঃখিত, দেরী করিয়ে দিলাম তোমার! ঠিক আছে, চলি, ম্যাথুকে আদাব জানাবে আমার।"

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে, চলে গেল ও। বোরিস ঠিক যেন খুশি হতে পারছে না, "ওকে আঘাত দিলাম না তো আবার?" ভাবল সে। সিরিনো সেন্ট মিচেল বুলেভারের দিকে যাচ্ছে, ওর প্রশস্ত কাঁধের দিকে তাকিয়ে রইল বোরিস, কি একটা কাঁটার মতো ফুটছে মনে। তারপর হঠাৎ তার সম্বিত এল, আর এক মিনিট দেরী নয়। "এক, দুই, তিন চার।" পাঁচ গোনার সঙ্গে সঙ্গে মোটা বইটা হাতে তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে বইয়ের দোকানের দিকে। বইটা লুকানোর কোন চেষ্টাই করল না সে।

এক ঝাঁক কথা, পালিয়ে যাচ্ছে, কোথায় কে জানে। পলাতক কথা। দানিয়েলও পালাচ্ছে, পালাচ্ছে দীর্ঘকায় কোমল তুলতুলে গোলগাল এক তনু থেকে। চোখ তার পিঙ্গল, চেহারায় যোগিণী, বিশুদ্ধ ছোট্ট এক সন্ন্যাসী, রাশিয়ান সন্ন্যাসী। নাম তার আলিয়োশা। পদধ্বনি, কথা, মাথায় বাজছে পদধ্বনি, ওই পদধ্বনির মধ্যে কথার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে ইচ্ছে হলো। নীরবতার চেয়ে সেই বরং ভালো। "বেটা নির্বোধ। ওকে ধরেছি ঠিকই। বাবা-মা নিষেধ করে দিয়েছিলেন অচেনা লোকের সঙ্গে মিশতে। লবণ-চুষ খাবে ডার্লিং? আমার বাবা-মা নিষেধ করে দিয়েছিলেন···উফ্ এতো ছোট মাথা, আমি জানি না, দর্শন তোমার ভালো লাগে, আমি জানি না, কি করে জানবে, বেচারা মেষশাবক। ক্লাসে ম্যাথু যেন এক সম্রাট, তার দিকে রুমাল ছুঁড়ে মারে, কাফেতে নিয়ে যায়: সব গলাধঃকরণ করে বালকপ্রবর, কাফে এবং থিয়োরি সব, যেন কাফে থিয়োরি পাতলা মচমচে বিস্কুট, মন্ত্রপূত: না গো, অমন প্রথম রতি সুখে বিভোর কুমারীর মতো ভাব করতে হবে না তোমার,

ওই তো ও, শান্ত স্নিগ্ধ শুচিশুভ্র, ধ্বংসের পাহাড় পিঠে গর্দভ একটা। সে আমি বুঝি, তোমার গায়ে হাত দিতাম না আমি, তার যোগ্য আমি নই। সে কি চাহনি তার যখন আমি বললাম, দর্শন আমি বুঝি না। শেষের দিকে রীতিমতো অভদ্র হয়ে উঠছিল। এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত—হোত্তিগেয়ারের বেলায়ও একই সন্দেহ করেছিলাম আমি—আমি স্থির জানি, ওটা একটা ভড়ং, আমার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর ফন্দী।—বেশ, বেশ," দানিয়েল বলল, আত্ম-প্রসাদের হাসি মুখে, "চমৎকার শিক্ষা হয়েছে, চমৎকার সস্তা, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এতে আমি খুশি হয়েছি। আমি যদি আরো একটু অগ্রসর হওয়ার জন্য উন্মত্ত হতাম এবং ইশারা করতাম ওকে, তাহলে সে কথা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ম্যাথুকে বলে দিতো, দুজনেই আমাকে নিয়ে রগড় করতো।" হঠাৎ নেমে গেল ও, এতো আকস্মিক তার থামা, পেছনে পেছনে আসা মহিলাটি ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠল। "আমাকে নিয়ে দুজনে কিছু বলাবলি করেছে! "সে এক অ-স-হ-নীয় চিন্তা, রেগে তেতে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট—কল্পনা করো, যুগল রতন, ফূর্তিতে ডগোমগো, একসঙ্গে মিলিত হওয়ায় আনন্দিত, ছোটজনের হা-করা মুখে অপলক দৃষ্টি, হাত দুটো কানের পেছনে, স্থান মোন্তপার্নেসের কোন এক কাফে-খানা, ওই নোংরা ময়লা ছোটলোকের জায়গা, নোংরা কাপড়ের দুর্গন্ধ যেখানে...। "ম্যাথু ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে নিশ্চয়ই, চেহারা গম্ভীর, বুঝাচ্ছে আমি দেখতে কি রকম, এ্যা, কি বিচ্ছিরি, মাগো!" দানিয়েল আবৃত্তি করল: "কি বিচ্ছিরি, মাগো!" হাতের নখ অন্য হাতের তালুতে সেঁধিয়ে দিচ্ছে সে। ওরা ওকে বিচার করেছে পেছনের দিক থেকে, ওকে ভেঙ্গে ফেলেছে, টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, ও অসহায়, কারণ হিসেবে সে কেবল জানে অন্যদিনের মতো ওই দিনও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, যেন ও একটা স্বচ্ছতা তার স্মৃতি নেই উদ্দেশ্য নেই, যেন অন্য সবার কাছে সে নয়কো কোন

স্থূলকায় ব্যক্তিত্ব, যার গাল টসটসে। নয়কো প্রাচ্যের নিষ্প্রভ সুন্দরী কোন, যার হাসি নিষ্ঠুর, এবং—কে জানে?…না, কেউ জানে না। হ্যাঁ ববি জানে, রাল্ফ জানে, ম্যাথু জানে না। ববি কুঁচো চিংড়ি, সচেতন সত্তা নয় সে, ৬ নম্বর অস আউয়ার্সে থাকে রালফের সঙ্গে। আহ্, অন্ধের সঙ্গে থাকা সে যে কী জিনিশ! আসলে অন্ধ তো নয়, তার জন্য গর্বিত ও, চোখ ব্যবহার করতে সক্ষম মানুষ, চতুর মনস্তত্ত্ববিদ এবং আমাকে নিয়ে কিছু বলবার অধিকার আছে ওর কেননা পনেরো বছর ধরে আমাকে চেনে ও, আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, সে অধিকার ও ত্যাগ করছে না। কারো সঙ্গে ওর দেখা হলে পরে দুজন লোকের জন্য আমার অস্তিত্ব থাকে এবং তারপর তিনজন লোকের জন্য, তারপর নয়জন এবং তারপর একশো। সিরিনো, সিরিনো, দালাল, বোর্সের সেই লোকটা, সিরিনো ইয়ে—। নিশ্চিহ্ন করো লোকটাকে, কিন্তু না, খুশি মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে মাথার ভেতরে আমার বিষয়ে মতামত, সে মতামত ঢুকাচ্ছে যাকে পাচ্ছে তার ভেতরে—তা তো হবেই, ওকে দৌড়তে হবে, চুলকাতে হবে, চুলকাবে, ঘষবে, মাজবে, শুকোবে, মার্সেলকে চুলকাতে চুলকাতে হাড্ডি বের করে দিয়েছি। প্রথম যেদিন দেখা হয়, ও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, আমার দিকে মিষ্টি করে তাকিয়েছিল, বলেছিল: "ম্যাথু সব সময় বলে তোমার কথা।" এবং আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম মোহাবিষ্ট, আমি ম্যাথুর মেয়েমানুষের 'ভিতরে' ঢুকে গিয়েছিলাম, সেই নারীমাংসে ছিল আমার অস্তিত্ব, ছিল ওর অনড় কপালের পেছন দিকে, ওই চোখের গভীরে, ওই কুবেশ নারীতে। এখন সে আমার সম্বন্ধে যাই বলুক, একবর্ণও বিশ্বাস করে না সেই মেয়েলোক।

সে হাসল, পরম পরিতৃপ্ত। বিজয়ের গর্বে এতো গর্বিত, মুহূর্তের জন্য নিজের ওপর নজর রাখতে ভুলে গেল: কথার অরণ্যে কি করে এক ফাটল দেখা দিল, ফাটলটা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে নিস্তব্ধতায় প্রসারিত হলো। ভারী শূন্য নৈঃশব্দ। উচিত হয় নি, উচিত হয় নি

কথা বলা বন্ধ করা। বাতাস কমে গেছে, রাগ থেমে গেছে। সেই নৈঃশব্দের গভীরতায় ভেসে উঠল সার্গিনের মুখ, একটা ক্ষতের মতো। নম্র নিষ্প্রভ মুখ। তাকে একটু জ্বালাতে হলে অনেক ধৈর্য, দারুণ উত্তাপের প্রয়োজন। সে ভাবল : "আমি পারতাম ⋯।" সেই বছরে সেই দিনেই, তা সে করতে পারতো। পারেও। ভাবল সে, "এই আমার শেষ সুযোগ।" এই তার শেষ সুযোগ, ম্যাথুও কথায় কথায় সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিল। রাল্ফেরা, ববিরা—আছে তার। "এবং সে সেই মিনমিনে বালককে এক মহাজ্ঞানী বনমানুষে রূপান্তরিত করে তবে ছাড়বে!" নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে সে, তার নিঃসঙ্গ পদধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে তার মগজের ভিতরে, ভোরে যেমন হয় জনহীন রাস্তায়। তার নিঃসঙ্গতা এতো পরিপূর্ণ, বিবেকের মতো স্বর্গীয় সুকোমল আকাশের নিচে, ব্যস্ততার ভীড়ে নিঃসঙ্গতা এতো পরিপূর্ণ যে নিজের অস্তিত্বে নিজেই চমৎকৃত হয়ে গেল। নিশ্চয়ই অন্য কারো দুঃস্বপ্ন সে, এবং যার দুঃস্বপ্ন সেই লোকটা এক্ষুণি নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। ভাগ্যক্রমে, রাগ ফিরে এলো সবেগে, ঘিরে ধরল সব কিছু, রোষের তেজ তার চেতনাকে ফিরিয়ে দিল এবং আবার শুরু হলো পলায়ন, শুরু হলো শব্দের মিছিল, সে ঘৃণা করে ম্যাথুকে। এই এক মানুষ যে তার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে, নিজেকে ও প্রশ্ন করে না, ওই আলো, এতো গ্রীক, এতো নিরপেক্ষ, ওই অকলঙ্কিত আকাশ ওর জন্য তৈরী, ও বাড়িতে আছে, কখনো একা হয় নি। দানিয়েল ভাবে, "আমার কথায় ও নিজেকে গ্যটে মনে করে।" মুখ তুলে পথচারীদের মুখের দিকে তাকাল সে : তার ঘৃণাকে লালন করছে সে : "সাবধান, যদি আনন্দ পাও, শিষ্যদের ট্রেনিং দাও, কিন্তু আমার পেছনে লাগবার হাতিয়ার বানাবে না ওদের, খবরদার। কারণ, একবার না একবার তোমাকে বাগে পাবোই আমি।" ক্রোধের আরেকটা নতুন তরঙ্গ সর্বশরীরে বয়ে গেল। তার পা মাটি স্পর্শ করছে না, সে উড়ছে, উড়ছে শক্তির এই চেতনার আনন্দে। তখনই হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় উঁকি দিল বিদ্যুৎ

চমকের মতো : "কিন্তু কিন্তু, কিন্তু...ওকে ভাবতে সাহায্য করার একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। নিজেকে সুযোগ দেওয়া উচিত গুটিয়ে নেওয়ার। দেখা উচিত, এতো সহজে যেন না হয় সব কিছু। সেটা এক মহৎ কাজের সামিল হবে।" মনে পড়ল একবার মার্সেল ওর কাঁধে থাপ্পড় দিয়েছিল : "মেয়েরা যখন গর্ভপাত না চায়, তখন ইচ্ছে করলেই গর্ভধারণের বন্দোবস্ত করে নিতে পারে।" এর ওপর ওদের মতৈক্য না হলে বেশ হয়, বেশ হয় যদি ও হাতুড়ে দোকানে ঘোরাফেরা করে, এদিকে মার্সেল যখন তার লাল আলোর ঘরে দিন কাটায় লুকিয়ে লুকিয়ে, যখন একটা সন্তানের জন্য হাহাকারে ভরে ওঠে ওর বুক। শুধু, ওকে বলার সাহস নেই মার্সেলের...। কেউ যদি থাকতো, দুজনেরই বন্ধু, ওকে একটু সাহস দিতে পারতো। "আমি সত্যিকারের একজন শয়তান।" সে ভাবল, ভেবে খুশি লাগল। শয়তান, অশুভ—এরা গতি সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞানের নাম বুঝি, যে জ্ঞান তোমাকে অহং থেকে আলাদা করে দেয় এবং সামনের দিকে ঠেলে দেয়। গতি ঘাড়ে ধরে তোমাকে চালায়, সে ভয়ঙ্কর, আনন্দময়, প্রতি মুহূর্ত শক্তি সঞ্চয় করে, ডাইনে বাঁয়ে হঠাৎ ভেসে ওঠা যত সব অসার বিপত্তি সব ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়—"ম্যাথু, বেটা বদমাস, আমি কিন্তু স্কাউণ্ড্রেল একটা, ওর জীবন তচনচ করে দেবো আমি"।—পলকা ডালের মতো দু টুকরো হয়ে যায় অতঃপর সে গতি। সেই ভয়-ভয় আনন্দের এতো নেশা, বিদ্যুৎস্পর্শের মতো আকস্মিক সে আঘাত, দুর্বার আনন্দ সে। "ভাবতে ইচ্ছে করে এখনো ও শিষ্য সংগ্রহ করবে কি না আর। সংসারী মানুষ এই কর্মে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না।" ম্যাথু বিয়ের কথা বলতে এলে সাগিনের মুখের ভাব কেমন হবে, ঘৃণা, আর বিপুল বিস্ময়ে মুখ ভরে যাবে। "বিয়ে করছেন?" ম্যাথু তোতলাবে : "সবার কিছু কিছু সাংসারিক কর্তব্য থাকে তো।" কিন্তু ছেলেমানুষেরা সে কর্তব্য বুঝে না। কি যেন কি ভয়ে জীবনের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে—ম্যাথুর চেহারা, ওর নিষ্ঠাবান বিশ্বস্ত চেহারা,

দৌড় কিন্তু শুরু হয়ে গেল, নাক বরাবর দৌড়ঃ শুধু মাত্র অশুভ সাইকেলের মতো পূর্ণগতিতে তাল রাখতে পারে। তার চিন্তা আগে আগে ছুটছে, সতর্ক সানন্দ চিন্তা। "মানুষটা ভাল, ম্যাথুর কথা বলছি; ওর মধ্যে অশুভ নেই, ও আবেলের ঘোড়া, বিবেক সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা আছে ওর। মার্সেলকে বিয়ে করা উচিত ওর। তারপর জয় তিলক মাথায় করে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারবে। ওর বয়স কম, মহৎ কাজ করে নিজেকে অভিনন্দন করার জন্য সবটা জীবনই তো রইল সামনে।"

বিশুদ্ধ বিবেকের প্রশান্তির অবসন্নতায় নেশা ধরানো কি যেন একটা আছে। উজ্জ্বল পরিচিত আকাশের নিচে এক নির্মল অপরিমেয় বিবেক। সে জানে না সেই বিবেকের কামনা নিজের জন্য না ম্যাথুর ভালর জন্য। লোকটা অনড়, উন্মনা, শান্ত—হ্যাঁ সম্পূর্ণ ধাতস্থ ..। "এবং মার্সেল যদি না চায়, কোন ফাঁক থাকে যদি, একটি মাত্র ফাঁক, যাতে ও চায় বাচ্চাটা হোক, তাহলে কসম করে বলতে পারি, কালকেই সে ওকে বিয়ে করতে বলবে।" মঁসিয়ে এবং ম্যাডাম দেলারু...মঁসিয়ে এবং ম্যাডাম দেলারু আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে···। "হাজার হোক আমি ওদের মুরুব্বী দেবতা, ঘরোয়া দেবতা।" মনোহর দেবতা, ঘৃণার দেবতা, প্রভূমনা দেবতা। দেবতা এখন ভার্সিজেতরি রোডে পা দিল। পলকের জন্য বইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা হাল্কা ছায়া মানসে ভেসে উঠল, সে ছায়া ঘিরে ধরল তাকে—কাছে এল, দেখল ববিই ফিরে এসেছে। ৬ নম্বর অস আর্ট্যাস রোড। বাতাসের মতো হাল্কা মনে হল নিজেকে, ও এখন যা-খুশি তাই করতে পারে। ভার্সিজেতরি রোডের মুদির দোকান খোলা, ভেতরে ঢুকল সে। যখন বের হলো, তার ডানে হাতে তখন সেন্ট মাইকেলের আগুন-তরবারি, বাঁ হাতে ম্যাডাম দুফের জন্য এক বাক্স মিষ্টি।

দশ

ছোট্ট ঘড়িটায় দশটা বাজল। ম্যাডাম দুফে শুনেও শুনলেন না যেন। একাগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দানিয়েলের দিকে; চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে ভাবল, "যাবেন মনে হয় এক্ষুণি।" শুকনো হাসি হাসলেন, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু বাতাস বেরোচ্ছে। হঠাৎ একসময় মাথা সোজা করলেন, কি করবেন স্থির করে ফেলেছেন মনে হলো।

ওর কথায় দুষ্টুমি, সরস প্রগল্‌ভতা। বললেন, "যাই, শুইগে ছেলেরা। ওকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রেখোনা দানিয়েল। তোমার ওপর বিশ্বাস আছে আমার। একটু দেরী করে ঘুমোলেই কালকে বারোটার আগে আর উঠবে না।"

মহিলা উঠলেন, ছোট্ট হাত ওর রাখলেন মার্সেলের কাঁধে। বিছানায় বসে তখনো মার্সেল।

"শুনলে তো পুষি বেড়াল। দেরী করে ঘুমোয় মেয়ে আবার, দুপুর পর্যন্ত ঘুম তারপর, মুটিয়ে যাচ্ছো এমনি করে।" বললেন, দাঁতে দাঁতে কথা বলে সুখ পাচ্ছেন যেন।

দানিয়েল বলে, "আপনাকে কথা দিচ্ছি বারোটার আগেই চলে যাবো আমি।"

মার্সেল হাসল, বলল, "আমি যদি যেতে দিই।"

ম্যাডাম দুফের দিকে তাকিয়ে চরম অসহায়ের ভাব করে দানিয়েল বলল, "তাহলে, আমি কি করব?"

ম্যাডাম দুফে বলল, "ছি, অবুঝের মতো কথা বলে না। তোমার মিষ্টির জন্য ধন্যবাদ।"

ফিতে দিয়ে বাঁধা মিষ্টির বাক্সটা চোখের কাছে তুলে নিয়ে এলেন চোখ পাকিয়ে। "তোমার বড্ড বেশি মায়া, আমার মাথাটি তুমি খাবে আদর দিয়ে দিয়ে। এবার তোমায় বকুনি-টকুনি দিতে হবে।"

গম্ভীর কণ্ঠে বলে দানিয়েল, "এই যে বললেন কথাগুলো, এটাই আমার আনন্দ।"

ম্যাডাম দুফের হাতে উবুড় হয়ে সে চুমু খেলো। কাছে থেকে দেখলে ম্যাডাম দুফের হাতকে মনে হয় বেগুনি রেখার জালের মতো।

ম্যাডাম দুফে গলে গেলেন, বললেন, 'তুমি এক সুকুমার দেবতা! না, আমি যাই।" মার্সেলের কপালে চুমু খেলেন তারপর।

মার্সেল একহাতে মা-র কোমর পেঁচিয়ে ধরে। ম্যাডাম দুফে ওর চুল নেড়ে দিয়ে আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসেন।

মার্সেল বলে, "পরে একবার এসে তোমাকে ঠিক করে দিয়ে যাবো 'খন।"

"তার দরকার হবে না দুষ্টু মেয়ে। তোমাকে তোমার দেবতার কাছে রেখে গেলাম।"

বাচ্চা মেয়ের মতো তরতর করে চলে গেলেন। মাছের মতো চোখ করে দানিয়েল দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে ওর হালকা সরু পেছন দিকটা। মনে হচ্ছিল, বুড়ী আর যাবেই না বুঝি। দরজা বন্ধ হলো কিন্তু স্বস্তি পেলো না দানিয়েল। মার্সেলের সঙ্গে একা থাকতে ভয়-ভয় লাগছে তার। চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। মিটিমিটি হাসছে ও।

সে জিজ্ঞেস করে, "হাসছো কেন?"

মার্সেল বলে, "তোমাকে মার সঙ্গে দেখলে বেশ মজা লাগে আমার। কি যে তোষামুদ করতে পারো, দেবতা আমার। ছি ছি, কী লজ্জা, কিন্তু মানুষকে আকর্ষণ না করে তোমার তো উপায় নেই।"

ও তাকে মালিকানার গর্বের সংগে দেখল, তাকে একা পেয়ে দৃশ্যতঃ খুব খুশি। দানিয়েলের সহ্য হয় না, সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে, ভাবে, "পোয়াতি পোয়াতি চেহারা হয়ে গেছে ওর।" ওকে সুখী সুখী লাগছে,

এটাই ভাল লাগছে না ওর। এমনি লম্বা একটানা ফিসফিসানির প্রহরগুলো আশঙ্কায় ভরে থাকে তার, কিন্তু নামতে তো হবেই তাকে। গলা পরিষ্কার করল সে। ভাবল, "আমার বোধ হয় হাঁফানি হবে।" মার্সেল শুধু একটা নিরেট ক্লান্ত গন্ধ, লেগে আছে বিছানায়। তাল গোল পাকানো মাংসপিণ্ড, একটা নাড়া দিলেই ছড়িয়ে পড়বে।

ও উঠে দাঁড়াল। "একটা জিনিশ দেখাবো তোমাকে।" তাক থেকে একটা ছবি তুলে আনল। "ছোট বেলায় কেমন ছিলাম দেখতে, জিজ্ঞেস করতে যে .." ছবিটা তার হাতে দিতে দিতে ও বলল।

হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল দানিয়েল। আঠারো বছর বয়সের মার্সেল। মিষ্টি লাগছে ওকে, টানা মুখ, কঠিন চোখ। সেই ঢিলেঢালা দেহ, ঢিলে জামার মতো ঝুলে আছে মনে হয়। তবে তখন বেশ তন্বী ছিল ও। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে মার্সেল।

বিচারকের মতো রায় দিল দানিয়েল, "যা সুন্দর ছিলে না তুমি! কিন্তু একটুও বদলাও নি তো।"

হাসতে থাকে মার্সেল। "যা, বাজে কথা! ভাল করে জানো বদলে গেছি, দুষ্টু দালাল কোথাকার। ওসবের দরকার নেই, তুমি তো আমার মার সঙ্গে কথা বলছো না।"

আবার বলল ও, "তবে, বেশ হালকা-পাতলা ছিলাম, তাই না?"

দানিয়েল বলে, "তুমি এখন যেমন আছো, সেইটেই আমার পছন্দ। ঠোঁটে মুখে কেমন একটা শৈথিল্য ছিল তখন . এখন তোমাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে।"

নীরস তিরিক্ষি গলায় বলল ও, "কখন যে তুমি সত্যি বলো আর কখন ঠাট্টা করো, ধরতে পারি না।" সহজেই বুঝা গেল তোষামুদে আরাম পাচ্ছে ও।

মুখভাব একটু কঠিন হলো, আয়নার দিকে তাকাল এক পলক।

ওর এই হাবাহাবা সারল্যের ভঙ্গিটি দানিয়েলের মেজাজ বিগড়ে দেয়। ওর প্রগলভতায় ছেলেমানুষি বোকামির একটা সরলতা আছে ওর সাধারণ নারীমুখের সঙ্গে তা মানানসই নয়। সে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

ও বলল, "কি হলো ? হাসছো কেন ?"

"আয়নায় ছেলেমানুষের মতো করে মুখ দেখলে এমন করে, হাসি পেলো। নিজের সম্বন্ধে যখনই সচেতন হও, তখনই আমি মুগ্ধ হই।"

লজ্জায় লাল হলো মার্সেল, মেঝের পা ঠুকল বার কয়েক। "চিরকাল চাটুকার থাকবে ও !"

দুজনেই হেসে উঠল। দানিয়েল ভয়ে ভয়ে ভাবল, "এইবার।" সুন্দর সুযোগ, এই সেই ক্ষণ, কিন্তু দানিয়েল শূন্য, অন্যমনস্ক। বুকে সাহস সঞ্চয়ের জন্য ম্যাথুর কথা ভাবল, দেখল ঘৃণারা অক্ষত আছে, খুশি হলো সে। ম্যাথু বাহুল্য বর্জিত, হাড্ডির মতো শুকনো, এই-রকম মানুষকে ঘৃণা করা যায়। মার্সেলকে ঘৃণা করা সম্ভব নয়।

"মার্সেল, আমার দিকে তাকাও।"

সে বুক টান করল, তার চোখে সনির্বন্ধ মিনতি।

"এই তাকালাম।" মার্সেল বলল।

ও চোখে চোখ রাখল, ওর মাথাটা ঘুরছে যেন : পুরুষের দৃষ্টির সামনে তাকিয়ে থাকা বড় কঠিন।

"তোমাকে ক্লান্ত লাগছে।"

চোখ টিপে মার্সেল বলে, "যা বিচ্ছিরি দিন, সহ্য করতে পারছি না। ভীষণ গরম।"

দানিয়েল ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে আরো একটু, পীড়িত তিরস্কা-রের মতো করে বলে : "খুব ক্লান্ত। একটু আগে তোমাকে দেখছিলাম, যখন তোমার মা রোমে যাওয়ার কাহিনী বলছিলেন : এতো অন্যমনস্ক, এতো ভয়কাতর দেখাচ্ছিল তোমাকে—"

মার্সেল বাধা দেয় শ্লেষের হাসি হেসে। বলে, "তুমি দানিয়েল,

এই নিয়ে তিনবার উনি রোমে যাওয়ার কাহিনী তোমাকে শোনালেন, অথচ তুমি ভাব করলে যেন কি ভীষণ আগ্রহে তুমি শুনছো। সত্যি কথা বলতে কি, এতে মেজাজ খারাপ হয়। কি যে আছে তোমার মনে বুঝি না।"

দানিয়েল বলে, "তোমার মাকে আমার ভাল লাগে। ওর কাহিনী আমার জানা আছে, কিন্তু ওর মুখে সেসব শুনতে ভারী ভাল লাগে মাঝে মাঝে ওর ভাবভঙ্গি এতো মিষ্টি লাগে, কি বলব।"

মাথাটা একটু কাত করল সে। মার্সেল হাসিতে ফেটে পড়ল। দানিয়েল ইচ্ছে করলে এতো সুন্দর নকল করতে পারে মানুষকে। কিন্তু হঠাৎ দানিয়েল স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ফিরে গেছে দেখে হাসি থামাল ও। বলল, "তোমাকেই অদ্ভুত লাগছে আজকে। কি হয়েছে তোমার ?"

জবাব দিতে একটু সময় নিল সে। থমথমে একটা নীরবতা ওদের ঘিরে ধরল : ঘরটা যেন বিচিত্র উত্তপ্ত চুলা এক। একটুখানি হাসল মার্সেল, ক্ষীণ ভীতু হাসি, ঠোঁট থেকে নিঃশেষে মুছেও গেল তা। দানিয়েল মনে মনে উপভোগ করছে।

সে বলল, "তোমাকে বলা উচিত নয় মার্সেল —"

চমকে উঠল ও। "কি ? কী ? ঈশ্বরের দিব্যি, কথাটা কি ?"

"ম্যাথুর ওপর রাগ করবে না তো ?"

ওর মুখ শাদা হয়ে গেল। "ও—মানে—ও কসম খেয়ে বলেছিল, তোমাকে বলবে না।"

"মার্সেল, এমন একটা গুরুতর বিষয় আমাকে না জানিয়ে থাকতে চেয়েছিলে তুমি, এটা কি সত্যি ? আমি কি বন্ধু নই তোমার ?"

"জিনিসটা এতো জঘন্য !" ও বলল।

আহ্ ! অবশেষে : ও উলঙ্গ হলো। আর দেবতা নয়, যৌবনের ছবি নয় আর। সুস্মিত মর্যাদার মুখোশ খুলে ফেলে দিয়েছে এখন। এই তো একজন পেট মোটা পোয়াতি মেয়েমানুষ, গা থেকে মাংসের

গন্ধ বেরুচ্ছে। গরম লাগছে দানিয়েলের, একহাতে কপালের ঘাম মুছে। সে আস্তে আস্তে বলল, "না, জঘন্য নয় মোটেই।"

মার্সেলের কনুই এবং বাহুর একটা ক্ষিপ্র আন্দোলন ঘরের উষ্ণ বাতাসে একটু যেন ঢেউ তুলল।

"আমাকে নোংরা মনে হচ্ছে তোমার।" ও বলল!

উচ্ছল হাসিতে ঘর ভরে দেয় সে। "নোংরা? না গো মার্সেল লক্ষ্মী আমার, এমন কিছু পেতে তোমার অনেকদিন লাগবে যা দিয়ে তোমাকে নোংরা ভাবতে পারবো।"

মার্সেল কথা বলল না আর। ওর মুখ আনত। তারপর একসময় ও বলল: "তোমাকে সমস্ত কিছুর বাইরে রাখতে চেয়েছিলাম ··।"

ওরা চুপ করল। ওদের মধ্যে নতুন আরেক বন্ধন এখন গড়ে উঠল: নাড়ীর বন্ধনের মতো ইতর ঢিলে সে বন্ধন।

দানিয়েল প্রশ্ন করে, "আমার এখান থেকে চলে গেলে পরে ম্যাথুর সঙ্গে আর দেখা হয়েছে তোমার?"

"একটার সময় টেলিফোন করেছিল।" সংক্ষিপ্ত জবাব মার্সেলের। অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছে, তাই যেন একটু শক্ত হলো। এখন আত্ম-রক্ষায় ব্যস্ত, ঘাড় সোজা, নাকের ফোলা কমেছে। মানসিক যন্ত্রণায় আছে ও।

"টাকা দিতে না করেছি সে কথা বলেছে তোমাকে?"

"বলেছে তোমার কাছে নেই।"

"কিন্তু আমার কাছে ছিল।"

"ছিল?" অবাক হলো ও।

"হ্যাঁ। ওকে ধার আমি দেবো না। অন্ততঃ তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলার আগে তো নয়ই।"

সে থামল ক্ষণিক। বলল, "মার্সেল, টাকাটা দেবো ওকে ধার?"

ওঅপ্রস্তুত হলো, বলল, "সে আমি কি জানি। তুমি দিতে পারবে কি না সে তুমিই জানো।"

"দিতে আমি তো নিশ্চয়ই পারি। আমার কাছে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক আছে, যেটা দিয়ে দিলে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।"

মার্সেল বলে, "তাহলে আমার জবাব, হ্যাঁ। হ্যাঁ, দানিয়েল লক্ষ্মী দানিয়েল, টাকাটা আমাদের দিতেই হবে তোমার।"

নীরবতা। হাতে বিছানা দলতে মুচড়াতে লাগল মার্সেল। গলায় কাঁসের লাফানি শুরু হলো।

দানিয়েল বলে, "তুমি আমার কথা বুঝতে পারো নি। আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি কি চাও যে আমি টাকাটা ম্যাথুকে ধার দিই?"

মাথা তুলে মার্সেল তাকাল তার দিকে বিস্ময়ে। "তুমি তো অদ্ভুত মানুষ দানিয়েল! মনের ভিতরে কি যেন একটা আছে তোমার।"

"মানে—শুধু ভাবছিলাম, ম্যাথু তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে কি না।"

"নিশ্চয়ই করেছে।"

একটু হেসে বলল, "ওই আর কি। জানোই তো, আমরা কি করে এসব বিষয় মীমাংসা করি। একজন আরেকজনের সঙ্গে পরামর্শ করি না, একজন বলি আমরা এই করব, সেই করব, এবং অন্যজন রাজি না হলে আপত্তি জানাই।"

দানিয়েল বলে, "হ্যাঁ। তাই। তফাৎ এই, যে লোক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সব সুবিধা তার পক্ষে যায়: অন্যজনের কথা হৈ-হৈ-য়ে ডুবে যায় এবং সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় পায় না।"

"হয়তো তাই।" মার্সেল বলে।

সে বলে, "ম্যাথু তোমার জ্ঞান বুদ্ধির কতটুকু মর্যাদা দেয় সে আমার জানা আছে। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটি আমি কল্পনা করতে পারি: সারা বিকেল এটা ঘাড়ে চেপে বসে আছে আমার। নিশ্চয়ই খুব দর্প দেখিয়েছে, যা এইরকম ব্যাপারে চিরকাল করে থাকে সে, তারপর ঢোঁক গিলে বলেছে, 'যত্ত সব! ঠিক আছে, তাহলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হয়।' কোন দ্বিধা ছিল না তার মধ্যে, থাকতে পারে না: পুরুষ

মানুষ সে। কেবল—একটু তাড়াহুড়ো করা হয় নি? তুমি কি করবে না করবে নিশ্চয়ই তখনো ঠিক করে ওঠোনি?"

আবার মার্সেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে, "তাই তো হয়েছিল, তাই না?" মার্সেল তার দিকে তাকাচ্ছে না। ও ঘরের ছোট বেসিনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। ওর মুখের একাংশ দেখতে পাচ্ছে দানিয়েল। মুখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল ও।

বলল, "অনেকটা ওরকমই।" তারপর ভীষণ লজ্জা পেলো, আরক্ত হলো মুখ। "এ নিয়ে আর কোন কথা নয় দানিয়েল। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায় আমার।"

ওর ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না দানিয়েল। "ও কাঁপছে," তার মনে হলো। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না তার আনন্দ কীসে, ওকে হতমানিত করে, নাকি ওর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হতমানে! নিজেকে নিজে বলল: "যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক সহজে হয়ে যাবে।"

সে বলল, "এতো দুরে সরে থেকো না মার্সেল, মিনতি করছি। এ সব বিষয় আমার সঙ্গে আলোচনা করতে খারাপ লাগবে তোমার আমি জানি ...।"

"বিশেষ করে তোমার সঙ্গে। দানিয়েল, তোমার কথা আলাদা।"

"ঈশ্বর হে, আমি ওর পবিত্রতা!" সে ভাবল। আবার ও কেঁপে উঠল, বুকের ওপর হাত চেপে ধরল।

ও বলল, "তোমার চোখে চোখ রেখে তাকানোর সাহস নেই আমার। আমাকে তোমার ঘেন্না লাগতে না পারে কিন্তু আমার মন বলছে তোমাকে আমি হারালাম।"

বিজাতীয় ক্রোধ চাপা থাকে না দানিয়েলের স্বরে, বলে, "সে আমি জানি। দেবতারা সহজে ভয় পায়। শোন মার্সেল, আমাকে দিয়ে অমন হাস্যকর খেলা খেলিয়ো না। আমার মধ্যে দেবসুলভ নেই কিছু, আমি শুধু তোমার বন্ধু, তোমার সবচে' বড়ো বন্ধু। যা-ই মনে করোনা কেন, আরেকটা কথা আমাকে বলতে হবেই, যেহেতু তোমাকে

সাহায্য করার ক্ষমতা আছে আমার।"

তারপরে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "ঠিক জানো মাসে´ল, সন্তানটা চাও না তুমি ?"

অস্পষ্ট আকস্মিক একটা চমক সর্বাঙ্গে শিরশির করে উঠল মাসে´লের, মনে হলো পড়ে যাবে ও। কিন্তু ভেঙ্গে পড়বার সেই তাড়না স্তিমিত হয়ে গেল হঠাৎ, ওর দেহটা নিশ্চল জড়পিণ্ডের মতো বিছানার পাশে রইল পড়ে। দানিয়েলের দিকে তাকাল মুখ ফিরিয়ে, : লাল হয়ে গেছে ও, তবু কষ্ট করে তার দিকে তাকাল, দৃষ্টিতে কোন দ্বেষ নেই, আছে অসহায় স্তম্ভনা। "ও মরিয়া হয়ে উঠেছে," ভাবল দানিয়েল।

"তোমার মুখ দিয়ে শুধু একটি কথা বের করো : এ বিষয়ে তুমি যদি নিঃসংশয় হও, কাল সকালেই দেখবে পেয়ে টাকা গেছে ম্যাথু।"

সে যেন চাচ্ছে, ও বলুক, ও নিঃসংশয়। টাকা সে পাঠিয়ে দেবে। বুকে বুকে যাবে, ব্যস। কিন্তু কিছু বলল না ও, তার দিকে তাকাল, প্রত্যাশায়। অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তার। "উফ্, ঈশ্বর! ওকে কৃতজ্ঞ দেখাচ্ছে," দানিয়েল ভাবল। ঠিক ম্যালভিনার মতো, চড় খাওয়ার পর।

ও বলল, "তুমি! প্রশ্নটা তোমার মনে উদয় হয়েছে! আর ও!—দানিয়েল, পৃথিবীতে তুমি ছাড়া কেউ আমার কথা ভাবে না।"

সে উঠে দাঁড়ায়, কাছে এসে পাশে বসে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। হাতটা এতো নরম, এতো গরম, ঠিক যেন প্রত্যয়। নীরবে ধরে রাখল সে হাত। কষ্টে যেন মাসে´ল অশ্রু সংবরণ করছে : হাঁটুর ওপর চোখ তার।

"সত্যি বলো ত মাসে´ল, বাচ্চাটা নষ্ট করলে মনে লাগবে না তো তোমার ?"

মাসে´লের ভঙ্গিটি বড় অবসাদগ্রস্ত, বলল, "এ ছাড়া আর উপায় কি ?"

"আমি জিতেছি," মনে মনে বলল দানিয়েল, কিন্তু বিজয়ে আনন্দের বোধ এল না। নিঃশ্বাস ঘন হলো তার। কাছে থেকে তার গন্ধ পেল মার্সেল কিছু কিছু, পেয়েছে যে তা হলপ করে বলতে পারে সে, কিন্তু তা এতো হাল্‌কা যে তাকে ঠিক গন্ধ বলা চলে না, বলা চলে সেটা ওর প্রতিবেশের বুঝি গর্ভসঞ্চার। তারপর আছে এই হাত, তার হাতের মুঠোর ভিতরে ঘামছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে হাতে জোরে চাপ দিল, সে হাতের সব রস নিংড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

যখন কথা বলল সে, গলায় শুষ্কতা ধরা পড়ল, বলল, "উপায় কি আছে সে আমি জানি না, সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে 'খন। এই মুহূর্তে আমি শুধু তোমার কথা ভাবছি। বাচ্চাটাকে যদি রাখতে চাও, সে এক বিপর্যয় হতে পারে, কিন্তু তাতে অবস্থার উন্নতি হওয়ার চান্সও রয়ে গেছে। মার্সেল, পরে কিন্তু নিজের ওপর দোষ চাপাতে পারবে না এই বলে যে, সময় থাকতে ভাল করে সব কিছু চিন্তা করো নি।"

"তাই"—মার্সেল বলে, "তাই .."

ওর দৃষ্টি শূন্য, ভাব বোকা-বোকা সারল্যের, ওর এই বোকা-বোকা ভঙ্গিই তার বেঁচে ওঠার প্রেরণা। ছবির তরুণী ছাত্রীর কথা মনে হলো দানিয়েলের। "সত্যি। এককালে ও সুন্দরী ছিল···।" কিন্তু সাড়া জাগাতে অক্ষম ওর চেহারায় কাল্পনিক যৌবন জুড়ে দিয়েও আকর্ষণ আরোপ করা গেল না। আচমকা হাতটা ছেড়ে দিল সে, একটু সুরে বসল।

"ভেবে দেখো। তুমি কি সত্যিই নিঃসংশয়?" তার গলার সরে উৎকণ্ঠা।

"আমি জানি না।" মার্সেল বলে।

ও উঠে দাঁড়াল, "একটু বসো। মার বিছানা ঠিক করে দিয়ে আসি।"

দানিয়েল সম্মতিতে মাথা নত করে: সে যেন পবিত্র আচার-

অনুষ্ঠান এক। "আমি জিতেছি," দরজা বন্ধ হলে ভাবল সে। রুমালে মুছে নিলো হাত, চট করে উঠে গিয়ে ছোট টেবিলের ড্রয়ার খুলল: ওখানে মজার মজার জিনিস থাকে অনেক সময়, মজার মজার চিঠি, ম্যাথুর লেখা নোট, স্বামী-স্ত্রীর চিঠির মতো, থাকে আঁদ্রের কাছ থেকে পাওয়া হাহাকারের বাণী, আঁদ্রে সুখী নয়। ড্রয়ার খালি। ইজি চেয়ারে বসে পড়ে দানিয়েল ভাবল: "আমি জিতেছি, ডিম পাড়ার জন্য কাতরাচ্ছে ও।" একা হতে পেরে খুশি হলো, ঘৃণার প্রকোপ থেকে এমনি করে মুক্তি পেলো সে। নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ওকে ম্যাথু বিয়ে করবে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি। তাছাড়া, লোকটা খারাপ ব্যবহার করেছে, ওর সঙ্গে একটা পরামর্শ পর্যন্ত করে নি। তবে, একটু হাসল সে, "ভাল উদ্দেশ্যের জন্য ওকে ঘৃণা করে লাভ নেই: ঘৃণা করার মতো অন্য কতো লোক তো রয়েছে।"

মার্সেল ফিরে এল, মুখভাব অস্বাভাবিক ওর।

বলে উঠল, "আর ধরো যদি বাচ্চাটা আমি চাই? কি লাভটা আমার হবে শুনি? অবিবাহিতা মা হবার শখ পোষাতে পারব না আমি, আর আমাকে ওর বিয়ে করার কোন প্রশ্নই তো উঠে না।"

বিস্মিত ভুরু টান করে দানিয়েল, "নয় কেন শুনি? বিয়ে করতে পারে না কেন?"

মার্সেল হতভম্ব. ওকে চেয়ে দেখল, হাসল শেষে, বলল, "কিন্তু দানিয়েল, তুমি তো জানোই কি করে আমরা দুজনে অভিন্ন!"

দানিয়েল বলল, "কিছুই আমি জানি না। একটা কথাই আমি জানি কেবল: ও যদি তা চায় তাহলে অন্য দশজনের মতো যা করবার তা করে ফেললেই হয়ে যায়, একমাসের মধ্যে তুমি ওর স্ত্রী হয়ে যাবে। কোনদিন বিয়ে না করার সিদ্ধান্তটি কার, তোমার, মার্সেল?"

"আত্মরক্ষার জন্য আমাকে ও বিয়ে করুক, সে আমি চাই না।"

"এটা আমার কথার জবাব হলো না।"

মার্সেল ধাতস্থ হলো একটু। ও হাসতে শুরু করে দিলে দানিয়েল

বুঝল চালে ভুল হয়েছে তার।

বলল ও, "না, সত্যি বলছি, না। ম্যাডাম দেলাক্রু হতে না পারলে আমি একদম কিচ্ছু মনে করব না।"

দানিয়েল সংক্ষেপে বলে, "সে আমি জানি। আমি বলতে চাই-ছিলাম, বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রাখার সেই যদি একমাত্র পথ হয়?..."

মার্সেল অভিভূত। "কিন্তু বিষয়টাকে ওভাবে ভেবে তো দেখি নি আমি।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি। ওকে সত্যের সম্মুখীন করানো কঠিন, ওর নাকটাকে চেপে ধরে রাখতে হয়, নইলে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও।

বলল ও, "এইটে, এই বিষয়টা, আমরা মেনে নিয়েছি। বিয়ে হলো একরকম দাসত্ব, ওরকম কিছু আমরা দুজনের কেউই চাই না।"

"কিন্তু বাচ্চাটা তুমি চাও?"

ও উত্তর দিল না। মনস্থির করার মুহূর্ত এলো বুঝি, কর্কশ স্বরে আবার বলে উঠে দানিয়েল: "তাই না? বাচ্চাটা চাও তুমি?"

একটা হাত বালিশে ভর দেয় মার্সেল, অন্যহাত রাখে ওর উরুর ওপর। অন্য হাতটা উঠিয়ে ওর পেটে রাখে, যেন যন্ত্রণা হচ্ছে ওখানে: সে এক হাস্যকর রহস্যের দৃশ্য। তারপর পরিত্যক্ত গলায় বলল ও: "হ্যাঁ। বাচ্চাটা আমি চাই।"

খেলায় তার জয় হয়ে গেল। দানিয়েল কিছু বলে না। ওই পেট থেকে চোখ সরাতে পারছে না সে। শক্ত মাংস, রসময় শাঁসালো লালনের মাংস, বিচিত্র এক ভাণ্ডার যেন। মনে মনে ধরে নিল, ম্যাথুর বাসনায় এটা ছিল: চকিত একটা তৃপ্তি যেন ওর ভেতরে লাফ মেরে উঠল: প্রতিশোধের পূর্বস্বাদ। বাদামী হাতের বলয় সিল্কের জামায় রইল আটকে, রইল দেহের সঙ্গে লেগে। ভেতরে কী সে অনুভব করছে, বিপর্যস্ত এই ফেঁপে-ওঠা রমণী? সে যদি ও হতো, আহা!

ও যখন কথা বলল এবার গলাটাকে কেমন ফাঁকা শোনাল, বলল, "তুমি আমাকে বাঁচালে, দানিয়েল। আমি—আমি ওকথা আর কাউকে বলতে পারতাম না, পৃথিবীর কারো কাছে না, এটা অন্যায়, এই বিশ্বাস আমার হয়ে গিয়েছিল।"

তার দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে ধরে জিজ্ঞেস করে, "এটা অন্যায় নয়, তাই না ?"

সে না হেসে পারল না। বলল, "অন্যায় ? কিন্তু সেতো তোমার বিকৃত মনের কথা, মার্সেল। তুমি মনে করো তোমার স্বাভাবিক কামনারা অন্যায় ?"

"না, মানে—ম্যাথুর কথা বলছি। মনে হচ্ছে চুক্তির শর্ত ভাঙছি আমি।"

"ওর সঙ্গে তোমার মন খুলে পরিষ্কার করে কথা বলতে হবে, ব্যস।"

মার্সেল জবাব দেয় না। মনে হলো ভাবছে ও। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, বলে উঠল যথেষ্ট উত্তাপের সঙ্গে : "আহ, আমার যদি একটা বাচ্চা থাকতো, ওর জীবনটা ঠিক অমন করে আমার মতো হতে দিতাম না।"

"তোমার জীবন তো তুমি নষ্ট করো নি।"

"করেছি।"

"না, করো নি মার্সেল। এখনো করো নি।"

"সত্যিই আমি করেছি। কিছুই আমি করলাম না, কেউ আমাকে চায় না।"

সে উত্তর দেয় না : কথাটা সত্য।

"ম্যাথু আমাকে চায় না। আমি যদি মরে যাই—ওর একটুও লাগবে না। তোমারও লাগবে না, দানিয়েল। আমাকে তুমি ভীষণ আদর করো, পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়া আমার নেই। আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমাকে আমার প্রয়োজন।"

একথার জবাব দেওয়া উচিত? প্রতিবাদ করা? তাকে সাবধান হতে হচ্ছে: মনে হয় মার্সেলের উপর ভর করেছে ওর ওই সিনিক্যাল আছর। কোন কথা না বলে ওর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে জোরে চাপ দেয়, সে চাপ ইংগিতময়।

মার্সেল বলে চলে, "একটা সন্তানের কাছে অবশ্য আমার প্রয়োজন থাকতো।"

সে ওর হাতে হাত বুলোয়। "এইসব কথা ম্যাথুর কাছে বলা দরকার।"

"পারব না।"

"কিন্তু কেন?"

"আমি বোবা। কথাটা তার মুখ থেকে শুনবার প্রতীক্ষা করি আমি।"

"কিন্তু তুমি জানো সে কখনো বলবে না। এই সব কথাও চিন্তা করে না।"

"ও করে না কেন? তুমি তো করেছো।"

"কি জানি।"

"তাহলে আর কি। চলুক যেমন চলছে। তুমি আমাদের টাকা ধার দেবে, আমি ওই ডাক্তারের কাছে যাবো।"

চীৎকার করে উঠে দানিয়েল, "না, তা হবে না! ওখানে যেতে পারবে না তুমি!"

সে থেমে গেল, অবিশ্বাসের চোখে দেখল ওকে: আবেগ ওর মুখ দিয়ে সেই চীৎকার বের করিয়েছে। শিউরে ওঠে সে, যে কোন রকম আত্মবিস্মৃতিকে ঘৃণা করে সে। ঠোঁট কামড়াল সে, একটা ভুরু উঁচু করল, তাতে বিদ্রূপ প্রকাশিত হল। সব বৃথা। ওর সঙ্গে তার দেখা হওয়া উচিত হয় নি: ও আনত মুখে বসে আছে, হাত দুটো ঝুলছে দুইদিকে। ও অপেক্ষা করছে, অবসন্ন, নিঃশেষিত, এমনি করে যুগ যুগান্তর অপেক্ষা করবে ও, অপেক্ষা যদ্দিন না সব ফুরিয়ে যায়। "ওর

এই শেষ সুযোগ," একটু আগে নিজের ব্যাপারে যেমন ভেবেছিল, তেমনি ভাবল। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে শেষ সুযোগের ওপর মানুষ বাজি রাখে। বাজি ধরবে এবং হারবে। দুর্দশার একটা পিণ্ড হয়ে যাবে ও কয়েক দিন পর। সেটা সে প্রতিহত করবে।

"আমি যদি ম্যাথুর সঙ্গে কথা বলি এ নিয়ে, কেমন হয়?" করুণার সূক্ষ্ম একটা আস্তরণ ওকে যেন ঢেকে ফেলছে। মার্সেলের জন্য কোন সহানুভূতি নেই, মেজাজ বরং ভীষণ খিস্তি হয়ে আছে, কিন্তু করুণা তো আছে এবং আছে যে তা অস্বীকার করা যায় না। এই জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সব কিছু করবে সে। মাথা তুলে তাকাল মার্সেল। ওর অভিব্যক্তি বলছে সে একটা পাগল।

"ওর সঙ্গে কথা বলবে? তুমি? দানিয়েল, সত্যি করে বলো ত, কী তুমি করতে চাও?"

"ওকে বলা যায়—তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—"

"কোথায়? আমি তো বাইরে যাই না। আর গেলেই বা, এসব কথা সোজাসুজি তোমাকে বলতে পারি?"

"না, না, সে তো নয়ই।"

মার্সেল তার হাঁটুতে একটা হাত রাখে। বলে "দানিয়েল, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, এর মধ্যে তুমি হাত দিয়ো না। ম্যাথুর ওপর খুব রাগ হচ্ছে আমার, তোমাকে এস ববলা উচিত হয় নি ওর ··।"

কিন্তু কথাটাকে দানিয়েল পারছে না মন থেকে সরাতে। বলল, "শোন মার্সেল, একটা কাজ করতে হবে আমাদের। যা সত্যি তাই অকপটে বলো ওকে। আমি তখন বলব, "আমাদের এটুকু ছলনা মাফ করতে হবে তোমার: মার্সেল আর আমার দেখা হয় মাঝে মাঝে, একথাটা তোমাকে বলা হয় নি।"

"দানিয়েল!" মিনতি ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে, "তা হয় না দানিয়েল। আমাকে নিয়ে তোমাকে কোন কথা বলতে দেবো না। পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমি আমার দাবী জানাবো না। তারই তো বুঝা উচিত।"

তারপর দাম্পত্যের সুর আনল গলায়: "তারপর, ওকে আমি নিজে কথাটা বলি নি, এটা সে ক্ষমা করবে না। আমরা পরস্পরকে সব কথা বলি সব সময়।"

দানিয়েল ভাবল: "মানুষ খুব ভাল ও।" কিন্তু হাসতে চাইল না সে।

বলল, "তোমার নাম করে বলব না, বলব, আমিই দেখা করেছি তোমার সঙ্গে, তোমাকে বিষণ্ণ মনমরা লাগছিল। বলব, যতো সোজা ও ভেবেছে বিষয়টা ততো সোজা নয়। হয়তো। এমন করে বলব, যেন এ আমারই কথা।"

মার্সেল জিদ ধরে, "সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।"

লোভার্ত দৃষ্টিতে মার্সেলের কাঁধে, গলায় চোখ ফেলল দানিয়েল। এই ক্রুদ্ধ গোয়ার্তুমি ওকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, এটা ভাঙতে হচ্ছে। বিরাট ইতর এক কামনায় আচ্ছন্ন হলো সে—ইচ্ছে হলো বিবেককে সে অপবিত্র করে দেয়, ওর এই অবমাননার গভীরতা পরিমাপ করে। না, এ ধর্ষনেচ্ছা নয়, এটা ক্ষণিকতার উর্ধ্বে, শুধু লেগে থাকা নয়, বরং হাড় মাংসের ব্যাপার। এটা শুভেচ্ছা।

"যা বললাম, তা করতেই হবে মার্সেল। মার্সেল, তাকাও আমার দিকে।"

সে ওর কাঁধ ধরে নাড়া দেয়, তার আঙুল যেন কোমল মাখনের ভেতরে ডুবে গেল।

"আমি যদি না বলি, তুমি তো কোনদিন বলবে না—তার ফল কি হবে? তুমি ওর পাশে থাকবে নীরবে, তারপর একদিন ওকে ঘৃণা করবে।"

মার্সেল জবাব দেয় না। তবে ওর পিটপিটে ভরাট দৃষ্টি থেকে বুঝে নিল, ও নরম হতে যাচ্ছে। আবার ও বলল: "সে আমি চাই না।"

ওকে ছেড়ে দেয় সে। বলল, "যা বলছি তা যদি করতে না দাও আমাকে, তোমাকে ক্ষমা করতে অনেক সময় লাগবে আমার।" নিজের

হাতে নিজের জীবনটা তছনচ করে দেবে।"

কার্পেটে পা ঘষে মার্সেল।

"তোমাকে—তুমি কথাটা রেখেঢেকে বলবে। যাতে জিনিসটা ওর নজরে আসে, ব্যস এর বেশি কিছু নয়।" ও বলে।

"তা তো বটেই।" দানিয়েল বলে। মনে মনে বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

মার্সেল আবার কথা বলল, বলল এমন করে যেন ও আর পারছে না, "এটা সম্ভব নয়।"

"বাঃ। এই না বুদ্ধিমানের মতো তুমি কথা বললে...কেন সম্ভব নয় শুনি ?"

"তোমাকে বলতে হবে তো, আমাদের দেখাসাক্ষাত হয়।"

দানিয়েল বিরক্ত হয়, মনের ভাব গোপন না করে বলে, "হ্যাঁ তা তো বটেই। সেকথাই তো বললাম এইমাত্র। কিন্তু ওকে আমি চিনি, ও কিছু মনে করবে না, একটু মন খারাপ করবে, নেহায়েত মন খারাপ করতে হয় তাই, তবে যেই নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করবে তখুনি তোমার বিরুদ্ধে কিছু একটা পেয়েছে এই ভেবে খুশি হয়ে উঠবে। কথাটা একবার না একবার বলতে তো তাকে হবেই।"

"সত্য।"

কিন্তু ওকে দেখে মনে হলো না কথাটা ওর মনঃপূত হয়েছে। বলল নিদারুণ অনুশোচনায়, "সে ছিল আমাদের গোপন কথা। দানিয়েল, সে ছিল আমার ব্যক্তিগত জীবন, অমন জীবন আমার আর তো নেই।"

তারপর, বিষ ছড়াতে ছড়াতে আবার বলল, "যা ওর কাছে লুকনো তাই আমার একান্ত নিজস্ব।"

"আমাদের চেষ্টা করতে হবে। অন্ততঃ বাচ্চাটার জন্য।"

প্রায় হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল ও, একটু অপেক্ষা করলেই হতো। নিজেরই শক্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েও ঔদাসিন্যে আর আত্মবিস্মৃতিতে তলিয়ে যেতো ও, মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে যেতো ওর

আসল স্বরূপ, ওর অন্তর, বলতো : "যা খুশি করো, আমি আছি তোমার সঙ্গে।" ওকে দেখে মুগ্ধ হলো সে : এই যে আগুন, কোমল আগুন যা গ্রাস করছে তাকে, তা কি ভাল, তা কি মন্দ? শুভ এবং অশুভ, ওদের শুভ, তার অশুভ—কথা একই। এই তো একটা মেয়েমানুষ, দুটি আত্মার থমকে যাওয়া মাতাল একাত্মতা।

চুলে একটা হাত বুলায় মার্সেল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, "ঠিক আছে, চেষ্টা তো করা যাক। অন্ততঃ সেটা একটা পরীক্ষা তো হবে।"

দানিয়েল বলে, "পরীক্ষা। বলতে চাও, পরীক্ষা ম্যাথুর?"

"হ্যাঁ।"

"বলছো ও গায়ে মাখবে না? তোমার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার জন্য ব্যাকুল হবে না?"

"জানি না।" তারপর সংক্ষেপে বলে, "ওকে আমি শ্রদ্ধা করতে চাই।"

দানিয়েলের হৃৎপিণ্ডে ঢেঁকির পাড়। "এখন ওকে তুমি শ্রদ্ধা করো না?"

"নিশ্চয়ই।…কিন্তু কাল বিকেল থেকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না ওকে। ও এমন—তোমার কথা ঠিক : ভীষণ হেলাফেলা করেছে ও। আমার জন্য কিছুই করে নি। আর টেলিফোনে যে কথা বলেছে, উঃ এতো মারাত্মক। ও—"

লজ্জায় লাল হলো মার্সেল। বলল, "ও যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলল ও আমাকে ভালবাসে। ঠিক যখন রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল তখন। ওতে দুষ্ট বিবেকের গন্ধ ছিল। কি রকম যে লেগেছিল আমার বলতে পারবো না তোমাকে। যদি কখনো ওকে আর শ্রদ্ধা না করি—না, এসব কথা আমি এখন চিন্তা করবো না। ওর ওপর রাগ হলেই কেমন সব গোলমাল হয়ে যায় আমার। কালকে যেন আমার মনের কথা জানতে চায় ও, জিজ্ঞেস করে যেন, শুধু যেন জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে মনে হয়'?"

ও চুপ করল, প্রবল নৈরাশ্যে বসে বসে মাথা নাড়ল।

দানিয়েল বলল, "ওর সঙ্গে আমি কথা বলব। এখান থেকে যাওয়ার সময় ওর চিঠির বাক্সে একটা চিরকুট ফেলে যাবো, কালকে, একসময় দেখা করার কথা বলব।"

ওরা নীরব হলো। কালকের সাক্ষাৎকারের কথা চিন্তা করতে লাগল দানিয়েল। মনে হচ্ছে আলোচনা খুব কঠিন হবে, উত্তপ্ত হবে, আরেকবার করুণার চটচটে আস্তরণের ভিতরে প্রবেশ করা হবে।

মার্সেল বলে, "দানিয়েল! লক্ষ্মী দানিয়েল।"

সে মাথা তুলে ওর চোখে চোখ রাখল। ওর চাহনি ভরাট, যাদুময়, কামনায় উচ্ছল, এই রকম চাহনির পরে প্রেম আসে। সে চোখ বন্ধ করে; প্রেম নয়, প্রেমের চেয়ে বড়ো কিছু আছে তাদের মধ্যে। ও যেন উন্মুক্ত এখন, সে যেন ঢুকেছে ওর ভিতরে, ওরা যেন অভিন্ন সত্তা এখন।

"দানিয়েল!" মার্সেল বলে আবার।

চোখ মেলল দানিয়েল, কাশল। তার হাঁফানি-হাঁফানি ভাব আছে। সে ওর হাত ধরে চুমু খেল, অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে।

"দেবতা আমার," মার্সেল বলে, ওর মুখ তার মাথার উপরে। সে যেন সারা জীবন এমনি ওর সুগন্ধ হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাটিয়ে দেবে এবং ও এমনি হাত বুলাবে সারা জীবন তার চুলে।

এগারো

আকাশের দিকে উঠছে বিরাট এক বেগুনি ফুল, রাত্রি। এবং সেই রাত্রির ভিতর দিয়ে হাঁটছে ম্যাথু শহরে, ভাবছে: "আমি ব্যর্থ।" চিন্তাটা নতুন ধরনের, মনের ভিতরে একে উল্টে-পাল্টে সাবধানে এর ঘ্রাণ নিতে হয়। চিন্তাটা মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়, কিন্তু শব্দগুলো থেকে যায়। শব্দগুলোয় কিন্তু নিরানন্দ মায়ার অভাব নেই: "ব্যর্থ একজনা।" কল্পনা তাবং বিশাল বিপর্যয়কে ধারণ করতে পারে—আত্মহত্যা, বিদ্রোহ, এবং অন্যান্য প্রচণ্ড ঘটনাবলী। কিন্তু চিন্তা পর-ক্ষণেই ফিরে আসে: না, সে রকম কিছু না, সে ছিল ছোট্ট শান্ত, সলজ্জ দুর্দশা, হতাশা নয়, বরং মনের একটা স্নিগ্ধ অবস্থা। ম্যাথুর মনে হলো, এইমাত্র তার যা মন চায় তাই তাকে দেওয়া হয়েছে, রোগশয্যায় মুমূর্ষর ইচ্ছার মতো। সে ভাবল, "আমার প্রয়োজন শুধু বেঁচে থাকা।" আগুনের অক্ষরে লেখা নামটা পড়ল: 'সুমাত্রা'! নিগ্রো লোকটা ত্রস্তপদে এগিয়ে এলো, টুপিতে হাত রেখে। দোর গোড়ায় ইতস্ততঃ করল ম্যাথু, শব্দ শুনল কাকতালীয়, টাঙ্গো নাচের গান। হৃদয় তার আলস্য আর অন্ধকারে ভরা। এবং তারপরেই—পলকে ঘটল ঘটনাটি, যেন এক ঘুমন্ত লোক হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে, ভোরবেলায় সে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অথচ জানে না সে কি করে এলো সেখানে। পর্দা সরিয়ে সতেরো কদম হেঁটে গেল এবং বের হয়ে এলো এক লাল রঙের প্রতিধ্বনিময় ভূগর্ভস্থ ঘরে, ওখানে সে কিছু অসুস্থ সাদার সঙ্গে মিশে আছে—সাদা টেবিলক্লথ। ঘরের শেষ মাথায় মঞ্চে সিল্কের শার্ট-পরা কতিপয় ইতর মাতাল নাচের গান বাজাচ্ছে।

তার সামনে মানুষের অরণ্য, নিশ্চল সুসজ্জিত এবং আপাতঃ-প্রত্যাশী জনতা : ওরা নাচিয়ে, দেখে মনে হচ্ছে ওরা অনিবৃত্ত নিয়তির শিকার। অন্যমনস্কভাবে ঘরটা দেখে নিল ম্যাথু। বোরিস আর আইভিচকে খুঁজছে সে।

হৃষ্টপুষ্ট ছোকরা একজন কৃতার্থের ভঙ্গিতে এসে মাথা নুইয়ে অভিবাদনজানায়, বলে, "খালি টেবিল চাচ্ছেন, স্যার ?"

"আমি একজনকে খুঁজছি।" ম্যাথু বলল।

ছোকরা তাকে চিনতে পারল। অন্তরঙ্গ সুরে বলে, "ও, আপনি স্যার। মাদমোয়াজেল লোলা কাপড় পরছেন। আপনার বন্ধুরা আছেন ওই শেষ মাথায়, বাঁ দিকে—আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিই।"

"না, ধন্যবাদ, আমিই বের করে নিচ্ছি। খুব গরম দেখছি আজকে।"

"হ্যাঁ, এই মোটামুটি আর কি। বেশির ভাগ ডাচ। হৈ-হৈ করে বড্ড, তবে গিলছে খুব।"

ছোকরা চলে গেল। নৃত্যরত মেয়ে-পুরুষের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অপেক্ষা করে ম্যাথু। টাঙ্গো বাজনা শুনল কিছুক্ষণ, পদচারণের শব্দ। এবং নির্বাক জনতার ধীরগতি বিবর্তন চেয়ে চেয়ে দেখল। উদাম কাঁধ, নিগ্রোর মাথা, কতিপয় সুন্দরী রমনী যারা বয়সকে লুকোতে পারছে না এবং কিছু সংখ্যক প্রৌঢ় যারা নাচছেন সলজ্জ মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করে। টাঙ্গো মিউজিকের কর্ণবিদারী শব্দ বয়ে যাচ্ছে ওদের মথার ওপর দিয়ে। বাদ্যকররা নিজেদের গরজে যেন এগুলো বাজাচ্ছে না। "এখানে কি করতে এলাম আমি ?" ম্যাথু নিজেকে নিজে বলল। কনুইয়ের কাছে তার জ্যাকেটটা পাতলা হয়ে গেছে, প্যান্টে ইস্তিরির ভাঁজ নেই, ভাল নাচতে জানে না, নকল গাম্ভীর্যের মানানসই চেহারা করে আনন্দ উপভোগ করতে অক্ষম সে। অস্বস্তি বোধ করল সে : মোন্তমার্তে হেড ওয়েটারদের বদান্যতা সত্ত্বেও স্বস্তি বোধ করতে পারে না কেউ—ওখানকার বাতাসে আছে অস্থির উৎকণ্ঠিত এক নিষ্ঠুরতার ছায়া।

সাদা আলো জ্বলে ওঠে আবার। নাচের জায়গায় লোকজন পিছু হটছে, ওদিকে এগিয়ে যায় ম্যাথু। নিরিবিলি একটা কেবিনে দুটো টেবিল। একটায় একজন ভদ্রলোক, একজন মহিলা টুকটাক কথা বলছে। চোখ ফেরানো। অন্যটায় বোরিস এবং আইভিচ, ঝুঁকে পড়ে মুখোমুখি বসে, তন্ময়, সুন্দর গম্ভীর। "ছোট্ট দুটি সন্ন্যাসী যেন।" কথা আইভিচই বলছে বেশির ভাগ, হাত-মুখ নাড়ছে, প্রাণের উত্তাপ। ম্যাথুর সঙ্গে কখনো, এমন কি ওর একান্ত নিবিড় মুহূর্তেও আইভিচ এমন করে কথা বলে নি। "কতো অল্প ওদের বয়স!' ম্যাথু ভাবল। ইচ্ছে হলো ফিরে যায়। কিন্তু এগিয়ে গেল ওদের দিকে, নিঃসঙ্গতা আর সহ্য করতে পারছে না সে। তার মনে হলো চোরা ফুটো দিয়ে ওদের দেখছে সে। এক্ষুণি ওকে তারা দেখবে, তার দিকে তাকাবে নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে, যে চেহারা কেবল বাবা-মা কিংবা বড়ো বড়ো মানুষের সামনে করতে হয়। ওদের হৃদয়েও কিছু পরিবর্তন এসে যাবে। আইভিচের একেবারে কাছে এসে গেছে সে, আইভিচ কিন্তু তাকে দেখে নি এখনো। বোরিসের দিকে ঝুঁকে পড়ে বোরিসের কানের কাছে মুখ এনেছে, কিছু একটা কানাকানি করে বলছে। ওকে দেখাচ্ছে কিছুটা ওর বড় বোনের মতো, কিছুটা। বোরিসের সঙ্গে কথা বলছে, অনেক কষ্টে সংযত হয়ে যেন। একটু উল্লসিত হয় ম্যাথু: নিজের ভাইয়ের সঙ্গেও আইভিচ চপলতা দেখায় না, বরং ভাব করে যেন ও বড় বোন। ও কখনো আত্মবিস্মৃত হয় না। বোরিস একটু হাসল।

শুধু একটা কথাই ও বলল, "গ্যাঙ্গ্রাম।"

ওদের টেবিলে একটা হাত রাখল ম্যাথু। "গ্যাঙ্গ্রাম।" ওই শব্দে ওদের সংলাপ শেষ হলো: কোন উপন্যাস বা নাটকের শেষ পুনশ্চ যেন। বোরিস এবং আইভিচের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ম্যাথু: ওদের খুব রোমান্টিক লাগছে কিন্তু, সে ভাবল।

"হ্যালো।" সে বলল।

"হ্যালো।" বোরিস উঠে দাঁড়ায়।

ম্যাথু পলকে একবার তাকাল আইভিচের দিকে। চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়েছে ও। ওর চোখ সাদা, শোকগ্রস্ত। আসল আইভিচ নিরুদ্দিষ্ট এখন। "কেন, আসলটা কেন?" ভাবতে বিরক্ত লাগল তার।

আইভিচ বলে, "কেমন আছো ম্যাথু?"

ও হাসল না, অবাক হলো না, বিরক্তও নয়। ম্যাথুর এখানে আসা-টাই যেন খুব স্বাভাবিক। মানুষে ঠাসা হলটাকে হাত দিয়ে দেখায় বোরিস।

"ভীড় বটে একখানা।" বলে যেন সুখ পেলো ও।

"হ্যাঁ।" ম্যাথু বলল।

"আমার চেয়ারটায় বসবে?"

"না, ব্যস্ত হয়ো না। ওটা লোলার জন্য পরে দরকার হবে তোমার।"

ও বসল। নাচের ফ্লোর নির্জন এখন। বাদ্যযন্ত্রের মঞ্চে কেউ নেই। নাচিয়েরা টাঙ্গো নাচের পালা শেষ করেছে—নিগ্রো জ্যাজ, 'হিজিটোর ব্যাণ্ড' শুরু হবে এক্ষুণি।

"কী মদ খাচ্ছো?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

চারদিকে গিজগিজ করছে লোকজন। আইভিচ তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হয় নি: তার দেহের ভিতর দিয়ে একটা উষ্ণতা প্রবাহিত হলো। অস্তিত্বের সুস্মিত গভীরতার আস্বাদ পেলো সে, অন্যান্য মানুষের সাহচর্যে সে একজন মানুষ, এই বোধ থেকে সেই গভীরতার জন্ম।

"ভোদকা।" আইভিচ বলে।

"ওমা! এই জিনিস ভাল লাগছে তোমার?"

"কড়া তো।" ও ধরা দিল না।

"কিন্তু ওটা কি?" ম্যাথু সহজ হতে চায় ওদের সঙ্গে, বোরিসের গ্লাসে সাদাটে একটা ফেনার মতো বস্তুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে প্রশ্নটি করল।

বোরিস উৎফুল্ল, হা-করে সপ্রশংস চোখে ম্যাথুকে দেখল কিছুক্ষণ। ম্যাথু লজ্জা পেল।

বোরিস বলল, "নোংরা জিনিস। বার্টেনডারের ককটেল।"

"মনে হচ্ছে ভদ্রতার খাতিরে নিয়েছো?"

"গত তিন সপ্তাহ পেছনে লেগেছে আমার, চেখে দেখতে হবে। আসলে ও ককটেল বানাতেই জানে না। আগে যাদুকর ছিল, এখন বার্টেনডার। সে বলে, কাজ একই, কিন্তু তা তো নয়।"

ম্যাথু বলে, "মনে হচ্ছে এখন সে শেকার (shaker) আনবে কিনা ভাবছে। ডিম ভাঙ্গার জন্য নরম হাতের দরকার তো।"

"তাহলে তো ওকে ম্যাজিসিয়ান হতে হয়। সে কথা থাক, ওর এই বস্তিতেই আমি আসতাম না, কিন্তু আজকে বিকেলেই ওর কাছ থেকে একশো ফ্রাঙ্ক ধার নিয়েছি।"

আইভিচ বলে, "একশো ফ্রাঙ্ক। কেন একশো ফ্রাঙ্ক তো আমার কাছে ছিল।"

বোরিস বলে, "ছিল আমার কাছেও। বার্টেনডার তো, তাই। বার্টেনডারের কাছে টাকা ধার করতে হয়।" ও ব্যাখ্যা করল, গলায় ক্ষীণ একটু শ্লেষের আভাস।

বার্টেনডারের দিকে তাকাল ম্যাথু। বারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা পোশাক, দুই হাত বুকের ওপর জোড় করা, সিগ্রেট টানছে। দেখে মনে হয়, খুব ঠাণ্ডা মানুষ।

ম্যাথু বলে, "বার্টেনডার হলে মন্দ হতো না। বেশ মজার চাকরি।"

বোরিস বলে, "কিন্তু খর্চা বেশি পড়তো তোমার। খালি গ্লাস ভাঙতে তো!"

নীরবতা। বোরিস তাকাল ম্যাথুর দিকে, আইভিচ বোরিসের দিকে।

"আমি এখানে বাঞ্ছিত নই।" ম্যাথু মনে মনে বলল।

হেড-ওয়েটার শ্যাম্পেনের স্লিপ্টি দিয়ে গেল : ওকে হিসেব করে খেতে হবে, পাঁচ শো ফ্রাঙ্কেরও কিছু কম আছে তার পকেটে এখন।

ম্যাথু বলে, "একটা হুইস্কি।"

মিতব্যয়িতার ওপর হঠাৎ ঘৃণা হলো তার। মানিব্যাগে রাখা অকিঞ্চিৎকর নোটের তাড়ার কথা ভেবে মন খারাপ হলো। হেড-ওয়েটারকে ডাকল আবার।

"শোন। শ্যাম্পেন খাবো।"

লিষ্টির দিকে তাকাল। মাম-শ্যাম্পেনের দাম তিনশো ফ্রাঙ্ক।

"তুমি খাবে একটু।" আইভিচকে বলল সে।

"না—আচ্ছা ঠিক আছে।" একটু পরে আবার বলল, "শ্যাম্পেন খুব ভাল লাগে আমার।"

"এক বোতল মাম নিয়ে এসো, কর্ডন রুজ।"

বোরিস বলে, "শ্যাম্পেন খেয়ে আরাম পাই আমি, কেননা ওটা আমার ভাল লাগে না। অভ্যাস করা উচিত তো।"

ম্যাথু বলে, "যুগল বটে একখানা তোমরা। যে মদ ভালো লাগে না তাই গিলে যাচ্ছো সব সময়।"

বোরিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে : ম্যাথুর সঙ্গে এই রকম সুরে কথা বলতে কী ভালো যে লাগে ওর। ঠোঁট কামড়ায় আইভিচ। "ওদের কারো কিছু বলবার জো নেই," ভাবতে গিয়ে ম্যাথুর মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে। "ওদের একজন না একজন কিছু মনে করবেই।" এই তো ওরা, তার সামনে, তন্ময়, গম্ভীর। দুজনের মনেই আলাদা করে ম্যাথুর চেহারা আঁকা আছে, দুজনেই চায় ম্যাথু তারটার মতো হোক। মুস্কিল হলো, চেহারা দুটো পরস্পর বিরোধী।

চুপচাপ বসে রইল ওরা।

ম্যাথু পা লম্বা করে দেয়, পরিতৃপ্তির হাসি হাসে। থেকে থেকে তার কানে ধাক্কা দিচ্ছে ঢোলের তীব্র বেয়াদব শব্দ। কোন একটা সুরকে অনুসরণ করছে বলে মনে হলো না তার : হচ্ছে শব্দটা, হোক। হল্লা হচ্ছে বটে একখানা, এবং সেই হল্লা-হুল্লোড় ওর ত্বকের ওপর একটা ধাতব শিহরণ তোলে। অবশ্য এটা সে বুঝে নিয়েছে যে সে

একটা ব্যর্থ মানুষ : কিন্তু এই নাচের হলে, এই টেবিলে, এই সব লোকজনের ভীড়ে, এই লোকগুলোও ব্যর্থ বটে—সব যখন বলা হলো, মনে হলো তাতে কিছু যায় আসে না, তা অপ্রীতিকরও নয় মোটে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল : বার্টেনডার ছোকরা স্বপ্ন দেখছে এখনো। ওর ডাইনে এক-চোখে-চশমা একটা লোক, একা, মুখ তার রেখাবহুল, চিত্রের মতো। একটু দূরে আরেকজন, সে-ও একা, সামনে টেবিলে তিন গ্লাস মদ এবং মেয়েদের হাতব্যাগ একটা, নিশ্চয়ই ওর স্ত্রী ওর বন্ধুর সঙ্গে নাচছে, ওকে কিন্তু দিব্যি খুশি-খুশি লাগছে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাই উঠাল বিরাট একখানা, আনন্দে চোখ দুটো বুঁজে এলো। সবখানে সুখী হাসিমুখ চেহারা, কিন্তু সব চোখে ধ্বংসের চিহ্ন। আচমকা ম্যাথু এই লোকগুলোর সঙ্গে একটা আত্মীয়তা বোধ করল, এই যারা ঘরে ফিরে গেলে ভাল হতো কিন্তু যাওয়ার শক্তিই নেই বরং বসে বসে চিকন সিগ্রেট টানছে, ধাতব-স্বাদের মিশ্রিত মদ গিলছে, হাসছে, কান দিয়ে বাজনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে এবং নিজেদের বিধ্বস্ত নিয়তির ধ্বংসাবশেষের কথা ভাবছে প্রবল নৈরাশ্যে। একটা বিনীত ভীরু সুখের সতর্ক আবেদন অনুভব করল সে। "এই দলের একজন হওয়ার কল্পনাও…।" ভয় ওকে তখন নাড়া দিল, আইভিচের দিকে তাকাল সে। ও বিদ্বেষের বিষে পূর্ণ, ও বিচ্ছিন্ন, ওর মধ্যেই পরম মোক্ষ নিহিত। আইভিচ সন্দিগ্ধ চোখের আড়ে গ্লাসের অবশিষ্ট স্বচ্ছ তরল পদার্থটি দেখল।

বোরিস বলল, "এক চুমুকে তোমার খেতে হবে সবটা।"

ম্যাথু বলল, "উঁহু, তা করো না, গলা পুড়ে যাবে।"

বোরিস কঠোর স্বরে বলে, "ভোদকা একটানে খাওয়া উচিত।"

আইভিচ গ্লাস তুলে নেয়, "সোজা গিলে ফেললেই তাড়াতাড়ি ঢুকে যাবে।"

"না, ওটা খেয়ো না, শ্যাম্পেন আসুক আগে।"

আইভিচ রেগে যায়, "ওইটে আমি গিলবই, বেশ নেশা হবে।"

চেয়ারে এলিয়ে দিল গা, ঠোঁটের কাছে গ্লাস নিয়ে এল, গ্লাসের সবটা পানীয় ঢেলে দিল মুখের ভিতরে, যেন ও একটা জগে পানি ঢালল। অমনি রইল এক সেকেণ্ড, গিলবার সাহস হলো না, কণ্ঠ নালীর শেষ প্রান্তে আগুনের ছোট্ট একটা পিণ্ড রয়েছে বলে। ম্যাথুর কষ্ট হচ্ছে।

বোরিস বলে, "গেলো! মনে করো পানি ওটা : এ ছাড়া আর উপায় নেই। গলা ফুলে উঠল আইভিচের, বিকট মুখভঙ্গি করে গ্লাস রাখল টেবিলে, চোখে পানি টলটল করছে। পাশের টেবিলে কালো-চুল মহিলা নিমেষে তার ধ্যান থেকে বেরিয়ে এলেন, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকালেন আইভিচের দিকে।

"উহ্! যা জ্বলছে না! আগুন!" আইভিচ বলল।

বোরিস বলে, "প্র্যাকটিশ করার জন্য এক বোতল কিনে দেবো তোমাকে।"

এক মুহূর্ত ভাবল আইভিচ। বলল, "এর চেয়ে ভালো হয় যদি মার্ক প্র্যাকটিশ করি, ওটা আরো কড়া।" তারপর সখেদে আবার বলল, "মনে হচ্ছে এখন ঠিক নেশাটা জমবে।"

কেউ কিছু বলল না। চট করে ম্যাথুর দিকে তাকাল ও, এই প্রথম তাকালো।

"মনে হচ্ছে ভীষণ খেতে পারো তুমি?"

বোরিস জবাব দেয়, "ও দুর্দান্ত! একদিন কান্টের কথা আলোচনা করছিল, আমার সামনে সাতটা হুইস্কি খেয়ে নিল। শেষে ওর কথা আর কানে যাচ্ছিল না আমার, দুজনের নেশা যেন আমার একার ওপর চেপে গেল।"

কথাটা সত্যি : কিন্তু অমন করে তো নিজের চেতনাকে ডুবাতে পারে না ম্যাথু। যতক্ষণ মদ টানে ততক্ষণই তার ক্ষমতা দৃঢ়তর হয়—কীসের ওপর? কীসের ওপর? হঠাৎ গঁগার ছবি ভেসে উঠল, প্রশস্ত বিবর্ণ অবয়ব, নিঃসঙ্গ চোখ। "মানবিক আত্মসম্ভ্রমের ওপর," সে

ভাবল। ভয় হলো, মুহূর্তের জন্য যদি নিজেকে ধারণ করবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে তাহলে হঠাৎ দেখবে তার মাথায় গ্রীষ্মের কুয়াশার মতো বেপথু ভাসমান একটা মাছি বা ছারপোকার চিন্তা ঢুকে পড়েছে।

সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে সে, "মাতলামিতে আমার ভীষণ ভয়। মদ খাই বটে, কিন্তু মাতলামির বিরুদ্ধে আমার সমস্ত দেহ বিদ্রোহ করে ওঠে।"

বোরিস প্রশংসা করে, "তবু তো গোঁয়ার্তুমি যায় না তোমার। ধাড়ী খচ্চরের মতো গোঁয়ার তুমি।"

"গোঁয়ার ঠিক না, বায়ু একটু চড়া এই যা: সহজ হতে পারি না আর কি। কি হচ্ছে আমার ভিতরে তাই নিয়ে ভাবতে হয় সর্বক্ষণ—আত্মরক্ষার রকমবিশেষ আর কি।"

তারপর শাণিত ব্যঙ্গে যোগ করে, যেন কথাটা নিজের উদ্দেশ্যেই বলা: "চিন্তা করার বাঁশী আমি।"

যেন নিজের উদ্দেশ্যেই বলা। কিন্তু এ তো সত্য নয়, সে অকপট হচ্ছে না: আসলে আইভিচকে খুশি করতে চাচ্ছে সে। ভাবল, "কাজেই, আমি সেই কথায় এলাম।" নিজের পতনকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে সে, খুচরা কোন সুবিধা আদায়ের জন্য বিদ্রূপ করছে না যুবতী রমণীকে তোষামোদ করার জন্য। "রদ্দি!" স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে থেমে গেল: তারই ওপর যখন শব্দটি সে ব্যবহার করে তখনও তো অকপট নয় সে, সে বীতশ্রদ্ধ নয় ঠিক। ওটা নিজেকে বাঁচানোর ছল মাত্র, ভাবল সে, এমনিতরো প্রাঞ্জলতা থেকে আত্মরক্ষার ফিকির। তবে সেই প্রাঞ্জল্যতার জন্য তার কোন দাম দিতে হয় না, বরং তা আনন্দই দেয় তাকে। তারই প্রাঞ্জল্যতার ওপর তার এই রায়, নিজের কাঁধে চাপবার এই কৌশল..."আমার উচিত নিজেকে হাডিসারে রূপান্তরিত করা।" কিন্তু তা করতে গিয়ে দেখল কোন কিছুই সাহায্য করছে না তাকে: তার সমস্ত চিন্তা সেই চিন্তারই উৎসমূল দ্বারা কলঙ্কিত। তারপর হঠাৎ মাথা একটা ক্ষতের মতো উন্মুক্ত হতে লাগল:

দেখল সে উন্মোচিত, সে-ই যেন সে : চিন্তা, চিন্তার চিন্তা, চিন্তার চিন্তার চিন্তা, সে স্বচ্ছ, এবং এতো দুর্নীতিপরায়ণ যে তা অসীম ভাবদৃষ্টির নাগালের অনেক বাইরে। তারপর সেই ভাবদৃষ্টি নিরুদ্দিষ্ট হলো, দেখল আইভিচের মুখোমুখি বসে আছে সে, আইভিচ প্রশ্নায়িত চোখে দেখছে তাকে।

ওকে বলল সে, "নাকি ? ইদানিং কাজকর্ম কিছু করছো তা হলে ?"

আইভিচ কাঁধে ঝাঁকানি দেয় রাগে। "এ নিয়ে আমি কোন কথা বলতে চাই নে। আমার ঘেন্না ধরে গেছে এর উপর। আমি এখানে এসেছি ফুর্তি করতে।"

"সারাদিন ও কাটিয়েছে সোফায় শুয়ে বসে, পিরিচের মতো বড়ো বড়ো চোখ মেলে।" গর্বের সঙ্গে বোরিস যোগ করে, বোনের কালো চোখের শাসানিকে পাত্তাই দিল না : "অদ্ভুত মেয়ে, গরমের দিনে ঠাণ্ডায় মরতে পারে এই মেয়ে।"

আইভিচের দেহ কাঁপছিল অনেকক্ষণ ধরে, ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ও বুঝি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে দেখে তা বুঝবার উপায় নেই : চোখের পাতায় হাল্‌কা নীল রঙ মেখেছে, ঠোঁটে গাঢ় লাল, মদের প্রকোপে রাঙ্গা হয়েছে গাল : ওকে প্রদীপ্ত লাগছে।

"আজকের সন্ধ্যাকে আমি শ্রেষ্ঠ সন্ধ্যা হিসাবে পেতে চাই, কেননা এই আমার শেষ সন্ধ্যা।"

"কি সব যা-তা বলছো।"

ও গোঁ ধরে, "হ্যাঁ তাই। আমি গাড্ডা মারব, আমি নিশ্চিত, এবং শীগগির আমি চলে যাবো। প্যারিসে আর একদিনও থাকতে পারবো না আমি। অথবা হয়তো—"

চুপ করে গেল ও।

"অথবা হয়তো ?"

"কিছু না। এ নিয়ে আমরা আর কথা বলবো না, প্লীজ। আমার লজ্জা লাগে। এই যে, শ্যাম্পেন এসে গেছে।" উচ্ছল আনন্দে বলল ও।

বোতলের দিকে তাকিয়ে ম্যাথ্ ভাবল : "তিন শ' পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক।" পরশুদিন ভাসিজেতোরি রোডে তার সঙ্গে কথা বলেছিল লোকটা, সে-ও ব্যর্থ ছিল, কিন্তু গরীবানা মতে—না শ্যাম্পেন, না কোন চলনসই বোকামি, তদুপরি ও ছিল ক্ষুধার্ত। বোতলটা তাকে বিদ্রোহী করে তুলল। ভারী, কালো, গলায় সাদা রুমাল জড়ানো। ওয়েটার বরফের পাত্রের ওপর ঝুঁকে গম্ভীর সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে, আঙুলের ডগা দিয়ে নাড়া দেয় সুনিপুণ। এখনো বোতলের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাথু, পরশুদিনের লোকটার কথা ভাবছে। অকৃত্রিম বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হলো—কিন্তু সেই মুহূর্তে উৎকট বেশে যুবক একজনা উঠে এলো মঞ্চে, মেগাফোনে গান ধরল :

"বিজয়ের বাজি ধরেছিল সে—
ধরেছিল এমিল"

এই তো সেই বোতল, ঘুরছে ঘটা করে পাণ্ডুর আঙুলের ফাঁকে। এই সব লোকজন, আপন রসে আপনি সেদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু বলছে না কেউ কিছু। ম্যাথু ভাবল, "তাই, ওর দেহে লাল মদের গন্ধ, কাজেই তফাৎ কিছু নেই। তা হোক, শ্যাম্পেন ভাল লাগে না আমার।" নাচের হলঘরটাকে তার কাছে মনে হলো ছোটখাট একটা নরক, সাবানের একটি বুদ্বুদের মতো হাল্‌কা। হাসল সে।

পাল্টা হাসিতে বোরিস জিজ্ঞেস করে, "হাসলে যে?"

"এইমাত্র মনে পড়ল, শ্যাম্পেনও ভাল লাগে না আমার।"

তিনজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল। আইভিচের হাসি তীক্ষ্ণ। পাশের মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আইভিচের আপাদমস্তক দেখে নিল একবার।

"আমাদের মনে ভীষণ ফুর্তি!" বোরিস বলে। পুনশ্চ বলে, "ওয়েটার চলে গেলে বরফের পাত্রে সব ঢেলে খালি করে দেবো।"

"যেমন তোমার খুশি।" ম্যাথু বলে।

আইভিচ রাজি হয় না, "না, আমি খাবো, তোমরা যদি না খাও

তাহলে সবটা বোতল আমি একাই সাবাড় করবো।"

গ্লাসে ঢেলে দিল ওয়েটার। ম্যাথু ঠোঁটের কাছে গ্লাস নিয়ে আসে, খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে না তাকে। আইভিচ ওর গ্লাসের দিকে তাকাল দুর্বোধ্য চোখে।

বোরিস বলে, "জিনিসটা একটু গরম করে দিলে মন্দ হতো না।"

সাদা বাতি নিভে গেল, লাল বাতি জ্বলল, ঘরে প্রতিধ্বনিত হলো ড্রামের আওয়াজ। বেঁটে, টেকো ডিনার-জ্যাকেট গায়ে এক ভুঁড়ি-অলা ভদ্রলোক মঞ্চে উঠল এক লাফে, মাইকের সামনে এসে হাসি শুরু করে দিল।

"লেডিজ এণ্ড জেন্টলম্যান, সুমাত্রা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের সামনে হাজির করছে মিস্ এলিনোরকে, প্যারিসে মিস এলিনোরের এই প্রথম আগমন। মিস এলিনোর," ও আবার বলে, "হ— !"

একতারার প্রথম তানের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল লম্বা স্বর্ণকেশী একটা মেয়ে। উলঙ্গ। রক্ত-লাল পরিবেশে ওর দেহ-টাকে মনে হচ্ছিল একফালি কাপড়ের মতো। আইভিচের দিকে মুখ ফেরায় ম্যাথু: ওর রক্তহীন ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে গিলছে যেন মেয়েটাকে, রুগ্ন নিষ্ঠুরতা চোখে মুখে।

"ওকে আমি চিনি।" ফিসফিস করে বোরিস বলে।

মেয়েটা নাচছে, আনন্দ দানের বাসনায় নিজে যেন ও যন্ত্রণাবিদ্ধ। সৌখীন শিল্পী বলে মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে ওর পা ছুঁড়ে মারছে উপরের দিকে এদিক-ওদিক, পায়ের ডগায় চরণ দুটোকে মনে হচ্ছে আঙ্গুলের মতো।

বোরিস বলে, "ও পা দুটো উঠিয়ে আর রাখতে পারছে না, এক্ষুণি পড়ে যাবে।"

আসলে ওর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মনে হচ্ছে ভীষণ দুর্বল, মটমটে। মেজেয় আবার যখন পা রাখল তখন পায়ের ঘন্টি থেকে উরু অব্দি সবটা পা কাঁপছিল। ও মঞ্চের কিনার পর্যন্ত এসে পরে

ঘুরে দাঁড়াল। "উঃ ঈশ্বর, পাছার কেরদানি দেখাবে এখন।" ম্যাথু ভাবল। মাঝে মাঝে বাজনা চাপা পড়ছিল শোরগোলে।

"ও নাচ জানে না।" আইভিচের প্রতিবেশিনী ঠোঁট উলটিয়ে বললেন। "পেগের দাম রেখেছে পঁয়ত্রিশ ফ্রাঙ্ক, শো-টা এক নম্বরের হওয়া উচিত ছিল।"

ওর বিপুলদেহী সঙ্গী বললেন, "কেন লোলা মোন্তেরো আছে তো।"

"তাতে কি! ছিঃ ছিঃ রাস্তা থেকে মেয়েটাকে ধরে এনেছে।"

মহিলা গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন, আংটির ওপর হাত বুলাচ্ছেন, খুলছেন, পরছেন! ঘরের চারপাশে তাকাল ম্যাথু—সবগুলো মুখ কঠোর ছিদ্রান্বেষী। নিজেদের বিরূপতা নিজেরাই উপভোগ করছে। মেয়েটাকে, ওদের কাছে আরো বেশি উলঙ্গ মনে হলো ওর আনাড়িপনার জন্য। মনে হলো শ্রোতৃবৃন্দের বৈরীতা আঁচ করতে পেরেছে মেয়েটা, ওদের খুশি করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। আনন্দ দেবার জন্য ওর প্রাণপণ বাসনাটি ম্যাথুর মনে ধরল। ফাঁক-করা পাছায় ধাক্কা মেরে মেরে ঢেউ খেলাচ্ছে, কলিজার ভিতরে তুফান তুলানোর সে এক উন্মত্ত প্রচেষ্টা যেন।

বোরিস বলল, "ভীষণ চেষ্টা করছে ও।"

ম্যাথু বলল, "তাতে কোন ফল হবে না। মার্জিত রুচির জিনিস চায় ওরা।"

"ওরা পাছা দেখতে চায়।"

"হ্যাঁ, চায়, তবে শালীনতা বজায় রেখে।"

মুহূর্তের জন্য নৃত্যরতা মেয়েটার পা পাছার নিচে মেজের ওপর ঠুকল, পেছন ফিরেই আছে ও, পাছা দুটো সুঠাম কিন্তু আকর্ষণ বিরহিত। তারপর ও উঠে দাঁড়াল, হাত তুলল মাথার উপরে, হাত আন্দোলিত করল: একটা কাঁপুনি তরঙ্গায়িত হয়ে হাত বেয়ে, কাঁধ বেয়ে, পাছার ভাঁজে এসে মিলিয়ে গেল।

বোরিস বলে, "এমন প্যাকাটির মতো মেয়ে তো আর দেখিনি কখনো।"

ম্যাথু কথা বলল না। আইভিচের কথা ভাবছে ও। ওর দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। ওর মুখের নিষ্ঠুর ভঙ্গিটা মনের চোখে ভাসছে। সব কিছু মিলিয়ে দেখলে, আইভিচও সবার মতো নোংরা মেয়ে। লাবণ্য আছে, তার সঙ্গে জুটেছে সাদামাটা জামা, ওর আর ভয় কি—ওর জাতের পক্ষে সম্ভব সব রকমের হীনতম অনুভূতির পুলক আস্বাদ করছে বেচারীর উলঙ্গ দেহটিকে দুচোখ দিয়ে গিলতে গিলতে। ম্যাথুর ঠোঁটের মধ্যে তিক্ততার ঢেউ উঠে এলো, মুখের ভিতরে নিয়ে এল বিষের স্বাদ। "আজ সকালে ও এতো আদিখ্যেতা না করলেই পারতো।" মাথাটা ওর দিকে একটু ঘুরাতেই দেখল টেবিলের ওপর পড়ে আছে আইভিচের মুষ্টিবদ্ধ হাত। বুড়ো আঙ্গুলের লাল চোখা নোখ নাট্যমঞ্চের দিকে নির্দেশ করে আছে ঘড়ির কাঁটার মতো। সে ভাবল, "ও একেবারে একা, চুলের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে বিধ্বস্ত চেহারা, উরু দুটো চেপে ধরে আছে, যৌনতার চরম পুলক আস্বাদ করছে ও! এমনি একটা চিন্তা সহ্য করা সম্ভব নয় তার পক্ষে. ও প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে যেতে লাগছিল, কিন্তু তার ইচ্ছার তেমন শক্তি হলো না। শুধু সে ভাবল: "অথচ ওর পবিত্রতার জন্য ওকে আমি ভালবাসি।" নাচের মেয়ে কোমরে হাত রেখে পায়ের পাতায় ভর করে দুদিকে ভাঁজ তুলছে কোমরে, টেবিলে এখন কোমর ঘষল। মোড়-দেওয়া মেরুদণ্ডের নিচেকার বিপুল চটকদার লেজ যদি ম্যাথুর কামনাকে জাগাতে পারতো, তাহলে বুঝি তার চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেতো সে অথবা আইভিচের সুখ-চিন্তা চুরমার করে দিতে পারতো। মেয়েটা অশ্লীল ভঙ্গিতে হাঁটু উঁচিয়ে বেঁকে গেছে এখন, দুই পা দুদিকে, পা দুটো আস্তে আস্তে দুলছে এদিক ওদিক, রাত্রের অচেনা রেলওয়ে স্টেশনে অদৃশ্য বাহুর সঙ্গে যেমন দোলে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো।

"বাঃ! ওর দিকে আমি আর তাকাবোই না।" আইভিচ বলে।

অবাক ম্যাথু ওর দিকে তাকাল। ত্রিকোণ একটা চেহারা যেন, রাগে ঘৃণায় বিকৃত। "তাহলে ও উত্তেজিত হয় নি।" ভাবতে ভাবতে কৃতার্থ হয়ে উঠল সে। আইভিচ শিউরে উঠল। সে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু মাথায় বাজছে কোন কাল্পনিক জগতের ঘণ্টা-ধ্বনি; বোরিস, আইভিচ, অশ্লীল দেহটি এবং তার বোধির পরিধি থেকে মিলিয়ে গেল রক্তিম কুয়াশা। সে নিঃসঙ্গ, দূরে বাংলা আলো (Bengal lights)। এবং ধোঁয়ার ভেতরে চারপেয়ে এক দৈত্য ঠেলাগাড়ির চাকা ঘুরাচ্ছে। এবং শুকনো পাতার মর্মরের ভিতর দিয়ে দমকা হাওয়ার মতো কানে এসে ঢুকছে উৎসবের বাদ্যধ্বনি। "কি হয়েছে আমার?" নিজেকে প্রশ্ন করল। সকালেও এমন হয়েছিল তার: অভিনয়, স্রেফ অভিনয়, ম্যাথু আছে অন্য কোথাও।

যন্ত্রসঙ্গীত থামল, নিশ্চল মেয়েটি, শ্রোতাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। হাসির আড়ালে সুন্দর যন্ত্রণার চোখ। কেউ হাততালি দিল না, কতিপয় টিটকিরি ভেসে এল।

"নিষ্ঠুর!" বোরিস বলে।

জোরে হাততালি দিয়ে ওঠে সে। বিস্মিত মুখগুলো তার দিকে তাকাল।

আইভিচ বলে, "থামো, হাততালি দিতে হবে না।"

"ওর সাধ্যি মতো ও ভাল করেছে।" বোরিস বলল, এখনো প্রশংসায় মুখর।

"ওই জন্যই তো।"

বোরিস কাঁধ ঝাঁকায়, বলে, "ওকে আমি চিনি। ওকে আর লোলাকে নিয়ে একসঙ্গে খেয়েছি আমরা। ভাল মেয়ে, একটু ন্যাকা এই যা।"

মেয়েটা চলে গেল হাসতে হাসতে, চুমু ছুঁড়তে ছুঁড়তে। সাদা আলোয় ঘর ভরে গেল, এখন জাগবার সময়: শ্রোতৃবৃন্দ হাঁফ ছেড়ে দেখল তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়ে গেছে, তারা এখন নিজেদের

সাহচর্যে প্রত্যাবর্তন করেছে। সিগ্রেট ধরাল আইভিচের প্রতিবেশী, বিজয়ীর মতো হাসল, হাসল কেবল নিজের জন্য যেন। ম্যাথুর চেতনা হলো না, এ যেন এক শ্বেতকায় দুঃস্বপ্ন। চারদিকে ঝলোমলো মুখ, মুখে সহাস্য নিস্পন্দ আত্মপ্রসাদ, দেখে মনে হয় ওরা সবাই বুঝি শুচিবায়ু বিবর্জিত—"আমার মুখ খুব সম্ভব ওই মুখটার মতো, চোখে আর ঠোঁটের কোণে অমনি সতর্কতার ছাপ, তবে শূন্যতা যেন বড্ড স্পষ্ট।" এ যেন কোন মানুষের দুঃস্বপ্ন-মূর্তি এক লাফে নাটমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে হাত নেড়ে চুপ করতে ইশারা করছে। মেগাফোনে যখন বিখ্যাত নামটি ঘোষণা করল, ঘোষণায় ছিল প্রত্যাশিত চমকের আভাস, ছিল এক কপট ঔদাসিন্য :

"লোলা মোন্তেরো!"

আশান্বিত আগ্রহে হলে সাড়া জাগল, উচ্ছ্বসিত কলরবের কিছু ধ্বনি। মনে হলো বোরিস খুশি হয়েছে।

"হলের লোকগুলো মৌজে আছে, খাসা শো হবে এবার।"

দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোলা, দূর থেকে মনে হচ্ছে গোলগাল কুঞ্চনময় ওর মুখ যেন সিংহের এক মুখোশ। ওর কাঁধ, সবুজে জড়ানো ঝলকিত শুভ্রতা, ঝড়ো সন্ধ্যায় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় বার্চ গাছের কথা মনে করিয়ে দেয়।

"কী সুন্দর!" আইভিচ বিড়বিড় করে।

ও এগিয়ে আসছে দীর্ঘ সৌম্য পদক্ষেপে, ভাব আনমনা হতাশার। ছোট ছোট হাত। সম্রাজ্ঞীর দর্পিত লাবণ্য। তবু ওর আসাটায় পুরুষ-সুলভ আতিশয্য।

বোরিস প্রশংসা করে, "যা মাল একখানা, সব বেটাকে মাত করে দেবে।"

কথাটা সত্য : সামনের সারির লোকগুলো চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে, চোখে সভয় বিস্ময়, যেন নামী-দামী এই মাথার দিকে ভাল করে তাকানোর সাহস হচ্ছে না। সে এক মহৎ বিচারকের মাথা,

শাসন করতে অভ্যস্ত জননেতার মাথা, তায় মিশেছে কিছু রাজনৈতিক নেতার গন্ধ, সব মিলিয়ে চেহারা গুরুগম্ভীর হয়েছে। অভ্যস্ত চেহারা ওর, ঠোঁট লম্বা করে ঠেলে দিয়ে সবাই শুনতে পারে এমনি গলায়, মুখ হা-করে যুগপৎ আতঙ্ক ও ঘৃণা ছড়ানোর ট্রেনিং আছে ওর। লোলার পেশী হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, আইভিচের প্রতিবেশী মহিলা বিমুগ্ধ পুলকিত দীর্ঘশ্বাস টানে। "ওদের জয় করে নিয়েছে ও।" ম্যাথু ভাবল।

অস্বস্তি বোধ করল সে : মূলতঃ লোলা এক অভিজাত ইন্দ্রিয়াসক্ত চরিত্র কিন্তু ওর চেহারা সে জিনিস মিথ্যে প্রতিপন্ন করে দেয়, এ শুধু আভিজাত্য আর ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে, আর কিছু নয়। কষ্ট করেছে ও অনেক। বোরিস ওকে চূড়ান্ত পর্যায়ে এনে ঠেকিয়েছে। সারাদিনে গায়িকার অভিনয়ের এই পাঁচ মিনিটের পুরো সুযোগ নেয় ও, সুযোগ নেয় সুন্দর করে বেদনা সহ্য করবার। "আর আমি? আমিও যন্ত্র-সংগীতের অনুষঙ্গে 'ব্যর্থের' রূপ ধরে একই কাজ করছি না? আমি যে 'ব্যর্থ' সেটা খুবই সত্যি।" সে ভাবল। তার চারপাশেও একই অবস্থা : এই সব লোকজনের অস্তিত্ব নেই, ওরা বাঁচছে না, ওরা কেবল ধোঁয়ার কুণ্ডলি। বাকী যারা তাদের অস্তিত্ব বড্ড বেশি সোচ্চার। যেমন বার্টেনডার। একটু আগে সিগ্রেট টানছিল, পুষ্পিত লতার মতো অনিশ্চিত, কাব্যময়। এখন ও জেগে উঠেছে, চেতনা হয়েছে, এখন ও অত্যন্ত কট্টর বার্টেনডার, 'শেকার' নাড়ছে, খুলছে, গ্লাসে একটু অতিরিক্ত নৈপুণ্যে বরফের টুকরো ঢালছে : ও বার্টেনডারের ভূমিকায় অভিনয় করছে। ক্রুনের কথা মনে পড়ল ম্যাথুর। "এটা বোধ হয় অনিবার্য, বোধ হয় দুটোর একটা বেছে নিতে হয়, হয় একজন কিছুই হবে না, নয়, সে যা তার ভূমিকায় অভিনয় করবে। তার অর্থ আমরা সবাই স্বাভাবিক নিয়মে মেকী।" আপন মনে বলল সে।

ত্রস্ততায় নয়, এমনিই ধীরে সুস্থে হলের চার দিকটা দেখে নিল লোলা। বিষাদের মুখোশ দৃঢ় হলো, পাকা হলো, যেন বিষাদ যে মুখে

লেগে আছে সেকথা ভুলেই গেছে ও। কিন্তু চোখের গভীরে, এবং চোখেই কেবল আছে প্রাণের স্পন্দন, চোখের গভীরে, ম্যাথুর মনে হলো, একটা রুক্ষ ভয় দেখানো কৌতূহল লেগে আছে, যা আদৌ নকল নয়। অবশেষে ওর চোখ আইভিচ আর বোরিসের ওপর পড়ল, মনে হলো আশ্বস্ত হয়েছে ও। ওদের দিকে ছুঁড়ে মারল মুখভরা ভাল-মানুষী হাসি। তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাইকে ঘোষণা করল :

"নাবিকের গান : জোনি পামার।"

আইভিচ বলে, "ওর গলাটা আমার খুব ভাল লাগে। পুরু ঢেউ-তোলা কার্পেটের কথা মনে করিয়ে দেয়।"

আর ম্যাথু ভাবল : "আবার জোনি পামার।"

অর্কেষ্ট্রা কিছু উদ্বোধনী সুর তুলল। লোলা ভারী হাত উপরের দিকে উঠাল—এইবার ও ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল টকটকে লাল মুখটা খুলছে।

ঈর্ষায় কাতর রুক্ষ নিষ্ঠুর কে সেই ?
তাশ চুরি করছে একটুকু হারতেই ?

ম্যাথু শুনছে না। দুঃখের এই ভাবমূর্তি লজ্জার বোধে নিষিক্ত করল তাকে। এ শুধু এক ভাবমূর্তি, ভাল করে জানে সে, কিন্তু তা সত্ত্বেও...

"কি করে কষ্ট করতে হয় তাই আমি জানি না, কোন দিন ভাল করে কষ্ট করি নি আমি।" দুঃখ ভোগের সবচেয়ে বেদনাময় দিক হলো, এটা একটা ছায়ামূর্তির মতো, একে ধরবার জন্য সবাই কালক্ষেপ করে, সব সময় আশা করে, ধরবে একে, এর ভেতরে ঢুকবে, দাঁতে দাঁত চেপে একে পুরোপুরি ভোগ করবে। কিন্তু যেই ধরার সময় আসে তখনই সে পালিয়ে যায়, পেছনে ফেলে যায় এলোমেলো শব্দাবলী, অসংখ্য উন্মত্ত এলোপাথারি যুক্তি তর্ক। "আমার মাথার ভিতরে কথার কলরব, কলরব থামবে না। আহ্, আমি যদি একটু চুপ করতে পারতাম!" ঈর্ষার চোখে বোরিসের দিকে তাকাল, ওর এই বিষণ্ণ কপালের অন্তরালে নিশ্চয়ই বিশাল নৈঃশব্দ বিরাজমান।

ঈর্ষার কাতর, রুক্ষ, নিষ্ঠুর কে সেই ?
আরে, সেই তো জোনি পামার।

"আমি মিথ্যে কথা বলছি !" তার অধঃপতন, তার শোক সন্তাপ, সব মিথ্যে, সব কিছু আসে শূন্যতা থেকে। শূন্যতায় নিক্ষেপ করা হয়েছে তাকে, শূন্যতা বিছানো তার উপরে—ওখানে নিক্ষেপ করা হয়েছে বিচিত্র পৃথিবীর অসহনীয় চাপ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। উষ্ণ কৃষ্ণকায় এক পৃথিবী, ইথারের গন্ধে ভরা। সেই পৃথিবীতে ম্যাথ্যু ব্যর্থ অপদার্থ নয়—কিছুতেই না, তারো চেয়ে নিকৃষ্ট কোন কিছু : সে ফূর্তিবাজ লোক একজনা, অপকর্মের স্ফূর্তিবাজ কর্তা। দুইদিনের মধ্যে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক যোগাড় করতে না পারলে ব্যর্থ হবে মার্সেল। নিশ্চিহ্ন হবে চিরদিনের জন্য, একেবারে, ব্যস। তার মনে হলো, হয় ও ডিম পাড়বে, নয় হাতুড়ের কাছে গিয়ে মরবার জন্য তৈরী হবে। সেই জগতে দুঃখবোধ আত্মার শর্ত নয় কোন, তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য শব্দের প্রয়োজন হয় না : সে বস্তুনিচয়ের একটা দিক মাত্র।" ওকে বিয়ে করে ফেল্, নেংটি ফকির কাঁহাকা, বিয়ে করে ফেলো হে, ওকে বিয়ে করছো না কেন—বাজি রেখে বলছি, ওতেই শেষ হয়ে যাবে ও।" ম্যাথু ভাবল আতঙ্কের সঙ্গে। সবাই প্রশংসায় মুখর হলো, লোলা হাসির ভান করে। ও অভিবাদন করে বলে :

"এবার মিলনান্তক গীতিনাট্যের একটা গান : জলদস্যুর প্রণয়িনী।"

"ওর গলায় এই গানটা ভাল লাগে না। অনেক ভাল গাইতো মার্গো লায়ন। আরো দরদ দিয়ে গাইতো। লোলা বড্ড বেশি কটমটে, দরদ একদম নেই। তাছাড়া, ও সুন্দর। ও আমাকে ঘৃণা করে, তবে ঘৃণাটা সুন্দর, ঘন, সাচ্চা মানবের স্বাস্থ্যবান ঘৃণা।" আনমনে এইসব হালকা চিন্তাগুলো শ্রবণ করছে সে, চিন্তাগুলো ক্ষেতে সঞ্চর ইঁদুরের মতো ঘুরছে। তাদের নিচে আছে শোকার্ত ঘন তন্দ্রা, সেই ঘন পৃথিবী নীরবে অপেক্ষা করছে। ওখানে নেমে যাবে ম্যাথু যথা সময়ে। সে মার্সেলকে দেখল, দেখল তার কঠিন মুখ, ফেরানো চোখ। "বিয়ে করো

নেংটি যাযাবর কাঁহাকা, বিয়ে করো, ভালমন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে তোমার, ওকে বিয়ে করতেই হবে তোমার।"

"উঁচু-লেজ ত্রিশ কামানের জাহাজ
ভিড়ছে বন্দরে"

"থামো! থামো! টাকা কিছু যোগাড় করবো আমি, যে করেই হোক যোগাড় করবো, নইলে বিয়ে করবো, সে তো বুঝাই যাচ্ছে, আমি রদ্দি নই—আজকের এই সন্ধ্যা এর ব্যতিক্রম, শুধু এই সন্ধ্যা, আমি শান্তিতেই থাকতে চাই, আমি সব ভুলতে চাই। মার্সেল ভুলে না, ঘরের ভেতরে লম্বা হয়ে পড়ে আছে ও বিছানায়, সব মনে আছে ওর, ও আমাকে দেখছে, ক্ষীণ শব্দ শুনছে দেহের ভিতরে এবং তারপর কি? আমার নাম ওর নাম হবে, দরকার হলে আমার সারা জীবন, কিন্তু এই রাত্রি আমার রাত্রি।" আইভিচের দিকে তাকাল সে, আইভিচ হাসল। তার মনে হলো কাচের দেয়ালে ঠোক্কর খেয়েছে তার নাক যখন দর্শকবৃন্দ সাধুবাদে হৈ-হৈ করে উঠল। ওরা চীৎকার করে উঠল, "আরেকটা! এনকোর!" লোলা এইসব আবেদনকে গ্রাহ্য করল না। সকাল দুটোয় আরেকবার গাইতে হবে, তার জন্যই সঞ্চয় করে রাখতে হবে নিজেকে। দুইবার মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল, তারপর এগিয়ে গেল আইভিচের দিকে। ম্যাথুর টেবিলের দিকে ঘুরে গেল সব মাথা। ম্যাথু, বোরিস উঠে দাঁড়ায়।

"কেমন আছো, আইভিচমণি?"

"ভালো আছো, লোলা?" আইভিচের গলা নিস্তরঙ্গ।

আঙ্গুলে আলতো করে বোরিসের চিবুক স্পর্শ করে লোলা। বলে, "তারপর, কি খবর, নবীন বদমাস?"

ওর স্নিগ্ধ গম্ভীর গলা বদমাশ শব্দটাতে একটা সম্ভ্রম এনে দিল যেন। মনে হলো লোলা ইচ্ছে করে ওর গানের বিচিত্র আবেদনময় শব্দ-সম্ভার থেকে এই শব্দটিকে বেছে নিয়েছে।

"শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম।" ম্যাথু বলে।

"আরে। আপনিও আছেন দেখছি।" লোলা বলে।

ওরা বসে। লোলা বোরিসের দিকে তাকায়, সপ্রতিভ।

"মনে হচ্ছে এলিনোর জমাতে পারে নি।"

"তাই তো দেখছি।"

"আমার সাজ-ঘরে ও কাঁদতে এসেছিল। সারুনিয়ান তো ক্ষেপে আগুন, সপ্তাহে এই নিয়ে তিনবার হলো।"

বোরিসের খারাপ লাগল শুনে, বলল, "ওর চাকরিটা খাবে না তো আবার ?"

"তাই চেয়েছিল ও, চুক্তি তো নেই কোন। আমি ওকে তখন বললাম, ও গেলে আমি ও চলে যাবো।"

"কি বলল তারপর ?"

"বলল, থাকতে পারে আরেকটা সপ্তাহ।"

সমস্ত ঘরটা একবার দেখে নিয়ে জোরে জোরে বলল, "বিশ্রী ভীড় হয়েছে আজ সন্ধ্যায়।"

বোরিস বলল, "আমি হলে একথা বলতাম না।"

আইভিচের মহিলা প্রতিবেশী লোভীর মতো, বেহায়ার মতো দেখছিল লোলাকে, এইবার চমকে উঠল। হাসতে ইচ্ছে করল ম্যাথুর : লোলাকে ওর ভালো লাগে।

লোলা বলে, "ওকথা বলো না। এখানে খুব একটা আসো-টাসো না বলে। আমি এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, একজনের ওপর কাদা ছিটিয়েছে, ওদের দেখে অমন ভেড়া-ভেড়া লাগছিল।" পুনশ্চ বলে, "কি জানো, ওই মেয়েটার চাকরি গেল ওকে রাস্তায় নামতে হবে।"

হঠাৎ আইভিচ মাথা তুলল, চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি। বলল, "তাহলে ও রাস্তায়ই যাক, ওখানেই ভাল করবে ও।"

মাথা সোজা রাখল ও জোর করে, ওর ক্লান্ত লাল চোখ খোলা। ভরসা পেল না খুব একটা কথাটা বলে। দুঃখিত লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল আবার : "অবশ্য ওর রোজগার কিছু একটা করতে যে হবে সেটা আমি বুঝতে পারছি।"

কেউ কথা বলল না : ওর হয়ে ম্যাথুর কষ্ট হলো : মাথা সোজা রাখা কি যে কঠিন কাজ। লোলা ওর দিকে সহজ চোখে তাকাল, যেন ভাবছে : "নোংরা ধনী বাচ্চা মেয়ে।" আইভিচ একটুখানি হাসল।

"নাচতে মন চাইছে না আমার।" বলল ইংগিতে।

ওর হাসি থামল, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

বোরিসের কাটা কথা, "ওকে কীসে কামড়াচ্ছে বুঝতে পারছি না।"

আইভিচের মাথার উপর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লোলা। এক কি দুই মুহূর্ত। তারপর ছোট সুপুষ্ট হাত বাড়িয়ে আইভিচের চুলের গোছা ধরে মুখ তুলে ধরল। হাসপাতালের নার্সের মতো করে ও বলল, "কি হয়েছে তোমার ডার্লিং? মদ বেশি পড়ে গেছে পেটে?"

পর্দা সরানোর মতো করে আইভিচের সোনালী চুলের গোছা মুখ থেকে সরিয়ে দেয়, প্রশস্ত ফ্যাকাশে গাল আত্মপ্রকাশ করল। একটু-খানি খুলল আইভিচের চোখ, মাথাটা এলিয়ে দিল চেয়ারে। ম্যাথুর অন্যমনস্ক ভাবনা, "ও অসুস্থ হয়ে যাবে এক্ষুণি।" আইভিচের চুলে গেরো তুলছে লোলা।

"চোখ মেলো, মেলো না! চোখ খোল দিকিনি! আমার দিকে তাকাও!"

আইভিচ পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল চোখ মেলে, চোখে ঘৃণা জ্বলজ্বল করছে। "এই যে—এই আমি তাকালাম তোমার দিকে, হলো," সংক্ষিপ্ত হিমশীতল গলায় বলে আইভিচ।

লোলা বলে, "বুঝা গেল, যেমন ভাব করছো ঠিক তওটা নেশায় ধরেনি তোমাকে।"

আইভিচের চুল ছেড়ে দেয় ও। ক্ষিপ্রহস্তে চুল ঠিক করে গালের ওপর অলকের গোছা টেনে দেয়। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও যেন একটা মুখোশের জন্য মডেল করছে। ওর ত্রিকোণ চেহারা আঙ্গুলের নিচে আত্ম-প্রকাশ করল, তবে ঘিনঘিনে একটা ভাব লেগে রইল ওর চোখে মুখে।

তেমনি অবস্থায় রইল ও, অনড়, চোখে ঘুমিয়ে-হাঁটে এমন লোকের ভয়ার্ত চাহনি। তখনই অর্কেষ্ট্রা মৃদু ফক্সট্রট ধরল।

লোলা জিজ্ঞেস করে, "আমাকে নাচতে বলবে না তুমি?"

বোরিস উঠল। ওরা নাচতে থাকে। ম্যাথুর চোখ ওদের অনুসরণ করে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ম্যাথুর।

"মেয়েমানুষটা আমাকে দেখতে পারে না।" আইভিচ মুখ কালো করে বলে।

"লোলা?"

"না। ওই যে পাশের টেবিলের মেয়েলোকটা। ও আমাকে দেখতে পারে না।"

ম্যাথু কিছু বলল না। ও বলে যায়। "আজ সন্ধ্যাটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম খুব, খুব হৈ-চৈ করতে চেয়েছিলাম, কি হয়ে গেল দেখলেই তো! শ্যাম্পেন দুইচোখে দেখতে পারি না আমি!"

"ও নিশ্চয়ই আমাকেও দুচোখে দেখতে পারে না, কেননা আমিই ওকে শ্যাম্পেন খেতে বাধ্য করলাম।" সে অবাক হলো, ও বালতি থেকে বোতল উঠিয়ে নিজের গ্লাসে ঢালল।

"এ কি করছো?" সে জিজ্ঞেস করে।

"নেশা হয় নি। খেলে এমন করে খেতে হয়, খেতে খেতে এমন অবস্থা হবে, মনে হবে সব ঠিক আছে।"

ম্যাথুর মনে হলো, আর মদ খেতে ওকে দেওয়া উচিত নয়, ওকে থামানো উচিত, কিন্তু কিছুই করল না সে। ঠোঁটের কাছে গ্লাস নিয়ে বিরক্তিতে বিকট মুখভাব করল। "কী নোংরা জিনিস, ইস্!" ও বলল, গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে।

বোরিস আর লোলা ওদের টেবিলের পাশ দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল—ওরা হাসছে।

লোলা চীৎকার করে বলে, 'ঠিক আছে, দুষ্টু মেয়ে?"

"একদম ঠিক," আইভিচ বলল, মুখে সখার হাসি

ও আবার শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে নেয়। লোলার উপর দৃষ্টি স্থির রেখে এক চুমুকে সবটা ঢেলে দেয় গলায়। লোলাও হাসল আইভিচের হাসির জবাবে, প্রেমিক-যুগল অন্যদিকে চলে গেল নাচতে নাচতে। আইভিচ মুগ্ধ।

প্রায় অস্পষ্ট সুরে বলে ও, "ভীষণ লেগেছে ওর পেছনে। হাস্যকর ব্যাপার। ওকে দেখতে রাক্ষসীর মতো লাগে।"

ম্যাথু নিজকে উদ্দেশ্য করে বলে, "ওর ঈর্ষা হচ্ছে। কিন্তু কাকে ?"

ও আধা-মাতাল এখন। থেকে থেকে হাসছে। বোরিস আর লোলাতে নিবিষ্ট-মন। সে এখানে আছে এটা বোধ হয় সব সময় মনে থাকছে না তার, শুধু জোরে জোরে কথা বলার শিখণ্ডি হিসেবে কেবল মাঝে মাঝে দরকার হচ্ছে তাকে: ওর হাসি, ওর অন্যের কথা নকল করে মুখ ভ্যাংচানো, সমস্ত কথাবলা, সব যেন তার মাধ্যমে নিজেকেই উদ্দেশ্য করে। ম্যাথু ভাবল, "আমার কাছে অসহ্য লাগা উচিত ছিল, অথচ আমি কিছু মনে করছি না।"

হঠাৎ আইভিচ বলে, "চলো নাচি।"

ম্যাথু রীতিমতো চমকে উঠে। বলে, "কিন্তু আমার সঙ্গে নাচতে তোমার ভালো লাগে না।"

"তাতে কি। আমি নেশায় আছি।" আইভিচ বলে।

টলতে টলতে দাঁড়াল ও, প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, রক্ষা টেবিলের কোণটা হাত দিয়ে ধরতে পেরেছিল। ম্যাথু ওকে জড়িয়ে ধরে, ওকে একটা চক্কর খাওয়ায়। ওরা কুয়াশার ভিতরে অবগাহন করছে, কালো সুরভিত জনতা ঘিরে ধরল ওদের। পলকের জন্য ম্যাথু আগ্রস্ত হয়ে রইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়ে উঠল, ও একজন নিগ্রোর পেছনে তালে তালে নাচছে, ও এখন একা, গোড়ার দিককার বিপত্তির সময়টাতে আইভিচ অদৃশ্য হয়ে গেছিল, সে ওর উপস্থিতি টের পাচ্ছে না এখন।

"এতো হালকা তুমি !"

সে নিচের দিকে তাকাল। তার পায়ের ওপর চোখ গেল। ভাবল, "আমার চেয়ে ভাল তো অনেকেই নাচতে পারে না।" আইভিচকে একটু

তফাতে সরিয়ে রাখে, প্রায় এক হাত দূরে। ওর মুখের দিকে তাকায় না সে।

ও বলল, "তোমার নাচের তাল ঠিক আছে। কিন্তু নেচে খুব একটা আনন্দ পাও না, বুঝা যায়।"

"নাচতে ভয় লাগে আমার," ম্যাথু বলে। সে হাসল। "অদ্ভুত মানুষ তুমি। এই তখন হাঁটতে পারছিলে না, আর এখন নাচছো, যেন নাচই তোমার পেশা।"

আইভিচ বলে, "নেশায় বেহেড হলে আমি নাচতে পারি। সারা-রাত নাচতে পারি, ক্লান্ত হই না।"

"আমিও যদি ওরকম হতে পারতাম!"

"তুমি অমন হতে পারবে না।"

"আমি তা জানি।"

আইভিচ ভয়ে ভয়ে তার চারপাশে তাকাল বলল, "রাক্ষসীকে দেখছি না কোথাও।"

"লোলা? বাঁয়ে, তোমার পেছনে।"

"চলো, ওদের কাছে যাই।" ও বলল।

অদ্ভুত দর্শন এক যুগলের সঙ্গে ঠোক্কর খেল ওরা। পুরুষ লোকটা মাফ চাইল, মহিলাটি চোখ কটমট করে তাকাল। একপাশে মাথা ঘুরিয়ে আইভিচ ম্যাথুকে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। বোরিস বা লোলা কেউ ওদের দেখতে পেল না, লোলা চোখ বুঁজে আছে, আবেশমাখা ওর মুখে চোখ দুটো যেন দুটো নীল ছোপ। বোরিস হাসছে, অপার্থিব নির্জনতায় আত্মগত।

"এবার?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

"এইখানে থাকি, কিছুক্ষণ, বেশ ফাঁকা।"

আইভিচ বোঝার মতো ঝুলছে তার হাতে। নাচছেই না বলতে গেলে, দৃষ্টি ওর ভাই এবং লোলার ওপর নিবদ্ধ। চুলের ফাঁকে ওর কানের ডগা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ম্যাথু। ঘুরে ঘুরে

ওদের কাছে এলো বোরিস আর লোলা। ওরা একেবারে কাছে এলে পরে আইভিচ ভাইয়ের কনুইয়ের ওপর চিমটি কাটে।

"হ্যালো, বুড়ো আঙুলের ফড়িং আমার।"

বোরিস বড় বড় অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল।

বলল, "এই ! পালাবে না বলছি, আইভিচ। আমাকে ওই গালটা দিলে কেন ?"

আইভিচ জবাব দিল না। ম্যাথুকে এমন করে ঘুরাল, যাতে বোরি-সের দিকে তার পেছন থাকে। চোখ খুলল লোলা।

বোরিস লোলাকে জিজ্ঞেস করে, "আমাকে বুড়ো আঙুলের ফড়িং বলল কেন জানো ?"

লোলা বলে, "বোধ হয় অনুমান করতে পারছি।"

বোরিস আরো কিছু কি যেন বলল, কিন্তু করতালির গোলমালে চাপা পড়ে গেল। জাজ বাদ্য থেমে গেছে, নিগ্রো মানুষগুলো ব্যস্ত—সমস্ত হয়ে সব গুটাচ্ছে, আর্জেনটিন ব্যাণ্ডের জন্য জায়গা করতে হবে।

আইভিচ আর ম্যাথু টেবিলে গিয়ে বসেছে।

"সত্যিই ভীষণ ভাল লাগছে আমার।" আইভিচ বলে।

লোলা বসেছে। আইভিচকে বলে, "ভীষণ সুন্দর নাচো তুমি।"

আইভিচ কথা বলে না, চোখ বড়ো করে লোলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বোরিস ম্যাথুকে বলে, "তুমি ঠাট্টা করছিলে আমাদের সঙ্গে। আমি ভেবেছিলাম, কোনদিন নাচো-টাচো নি তুমি।"

"তোমার বোনের খেয়াল।"

বোরিস বলে, "তোমার মতো দশাসই যোয়ানের সার্কাসের নাচ নাচা উচিত।"

দুঃসহ নীরবতা। আইভিচ বসে আছে, কোন কথা বলছে না, ছাড়া ছাড়া ভাব, মুখ ভার। কারো যেন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মাথার উপরে কোত্থেকে এসে জুটেছে একফালি আকাশ ; চাপা বিরস

বৃত্তাংশ। আলো জ্বলে উঠল। টাঙ্গোর প্রথম বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আইভিচ লোলার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

"এসো।" ও হুকুমের সুরে বলে।

"আমি যে লীড করতে জানি না।" লোলা বলে।

"লীড আমি করব," আইভিচ বলে। তারপর দুর্জনের মতো দাঁত বের করে, বলে : "ভয় নেই, বেটাচ্ছেলের মতোই লীড করতে পারি আমি।"

ওরা উঠল। আইভিচ অসুরের মতো ওকে সজোরে ধরে এক ঠেলায় নাচের মঞ্চের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

"কি রকম অস্বাভাবিক ওরা দেখেছো!" পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বোরিস বলে।

"হ্যাঁ।"

লোলা, বিশেষ করে লোলা অস্বাভাবিক : ভাব করছে, ও যেন কুমারী ছুকরি।

"এই দেখো।" বোরিস বলে।

পকেট থেকে বিরাট এক শিংয়ের বাঁট-অলা ড্যাগার বের করে টেবিলে রাখে।

"বাস্ক-ছুরি, লক-করা।" বুঝিয়ে দেয় ও।

ভালমানুষের মতো ছুরিটা হাতে নিয়ে খুলতে চেষ্টা করে ম্যাথু।

"ওভাবে নয়, গর্দভ! হাত কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।"

ও ছুরিটা নিজের হাতে নেয়, খুলে, খুলে ওর গ্লাসের পাশে রেখে দেয়। "এটা সর্দারের ছুরি। হলদে দাগগুলো দেখছো না? যার কাছ থেকে কিনেছি, ও বলেছে এগুলো রক্তের দাগ। কসম খেয়ে বলেছে।" তারপর চুপচাপ। একটু দূরে লোলার বিষণ্ণ বিধুর মাথা ভেসে বেড়াচ্ছে অন্ধকার সমুদ্রে। "ও এতো লম্বা আগে লক্ষ্য করি নি তো কোন দিন।" চোখ ফিরিয়ে আনল সে। বোরিসের মুখে দেখতে পেল চতুর এক আনন্দ। বুকটা ধড়াস করে উঠল। বিষাদ ওকে

আচ্ছন্ন করল যখন ভাবল, "আমার সঙ্গে আছে, তাই ওর এতো ফূর্তি, অথচ ওকে বলবার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

"ওই দেখো, একজন ভদ্রমহিলা, এইমাত্র এলেন। ডাইনে, তিন নম্বর টেবিলে।" বোরিস বলল।

"স্বর্ণকেশী, মুক্তার হার গলায়?"

"হ্যাঁ। নকল মুক্তো। এই রে, আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।"

ম্যাথু পলকে দেখে নেয়, লম্বা, সুন্দর একটা মেয়ে, নির্লিপ্ত চেহারা।

"কেমন মনে হয়?"

"মন্দ না।"

"গত মঙ্গলবার ওর সঙ্গে ছিলাম আমি, নেশায় বুদ হয়ে হয়ে ছিল অনেকটা। নাচবার জন্য খুব ধরল আমাকে। তারপর ওর সিগ্রেট-কেসটা প্রেজেণ্ট করল আমাকে। লোলা তো ক্ষেপে আগুন, 'ওয়েটারকে দিয়ে ওটা ওর কাছে ফেরত পাঠাল।"

তারপর অন্যমনস্কভাবে বলল, "রূপোর, জুয়েল সেটা করা ছিল।"

ম্যাথু বলল, "তোমার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ও।"

"তাই, যা ভেবেছিলাম, তাই।"

"কি করবে এখন ওকে নিয়ে?"

"কিছু না।"

তারপর ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, "ও আরেকজনের রক্ষিতা।"

ম্যাথু অবাক হয়, "তাতে কি? হঠাৎ এতো নীতিবাগিস হয়ে গেলে যে।"

বোরিস হাসতে হাসতে বলে, "না, তা নয়। তা নয়।—আসলে নাচিয়ে, গায়িকা আর বেশ্যা, সব এক। একজনকে ভোগ করতে পারলে সবাইকে ভোগ করা হয়।" পাইপ নামিয়ে রেখে গম্ভীর হয় বোরিস, বলে, "তাছাড়া আমি পবিত্র জীবন যাপন করি, তোমার মতো নই।"

"নাকি?" ম্যাথু বলে।

বোরিস বলে, "দেখবে, আরো দেখবে। তোমাকে চমকে দেবো।

লোলার সঙ্গে সব যখন শেষ হয়ে যাবে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাবো।"

প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে হাত কচলায় ও।

ম্যাথু বলে, "সেটা খুব শীগগির শেষ হচ্ছে না।"

"পয়লা জুলাইয়ে হবে। কি বাজী রাখবে বলো ?"

"কিছু না। প্রত্যেক মাসে বাজি রাখো, পরের মাসে সম্পর্ক ছিন্ন করো, প্রতিবারই হারো। তোমার কাছে আমি তিনশ' ফ্রাঙ্ক পাই, পাঁচটা করোনা-করোনা চুরুট পাই, আর পাই সীন রোডে বোতলের ভিতরে ছিল যে নৌকাটা, ওটা, আর কতো। লোলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদৌ ইচ্ছে নেই তোমার। বড্ড বেশি ভালবাসো তুমি ওকে।"

বোরিস বলে, "এ নিয়ে তোমার মুখ কালো করতে হবে না।"

ম্যাথু কিন্তু ওর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না, বলে চলল, "কিন্তু তুমি তা পারবে না। এটা একটা অনুভূতি, একটা কিছু করতে হবে এমন একটা অনুভূতি, এর জন্যই সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।"

"চুপ," বোরিস গোস্বা হয়, আবার মজা ও পায়। "ওই চুরুট আর নৌকা পেতে হলে আরো কিছুদিন সবুর করতে হবে তোমাকে।"

"সে আমার জানা আছে। তুমি তো কোনদিনই ন্যায্য ঋণ শোধ করো না। তুমি এক ছোকরা বদমাশ।"

"আর তুমি একজন দুই-নম্বুরে।" ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। "কাউকে যদি বলা হয়, 'স্যার আপনি দুই নম্বর কাতারের লোক,' তাহ'লে ওটাকে চুড়ান্ত অপমান বলে মনে হয় না তোমার ?"

"বলেছো মন্দ নয়।" ম্যাথু বলে।

"অথবা এর চেয়ে একটু উন্নত : স্যার আপনি মানুষের জাতই-না।"

ম্যাথু জবাব দেয়, "না, ওতে কাজ অনেক কম হবে।"

বোরিস খুশি মনে সায় দেয় নেয়। বলে, "তোমার কথাই ঠিক। তুমি একটা জঘণ্য লোক, কেননা যা বলো, সব সময় তা ঠিক হয়ে যায়।"

সাবধানে পাইপে আগুন ধরায় আবার।

আবার যখন কথা বলে, ওর মুখে হতভম্ব আর উন্মত্ত ভাব প্রকট হয়, "তোমার সঙ্গে সত্যি কথা বলা যায়। আমার একটা মতলব আছে। আমি এখন একজন সোসাইটি গার্লের পেছনে ছুটতে চাই।"

ম্যাথু বলে, "সত্যি ? কেন বলো ত ?"

"মানে—মনে হয়, বেশ মজা হবে তাতে, ক্যায়সা ঠাটঠমক ওদের। তাছাড়া সেটা একটা গর্বের ব্যাপারও বটে, ওদের কারো কারো নাম আবার 'ভোগ' পত্রিকায় ছাপা হয় কি না। কি বলতে চাচ্ছি, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। 'ভোগ' কিনো, ছবি দেখো, ম্যাডাম লা কাউন্টেস দ্য রোকামাদোর ছবি' তার ছয়ছয়টি গ্রেহাউণ্ডের ছবি এবং তখন ভাবো : 'গতরাতে ওই মহিলার সঙ্গে আমি শুয়েছিলাম।' ওতে যা নেশা হবে না একটা !"

ম্যাথু বলে, "এই দেখো, তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন এখন।"

"হ্যাঁ, নেশায় ধরেছে ! মনটা ওর ভীষণ নোংরা, সত্যিই। লোলার কাছ থেকে আমাকে, ছিনিয়ে নিতে চায়, কারণ লোলাকে ও সহ্য করতে পারে না। আমি ওর দিকে পেছন ফিরে বসব।"

"সঙ্গের লোকটা কে বটে ?"

"কোত্থেকে ধরে এনেছে আর কি। লোকটা 'আলকাজারে' নাচে। বেশ চেহারাটি, তাই না ? ওর মুখের দিকে তাকাও, বয়স তো হবে বছর পঁয়ত্রিশের কম না, ভাবখানা যেন কার্তিক একখান।"

ম্যাথু বলে, "কথাটা বলেছো মন্দ নয়। পঁয়ত্রিশে তো তুমিও ওরকম হবে।"

বোরিস বলে, "পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে আমার, মরলে পরে।"

"ও কথা বলে তুমি সুখ পাচ্ছো।"

"আমার শরীরে যক্ষ্মার বীজ আছে।"

"আমি জানি।"—একদিন দাঁত পরিষ্কার করতে গিয়ে মাড়ীর চামড়ায় আঁচড় লেগেছিল, তারপর থুতু ফেলতে থুতুর সঙ্গে রক্ত পড়েছিল—"আমি জানি। তারপর ?"

বোরিস বলে, "বক্সা হয়েছে, সে নিয়ে আমি ভাবি না। কথাটা হলো, নিজের প্রতি যত্ন নেওয়ার কথা উঠলেই গায়ে জ্বর আসে আমার। আমার মতে পঁয়ত্রিশের পর কারো বাঁচা উচিত নয়, তখন তার নম্বর পিছনে পড়ে যায়।"

ম্যাথুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার কথা বলছি না।"

ম্যাথু বলে, "তা নয়। কিন্তু তোমার কথাটা ঠিক। পঁয়ত্রিশের পর মানুষের নম্বর পিছনে পড়ে যায়।"

"আমি আরো দুবছর বেঁচে পরে ওই বয়সেই সারাজীবন থাকতে চাই। সেই হবে আমার আনন্দ।"

বিস্মিত বেদনার ঔদার্যে ম্যাথু ওর দিকে তাকাল। যৌবন, বোরিসের কাছে, কেবল পচনশীল অযাচিত গুণমাত্র নয় যার ব্যঙ্গাত্মক সুবিধাই শুধু সে গ্রহণ করে যাবে। যৌবন নৈতিক পুণ্যও বটে, যে পুণ্যের জন্য মানুষকে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হয়। তারো চেয়ে বড়ো কথা হলো, যৌবন মানুষের সার্থকতা। ম্যাথু ভাবল, "ঠিক আছে, কুচ পরোয়া নেই। কি করে যৌবন ধরে রাখতে হয় তা ও জানে।" সমস্ত জনসমাগমের মধ্যে ও-ই বোধ হয় এককভাবে নিশ্চিত এবং পুরোপুরি 'ওখানে' আছে, আছে বসে চেয়ারে বসে। "হাজার হোক, ধারণাটা মন্দ নয় তো : চুটিয়ে যৌবনকে ভোগ করে ত্রিশে শুরু। তা হোক, ত্রিশের পর মানুষকে মৃতই বিবেচনা করতে হয়।"

বোরিস বলে, "তোমাকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে।"

ম্যাথু চমকে উঠল। বোরিস বুঝতে পারে না কি হয়েছে, তার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। ম্যাথুর দিকে তাকাল কুণ্ঠিত ঐকান্তিকতায়।

"চেহারায় তা ধরা পড়ছে?"

"খুব।"

"টাকার জন্য দুশ্চিন্তায় আছি।"

বোরিস ধমকে উঠে, "তুমি চালাতে জানো না ঠিকমতো। তোমার সমান মাইনে পেলে আমায় ধার-টার করার মোটেই দরকার

পড়তো না। বার্টেনডারের ফ্রাঙ্ক একশ-টা নেবে তুমি?"

"না, ধন্যবাদ। আমার দরকার পাঁচ হাজারের।"

বোরিস শিস দিয়ে উঠে, ভাব করে ও সব জানে। বলল, "তোমার বন্ধু দানিয়েল দিল না?"

"ওর কাছে নেই।"

"আর তোমার ভাই?"

"ও দেবে না।"

"তবে আর কি, জাহান্নামে যাও!" বোরিস যেন সান্ত্বনা দেবার মতো কিছু আর খুঁজে পেলো না। তারপর হতচকিত স্বরে বলে, "তা যদি চাও—"

"কি বলতে চাচ্ছো—যদি কি চাই?"

"কিছু না। ভাবছিলাম। এতো বাজে লাগে, লোলার ট্রাঙ্কভর্তি টাকা, নগদ, কোন সময় ব্যবহার করে না।"

"লোলার কাছে আমি ধার নিতে চাই না।"

"কিন্তু আমি বলছি, ও কখনো টাকাটা ব্যবহার করে না। ব্যাংক একাউন্টের প্রশ্ন হলে, তোমার কথা মেনে নিতাম। ও সিকিউরিটি বণ্ড কেনে, বোর্সে জুয়া খেলে, আর তার জন্য টাকা আগে থেকে তুলে রাখে দরকার মতো। কিন্তু ওর ফ্লাটে গত চার মাস ধরে সাত হাজার ফ্রাঙ্ক নিজের কাছে রাখছে, টাকাটা ও স্পর্শ পর্যন্ত করে না, ব্যাংক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা মনেই করে নি। তোমাকে বলি, টাকাটা একটা ট্রাঙ্কের তলায় প্যাকিং করে রাখা আছে!"

ম্যাথু বলে, "তুমি বুঝতে পারছো না। লোলার কাছ থেকে ধার নিতে চাই না, কারণ লোলা আমাকে ঠিক পছন্দ করে না।"

হাসিতে ফেটে পড়ে বোরিস, "তা অবশ্য সত্যি। ও তোমাকে সহ্য করতে পারে না।"

"ঠিক আছে তাহলে।"

"যাই হোক, এটা তোমার ন্যাকামি। পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক যোগাড়

করার জন্য চিন্তা করে পার পাচ্ছো না, হাতের কাছে টাকাটা তৈরী হয়ে বসে আছে, অথচ তুমি নেবে না। আচ্ছা, আমি যদি আমার জন্য চাই ?"

"না, না। ওকাজই করো না।" ম্যাথু ব্যস্ত হয়ে উঠে, বলে "শেষ পর্যন্ত সত্যি যা, তা ও বের করে ফেলবে। ঠাট্টা নয়, সত্যি !" আবার গোঁ ধরে বলে, "তুমি টাকা চাইতে গেলে আমি খুব বিরক্ত হবো কিন্তু।"

বোরিস আর কিছু বলল না। ছুরিটা দুই আঙ্গুলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে কপালের সমান্তরালে উঠাল, ফলা নিচের দিকে। ম্যাথুর খারাপ লাগল। ভাবল, "আমি খুব গরীব মানুষ। মার্সেলের জীবনের বিনিময়ে নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখার কোন অধিকার নেই আমার।" বোরিসের দিকে ফিরল, যেন বলতে চাইল: "ঠিক আছে, লোলার কাছ থেকে নাও তুমি টাকাটা।" কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হলো না, শুধু রাঙ্গা হলো গাল তার। বোরিস আঙ্গুল ছেড়ে দিল, ছুরিটা পড়ে গেল। ফলাটা মেজেয় বিঁধে গেল, কেঁপে উঠল তার বাঁট।

আইভিচ ও লোলা ফিরে এসে তাদের জায়গায় বসল। ছুরি তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল বোরিস।

"আরে এটা আবার কি? কী বিদঘুটে জিনিস এ্যাঁ?" লোলা জিজ্ঞেস করে।

বোরিস জবাব দেয়, "ঘাতকের ছুরি। তোমাকে শায়েস্তা রাখার জন্য।"

"যা, গুণ্ডা কোথাকার।"

আরেকটা টাঙ্গোর বাদ্য শুরু হয়ে গেল। বোরিস যেন মুখে কালি মেখে তাকায় লোলার দিকে।

'চলুন, নাচুন।" দাঁতে দাঁত চেপে বলে ও।

"মরণ!" লোলা বলে। ওর মুখ কিন্তু আনন্দের আভায় উদ্ভাসিত। উচ্ছল হাসি হেসে বলল: "তুমি খুব ভাল।"

বোরিস উঠে দাঁড়ায়। এবং ম্যাথ্যু ভাবে : "ওর কাছে টাকাটা সে চাইবে, মুখে যত বাহাত্বরিই করুক না কেন।" ছুনিয়ার লজ্জা এসে গ্রাস করল তাকে। এবং ইতরের মতো স্বস্তি বোধ করল। আইভিচ তার পাশে এসে বসল।

আইভিচ বলল ফিসফিস করে, "খুব ভাল ও।"

'হ্যাঁ, অদ্ভুত চমৎকার মেয়ে।"

"আর শরীরটা কি রকম দেখেছো! অমন একটা চমৎকার দেহের ওপর অমন একটা মর্মান্তিক মাথা কি রকম নেশা ধরিয়ে দেয়। কোন্ দিক দিয়ে সময় কেটে গেল, মনে হচ্ছিল, আমার কোলে ও শুকিয়ে যাবে।"

চোখ দিয়ে বোরিস আর লোলাকে অনুসরণ করে ম্যাথ্যু। বোরিস এখনো প্রস্তাবটা পেশ করে নি। মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ও যেন মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। লোলা হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে।

ম্যাথ্যু অন্যমনস্ক, বলে, "মেয়েটা ভাল।"

আইভিচ নীরস কণ্ঠে বলে, "মোটেই না। মেয়েমানুষ তো, নোংরা।"

তারপর গর্বের সঙ্গে আবার বলে, "আমাকে তুমি যা ভয় পেয়েছিলে না।"

"তাই লক্ষ্য করছিলাম।" ম্যাথ্যু বলে। অস্থিরতায় সে পায়ের ওপর একবার পা তুলে, তারপর আবার নামায়।

"নাচবে?" ম্যাথ্যু জিজ্ঞেস করে।

"না। আমি একটু মদ খাব।" গ্লাসের অর্ধেকটা ভরে, আবার বলে : "নাচবার সময় মদ খাওয়া ভাল, নাচে নেশা তাড়ায় কিনা, তাই, খেলেই শরীর চাঙ্গা হয়ে যায়।" উদাস দৃষ্টি মেলে ধরে আবার বলে : "খুব ভাল লাগছে আমার—শেষটা দারুণ হয়েছে।"

ম্যাথ্যু ভাবল, "এইবার। লোলার সঙ্গে কি যেন বলছে ও।" বোরিসের মুখ গম্ভীর, কথা বলছে, লোলার দিকে তাকিয়ে নয় অবশ্য। লোলা কিছু বলছে না। ম্যাথ্যুর মনে হলো, চোখমুখ লাল হয়ে গেছে

তার, বোরিসের ওপর মনটা বিষিয়ে উঠল। এবার বিরাটকায় এক নিগ্রোর কাঁধ আড়াল করল লোলার মাথা। একটু পর লোলাকে আবার দেখা গেল, নির্বিকার মুখ। তারপর যন্ত্রসঙ্গীত থেমে গেল, এলোমেলো হয়ে গেল নাচের ভীড়, বোরিস বেরিয়ে এল। বোরিস উদ্ধত, মেজাজ খিস্তি হয়ে আছে। একটু পেছনে লোলা। ওকে অস্থির দেখাচ্ছে। আইভিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল বোরিস।

"একটু উপকার করো: ওকে আমার সঙ্গে একটু নাচতে বলে দাও না।" ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে ও। বিস্ময়ের কোন ভাব করল না আইভিচ, ছুটে গেল লোলার দিকে।

লোলা বলে, "না, না গো আইভিচমণি, আমি ভীষণ ক্লান্ত।" কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর আইভিচ টানতে টানতে ওকে নিয়ে চলল।

"ও দেবে না?" ম্যাথ্যু জিজ্ঞেস করে।

"না। আমি ওকে শিক্ষা দেবো।" বোরিস বলে।

বোরিসের মুখ বিবর্ণ। ইতর চীৎকারের সময় ওকে ওর বোনের মতো লাগছিল। সাদৃশ্যটি কিন্তু কেমন এলোমেলো, অপ্রীতিকর।

"রাগের মাথায় একটা কিছু করে বসো না আবার। ম্যাথ্যু সহজ হতে পারছে না।"

বোরিস জিজ্ঞেস করে, "তুমি আমার ওপর রাগ করেছো তো ম্যাথ্যু? ওর কাছে বলতে নিষেধ করেছিলে...।"

"রাগ করব তেমন শুওরের বাচ্চা আমি নই। তুমিই তো সব বলে গেলে, আমি কোন বাধা দিলাম না। রাজি হল না কেন?"

বোরিস কাঁধ ঝাঁকায় বলে, "জানি না। ওর মনটা খুব খারাপ মনে হলো। বলল, টাকার ওর দরকার আছে।" এর পরের কথাগুলো বলতে ওর মুখভাব আক্রোশে উত্তেজিত হলো, বলল, "এই প্রথম ওর কাছে কিছু চাইলাম আমি...কিসে কি হয় জানে না তো। জানে না, আমার মতো মানুষকে পেতে হলে ওর বয়সী মেয়েকে দাম দিতে হয়।"

"কথাটা পেড়েছিলে কি করে ?"

"বললাম, আমার এক বন্ধুর জন্য দরকার টাকাটার। গ্যারেজ কিনতে গিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। নামও বলেছি, পিকার্দ। ও আবার তাকে চেনে। সে গ্যারেজ কিনতে চাচ্ছে কথাটা অবশ্য সত্য।"

"কথাটা ও বিশ্বাস করল না বোধ হয়।"

বোরিস বলে, "সে আমি জানি না। আমি শুধু জানি, ওকে আমি সমুচিত শিক্ষা দেবো এবং শীগগীর দেবো।"

ম্যাথু চমকে উঠে, "মাথা গরম করে না, ছিঃ।"

বোরিসও কম যায় না, ওকে শাসায়, "তোমার কি! এটা আমার নিজের ব্যাপার।"

বোরিস উঠে স্বর্ণকেশী লম্বা মেয়েটার কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়। মহিলার চোখ মুখ লাল হলো। ওরা নাচতে শুরু করল, তখন ম্যাথুর গা ঘেঁষে চলে গেল আইভিচ আর লোলা। স্বর্ণকেশী আত্মপ্রসাদে হাসছে, তবে হাসির আড়ালে আছে প্রহরী চোখ। লোলার মুখভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, সম্রাজ্ঞীর মতো আপন মনে নাচতে থাকল, লোকজন শ্রদ্ধায় ওর পথ ছেড়ে দেয়। আইভিচ পেছন দিকে হাঁটছে, চোখ ছাদে, তন্ময়। বোরিসের ছুরি টেবিল থেকে তুলে হাতে নেয় ম্যাথু, টেবিলে ছুরির বাঁট ঠুকে। মনে মনে বলল, "রক্তারক্তি হবে।" হোকগে, তার মাথায় ব্যথা কেন, সে মার্সেলের কথা চিন্তা করতে লাগল। মনে মনে বলল: "মার্সেল—আমার স্ত্রী," দড়াম করে তার ভেতরে যেন কোন এক দরজা বন্ধ হয়ে গেল। "আমার স্ত্রী, আমার ঘরে থাকবে। ব্যস, আর কি চাই।" সেই তো স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো, ঢোঁক গেলবার মতো। অনুভূতিটা সবখানে স্পর্শ করল তাকে—সহজ হও, হৈ-হুল্লোড় করো না, ঠাণ্ডা হও, স্বাভাবিক হও। "আমার ঘরে। সারা জীবন প্রতিদিন দেখব ওকে।" এবং সে ভাবল: "এইবার সব পরিষ্কার হল—আমার একটা 'জীবন' আছে।"

একটা জীবন। রক্তিম ছায়াগুলোর দিকে তাকাল সে, মেঘের কুশনের ভেতরে অস্ত যাওয়া পিঙ্গল চাঁদ। "ওদের জীবন আছে। সব্বার। প্রত্যেকের নিজস্ব। জীবন, যা নাকি নাট-মণ্ডপের দেয়ালের ভেতর দিয়ে আসে, প্যারিসের রাস্তা পার হয়, ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে, তারা গিঁট পাকায়, জাল বোনে, প্রাণপণে স্বকীয়তা বজায় রাখে, টুথ-ব্রাশের মতো, রেজরের মতো, প্রসাধন সামগ্রীর মতো, এই যে-সব জিনিস ধার দেওয়া যায় না। আমি জানতাম। আমি জানতাম তাদের প্রত্যেকের নিজের জীবন আছে। আমারও আছে একটা। আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম: 'আমি কিছুই করি না, আমি পালিয়ে যাবো।' আর আমি কিনা এরই মধ্যে জড়িয়ে গেছি আষ্টেপৃষ্টে।" ছুরি সে টেবিলে রাখল, বোতল হাতে নিল, গ্লাসের উপর উবুড় করে ধরল, বোতল খালি। আইভিচের গ্লাসে অল্প একটু শ্যাম্পেন। সেই গ্লাস তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলল সবটা।

"আমি হাই তুলেছি, পড়েছি, প্রেম করেছি। যা করেছি তার 'চিহ্ন রেখে গেছে'। আমার প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন, আপনাকে ছাড়িয়ে, ভবিষ্যতের গর্ভে, কিছু না কিছুকে স্মৃতিময় করেছে, তারা গোঁ ধরে প্রতীক্ষা করেছে, পরিণত হয়েছে। এবং প্রতীক্ষার সেই বিন্দুগুলো —ওরাই আমি স্বয়ং, আমি নিজের জন্য প্রতীক্ষা করছি নগরীর স্কোয়ারে চৌরঙ্গীতে, চৌদ্দ নম্বর জিলার মেইরের সুবিখ্যাত হলে, আমার আমিই তো অপেক্ষা করছি লাল হাতল-অলা চেয়ারে বসে, আমি আমার অনাগত আমির প্রতীক্ষায় আছি, যে আমি কালো কাপড় পরিহিত, উঁচু শক্ত কলার জামার, গরমে রুদ্ধশ্বাস, যে আমি এসে বলবে: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে আমি রাজি'।" প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়ল ম্যাথু, কিন্তু তার জীবন, তার চারপাশে অবস্থান ঠিক কায়েম রাখল। "ধীরে ধীরে, নিশ্চিতরূপে, আমার মেজাজ বুঝে, আমার আলস্যের উন্মত্ত ক্ষণে, আমি আমার খোলস ফেলে দিয়েছি। আর এখন সব শেষ, আমি নিদারুণভাবে আপন আত্মার কারাগারে অবরুদ্ধ। তার মধ্যিখানে

আমার ঘর, এপার্টমেন্ট, তার ভিতরে আমি, আমার সবুজ-চামড়ার হাতল-চেয়ার। বাইরে আছে গেইটে রোড, সেপথে শুধু একদিকে যাওয়া যায়, ওয়ান ওয়ে, কারণ আমি সবসময় হাঁটি ওই পথে, আছে মেইন এভেন্যু এবং সমস্ত প্যারিস নগরী আমাকে বেষ্টন করে, সামনে উত্তরে, পেছনে দক্ষিণে, ডানহাতে প্যানথিয়ো, বাঁয়ে আইফেল টাওয়ার, উল্টোদিকে ক্লিনানকোত গেট, এবং ভার্সিজেতোরি রোডের মধ্যপথে ছোট লালচে মখমলের আস্তরণ, মার্সেলের ঘর, আমার স্ত্রীর ঘর, তার ভিতরে মার্সেল, উলঙ্গ, আমার প্রতীক্ষায়। এবং তারপর প্যারিসের চারদিকে ফ্রান্স, একমুখী রাস্তার জাল; তারপর সমুদ্র নীল কিংবা কালোয় রঞ্জিত, ভূমধ্য নীল, উত্তর সাগর কালো, চ্যানেল কফি-রং; তারপর বিদেশ বিভূঁই, জার্মানি, ইটালী—স্পেন শাদা, কেননা ওখানে আমি যাই নি, যুদ্ধ করি নি—এবং গোলগোল সমুদয় নগরী, আমার ঘর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে, টিমবুকটু, টরোন্টো, কাজান, নিঝনি নোভগর্ভ, সীমান্ত বিন্দুর মতো অপরিবর্তনীয়। আমি যাই, আমি চলে যাই, আমি হাঁটি, আমি ঘুরি এবং আমি ঘুরি উদ্দেশ্যবিহীন: এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ, যেখানেই যাই আমার খোলস বহন করে বেড়াই, আমার ঘরে থাকলে আমি বাড়িতে থাকি, আমার বইয়ের মধ্যে, মারাকেশ বা টিমবুকটুর কাছে এক ইঞ্চি এগোতে পারি না। এমন কি আমি যদি ট্রেনে, নৌকায়, বাসে যাই, আমি যদি অবকাশ কাটাতে মরক্কো যাই, হঠাৎ যদি মারাকেশে হাজির হই, তবু সবসময় আমি আমার ঘরে থাকবো, আমার বাড়িতে। এবং যদি আমি স্কোয়ারের ভিতরে হাঁটি, ঝিলের পাড়ে যাই, যদি কোন আরবের কাঁধ চেপে ধরি মারাকেশকে তার দেহের ভিতরে অনুভব করার জন্য—আমি জানি সেই আরব মারাকেশ থাকবে, আমি নয়: তখনো আমি আমার ঘরেতে বসে থাকব, প্রশান্ত, ধ্যানমগ্ন, যেমন থাকি আমার আনন্দঘন সময়ে, সেই মরক্কোবাসী এবং তার আলখেল্লা থেকে দুই হাজার মাইল দূরে আমার ঘরে। আমার ঘরে। চিরদিন। চিরকাল মার্সেলের প্রাক্তন প্রেমিক, এখন ওর স্বামী, প্রফেসর,

চিরকাল ইংরেজ সম্পর্কে অজ্ঞ, এমন একজন যে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয় নি, যে স্পেনে যায় নি—চিরকাল।"

"আমার জীবন।" তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। এ এক একক সত্তা, আদি নেই, অন্ত নেই, আবার অসীম নয়। একে একে ভিন্ন ভিন্ন শহর থেকে একে পরিমাপ করল সে, আঠারো নম্বর জেলার শহর থেকে, যেখানে ১৯২৩-এর অক্টোবরে সেনাবাহিনীর খাতায় নাম লিখিয়েছিল, চৌদ্দ নম্বর জেলার শহরে, যেখানে ১৯৩৮-এর আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বরে মার্সেলকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এ যেন প্রাকৃতিক কোন বস্তুর মতো অস্পষ্ট অনিশ্চিত এক উদ্দেশ্য, একরকম অনিবার্য অর্থহীনতা, ধুলো আর ভায়োলেটের এক গন্ধ।

"দন্তবিহীন জীবন যাপন করলাম," সে ভাবল। "দন্তবিহীন জীবন একটা। কোনদিন কিছুতে কামড় দিই নি। আমি অপেক্ষা করছিলাম। পরবর্তী কালের জন্য সঞ্চয় করে রাখছিলাম নিজেকে—এখন এইমাত্র লক্ষ্য করলাম দাঁত চলে গেছে আমার। কি করতে হবে এখন? খোলস ভেঙ্গে ফেলব? বলা খুব সোজা। তাছাড়া, তাহলে বাকী থাকবে কি? ছোট চটচটে এক টুকরো তরল রাবার বালুর ভিতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়বে, চকচকে দাগ থাকবে পেছনে।

মুখ তুলে তাকাতে লোলার ওপর চোখ পড়ল, ঠোঁটের কোণে কুটিল হাসি। আইভিচকে দেখল: ও নাচছে, মাথা পেছনের দিকে এলানো, তূরীয় আনন্দমার্গে, বয়সবিহীন, ভবিষ্যতবিহীন। "ওর কোন খোলস নেই।" ও নাচছে, ও মাতাল, ও ম্যাথুর কথা ভাবছে না। একটুও যে না ভাবছে তা নয়। কোনদিন যদি তার অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে যেমন ভাবতো তার চেয়ে বেশি নয়। অর্কেস্ট্রায় আর্জেন্টিনার টাঙ্গো ধরল। এই টাঙ্গো গানটি—ম্যাথ্যু খুব ভালো করে জানে, 'মিয়ো ক্যাবালো মারিয়ো,' সে আইভিচের দিকে তাকিয়ে আছে, তার মনে হলো সে ওই বিষাদ মাখা, কর্কশ সুর এই প্রথমবারের মতো বুঝি শুনল। "ও কোনদিন আমার হবে না, ঢুকবে না আমার খোলসের

ভিতরে।" সে হাসল, ভীরু কিন্তু সতেজ একটা অনুশোচনার অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হলো। সস্নেহে ওই মদালস দেহবল্লরীর দিকে তাকিয়ে রইল, যে দেহের জন্য তার মুক্তি মাথা ঠুকছে। "প্রিয়তম আইভিচ, প্রিয়তম মুক্তি।" তারপর সহসা তার কলঙ্কিত দেহের উপরে, তার জীবনের ঊর্ধ্বে, উড়তে লাগল পবিত্র এক চেতনা, অহং-বিহীন চেতনা, একমুঠো উষ্ণ বাতাসের মতো। উড়তে লাগল, একটা চাহনির রূপ ধরে, সে চাহনি দেখল সেই নিকৃষ্ট বোহেমিয়ানকে, সেই ক্ষুদে বুর্জোয়াকে, স্বাচ্ছন্দ্যে যে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, সেই ব্যর্থ বুদ্ধিজীবীকে, বিপ্লবী নয়, শুধু বিদ্রোহী, তুলতুলে আরামের জীবনে বিসর্জিত বেখেয়ালী স্বাপ্নিককে। এবং সেই চেতনার রায় হচ্ছে: "লোকটা ব্যর্থ, নিয়তিই তার প্রাপ্য।" সেই চেতনার সঙ্গে কোন ব্যক্তিই সম্পৃক্ত নয়, ওটা ঘুরছে ঘূর্ণ্যমান বুদ্বুদের ভেতরে, ওইখানে আইভিচের মুখের উপর বিচূর্ণ, ভাসমান, যন্ত্রণাময়, সঙ্গীতের শব্দে শিহরিত সে চেতনা ক্ষণজীবী, নিঃসঙ্গ। লাল একটা চেতনা, কৃষ্ণকায় এক বিন্দু শোক, 'মিয়ো ক্যাবেলো মারিয়ো': সবকিছু করতে পারে সে, সেই স্প্যানিশের পক্ষ হয়ে যে কোন প্রকৃত প্রচণ্ড কাজ, যেকোন বেপরোয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তবু ভাল, এমনি যদি চলতো। কিন্তু চলল না, চেতনাটি ফুলছে, ফুলছে, সঙ্গীত থেমে গেল। এবং সেটা ফেটে গেল। আবার ম্যাথু আত্মস্থ হলো, একা হলো। তার নিজের জীবনে ফিরে এলো, তার নিশ্ছিদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন। নিজের সমালোচনা করল না পর্যন্ত সে, আবার গ্রহণও করল না নিজেকে। সে ম্যাথু, ব্যস: "আরেকটি চরম পুলক। এবং তারপর?" বোরিস ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল, নিজের উপর খুব সন্তুষ্ট মনে হলো না তাকে। ও ম্যাথুকে বলল: "শ্‌শালার।"

"কি হলো?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করে।

"ওই স্বর্ণকেশী। পচা মাল।"

"কি করেছে ও?"

ভ্রূকুটি করল বোরিস, গা ঝাড়া দিল, উঠল, কিন্তু জবাব দিল না। আইভিচও ফিরে এল, বসল বোরিসের পাশে। ও একা। ম্যাথু সাবধানে ঘরের চারদিকে চোখ ফেরাল, দেখল লোলা ব্যাণ্ডের কাছে বসে সারুনিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। সারুনিয়ার মুখে বিস্ময়ের ভাব, তারপর সে আড়চোখে দীর্ঘকায় স্বর্ণকেশীকে একবার তাকিয়ে দেখল। স্বর্ণকেশী তখন আনমনে নিজেকে বাতাস করছে। লোলা ম্যাথুর দিকে তাকিয়ে হাসল একটু, এবং তারপর উঠে এল। বসল এসে, ওর মুখে বিচিত্র অভিব্যক্তি। বোরিস ডান পায়ের জুতোটা দেখছে, যেন জুতোর কিছু একটা হয়েছে এমনি ভাব। তারপর স্তব্ধ এক নীরবতা।

স্বর্ণকেশী মহিলার গলা শোনা গেল, বলছে, "বাজে কথা বলবেন না। না, ওসব কিছু করবেন না আপনি বলে দিলাম, আমি যাবো না।"

ম্যাথু চমকে উঠল, সবাই মুখ ঘুরাল। সারুনিয়া আজ্ঞাবহ দাসের মতো ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণকেশীর সামনে, যেন কোন হেডওয়েটার অর্ডার নিচ্ছে। সে কথা বলছে নিচু স্বরে, শান্ত দৃঢ় অভিব্যক্তি মুখে। স্বর্ণকেশী হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

"চলো।" সঙ্গীকে বলল ও।

ও ব্যাগের ভেতরে হাতড়াতে থাকে। ওর ঠোঁটের কোণ কাঁপছে।

"না, না, কি যে করেন, আপনি আমার অতিথি।" সারুনিয়াবলে।

স্বর্ণকেশী দলাপাকানো একটা একশ-ফ্রাঙ্কের নোট ছুঁড়ে মারে টেবিলের ওপর। ওর সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়েছে, একশ ফ্রাঙ্কের নোটের দিকে অপ্রসন্ন চোখে তাকাচ্ছে। তারপর মহিলা তার হাত ধরল এবং তারা সদর্পে, হেলতে-দুলতে বেরিয়ে গেল।

সারুনিয়া লোলার কাছে ফিরে আসে। শিশ দিচ্ছে আপন মনে সারুনিয়া।

"ও আর খুব শীগগির এখানে আসছে না।" রহস্যময় হাসি হেসে বলল সে।

"ধন্যবাদ। এত সহজে যে হয়ে যাবে, ভাবতেও পারিনি।"

সারুনিয়া চলে গেল। আর্জেন্টিনার অর্কেস্ট্রা চলে গেছে। নিগ্রো-জনেরা যন্ত্র-ফন্ত্র নিয়ে আসছে একে একে। বোরিস লোলার দিকে ক্রুদ্ধ প্রশংসার চোখে তাকাল, তারপর চট করে আইভিচের দিকে তাকাল।

"এসো নাচি।" বোরিস বলল।

ওরা আসন থেকে উঠছে, লোলা বেশ হাসি-হাসি মুখ করে তাকাল ওদের দিকে। কিন্তু যখন ওরা যেতে শুরু করল তখন ওর চেহারায় বন্যতা ফুটে উঠল। ম্যাথু ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

বলল, "এখানে যা খুশি তাই করা যায়।"

অন্যমনস্কভাবে ও বলল, "ওরা আমার হাতের মুঠোয়। লোকজন আসে আমি এখানে আছি বলে।"

এখনো চোখে ওর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি, কি করবে ভেবে না পেয়ে টেবিলে আঙুল ঠুকতে লাগল। কি বলবে ভেবে পেল না ম্যাথু। ভাগ্যিস, একটু পরেই ও উঠে দাঁড়াল।

"একটু আসছি।" ও বলে।

ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে ও অদৃশ্য হয়ে গেল, ম্যাথু দেখল চেয়ে চেয়ে। "অষুদে ধরবে এখন," সে ভাবল। সে একা। আইভিচ আর বোরিস নাচছে, দেখাচ্ছে যেন ওরা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো নিষ্পাপ এবং একটুও নিষ্ঠুর নয়। দৃষ্টি ওখান থেকে ফিরিয়ে তার পায়ের দিকে নিক্ষেপ করল সে। সময় যাচ্ছে, কিছুই ঘটছে না। তার মনটা ফাঁকা। নিষ্ঠুর এক বিষাদ তাকে খোঁচা দিল, লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল সে। লোলা ফিরে এসেছে, মুদিত চোখ, হাসছে। "যা চেয়েছিল, তা পেয়েছে ও," সে ভাবল। ও চোখ খুলল, বসল, এখনো হাসছে।

"আপনি জানতেন, বোরিসের পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের হঠাৎ দরকার পড়ে গেছে?"

"না। জানতাম না। ওর পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের দরকার, আপনি বলছেন?" . . .

লোলা তাকে দেখছে, দুলছে এদিক-ওদিক। ওর বড়ো বড়ো সবুজ চোখের পাতা শনের মতো, চোখা।

লোলা বলল, "ওকে এক্ষুণি বললাম, আমি দিতে পারব না। বলে, পিকার্দে'র জন্য দরকার। আমি দেখলাম, কেন, ও তো আপনার কাছেও চাইতে পারতো।"

ম্যাথ্যু হেসে ওঠে, "ও জানে আমার একটা ফুটো পয়সাও নেই।"

"তাহলে আপনি এ বিষয়ে শোনেন নি কিছু?" লোলার যেন বোধগম্য হচ্ছে না কিছু।

"এ বিষয়ে—না।"

"হুম্, কেমন আশ্চর্য লাগছে।" লোলা বলে।

ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ও একটা নড়বড়ে পরিত্যক্ত জাহাজ, এক্ষুণি ডুবে যাবে অথবা ওর মুখ দুই ভাগ হয়ে যাবে এবং ভীষণ চীৎকার দিয়ে উঠবে।

জিজ্ঞেস করল ও, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল বেশিক্ষণ হয় নি, তাই না?

"হ্যাঁ, তখন প্রায় তিনটে।

"কিছু বলে নি ও?"

"তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পিকার্দে'র সঙ্গে আজকে বিকেলেও তো দেখা হতে পারে।"

"তাই ও বলেছে আমাকে।"

"তাহলে এখন?"

লোলা কাঁধ ঝাঁকায়, "পিকার্দ সারাদিন আগেতুইলে কাজ করে।"

ম্যাথ্যু এমনি কথার কথা বলে যেন, "পিকার্দের টাকার দরকার। সেজন্যই গিয়েছিল বোরিসের হোটেলে। ঘরে পায় নি, হাঁটছিল সেণ্ট মিচেল বুলেভারে, ওখানে দেখা হলো।"

লোলা তাকে দেখল, চোখে বিদ্রূপ! বলল, 'আপনার কি মনে হয় পিকার্দ পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক বোরিসের কাছে চাইবে, যে বোরিসের

পকেট-খরচ মাসে মাত্র তিনশ ফ্রাঙ্ক ?"

"তাহলে কি হয়েছে না হয়েছে আমি জানি না।" ম্যাথুর গলায় উষ্মা চাপা রইল না।

সে ওকে বলতে চেয়েছিল: "টাকাটা আমার জন্য।" তাতেই সব কিছু সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু বোরিসের জন্য তা সম্ভব নয়। "ও বোরিসের ওপর ভীষণ ক্ষেপে যাবে, তাকে মনে করবে অপকর্মের সহযোগী।" লাল নোখ দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকল লোলা, ওর ঠোঁটের দুই কোণ হঠাৎ করে উপরের দিকে উঠে গেল একটু, একটু কাঁপল বা, তারপর আবার ঠিক হয়ে গেল। ম্যাথুর দিকে অশান্ত জিদ ধরে তাকাল আবার, কিন্তু সেই সতর্ক ক্রোধের অন্তরালে সংশয়ের গভীর শূন্যতা আছে, ম্যাথুর কাছে সেটা ধরা পড়ল। হাসতে ইচ্ছা করল তার।

চোখ ফিরিয়ে নেয় লোলা। "বোধ হয়, ও পরীক্ষা করছে, নাকি বলেন ?" লোলা রায় দেয়।

"পরীক্ষা ?" ম্যাথু বিস্ময়ে আবৃত্তি করে।

"আমার তো তাই মনে হচ্ছে।"

"পরীক্ষা ? কি অদ্ভুত ধারণা !"

"আইভিচ সব সময় ওকে বলছে আমি কিপটে।"

"কে বলেছে আপনাকে ?"

বিজয়ীর হাসিতে লোলা বলে, "কি করে জানলাম ভেবে অবাক হচ্ছেন তো ? ছোকরা আমার খুব ভক্ত। মনে করবেন না, কেউ আমাকে গালি দেবে আর সেটা আমার কানে আসবে না। আমি টের পাই, ওর মুখ দেখেই বুঝে ফেলি। অথবা ওই আমাকে নানান প্রশ্ন করে ভাসা ভাসা। তখনই টের পাই, কথা বেরোবে এক্ষুণি। পেটের ভিতর থেকে বের করতে হবে, উপায় নেই।"

"তারপর ?"

"দেখছে আর কি, সত্যিই আমি কিপটে কি না। পিকার্দের

ব্যাপারটা ও আবিষ্কার করেছে, না হয় অন্য কেউ এটা ওর মাথায় ঢুকিয়েছে।"

"কাজটা কে করেছে বলে আপনার মনে হয়?"

"তা জানি না। লোক তো আছে এমন অনেকেই, যারা মনে করে আমি বুড়ী বেশরম আর ও কচি খোকা। এখানে আমাদের একসঙ্গে দেখলে কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকায় দেখবেন।"

"ওরা ওকে কি বলে না বলে তার জন্য ও পরোয়া করে, এই আপনার ধারণা?"

"না, কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যারা মনে করেন ওর মনটাকে বিগড়ে দিয়ে ওর উপকার করছেন।"

ম্যাথু বলে, "দেখুন, টেবিলে, আসুন, দুজনেই সব তাশ উল্টিয়ে রাখি। আপনি যদি আমাকে মীন্ করে থাকেন, তাহলে সম্পূর্ণ ভুল করছেন।"

"আচ্ছা!" লোলার গলা শীতল। "সেটা অবশ্য খুবই সম্ভব।"

একটু নীরব থেকে পরে হঠাৎ আবার বলে, "আপনি ওর সঙ্গে এখানে এলেই এমন কাণ্ডকারখানা হয় কেন?"

"আমি কি জানি। সে তো আমার দোষ নয়। আজকে আমি আসতেই চাই নি ..আমার সন্দেহ হয় আমাদের দুজনকেই ও ভিন্ন ভিন্ন ধরনে ভালবাসে, আমাদের দুজনকে একত্রে দেখলেই মেজাজ টং হয়ে যায়।"

লোলা সামনের দিকে চোখ মেলে রাখল, বিষণ্ণ, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। তারপর বলল: "আমি এখন যা বলছি, ভাল করে শুনে রাখুন। ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে কাউকে আমি নিতে দেবো না। আমি নিশ্চয়ই ওর কোন ক্ষতি করছি না। ওর মন যখন আমার ওপর থেকে উঠে যাবে তখন ও যেতে পারে, এবং বোধ হয় সেটা শীগগির ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে, সে আমি হতে দেবো না।"

"আজকে রাতেই ও সব ফাঁস খুলবে," ম্যাথু ভাবল। ওটা অবশ্য মাদকের ক্রিয়া। তবে আরো কিছু আছে: লোলা ম্যাথুকে পছন্দ করে না, তার প্রতি প্রসন্ন নয়, তবু যে কথা ও তাকে বলেছে, সে কথা আর কাউকে তো ও বলতে পারতো না। পরস্পরের প্রতি প্রবল ঘৃণা আছে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে কেমন যেন একটা।

সে বলল, "আমি ওকে নিয়ে যাবো আপনার কাছ থেকে।"

মুখ অন্ধকার হয় লোলার, বলে, "জানতাম, আপনি তা করবেন।"

"কিন্তু ওরকম একটা চিন্তা আপনার করা ঠিক হয় নি। বোরিসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক, সে তো আমার কিছু নয়। আর তা হলেও, আমার মনে হয়, সেটাও অমন দোষের কিছু নয়।"

"আমার বিশ্বাস আপনি ওর প্রফেসর, সেইজন্য বোরিস আপনার অনুগত।"

ও থেমে গেল। ম্যাথুর এখন মনে হলো, ওকে বিশ্বাস করাতে পারে নি সে। মনে হলো সাবধানে শব্দ নির্বাচন করে কথা বলছে ও।

"আমি—আমি জানি আমি বুড়িয়ে গেছি," ও আবার বলল আহত গলায়। "সে কথা আপনার না বললেও চলতো। কিন্তু ওই জন্যই তো ওকে আমি সাহায্য করতে পারবো। আমি অনেক কিছু শেখাতে পারি ওকে।"

তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে আবার বলল, "তা ছাড়া, ওর সামনে আমি কি সত্যিই বেশি বুড়ী? ও আমাকে ভালবাসে, যেমন আমি বাসি ওকে। ওর মাথায় কেউ কিছু না ঢুকালে, আমাকে নিয়ে ও সুখী থাকে।"

ম্যাথু কিছু বলল না। লোলা আশ্বস্ত হতে পারল না, প্রচণ্ড আক্রোশে চীৎকার করে উঠল: "এটা নিশ্চয়ই জানেন, ও আমাকে ভালবাসে। ও নিশ্চয়ই বলেছে আপনাকে, বলে যখন সব কিছু আপনার কাছে।"

ম্যাথু বলে, "হয়তো ও আপনাকে ভালবাসে।"

"জীবনে আমি, অনেক প্রেম করেছি আপনাকে আমি নি'সঙ্কোচে বলতে পারি—ওই ছেলেটাই আমার জীবনের শেষ সুযোগ। এখন আপনার যা খুশি করেন।"

ম্যাথু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। সে নৃত্যরত আইভিচ ও বোরিসের দিকে তাকাল। এবং তখন খুব ইচ্ছে হলো লোলাকে বলে: "না। আমাদের মধ্যে আর কোন ঝগড়া নয়, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা দুজন একই পথের পথিক।" কিন্তু সেই সাদৃশ্যে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। লোলার প্রেমে, তার তীব্রতা সত্ত্বেও, আন্তরিকতা সত্ত্বেও, আছে ঘিনঘিনে কিছু একটা, আছে লোভের মতো কি যেন। আধফোঁটা ঠোঁটের ভিতর দিয়ে তার কথাগুলো বের হয়।

বলে, "ও কথা বলে দিতে হবে না, সেটা আপনি যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি।"

"আমি যেমন জানি—কি বলতে চান ?"

"আমরা দুজনেই একরকম।"

"তার মানে ?"

"আমাদের দিকে তাকান, আর ওদের দিকে তাকান।" সে বলল।

"আমরা এক রকম নই।" লোলা বলল, ঘৃণায় বিকৃত মুখ ওর।

ম্যাথু কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর চুপ মেরে গেল। এখনো দুজন দুদিকে। বোরিস আর আইভিচের দিকে দুজনেই তাকাল। বোরিস আইভিচ নাচছে, ওরা নিষ্ঠুর, কিন্তু সে বিষয়ে সচেতন নয় একেবারেই। অথবা হয়তো সামান্য একটু বুঝতে পারছে। ম্যাথু বসে আছে লোলার পাশে, ওরা নাচল না, ওদের যেন বয়স পেরিয়ে গেছে নাচবার। "লোকে ভাববে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা," সে ভাবল। শুনল লোলা বিড়বিড় করে বলছে: "শুধু যদি নিশ্চিত হতে পারতাম ওটা পিকার্দে'র জন্য।"

বোরিস আইভিচ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। লোলা অনিচ্ছায়

উঠে দাঁড়ায়। ম্যাথুর মনে হলো ও পড়ে যাবে। ও টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, লম্বা নিঃশ্বাস টানল।

বোরিসকে বলল, "এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।"

বোরিস অস্বস্তি বোধ করছে।

"এখানে বলতে পারো না?"

"না।"

"তাহলে একটু দাঁড়াও, বাজনা শুরু হোক, আমরা নাচব তখন।"

লোলা বলে, "না। আমি ক্লান্ত। এসো আমার কাপড়-পরার-রুমে। কিছু মনে করো না আইভিচ, ডার্লিং?"

আইভিচ অমায়িক, বলে, "নেশায় মাথা ঘুরছে আমার।"

লোলা বলে, "বেশি সময় নেবো না। একটু পরেই তো আবার গাইতে হবে আমার।"

লোলা যেতে থাকল, পেছনে বোরিস ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আইভিচ চেয়ারে ডুবে যায়।

বলে, "নেশায় ধরেছে আমার, ধরেছে ভাল করে। যখন নাচছিলাম তখন থেকেই ধরেছে।"

ম্যাথু কিছু বলল না।

"ওরা চলে গেল কেন?" আইভিচ প্রশ্ন করে।

"কি নিয়ে যেন নিরিবিলি কথা বলতে চায় একটু। আর লোলা তো এইমাত্র অষুদ গিলেছে। জানোই তো, প্রথম ডোজের পর দ্বিতীয় ডোজ না নেওয়া পর্যন্ত মেজাজ ঠিক হয় না।"

আইভিচ আপন ভাবনায় মগ্ন থেকে বলে, "আমার মন বলছে, আমারও এইসব অষুদ-টষুদ খাওয়া উচিত।"

"নিশ্চয়ই।"

"তাছাড়া আর কি?" বিতৃষ্ণায় মুখ বাঁকায় ও, "সারাজীবন যদি লাঅন-এ থাকতে হয়, কিছু একটা করতে হবে তো।"

ম্যাথু এ কথার কোন জবাব দেয় না।

ও বলে, "অ, বুঝেছি। মাতাল হয়েছি, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো।"

"মোটেই না।"

"হ্যাঁ, করেছো—তুমি আমাকে সহজ মনে গ্রহণ করছো না।"

"সে তো স্বাভাবিক। যাক গে, ততটা মাতাল তো তুমি হও নি।"

"আমি ভী-ষ-ণ মাতাল।" আইভিচ আহ্লাদিত মনে বলে।

ভীড় হালকা হচ্ছে। এখন সকাল তুটো বাজে। সাজঘরে ছোট একটা কামরা লাল ভেলভেটের সঙ্গে ঝুলে আছে, প্রাচীন রাংতায় বাঁধানো আয়না আছে একটা। লোলা অনুনয় করছে, শাসাচ্ছে: "বোরিস! বোরিস! বোরিস! তুমি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে।" এবং বোরিস নাক বরাবর নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, ভয়-ভয় গোয়াতু'মির ভাব। লাল দেয়ালের মাঝখানে তুলছে কালো পোশাক, আয়নায় পোশাকের কালো জৌলুস, সুন্দর শুভ্র হাত উপরে উঠানো সেকেলে ন্যাকামোর ঢঙে। লোলা তারপর পর্দা'র আড়ালে ঢুকে যাবে সুড়ুৎ করে, মাথা পেছন দিকে হেলানো, যেন নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করতে চেষ্টা করছে, তুইটিপ সাদা পাউডার নেবে নাকে টেনে।

ম্যাথুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুছবার সাহস নেই। আইভিচের সামনে ঘামতে লজ্জা পাচ্ছে। বিশ্রাম না করে একটানা নেচেছে ও, এখনো ফ্যাকাশে মুখ, ঘামছে না। ওইদিন সকালে ও বলেছিল: "এমন ভিজা হাত তুচোখে দেখতে পারি না।" হাত তুটো নিয়ে কি যে করবে সে ভেবে পেল না। তুর্বল লাগল, মন যেন অন্য কোথাও, কিছু করবার কোন প্রবৃত্তি হচ্ছে না, মন শূন্য। একটু পর পর মনে মনে বলছে সে, সূর্য উঠবে খুব শীগগির, আরো চেষ্টা-ফেষ্টা করা দরকার, টেলিফোন করা দরকার মার্সে'লকে, সারাকে, নতুন আরেকটা দিনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সবখানে সমস্তটা তাকে বাঁচতে হবে—এবং এটাই সে তার বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে ধারণ করতে পারছে না। তার

একান্ত বাসনা এই টেবিলেই থাকবে সে অনির্দিষ্ট কালের জন্য, এই কৃত্রিম আলোর নিচে, আইভিচের পাশে।

"ভীষণ ভালো লাগছে আমার।" আইভিচ জড়িত গলায় বলে।

ম্যাথু তাকাল ওর দিকে : ও এখন অনায়াস আনন্দের উচ্চমার্গে আছে, যেখানে তিল তাল হতে পারে।

আইভিচ বলে, "হোকগে পরীক্ষায় যা খুশি, আমি একটুও পরোয়া করি না। ফেল করব, সে ও ভি আচ্ছা। আজ সন্ধ্যায় আমি আমার কুমারী জীবনকে কবর দেবো।"

ও হাসল এবং চরম পুলকে বলল, "কেমন হীরের মতো জ্বলছে।"

"কি জ্বলছে ?"

"এই মুহূর্তটি। বেশ গোল, ফাঁকা শূন্যে ঝুলছে ছোট্ট হীরের মতো। আমি শাশ্বত।"

বাঁটে ধরে বোরিসের চাকুটা তুলে নিল, টেবিলের কোণে ছুরির ভোঁতা প্রান্ত লাগিয়ে রাখল, ওটাকে বাঁকিয়ে মজা করল।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "ওই মেয়েলোকটার কি হয়েছে ?"

"কে।"

"পাশের টেবিলের কালো-জামা জন্তুটি। আসার পর থেকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।"

ম্যাথু মাথা ঘুরিয়ে দেখে : কালো কাপড় পরা মহিলা চোখের আড়ে আইভিচকে দেখছে।

আইভিচ বলে, "কি, ঠিক না ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

আইভিচের চিমসে-যাওয়া ছোট্ট মুখের দিকে তাকাল সে, মুখটা এখন ভারী, ওর কুটিল ইতস্তত: সঞ্চর চোখ এবং সে ভাবল : "চুপ করে থাকলেই ভাল হতো।" কালো জামার মহিলা টের পেয়েছে ওকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে : ও এখন সম্রাজ্ঞীর ভাব করল, ওর স্বামী জেগে উঠেছে, আইভিচের দিকে তার স্থির দৃষ্টি। "কি যে একঘেয়ে যত্ত

সব।" ম্যাথু ভাবল। আলস্যতা পেয়ে বসল তাকে, ভাবটা, যেন কিছুই হয় নি। তার একমাত্র বাসনা গোলমাল পরিহার করা।

আইভিচ ছুরিটাকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে, "ওই মেয়েমানুষটা আমাকে ঘৃণা করে, কেননা ও ভদ্রমহিলা। আর আমি ভদ্রমহিলা নই, আমি স্ফূর্তি করি, মাতাল হই, পরীক্ষায় ফেল মারতে যাচ্ছি। বড় মানুষীকে ঘৃণা করি আমি।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে ও।

"চুপ কর আইভিচ।"

আইভিচ জমাট বরফের চোখ স্থির করে ধরে রাখল তার মুখে।

"আমাকে বলছিলে কথাটা, মনে হচ্ছে? সত্যি, তুমিও ভদ্দর-লোক। ভয় নেই, লাঅন-এ বাপ মার সাথে দশ বছর কাটালে আমিও ভদ্দর হবো, তোমার চাইতে একটু বেশিই হবো।"

চেয়ারে বসল গুটিশুটি, টেবিলে ছুরিটা বাঁকাচ্ছে।

বিশ্রী নীরবতা নামল ওখানে। পাশের টেবিলের মহিলা স্বামীর দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, "ওই ছুকরির মতো এমন ব্যবহার কেউ কি করে করতে পারে, বুঝতে পারছি না।"

স্বামীটি ভয়ে ভয়ে ম্যাথুর কাঁধের দিকে তাকাল। বলল, "হুম!"

মহিলাটি ওখানে কথাটাকে শেষ হতে দিলেন না, বললেন, "সব দোষ অবশ্য ওর নয়, ওকে যারা এনেছে, দোষ তাদের।"

"একটা গোলমাল পেকে উঠছে," ম্যাথু ভাবল। আইভিচ কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছে, কিন্তু ও বসে রইল চুপচাপ, গম্ভীর, শান্ত। একটু যেন বেশি গম্ভীর: ও যেন কিছু একটা খুঁজছে, মাথা উঠাল, ওর মুখে তখন অদ্ভুত এক বন্য, আনন্দ বিহ্বল ভাব।

"কি হলো তোমার?" ম্যাথু জিজ্ঞেস করল, ওর ব্যাপার-স্যাপার ভালো লাগছে না।

আইভিচের মুখ থেকে সব রক্ত শুষে নিয়েছে কে যেন। বলল, "কিছু না। আমি—আমি একটা অভদ্র কাজ করব, ম্যাডামকে তুষ্ট

করার জন্য। রক্ত দেখলে ভদ্রমহিলা কি করেন দেখতে ভারী ইচ্ছে করছে আমার।"

আইভিচের প্রতিবেশী অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল, চোখ বন্ধ করল তারপর। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাথু চট করে একবার আইভিচের হাত দেখে নিল। আইভিচ ছুরিটা ডান হাতে ধরে বাঁ হাতের তালুর ওপর লম্বা এক টান মারল। বুড়ো আঙুলের ডগা থেকে, কনিষ্ঠার গোড়া পর্যন্ত মাংস দ্বিখণ্ডিত হলো, হা করে রইল খোলা মাংস, ওখান থেকে রক্ত ঝরছে আস্তে আস্তে।

চীৎকার করে ওঠে ম্যাথু, "আইভিচ! এ কি করলে তোমার হাতটাকে!"

আইভিচ দুর্বোধ্য হাসি হাসল। জিজ্ঞেস করল, "উনি কি মূর্চ্ছা যাবেন?" টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আইভিচের হাত ধরতে আইভিচ ছুরিটা দিয়ে দেয় তার হাতে। ম্যাথু স্তম্ভিত, হতভম্ব। আইভিচের ছোট ছোট আঙুল রক্তে ভিজে গেছে। ভাবল, নিশ্চয়ই খুব জ্বালা করছে।

সে বলল, "তুমি একটা পাগল। এসো আমার সঙ্গে গোসলখানায়, বেয়ারা হাত ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

"হাত ব্যাণ্ডেজ করে দেবে?" আইভিচ তেতো হাসি হেসে বলে। "কি বলছো বুঝতে পারছো তুমি?

"এসো, দেরী করো না আইভিচ, প্লীজ।"

আইভিচ উঠল না, বলল, "খুব সুন্দর অনুভূতি একটা। হাতটাকে মনে হয়েছিল এক ফালি মাখনের মতো।"

নাকের একেবারে কাছে হাতটা এনে চোখ দিয়ে ওটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আইভিচ। সারাটা হাতে রক্ত ঝরছে, যেন পিঁপড়ের ঝাঁকে ঘুরছে পিঁপড়েরা।

বলল, "আমার রক্ত। আমার রক্ত দেখতে আমার ভাল লাগে।"

"যথেষ্ট হয়েছে, আর না।"

আইভিচের কাঁধে শক্ত করে ধরল সে, এক ঝাপটায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আইভিচ। বড় একফোঁটা রক্ত টেবিলক্লথে পড়ল। ম্যাথুর দিকে তাকাল আইভিচ, চোখে চকচক করছে ঘৃণা।

বলল, "আবার আমাকে স্পর্শ করার আস্পর্দ্ধা হলো তোমার!"

উদ্দাম হাসিতে আরো বলল: "আমারই অনুমান করা উচিত ছিল, এটা তোমার জন্য বেশি হয়ে যাবে। একজন নিজের রক্ত দেখে আনন্দ পাচ্ছে, এতে তুমি আঘাত পেয়েছো।"

ম্যাথুর মনে হলো, রাগে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে সে। চেয়ারে বসে পড়ল সে, বাঁ হাত রাখল টেবিলে, বলল কোমল করে, "বেশি হয়ে যাবে আমার জন্য? নিশ্চয়ই নয় আইভিচ, বরং দারুণ চমৎকার লাগছে। এটা অভিজাত মহিলার খেলা বোধ হয়।"

ম্যাথু ছুরিটা একটানে তার হাতের তালুর ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, এবং প্রায় কোন কিছুই বোধ করল না। যে হাতে ছুরিটা মেরেছিল, সে হাত সরিয়ে নিল, কিন্তু ছুরি অন্য হাতের তালুতে রইল বিদ্ধ হয়ে, বাঁট উপরের দিকে শূন্যে সোজা।

আর্তনাদ করে ওঠে আইভিচ, "ইসস্স্! খুলে ফেলো, এক্ষুণি খোল ওটা!"

"দেখলে তো, সবাই এটা করতে পারে।" ম্যাথু দাঁতে দাঁত চেপে বলে।

একটা উদার কৃতিত্বের অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে, একটু ভয় লাগল, বুঝি অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু বেয়াড়া রকমের একটা আনন্দ, দুষ্টু একটা স্কুলের ছাত্রের শয়তানিবুদ্ধি পেয়ে বসল তাকে। শুধু আইভিচকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই হাতের ভিতর ছুরি বসায় নি, এটা যেন জ্যাকের প্রতি, দানিয়েলের প্রতি, ক্রনের প্রতি এবং তার সমগ্র জীবনের প্রতি তার চ্যালেঞ্জ। "আমি ভয়ানক বোকা," সে ভাবল। "ক্রনের কথা ঠিক, আমি একজন বয়স্ক বালক।" কিন্তু আবার খুশিও হতে হলো তার। আইভিচ ম্যাথুর হাতের দিকে তাকাল,

টেবিলের ওপর হাতে ছুরির পেরেক-মারা. ছুরির চারপাশে রক্ত জমছে। তারপর ও ম্যাথুর মুখের দিকে তাকাল, মুখভাব এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত।

"ওটা করলে কেন?" কোমল করে বলল ও।

"তুমি করলে কেন?" ম্যাথু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করে।

বাঁ দিকে প্রতিক্রিয়ার গুঞ্জন শোনা গেল : জনমত। গ্রাহ্য করল না ম্যাথু, সে আইভিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

"ইস্‌স্‌! আমি—আমি দুঃখিত।" আইভিচ বলে।

গুঞ্জন বাড়তে লাগল, কুত্তার মতো খেঁ-খেঁ করে উঠলেন মহিলা : "বদ্ধ মাতাল, একটা অঘটন না করে ছাড়বে না ওরা। ওদের থামান! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

কয়েকটা মুখ ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল ওদের দিকে, ব্যস্ত সমস্ত ওয়েটার এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

"ম্যাডাম কিছু বলছিলেন?"

কালো বস্ত্রের মহিলা মুখে রুমাল চাপা দিলেন, নীরবে আঙ্গুলের ইশারায় ম্যাথু আর আইভিচকে দেখিয়ে দিলেন, কোন শব্দ উচ্চারণ করলেন না, একটানে ম্যাথু হাত থেকে ছুরিটা বের করে আনে, ভীষণ লাগল হাতে।

"এই ছুরি দিয়ে আমরা কেটেছি।"

ওয়েটার এমন ঘটনা বহু দেখেছে আগে। বেশ শান্ত গলায় বলল, "আপনারা যদি স্যার, ম্যাডাম, গোসলখানায় আসেন, ওখানে আমাদের লোক আছে, সব কিছু মওজুদ আছে।"

এবার বিনা প্রতিবাদে আইভিচ উঠল। ওয়েটারের পেছনে পেছনে ওরা একহাত শূন্যে উত্তোলন করে নাচের হল পার হলো। হাসিতে ফেটে পড়ল ম্যাথু, এমন সঙের মতো লাগছে। আইভিচ উদ্বিগ্ন চোখে তাকে দেখল এবং তারপর ও-ও হাসতে লাগল। এতো জোরে হাসল ও, হাতটা নড়ে উঠল। এবং দুই ফোঁটা রক্ত মেজেয় পড়ল।

"এর নাম আনন্দ।" আইভিচ বলল।

ক্লোকরুমের মেয়েটা বলে উঠল, "আহা আহা! অমন সুন্দর মানুষটা, এ কি করলেন! উনিই বা কেন এই কাজ করলেন গো!"

"ছুরি নিয়ে খেলছিলাম আমরা।" আইভিচ বলে।

"ওমা! তাই খেলতে আছে নাকি, কই আমি তো কোনদিন—।" ক্লোকরুমের মেয়েটা ভৎস'না করে। "একসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। ছুরিটা আপনাদের ছিল?"

"না।"

"আমিও তাই ভেবেছি,···ইস, কাটাটা অনেক গভীর দেখছি।" আইভিচের হাত দেখে নিয়ে বলল ও। "ভেবো না, আমি ঠিক করে দিচ্ছি এক্ষুণি।"

একটা আলমারী খুলতে ওর অৰ্দ্ধেকটা শরীর তার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ম্যাথু আইভিচ দুজনে দুজনের চোখে চোখ রেখে হাসল। আইভিচ এখন স্বাভাবিক, আত্মস্থ।

ম্যাথুকে ও বলে, "ওটা না করলে বিশ্বাসই করতাম না তুমি ওটা করতে পারো।"

ম্যাথু বলে, "তাহলে বুঝতে পারছো কিছুই অবিশ্বাস্য নয়।"

"এখন ব্যথা লাগছে।" আইভিচ বলে।

"আমারও।" ম্যাথু বলে।

তার খুব আনন্দ লাগল। দুটো ধূসর হলুদ রঙের এনামেল-করা দরজায় সোনালী অক্ষরে 'পুরুষ' এবং 'মহিলা' লেখা। লেখাগুলো পড়ল। সাদা টালির দেয়ালে তাকাল, বীজানু নাশকের মসলার মতো গন্ধে নিঃশ্বাস নিল, ওর বুক ফুলে উঠল।

"বাথরুমের মহিলার চাকরিটা বোধ হয় খারাপ নয়।" সে খোশ-মেজাজে বলল

আইভিচ সায় দেয়, বলে, 'তাই'। ও ম্যাথুর দিকে তাকাচ্ছে, দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর সস্নেহ ভাব। এক মুহূর্ত যেন দ্বিধা করল ও, তারপর হঠাৎ ওর কাটা হাতের তালু ম্যাথুর কাটা হাতের তালুতে চেপে ধরল,

চপাচপ করে চটচটে শব্দ হলো একটা।

ব্যাখ্যা করে ও, "একেই বলে রক্তের সংমিশ্রণ।"

ম্যাথ্যু কিছু না বলে হাতের তালুতে চাপ দেয়, একটা কনকনে ব্যথা অনুভব করে তাতে। ওর মনে হলো হাতের ভেতরে একটা মুখ হা করছে।

"আমার লাগছে।" আইভিচ বলে।

"জানি।"

আলমারীর ভেতর থেকে বাথরুম-মহিলা বের হয়ে এল। ওর মুখ লজ্জা-লাল। টিনের একটা বাক্সো খুলল ও।

"এই যে হয়ে গেছে।" ও বলল।

ম্যাথ্যু দেখল, টিংচার আয়োডিনের বোতল একটা, কয়েকটা সূচ, কাঁচি, প্যাঁচানো ব্যাণ্ডেজের দলা।

সে বলল, "সব কিছু আছে দেখি আপনাদের।"

গম্ভীর ভাবে মাথা দোলাল মহিলা।

"সত্যি বলতে কি, কোন কোন দিন আমার এতো ভীষণ কাজ পড়ে যায়। দুইদিন আগে হয়েছে কি, এক ভদ্রমহিলা আমাদের একজন খুব শাসালো খদ্দেরের মাথায় গ্লাস ছুড়ে মারল। উঃ, যা রক্ত গেল না ভদ্রলোকের! ওর চোখ দেখে তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম। এতো বিরাট একটা গ্লাসের টুকরা বের করলাম ভুরুর ভিতর থেকে।"

"ইস্ মাগো।" ম্যাথ্যু বলে।

বাথ-রুম মহিলা আইভিচের হাত নিয়ে পড়েছে।

"সবুর, লক্ষ্মীসোনা, একটু কামড় দেবে, আয়োডিন তো, ব্যস, ব্যস, হয়ে গেল।"

নীচু গলায় আইভিচ জিজ্ঞেস করে, "তুমি—তুমি সত্যি করে বলো দিকিন, আমি কি বেকুবের মতো ব্যবহার করেছি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি জানতে চাই, যখন লোলার সঙ্গে নাচছিলাম, তুমি কি ভাবছিলে?"

"এই একটু আগে?"

"হ্যাঁ, ওই যখন বোরিস স্বর্ণকেশীকে নাচবার আমন্ত্রণ জানাল। ওই কোণের টেবিলে তখন তুমি একা।"

ম্যাথু বলে, "বোধ হয় নিজের কথা ভাবছিলাম।"

"তোমাকে আমি তখন দেখছিলাম। তোমাকে—সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। সব সময় যদি ওরকম হতে দেখতে।"

"কেউ তো সব সময় নিজের কথা ভাবতে পারে না।"

আইভিচ হাসল। "আমার তো মনে হয়, আমি সব সময় কেবল আমারই কথা ভাবছি।"

"এইবার আপনার হাত, স্যার!" বাথরুম-মহিলা বলে "সোজা করুন হাতটা। একটু কামড় দেবে। এই হয়ে গেল—ব্যস।"

একটা তীব্র তীব্র জ্বালার দংশন বোধ করল ম্যাথু, কিন্তু গ্রাহ্যে আনল না। আইভিচ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, চুলের গোছা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে ধরে কেমন বেখাপ্পাভাবে চুল ঠিক করছে। তারপর একসময়, চুল এক ঝটকায় ঘাড়ের দিকে ফেলে দিল, তাতে সবটা মুখ আত্মপ্রকাশ করল। একটা তীক্ষ্ণ বেপরোয়া কামনা, তার বুকের ভেতরে দানা বাঁধছে যেন।

"তুমি কিন্তু সুন্দর।" সে বলল।

আইভিচ হাসে, বলে, "না, আমি সুন্দর নই। বরং, আমি ভীষণ সাদাসিধে। এ আমার গোপন চেহারা।"

"আমি বোধ হয় এই চেহারাটি বেশি ভালবাসি।" ম্যাথু বলল।

"কাল থেকে তাহলে এমনি করেই বাঁধব চুল।" ও বলে।

কি বলবে খুঁজে পেলো না ম্যাথু। মাথা নাড়ল, কিছু বলল না।

"ব্যস, হয়ে গেছে।" বাথরুম-মহিলা বলল।

ম্যাথু দেখল ধূসর গোঁফ ওর ঠোঁটে।

"অশেষ ধন্যবাদ ম্যাডাম—আপনি একদম নার্সের মতো স্মার্ট।"

বাথরুমের মহিলা খুব খুশি, গাল লাল হলো খুশির ঠেলায়।

"ও কিছু না, এটাই আমার কাজ। আমাদের চাকরিতে কত কি যে জানতে লাগে।" ও বলল।

একটা প্লেটে ম্যাথু দশটা ফ্রাঙ্ক রাখল। তারপর বের হয়ে এল।

পরস্পরের পট্টি-বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে দুজনেই খুশি হয়ে উঠল।

আইভিচ বলে, "লাগছে যেন আমার হাতটা কাঠের তৈরী।"

হলঘর এখন প্রায় জনশূন্য। নাচমঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লোলা, এক্ষুণি শুরু করবে গাওয়া। বোরিস টেবিলে বসে, ওদের অপেক্ষায়। কৃষ্ণ বসনা মহিলা এবং তার স্বামী নেই ওখানে। ওদের টেবিলে দুটো গ্লাস অর্ধশূন্য, খোলা বাক্সে ডজনখানেক সিগ্রেট।

ম্যাথু বলে, "খুব হল্লা হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, তাই," আইভিচ বলে।

শ্লেষের সঙ্গে তাকায় বোরিস ওদের দিকে।

বলল, "খুব তো কাণ্ড করলে দুজনে।"

আইভিচ রাগ দেখায়, তোমার বদমাশ ছুরির কাণ্ড।"

"যে ছুরির কথা বললে, ওটায় বেশ ধার আছে মনে হচ্ছে।" ওদের হাতের দিকে আহ্লাদিত দৃষ্টি হেনে বলল ও।

ম্যাথু জিজ্ঞেস করে, "লোলার খবর কি?"

বোরিস নিভে গেল মনে হলো, "যতটুকু খারাপ হওয়া দরকার, তাই। আমি ধরা পড়ে গেছি।"

"কি করে?"

"বললাম, পিকার্দ আমার ঘরে এসেছিল, ওখানে কথা হয়েছে। প্রথমবারে যেন অন্য কিছু বলেছিলাম—ঈশ্বর জানেন কি বলেছিলাম তখন।"

"বলেছিলে, সেণ্ট মিচেলে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে।"

"আরে, তাই তো!" বোরিস বলে।

"খুব ক্ষেপে গেছে, মনে হয়।"

"শুধু ক্ষেপেছে,—একেবারে মাদী শূওরের মতো! একবার দেখলেই টের পাবে।"

ম্যাথু লোলার দিকে তাকাল। ওর মুখ বিক্ষুব্ধ, বিকৃত।

"আমি দুঃখিত।" ম্যাথু বলে।

"দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই : দোষ আমার। তাছাড়া সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিয়ো। কি করে কি করতে হয় সব আমার জানা আছে। শেষ পর্যন্ত সব পথে এসে যায়।"

চুপচাপ। আইভিচ সস্নেহে ওর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে তাকায়। ঘুম, ঠাণ্ডা বাতাস এবং ধূসর প্রভাত কখন নিঃশব্দে এসে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ফেলল, ভোরের গন্ধ নিয়ে।

ম্যাথু ভাবল, "হীরে, ও বলেছিল, 'ছোট্ট একটুকরো হীরে'।"

সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত, নিজের কথা ভাবল না আর, মনে হলো তার, সে বসে আছে বাইরের কোন বেঞ্চে : বাইরে, নাচের হলের বাইরে, তার জীবনের বাইরে। সে হাসল। এবং ও আরো বলছিল : "আমি শাশ্বত...।"

গাইতে শুরু করল লোলা।

বারো

"দোম, বেলা দশটায়।" ম্যাথু জাগল। বিছানার উপর স্বচ্ছশুভ্র তেনার টিবিটা তার বাঁ হাত বটে। যন্ত্রণা হচ্ছে ওখানে, শরীর কিন্তু বেশ চাঙ্গা। দোম, দশটায়। ও বলেছিল: "তোমার আগেই ওখানে আমি হাজির হবো গিয়ে, দুচোখের পাতা এক করতে পারবো না সারা রাত।" এখন নয়টা। লাফিয়ে ওঠে বিছানা থেকে। "চুল অন্যরকম করে বেঁধেছে বোধ হয় আজ" ভাবল সে।

জানালা খুলে দেয়: রাস্তা নির্জন, ধূসর আকাশ নিচে নেমে এসেছে, গত কালকের চেয়ে আজকে ঠাণ্ডা একটু বেশি যেন—অদ্ভুত বর্ণাঢ্য সকাল। বেসিনের টেপ খুলে, তার নিচে মাথা রাখে: "আমিও তো ভোরের মানুষ।" জীবন পড়ে আছে পায়ের কাছে, একটা পিণ্ডের মতো, তাকে গ্রাস করে রেখেছে এখনো, ফাঁস লাগিয়েছে পায়ের ঘণ্টিতে, ওকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে, ওটা পড়ে থাকবে মৃত চামড়ার মতো। বিছানা, টেবিল, বাতি, সবুজ হাতল-চেয়ার, ওরা তার সহযোগী নয়, ওরা অজ্ঞাতনাম কাঁঠের লোহার বস্তু তৈজস কেবল, সে হোটেলের কোন কক্ষে কাটিয়েছে রাত। কাপড় জামা গলিয়ে শিস দিতে দিতে নামল নিচে।

কেয়ারটেকার মেয়েটা বলল, "এক্সপ্রেস চিঠি আছে আপনার।"

মার্সেল! ম্যাথুর মুখের স্বাদ তেতো হয়ে গেলো: মার্সেলকে ভুলে গিয়েছিল সে। কেয়ারটেকার মেয়েটা হলুদ একটা খাম তার হাতে দেয়: দানিয়েলের চিঠি।

দানিয়েল লিখেছে, "প্রিয় ম্যাথু, অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু

টাকাটা যোগাড় করতে পারলাম না। বিশ্বাস করো, ভীষণ দুঃখিত আমি। কালকে বারোটায় আসতে পারবে একবার ? তোমার ব্যাপারে একটু কথা বলব। তোমার একান্ত।"

"ভাল," ম্যাথ্ ভাবল। "আমি যাব : নিজের গাঁটে হাত দেবে না, তবে বুদ্ধি কিছু একটা দেবে মনে হয়।" জীবনকে বড় সহজ মনে হলো তার, সহজ তাকে করতেই হবে। সারা ডাক্তারকে কয়েক দিন ঠেকাতে পারবে, দরকার হলে টাকাটা আমেরিকায় ওর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে'খন।

আইভিচ বসে আছে অন্ধকার কোণে। সবার আগে চোখ পড়ল হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে।

ফিস ফিস করে বলে, "আইভিচ।"

চোখ তুলল ও, সেই ছলনাময় ত্রিকোণ চেহারা, আবছা কুটিল পবিত্রতার গন্ধ, গাল চুলের অলকে প্রায়-ঢাকা, চুল তো কই, সরিয়ে বাঁধে নি।

মুখ কালো করে ম্যাথ্ জিজ্ঞেস করে, "রাতে ঘুম হয়েছিল ?"

"খুব কম।"

সে বসে। ও লক্ষ্য করল ম্যাথ্ ওদের দুজনের ব্যাণ্ডেজ-করা হাতের দিকে তাকাচ্ছে। ওর হাত আস্তে আস্তে উঠিয়ে নিয়ে রাখল টেবিলের নিচে। ওয়েটার এল, ম্যাথ্‌কে চেনে সে।

বলল, "ভাল আছেন, স্যার ?"

ম্যাথ্ বলল, "খুব ভালো। চা দাও, আর দুটো আপেল।"

নীরবতা। সেই সুযোগে ম্যাথ্ গতরাতের সমস্ত স্মৃতির কবর দিল সেই নীরবতায়। যখন দেখল হৃদয় তার শূন্য হয়েছে, তখন তাকাল মুখ তুলে।

"মনটা খারাপ মনে হয়। পরীক্ষার জন্য নাকি ?"

জবাবে তাচ্ছিল্যে মুখ ভ্যাংচাল আইভিচ। ম্যাথ্ আর বলল না, ওই সব খালি আসনের দিকে তাকিয়ে রইল। হাঁটু গেড়ে একটা

মেয়েছেলে মেজে নিকোচ্ছে। দোম এখনো জাগে নি ভাল করে। আরো পনেরো ঘণ্টার আগে ঘুমের সম্ভাবনা নেই! আইভিচ নিচু গলায় কথা বলছে, চোখেমুখে ক্লান্তির চাপ।

ও বলল, "দুটোর সময়। এইমাত্র নয়টা বাজার ঘণ্টা পড়ল। আমার ভেতরে ঘণ্টাগুলো কেমন গলে যাচ্ছে, টের পাচ্ছি।"

আবার চুলের গোছা টানা শুরু করল ও, চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত কি করে টিকবে ও? ও বলল, "তোমার কি মনে হয়, কোন বড় দোকান-টোকানে সেল্স-গার্লের একটা চাকরি পাবো না?"

"এটা তুমি এমনি বলছো। সে বড়ো মারাত্মক জীবন।"

"অথবা কাপড়ের দোকানে সেজে বসে থাকার চাকরি?"

"তুমি একটু খাটো এই যা · তবু চেষ্টা করলে..."

"লাঅন-এ আমি যাবো না, তার জন্য যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত আমি। বাসন-মাজার কাজ সেও ভি আচ্ছা।"

তারপর উৎসুক বুড়ো মানুষের মুখ করে বলে, "ও রকম্ চাকরির বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বুঝি দেয় না কেউ?"

"দেখো আইভিচ, এখনো ফেরবার সময় আছে। হাজার হোক, ফেল তো এখনো করো নি।"

আইভিচ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঘাড় ঝাঁকায়, ভাবটা সে জানা আছে। ম্যাথু তক্ষুণি বলে উঠে আবার," আর তা করলেই বা, তাতেই তো সব কিছু শেষ হয়ে যাবে না। ধরো, মাস দুয়েকের জন্য বাড়ি গেলে। এর মধ্যে আমি একটা না একটা কিছু উপায় বের করতে পারবো।"

বলল সরল বিশ্বাসে, কিন্তু ভরসা পেল না: চাকরি একটা নিয়ে দিলই বা, কিন্তু সে তো চলে যাবে মাস পেরোতে না পেরোতেই।

আইভিচ রেগে যায়, "দুই মাস লাঅন-এ, কথা আর পাও না। কি যে বলো, তার মাথা মুণ্ড নেই। সে—সে অসহ্য।"

"কলেজ বন্ধ থাকলে তো ওখানেই ছুটিটা কাটাতে।"

"তা কাটাতাম, কিন্তু এখন যদি যাই, অভ্যর্থনাটা ওরা আমাকে কি রকম জানাবে তোমার মনে হয় ?"

ও চুপ করল। ওর দিকে তাকাল সে, মুখে কথা নেই কোন: নিত্যকার মতো হলুদ-সাদা ভোরের মুখ ওর, ওর সমস্ত ভোরের মুখ। রাত্রি যেন ভেসে গেছে ওর ওপর দিয়ে। "ওর ওপর কোন কিছু দাগ কাটে না," সে ভাবল। না বলে পারল না: "কই, চুল তো উঠ... না ওপরে ?"

"দেখতেই পাচ্ছো।" আইভিচের কাটা-কাটা জবাব।

"কাল সন্ধ্যায় বলেছিলে চুল পেছনে সরিয়ে বাঁধবে।" ম্যাথু একটু বিরক্ত হয়।

"তখন আমি মাতাল ছিলাম।" ও বলল। তারপর আবার যোগ করল, বেশ জোরের সঙ্গে, যেন নিজের কথাটিই বড়ো করে দেখাতে চেষ্টা করছে: "আমি সম্পূর্ণ মাতাল ছিলাম।"

"যখন বলেছিলে তখন কিন্তু তত মাতাল হও নি।"

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ওর, "বেশ ঠিক আছে। তো কি ? কথা অমন সবাই দেয়।"

ম্যাথু প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না। তার মনে হলো একটার পর একটা অসংখ্য প্রশ্ন মাথার মধ্যে কিলবিল করছে: সন্ধ্যার আগে কেমন করে পাবে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ? আইভিচকে প্যারিসে কি করে আনবে সামনের বছর ? মার্সেলের ওপর এখন কি দৃষ্টিভঙ্গী হবে তার ? মনকে ঠাণ্ডা করার, নিরস্ত করার সময় নেই, গতকাল থেকে যে সব প্রশ্নে তৈরী হচ্ছে ভাবনা-চিন্তা, তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার সময় নেই। প্রশ্নগুলো: আমি কে ? আমার জীবন নিয়ে কি করেছি আমি ? এই সব সদ্য-জাগ্রত উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলার জন্য মাথাটা একটু নাড়তেই দেখল, দূরে বোরিসের দীর্ঘ দ্বিধাগ্রস্ত সিল্যুয়েট, বাইরে ও যেন তাদেরই খুঁজছে।

"বোরিস।" সে উত্যক্ত। এবং হঠাৎ একটা অপ্রিয় সন্দেহের

তাড়নায় জিজ্ঞেস করল, "ওকে কি আসতে বলে দিয়েছিলে তুমি?"

"না তো।" আইভিচ অত্যন্ত বিস্মিত।

"বারোটার সময় ওর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো আমার, কারণ—কারণ লোলার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছিল ও। দেখো, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো।"

বোরিস ওদের দেখেছে। ওদের দিকে আসছে। চোখ বড়ো বড়ো করে একাগ্রে দেখছে। মুখ শুকনো। ও হাসল।

"এই যে!" ম্যাথু বলে।

কপালের কাছে দুই আঙুল তুলল, এটা ওর আদাবের কায়দা, কিন্তু আদাবের ভাব-ভঙ্গি আনতে পারল না চেহারায়। টেবিলের ওপর দুই হাত স্থাপন করে পায়ের পাতায় ভর করে এদিক-ওদিক দুলতে লাগল। কোন কথা বলল না। এখনো হাসছে।

"কি ব্যাপার? ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মতো ভাব করছে যে বড়?" আইভিচ জিজ্ঞেস করল।

"লোলা নেই।" বোরিস বলল।

ও আহাম্মকের মতো শূন্যে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ ম্যাথু স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর আঘাতের চমক ফিরে এল আস্তে আস্তে ওর মধ্যে।

"কি সব যা-তা বলছো—?"

সে বোরিসের মুখের দিকে তাকাল: ওকে সেই মুহূর্তে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করল না। সজোরে হাত চেপে ধরে ওকে আইভিচের পাশে বসিয়ে দিল। যন্ত্রের মতো বোরিস আবার বলল: "লোলা মরে গেছে।"

আইভিচ চোখ বড়ো করে ভাইয়ের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে ওর কাছ থেকে সরে এল, যেন ওর কাছাকাছি থাকতে ভয় পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল: "আত্মহত্যা করেছে নাকি?"

বোরিস উত্তর দিল না, হাত কাঁপছে ওর।

আইভিচের ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা বাড়ছে, আবার বলে, "বলো, বলো, ও কি আত্মহত্যা করেছে? ও কি আত্মহত্যা করেছে?"

কেমন ভড়কে গিয়ে বোরিসের হাসি যেন প্রসারিত হলো, ঠোঁট কেঁপে উঠল। আইভিচের দৃষ্টি ওর মুখে স্থির, চুল টানছে ও। ম্যাথুর বিরক্তি বাড়ল, "ও কিছুই বোধ করতে পারে না।"

সে বলে, "ঠিক আছে। পরে বললেই হবে। এখন তুমি কথা বলো না।"

বোরিস হেসে উঠল, হাসতে লাগল: "যদি তুমি—যদি তুমি—"

নিঃশব্দে সজোরে ওর গালে এক চড় কষল ম্যাথু। হাসি বন্ধ হলো বোরিসের, ম্যাথুর মুখের দিকে তাকাল, কি যেন বলল বিড়বিড় করে, তারপর নিরস্ত হলো, চুপ করল। মুখ হা হয়েই আছে, এখনো ভড়কানো ভাব। তিনজনেই চুপ, ওদের মধ্যে আছে যেন মৃত্যুর উপস্থিতি, অজ্ঞাতনাম পবিত্র মৃত্যু। কোন ঘটনা নয় সে, সর্বগ্রাসী সফেন কোন পদার্থ যেন, সেই ফেনিলতা ভেদ করে ম্যাথু তার চায়ের কাপ দেখল, দেখল মার্বেলের টেবিল, আইভিচের নাজুক কুটিল মুখ।

"আপনাকে কি দেবো, স্যার?" ওয়েটার জিজ্ঞেস করে। ও টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপের ভ্রূকুটিতে দেখছে বোরিসকে।

"একটা কনিয়াক, জলদী।" তারপর এমনি বাতকে বাত যোগ করল, "আমার বন্ধু, একটু তাড়া আছে ওর।"

ওয়েটার চলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বোতল আর গ্লাস নিয়ে এল। শরীরটা খুব অবশ লাগছে ম্যাথুর, সে আর পারছে না, গতরাতের শ্রান্তির ধকল শুরু হলো।

বোরিসকে বলল, "ওটা খেয়ে নাও।"

সুবোধ ছেলের মতো বোরিস খেলো। গ্লাসটা রেখে যেন স্বগত বলল: "কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেল।"

আইভিচ ওর কাছে গিয়ে বলল, "বোরিস। বোরিস।"

ও সস্নেহে হাসল, ওর চুলে হাত দিল, মাথাটা নেড়ে দিল চুল টেনে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বোরিস, "তোমাকে এখানে পেয়ে আমি ভরসা পাচ্ছি—তোমার হাত এতো গরম!"

আইভিচ বলে, "এইবার সব খুলে বলো দেখি! ঠিক বলছো, ও মরে গেছে?"

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হলো বোরিসের, "কালকে রাতে ওই অষুধটা ও খেয়ে ফেলেছে। আমাদের ঝগড়া হয়েছিল।"

আইভিচ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "বিষ খেয়েছে নাকি?"

"জানি না।" বোরিস বলে।

অবাক চোখে ম্যাথু আইভিচের দিকে তাকাল: পরম মমতায় ভাইয়ের হাতে আদর করছে ও, কিন্তু উপরের ঠোঁট কেমন বাঁকিয়ে নিচের পাটির দাঁত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। বোরিস নিচু স্বরে কথা বলছে, ও যেন ওদের কাউকে কিছু বলছে না:

"আমরা দুজনে একসঙ্গে ওর ঘরে গেলাম, ও কিছু অষুধ খেলো। প্রথমে একবার ড্রেসিং রুমে আরেকবার খেয়েছিল, তখন আমাদের ঝগড়া চলছিল।"

ম্যাথু বলল, "ড্রেসিং রুমে খেলো যে ওটা প্রথমবার নয়, তার আগে আইভিচের সঙ্গে যখন নাচছিলো তখনও একবার খেয়েছিল।"

ক্লান্তস্বরে বোরিস বলে, "তাই হবে। তাহলে তিনবার হলো। এতটা ও আর কোনদিন খায় নি। শুতে গেলাম দুজন, কেউ কোন কথা বললাম না। বিছানায় ও গড়াগড়ি করছিল, ঘুমোতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ ওর গড়াগড়ি বন্ধ হয়ে গেল, পড়ে রইল একঠায় চুপচাপ। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।"

একচুমুকে গ্লাসের সবটা মদ নিঃশেষ করে, আবার বলে যায়:

"আজকে সকালে ঘুম ভাঙল নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তাই। ওর একটা হাত আমার বুকের চাদরের উপর পড়ে ছিল। ওকে বললাম:

'হাত সরাও, দম ফেলতে পারছি না আমি।' হাত সরাল না ও। তখন আমার মনে হলো, ও মিটমাট করতে চাচ্ছে, ওর হাত হাতে নিলাম। হাত ঠাণ্ডা। ওকে জিজ্ঞেস করলাম: 'কি হয়েছে তোমার?' জবাব দিল না ও। তারপর এক ঝটকায় ওর হাত সরিয়ে দিলাম, তখন ও বিছানা আর দেয়ালের মাঝখানে পড়ে যায় যায় অবস্থা। বিছানা থেকে উঠে, ওর হাত ধরে টেনে তুলে বসাতে চেষ্টা করলাম। ওর চোখ খোলা। ওর চোখ দেখলাম. তীব্র এক উত্তেজনার আবেগে ও বলল, "ওই চোখ আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না।"

"আহারে, ইস্।" আইভিচ বলে।

বোরিসের জন্য দুঃখ বোধ করার চেষ্টা করল ম্যাথু, পারল না। বোরিস তাকে অস্থির করে তুলছে, আইভিচও করেছে, কিন্তু অতটা নয়। সে এমন করে তাকাল যেন তার সমস্ত রাগ লোলার ওপর, লোলা মরে গেছে বলে।

একটানা সুরে বলে যাচ্ছে বোরিস, "কাপড় পরলাম। আমি চাই নি, কেউ ওর ঘরে আমাকে দেখুক। যখন বের হয়ে আসি, কেউ দেখে নি আমাকে, অফিসে কেউ ছিল না। ট্যাক্সি করে এখানে চলে এলাম।"

আইভিচ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?"

আইভিচ ওর কাছে ঘন হয়ে বসে, কিন্তু সে সমবেদনার তাড়নায় নয়: যেন শুধু খবরটা জানতে চাচ্ছে ও। আবার বলে, "তাকাও, আমার দিকে তাকাও। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?"

বোরিস দ্বিধাগ্রস্ত, বলতে গেল, "আমি—"

কথাটা শেষ করল না, ম্যাথুর মুখের ওপর চোখ রেখে হঠাৎ করে বলে উঠল, "ব্যাপারটা এতো জঘন্য।"

ওয়েটার যাচ্ছিল ওদিক দিয়ে, বোরিস ডাকল, "আরেকটা ব্রাণ্ডি দিন না।"

ওয়েটার হাসল, বলল, "এবারেও তাড়া আছে?"

ম্যাথু ওকে নিভিয়ে দিল, বলল সংক্ষেপে, "নিয়ে এসো জলদি।"

বোরিস জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তার ভিতরটায়। ওর কাটখোট্টা ঠাট-ঠমক সব মিলিয়ে গেছে। ওর সাম্প্রতিকতম চেহারা অবিকল আইভিচের মতো। ম্যাথু হোটেলের কক্ষে বিছানায় শায়িত লোলার দেহটার কথা ভাবছে। হ্যাট-পরা লোকজন ঢুকবে সেই রুমে, ওর যৌবনময় দেহ লেহন করবে ওদের যুগপৎ উদগ্র কামনা আর পেশাগত নিষ্ঠার চোখ, চাদর সরাবে দেহের ওপর থেকে, রাত্রিবাস উঠিয়ে জখম তল্লাস করবে, মনে মনে বলবে পুলিশ ইন্সপেক্টরের চাকরিতে সুবিধা নেই কে বলে। শিউরে উঠল সে।

জিজ্ঞেস করল, "ও কি একা পড়ে আছে?"

বোরিসের চোখে উৎকণ্ঠা, "হ্যাঁ। বারোটার দিকে লোকজানাজানি হবে। কাজের মেয়েটা সাধারণতঃ ওই সময় এসে ওকে জাগায়।"

আইভিচ বলল, "তাহলে আরো ঘণ্টা দুয়েক আছে।"

বড়ো বোনের মতো ভাব করছে আইভিচ। ভাইয়ের চুলে হাত বুলাচ্ছে, মুখে মমতা এবং গর্বের মিশ্রিত অভিব্যক্তি।

সেই আদরে বোরিস বিগলিত। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল: "কি হবে, উঃ, ঈশ্বর।"

চমকে উঠল আইভিচ। বোরিস খিস্তি করে প্রচুর, কিন্তু ঈশ্বরকে নিয়ে টানাটানি করে না কখনো।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে আইভিচ, "কি হয়েছে, আর কি করেছো?"

বোরিস বলে, "আমার চিঠিগুলো?"

"কি?"

"আমার সমস্ত চিঠি—আমি যে কী রকম গাধা একটা! সব ফেলে এসেছি ওর ঘরে।"

ম্যাথু বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। বলল, "ওকে যেসব চিঠি লিখেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে উপায় ?"

"আর কি—ডাক্তার আসবে, সবাই জানবে বিষ খেয়ে মরেছে ও।"

"অষুধের কথা কোন চিঠিতে আছে ?"

বোরিস হাত-পা ছেড়ে দেয়, বলে, "আছে।"

ম্যাথুর মনে হলো, সে অভিনয় করছে।

জিজ্ঞেস করল, "তুমি নিজে কিনেছো কোনদিন ?"

ম্যাথুর প্রশ্নে বিরক্তি, কেননা এসব কথা বোরিস তাকে বলে নি কোনদিন।

"আমি—মানে, হ্যাঁ, কিনেছি। একবার কি দুবার, কৌতূহল হয়েছিল তাই। বুলে-ব্লঁ।শের একটা লোক বিক্রি করে, ওর কথা লোলাকে বলেছিলাম। একবার লোলার জন্য ওর কাছ থেকেই কিনে এনেছিলাম। আমি চাই না আমার জন্য সেই লোকটা বিপদে পড়ুক।

আইভিচ বলে, "তোমার মাথা খারাপ, বোরিস। এই সব কথা কেন তুমি লিখতে গেলে চিঠিতে ?"

মুখ তুলে ওর দিকে তাকায় বোরিস, "মাঝে মাঝে মানুষের ভুল হয় তো !"

ম্যাথু বলে, "কিন্তু চিঠিগুলো তো ওদের চোখে না-ও পড়তে পারে।"

"ওগুলোই প্রথমে চোখে পড়বে। কি আর হবে, আমাকে সাক্ষী মানবে বড় জোর।"

আইভিচ বলল, "ইস—আব্বা যে একেবারে ভেঙ্গে পড়বেন।"

"আব্বা ইচ্ছে করলেই লাওন-এ কোন ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন আমাকে।"

আইভিচ মুখ অন্ধকার করে বলে, "হ্যাঁ, তাহলে আমাকেও সঙ্গ দিতে পারবে।"

ওদের দিকে তাকিয়ে ম্যাথুর কেমন করুণা হলো। "এই তো ওদের আসল চেহারা।" বিজয়ীর ভাব আইভিচের অবয়ব থেকে অন্তর্হিত

এখন। হাত ধরাধরি করে আছে ওরা, পাণ্ডুর, সন্ত্রস্ত। ওরা যেন দুজন বৃদ্ধা রমণী। কারো মুখে কথা নেই। ম্যাথু লক্ষ্য করল আড় চোখে বোরিস তাকেই দেখছে, ঠোঁটের টিপুনি থেকে মনে হচ্ছে কোন অভি-সন্ধি অ'াটছে মনে মনে, সম্পূর্ণ অর্থহীন কোন ফন্দী। ও কোন মতলব অ'াটছে, কথাটা ভাবতে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল তার।

জিজ্ঞেস করল, "বলছো, কাজের মেয়েটা বারোটার সময় ওকে জাগাতে আসে?"

"হ্যাঁ। লোলার ঘুম ভাঙানোর জন্য কড়া নাড়ে, না উঠা পর্যন্ত নাড়তে থাকে।"

"এখন বাজে দশটা। চুপচাপ ওখানে গিয়ে চিঠিগুলো আনার সময় আছে। ইচ্ছে করলে ট্যাক্সি নিতে পারো, তবে বাসে চলে যাওয়াই ভাল।"

চোখ ফিরিয়ে নেয় বোরিস, "ওখানে আমি আর যেতে পারবো না।"

"যা ভেবেছিলাম", ম্যাথু মনে মনে বলে।

প্রকাশ্যে বলে, "যেতে ইচ্ছে করছে না?"

"না।"

ম্যাথু দেখল আইভিচ তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে জিজ্ঞেস করল, "চিঠিগুলো কোথায় আছে?"

"জানালার ঠিক নীচে, ছোট্ট কালো একটা স্যুটকেসে। স্যুট-কেসের ওপরে একটা হাতব্যাগ আছে, ওটা খুললেই দেখবে রাজ্যের চিঠি সব। আবার ওগুলো হলুদ ফিতেয় বাঁধা।"

একটু থেমে ও আবার বলে, "কিছু টাকাও আছে,—এই খুচরা নোট মিলিয়ে টিলিয়ে।"

খুচরা নোট। ম্যাথু মনে মনে শিস দিল, ভাবল, "ছোকরার মাথা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা, সব দিকে খেয়াল আছে, এমন কি আমার যে টাকার দরকার সেটাও।"

"স্যুটকেসে তালা আছে?"

"হ্যাঁ, চাবি লোলার ব্যাগে, ব্যাগ ছোট টেবিলের ওপর। চাবির গোছায় ছোট্ট চ্যাপ্টা একটা চাবি পাবে, ওটাই।"

"ওর রুমের নাম্বার কতো?"

"একুশ, চারতলায় উঠে বাঁ দিকে প্রথম দরজার পরেরটা।"

ম্যাথু বলে, "ঠিক আছে, আমিই যাবো।"

সে উঠে দাঁড়ায়। তখনো তাকিয়ে আছে আইভিচ তার দিকে। বোরিস গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন, ওকে দেখে তাই মনে হচ্ছে অন্তত। বোরিস মাথায় হ্যাঁচকা মেরে চুল পেছনের দিকে ঠেলে দেয়, ওর মধ্যে এখন পরিচিত কমনীয়তা ফিরে এসেছে। ও হাসল, হাসি রসাল, বলল, "কেউ কিছু বললে বলো বোলিবারের কাছে যাচ্ছো, বোলিবার কামচাটকার নিগ্রো লোকটার নাম, ওকে আমি চিনি। সে-ও চারতলায় থাকে।"

ম্যাথুর গলায় কি করে যে আদেশের সুর এল নিজেই জানল না, বলল সেই অচেনা আদেশের সুরে, "তোমরা দুজনে এইখানেই অপেক্ষা করবে আমার জন্য। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমি।"

বোরিস বলে, "আমরা এখানে থাকবো।"

তারপর আবার যখন কথা বলে, ওর কণ্ঠে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার বাড়াবাড়ি, "কতো বড়ো তোমার মন ম্যাথু।"

মোন্তপার্নাস বুলেভারে নামল ম্যাথু, একা হতে পেরে খুশি হয়ে উঠল সে। পেছনে বোরিস আর আইভিচ ফিসফিস করে কথা বলবে এখন, এখন ওরা ওদের গোপন মহার্ঘ পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে শুরু করবে। করুক গে, তার কি! তাকে ঘিরে আছে পূর্ণ প্রতাপে তার গতকালকার দুশ্চিন্তা, আইভিচের প্রতি ভালবাসা, সন্তান সম্ভবা মার্সেল, টাকা। সবকিছুর মধ্যিখানে একটা অন্ধকার বিন্দু—মৃত্যু। বারকয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানল, হাত দিয়ে মুখ মুছল, গালে হাত ঘষল। ভাবল, "বেচারী লোলা। ওকে সত্যিই আমার ভাল লাগতো।" কিন্তু ওর মরণে তার কেন দুঃখ হবে! এই মৃত্যু

অশুচি, এই মৃত্যুতে কারো অনুমোদন নেই, অনুমোদনে তার কোন হাত নেই। এই মৃত্যু যেন এক পাথর, উন্মত্ত এক ক্ষুদ্র আত্মার ভিতরে ডুব মেরেছে, আত্মার ভিতরেই ঘুর পাক খাচ্ছে। একে সামলানোর পর প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে ক্ষুদ্র সেই আত্মার ওপর। বোরিস যদি একটুখানি শোক প্রকাশ করতো…। কিন্তু ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই এল না তার মনে। লোলার মৃত্যু চিরকাল পৃথিবীর বাইরে কোনখানে পড়ে থাকবে, অপকীর্তির সমস্ত ঘৃণা বুকে নিয়ে। "একটা কুত্তার মতো মরেছে ও।" কি বিদঘুটে চিন্তা রে বাবা!

ম্যাথু চেঁচিয়ে উঠে, "ট্যাক্সি!"

গাড়িতে বসে একটু শান্ত হলো। শুধু তাই নয়, ভেতরে মহত্তর অহং-এর একটা অনুভব এলো তার, যেন হঠাৎ সে ক্ষমা করে দেওয়ার দুর্লভ গুণের অধিকারী হয়ে বসেছে, কেননা সে আইভিচের বয়সী নয়। অথবা যেন যৌবন হঠাৎ সব অর্থ তার হারিয়ে ফেলেছে। তিক্ত গৌরবে সে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলে, "ওরা আমার ওপর নির্ভর করে।" হোটেলের একেবারে সামনে ট্যাক্সি থেকে না নামলে ভাল হয়।

"নাভারিন রোড আর মার্টার রোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ো।"

বুলেভার রাসপায়েলে উঁচু বিষণ্ণ প্রাসাদের মিছিল। নিজেকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল সে, "ওরা আমার উপর নির্ভর করে।" নিজেকে খুব শক্ত মনে হলো, একটু রাশভারী ও। বাক রোডের সঙ্কীর্ণ গলিতে ঢুকতে গাড়ির জানালায় অন্ধকার নেমে এলো। সহসা ম্যাথু উপলব্ধি করল, লোলা মৃত, সে ওর ঘরে ঢুকবে, ওর খোলা চোখ দেখবে, দেখবে ওর শ্বেতশুভ্র দেহ। সে ঠিক করল, "আমি ওর দিকে তাকাব না।" ও মৃত। ওর চেতনা বিধ্বস্ত। তার জীবনটা বিধ্বস্ত নয় অবশ্য। স্নেহময় কোমল যে জীবটি এর মধ্যে বাস করতো, সে তাকে পরিত্যাগ করেছে, পরিত্যক্ত সেই জীবন শুধু থেমে আছে। ভাসছে, প্রতিধ্বনিবিহীন চীৎকার, অপূর্ণ আশা, নিরানন্দ আড়ম্বর,

প্রাচীন মুখ, প্রাচীন সুগন্ধ বুকে নিয়ে। ভাসছে পৃথিবীর বাইরে শেষ প্রান্তে অবিস্মরণীয় স্বয়ম্ভর লঘুবন্ধনীর ভেতরে। উপলের বিনাশ আছে, এর বিনাশ নেই। সে যে 'ছিল', এই কথাটি মিথ্যে প্রতিপন্ন করার সাধ্যি নেই কোন কিছুর, এই তো এইমাত্র সে তার চরম বিবর্তন অতিক্রম করে এল ; এর ভবিষ্যৎ এখন স্থিরীকৃত। ম্যাথু ভাবল, "দেহ যেমন শূন্যতা থেকে নানাবিধ সংমিশ্রণে তৈরী হয়, জীবন তেমনি তৈরী হয় ভবিষ্যৎ থেকে। মাথা নত করে সে, নিজের জীবনের কথা ভাবে। ভবিষ্যৎ ঢুকেছে এসে তার হৃদয়ের ভিতরে, যেখানে সবকিছু আকার নিচ্ছে, শঙ্কিত অবস্থায় আছে ঝুলে। বহু দুরায়ত শৈশবের দিনগুলো, যখন সে বলেছিল, "আমি মুক্ত হবো," যখন সে বলেছিল, "আমি বিখ্যাত হবো," তার মনে হলো, সেই দিনগুলোর প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র ভবিষ্যৎ আছে, প্রত্যেকটির উপরে এক একটি ছোট্ট বৃত্তাকৃতির আকাশের মতো। এবং সেই ভবিষ্যৎ 'স্বয়ং সে'। 'স্বয়ং সে' যেমন এখন আছে এই বর্তমানে, ক্লান্ত, অতিপক্ক। অতীতের সেই ভবিষ্যৎগুলো, সময়ের ব্যবধান পার হয়ে এসে দাবী জানাচ্ছে তার ওপর, ওরা আছে জোঁকের মতো লেগে। এবং প্রায়শই উৎসাদিত বেদনার আক্রমণে পর্যুদস্ত হয় সে, কারণ তার এই ছিদ্রান্বেষী গতানুগতিক জীবন সেই সব দিনের মূল ভবিষ্যৎ। তার জন্যই তো ওরা বিশ বছর অপেক্ষা করল, তার জন্য, এই ক্লান্ত মানুষটার জন্য, যে মানুষকে এক অনুতাপবিরহিত শিশু জ্বালাতন করতো নিজের আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য। তার উপরই নির্ভর করতো যে সব ছেলেমানুষী প্রতিজ্ঞা, তারা চিরকাল ছেলেমানুষী প্রতিজ্ঞাই থেকে যাবে, নাকি নিয়তির প্রথম ঘোষণা হবে তারা। বর্তমান অনবরত তার অতীতকে ভাঙছে আর গড়ছে। প্রতিটি দিন খ্যাতির পুরনো স্বপ্নগুলো মিথ্যে প্রতিপন্ন করে দিচ্ছে, প্রতিটি দিনের নতুন ভবিষ্যৎ হচ্ছে। প্রতীক্ষার এক প্রহর থেকে আরেক প্রহরে উত্তরণ, এক ভবিষ্যৎ থেকে আরেক ভবিষ্যৎ। পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে জীবনটা, সরে যাচ্ছে—কীসের দিকে ?

কোন কিছুর দিকে নয়। লোলার কথা ভাবল। লোলা মরে গেছে। ওর জীবন তার জীবনের মতোই প্রতীক্ষার প্রহরসমষ্টি বৈ আর কিছু নয়। দূর-অতীতের কোন এক গ্রীষ্মে নিশ্চয়ই এক পিঙ্গল কুঞ্চিত চুলের একটা মেয়ের স্বপ্নে প্রতিজ্ঞা ছিল, বড়ো গায়িকা হবে সে একজনা। এবং ১৯২৩-এর দিকে সে ছিল এক তরুণী গায়িকা, যে কনসার্টের সঙ্গে মঞ্চে গাওয়ার জন্য ছিল ব্যাকুল। বোরিসের প্রতি তার প্রেম এবং বয়স্কা রমণীর সুতীব্র মহান সে প্রেম। যে ভালবাসায় অনেক দুঃখ পেয়েছে ও, সেই ভালবাসা তার সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে ছিল বুকের ভিতরে প্রথম দিন থেকেই। এমন কি এই গতকাল পর্যন্তও, ভবিষ্যৎ থেকে ওর প্রেম অর্থ খুঁজতে চেয়েছিল, যদিও সে খোঁজার পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পিচ্ছিল মনে হচ্ছে এখন। এই গতকালও ও ভেবেছিল ও বাঁচবে, একদিন বোরিস ওকে ভালবাসবে। সবচেয়ে যে পূর্ণ, সবচেয়ে যে সমৃদ্ধ প্রহর, ভালবাসার যে রাতকে মনে হয়েছিল অনন্ত, তার সব ছিল নিছক প্রতীক্ষার কালমাত্র।

প্রতীক্ষা করবার মতো কিছু তো ছিল না। পিছনের দিকে হটে গিয়ে মৃত্যু প্রবেশ করেছে এইসব প্রতীক্ষার সময়ের ভেতরে, স্তব্ধ করে দিয়েছে তাদের। রইল পড়ে তারা, অনড়, বোবা, উদ্দেশ্যবিহীন সঙ্গতিবিহীন। প্রতীক্ষার কিছু নেই: কেউ কোনদিন জানবে না বোরিসের প্রেম লোলা কোনদিন আদায় করতে পারতো কি না—সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। লোলা এখন মৃত—অঙ্গভঙ্গি, আদর, প্রার্থনা সব বৃথা এখন। প্রতীক্ষার দণ্ডগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই, প্রতীক্ষার প্রতি প্রহর প্রতীক্ষার আরেক প্রহরের জন্য অপেক্ষা করে। কিছুই নেই, শুধু এক নিঃশেষিতপ্রাণ হিজিবিজি জীবন ছাড়া—সে জীবন যেন পেছন ফিরে আপনার ভিতরেই প্রবেশ করছে। এমনিই অকারণে হঠাৎ ম্যাথুকে আরেক ভাবনা পেয়ে বসল, 'আমি যদি সরে যেতাম আজকে, কেউ কোনদিন জানতো না—আমার জীবন ব্যর্থ ছিল, অথবা, জানতো না, আমার আত্মার মোক্ষ লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল কি না।"

ট্যাক্সি থামল। ম্যাথু নামল। বলল, "একটু দাঁড়াও।" রাস্তা পার হলো একটু দূরে গিয়ে কোণাকুণি। হোটেলের দরজা ঠেলে অন্ধকার উগ্র গন্ধময় এক হলের ভিতরে ঢুকল। বাঁ দিকে কাচের দরজার ওই পাশে চৌকোণ একটা প্লেটে লেখা, "ম্যানেজমেন্ট"। দরজার ভিতর দিয়ে ম্যাথু দেখল, রুমটা শূন্য, ঘড়ির টিকটিক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নিত্যদিনেরা খদ্দেররা—গায়ক, নাচিয়ে, জাজ-বাজানো নিগ্রো আসে দেরীতে, উঠেও দেরীতে। সবটা হোটেল ঘুমিয়ে আছে এখনো। ম্যাথু মনে মনে বলল, "খুব একটা তাড়াহুড়ো করব না কিন্তু।" বুকে ঢেঁকির পাড়, পা অবশ। চারতলায় উঠে আশপাশ দেখে নিল। দরজায় লাগানো চাবি। "আচ্ছা, যদি ভেতরে কেউ এসে থাকে।" এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, তারপর নক করল। কেউ সাড়া দিল না। পাঁচ তলায় কেউ যেন একটা ছিপি জাতীয় কিছু খুলল, পানির ছলকানো শব্দ শুনতে পেল ম্যাথু, তারপর থেকে থেকে জলতরঙ্গ। দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল।

ঘর অন্ধকার। ঘুমের স্যাঁতস্যাতে গন্ধ বাতাসে। আধো-অন্ধকারে ম্যাথু ঠাহর করে দেখে নিল চারদিকে, লোলার সর্বাঙ্গে মৃত্যুর চিহ্ন প্রত্যক্ষ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল, যেন সেও এক মানবিক ভাবাবেগ। বিছানা ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে ডান দিকে। ম্যাথু লোলাকে দেখল, আপাদমস্তক সাদা, তাকিয়ে আছে তার দিকে। অস্ফুট স্বরে ডাকল সে, "লোলা!" লোলা জবাব দিল না। অদ্ভুত সুন্দর বাঙ্ময় কিন্তু দুর্বোধ্য লোলার মুখ। স্তনযুগল অনাবৃত। কমনীয় হাত একখানা কাঠের মতো পড়ে আছে একদিকে, অন্যটি চাদরে ঢাকা। ম্যাথু বিছানার দিকে এগোতে এগোতে আবার ডাকল, "লোলা!" গর্বিত সেই বুকের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না ম্যাথু—কী যে ইচ্ছে করল ওগুলো স্পর্শ করতে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বিছানার পাশে, দ্বিধাগ্রস্ত, আড়ষ্ট। সারা দেহে নিষিদ্ধ ইচ্ছার বিষ। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ছোট টেবিলের ওপর থেকে লোলার হাত ব্যাগ তুলে নেয়।

চ্যাপ্টা চাবিটা রয়েছে ব্যাগের ভিতরে। ওটা বের করে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। নিষ্প্রভ দিনের আলো জানালার পর্দা ভেদ করে ঘরে ঢুকছে। সমস্ত ঘরে যেন এক অশরীরী উপস্থিতি। স্যুটকে-সের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাথ্যু। অশরীরী ছায়াকে তাড়ানো যাচ্ছে না, সে আছেই। পিঠের উপর ভর করল যেন সেটা, প্রহরী চোখের মতো। তালায় চাবি ঢুকাল ম্যাথ্যু। ডালা উঠিয়ে দুইহাত ঢুকিয়ে দিল ট্রাঙ্কের ভিতরে—আঙ্গুল লাগল শুকনো কাগজের গাদায়, কড়কড় শব্দ হলো। নোট—এক গাদা। হাজার ফ্রাঙ্কের নোট। নানান জাতের রসীদ আর নোটের নিচে লোলা হলুদ ফিতেয় বাঁধা চিঠির বাণ্ডিল লুকিয়ে রেখেছে। বাণ্ডিলটা আলোতে এনে দেখল ম্যাথ্যু, হাতের লেখা পরীক্ষা করল, আপন মনে ফিসফিস করে উঠল, "পেয়েছি।" তারপর বাণ্ডিলটা পকেটে পুরল। কিন্তু সে তক্ষুণি যেতে পারল না, হাঁটু গেড়ে বসে রইল, চোখ আটকে আছে নোটগুলোর ওপর। এক কি দুই পলক। তারপর দুরুদুরু বুকে, চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে কাগজগুলো হাতড়িয়ে নোটগুলো আলাদা করতে লাগল। ভাবল, "টাকাটা পেয়েছি।" পেছনে পড়ে আছে দীর্ঘকায় শ্বেতশুভ্র নারী, স্তম্ভিত দৃষ্টি, মনে হল এখনো হাত বাড়িয়ে ধরতে পারবে, এখনো ওই লাল নখ দিয়ে পারবে আঁচড় কাটতে। উঠে দাঁড়াল সে, ওর ডান হাতের তালুতে হাঁটু দিয়ে নাড়া দিল। তার বাঁ হাতে এক বাণ্ডিল নোট। এবং সে ভাবল, "এবার আমাদের ঝামেলা মিটল।" নোটের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। "এবার সব ঝামেলা শেষ হলো...।" ঘরে সে ছাড়া আর কেউ নেই, তবু সে দাঁড়াল, সতর্ক, উৎকর্ণ। লোলার নিঃশব্দ দেহ থেকে শব্দ শুনবার জন্য কান পাতল্ এবং মনে হলো, মেজের সঙ্গে সাঁড়াশির মতো লেগে গেছে সে। হাল ছেড়ে দিল সে, বিড়বিড় করে বলল, "ঠিক আছে।" হাতের মুঠি শিথিল হলো, নোটগুলো নিমেষে খসখস শব্দ তুলে ঢুকে গেল স্যুটকেসের ভেতরে। ডালা বন্ধ করে ম্যাথ্যু চাবি ঘুরিয়ে তালা বন্ধ করে, চাবি পকেটে রাখে এবং দুপদুপ শব্দ তুলে বেরিয়ে যায়।

আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল তার। সবিস্ময়ে নিজেকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, "টাকাটা আমি নিই নি।"

নিশ্চল, পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে, হাত রেলিংয়ে। সে ভাবল: "আমি কি দুর্বলচিত্ত, কি বোকা!" রাগে কাঁপবার চেষ্টা করল প্রাণপণে। কিন্তু নিজের ওপর কেউ সত্যিকারের রাগ করতে পারে না। হঠাৎ মার্সেলকে মনে পড়ল। মনে পড়ল বজ্জাত বুড়ী মাগীর কথা, যার হাত দুটো জল্লাদের। একটা বিশুদ্ধ ভয় তাকে গ্রাস করল তখন। সে ভাবল, "দরকার ছিল না, কোন হ্যাঙ্গামের কিছুই দরকার ছিল না, শুধু একটা হাতের সঞ্চালনে মার্সেলের সমস্ত বেদনা উবে যেতো, এই সব নোংরামির হাত থেকে যেতো বেঁচে, জীবনের উপর কোন দাগ রাখতে পারতো না। আমি তা করতে পারলাম না, খুঁতখুঁতে মন আমার। কতো ভাল মানুষ আমি, এ্যাঁ! এর পরে যুবতী রমণীর কাছে নিজের অসামান্য এবং চরম ব্যক্তিত্ব জাহির করবার জন্য হাতের ভিতরে ছুরি ঢুকানোর খুব একটা প্রয়োজন পড়বে না, নিজেকে আমি আর কোন দিন বিশ্বাস করতে পারবো না।" নিজের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল। সেই বুড়ীর কাছেই যেতে হবে ওকে, হবেই, আর কোন পথ নেই: সাহসের পরীক্ষা দিতে হবে ওকে এবার, ভয় আর যন্ত্রণার সঙ্গে যুঝতে হবে। এবং তখন কোন সস্তা হোটেলে বসে মদ খেয়ে চাঙা হবে সে। আবার যখন ভয় ঘিরে ধরল তাকে, তখন ভাবল, "না, যাবে না ও। আমি বিয়ে করব ওকে, কারণ আমি তারই যুগ্যি।" ভাবনাটা ঘুরে ঘুরে আবার এল মনে, "ওকে আমি বিয়ে করব।" তখন ব্যাণ্ডেজবাঁধা হাত জোরে চেপে ধরল রেলিংয়ে, এবং যন্ত্রণায় ডুবন্ত মানুষের মতো দিশেহারা হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে সে বিড়বিড় করে উঠল, "না, না!" তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস টানল, ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ, বারান্দা বেয়ে ঘরে এসে ঢুকল আবার। দরজার দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়াল, যেমন দাঁড়িয়েছিল প্রথমে ঢুকবার সময়। আধো-অন্ধকারে চোখ দুটোকে

অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করল সে।

চুরি করার সাহস আছে কি না তাই সে জানে না নিশ্চয় করে। যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে দুই কদম এগোল। ঘরের ভিতরে অবশেষে অন্ধকারে ঠাহর করে লোলার আবছা মুখের দিকে চোখ রাখল। ওর চোখ খোলা, তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

"কে ওখানে?" লোলার প্রশ্ন।

দুর্বল কিন্তু ক্রুদ্ধ গলা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ম্যাথুর। মনে মনে বলল, "শালী বেতমিজ!"

"আমি ম্যাথু।"

চুপচাপ কিছুক্ষণ। তারপর লোলা জিজ্ঞেস করল, "কয়টা বাজে?"

"এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট।"

"আমার মাথা ধরেছে।" ও বলল। চিবুক পর্যন্ত ঢাকল চাদর টেনে, রইল পড়ে নিস্পন্দ, চোখ ম্যাথুর ওপর স্থির। এমন করে তাকাল যেন ও এখনো মরেই আছে।

ও জিজ্ঞেস করল, "বোরিস কোথায়? আপনি এখানে কি করছেন?"

ম্যাথুর ব্যস্ত-সমস্ত কৈফিয়ত, "আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।"

"কি হয়েছিল আমার?"

"হাত-পা শক্ত হয়ে গেছিল। চোখ একদম হা হয়েছিল। বোরিস একটা কিছু বলল আপনাকে, আপনি জবাব দিলেন না। ও তাই ভয় পেয়ে গেল।'

লোলা যেন কিছুই শুনল না। তারপর হঠাৎ ও হেসে উঠল, সংক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর সে হাসি। কোন রকমে বলল, "কাজে কাজেই ও ধরে নিল আমি মরে গেছি?"

ম্যাথু নিরুত্তর।

"এ্যা? তাই, তাই না? ও ধরে নিল আমি মরে গেছি?"

ম্যাথু এড়াতে চায়, "ও ভয় পেয়ে গেছিল।"

"দুর !" লোলা বলল।

আবার নীরবতা। চোখ বুঁজল ও, চোয়াল কাঁপছে। আঘাতটা সামলানোর জন্য নিজের সঙ্গে প্রাণপনে সংগ্রাম করছে। তেমনি চোখ বুঁজে তারপর বলল, "আমার ব্যাগটা দিন, ছোট টেবিলে আছে।"

ম্যাথু ব্যাগটা বাড়িয়ে দেয়। ব্যাগের ভিতর থেকে পাউডার-বক্স বের করে তার আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করল।

ও বলল, "তাই তো—আমাকে ঠিক মরার মতোই লাগছে।"

ব্যাগটা বিছানার ওপর রাখল। ভাব করল, ও যেন আর পারছে না। বলল, "মরলেই ভাল ছিল, বেঁচে থেকেই বা বেশি কি আর কাজে লাগছি।"

"শরীরটা কি খারাপ লাগছে ?"

"খারাপই তো বটেই। কিন্তু ও কিছু না, দিনের বেলায় সেরে যাবো'খন।"

"কিছু করতে হবে ? ডাক্তার ডাকবো ?"

"না। ব্যস্ত হবেন না। তাহলে বোরিসই পাঠাল আপনাকে ?"

"হ্যাঁ। ওর অবস্থা শোচনীয়।"

লোলা মাথা একটু উপরে তুলে জিজ্ঞেস করল, "ও কি নিচে আছে ?"

"না...। আমি—আমি দোম-এ ছিলাম, বুঝতেই পারছেন ওখানেই ও খুঁজতে গিয়েছিল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে, চলে এলাম।"

বালিশে মাথা কাত হয়ে যায় লোলার।

"যাক গে, ধন্যবাদ।"

হাসতে লাগল ও, টেনে টেনে হাসল, বড় দুঃখে।

"বুঝলাম ও ভয় পেয়ে গেছিল, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখনই দরজা বন্ধ করে ছুটে পালাল, আপনাকে তার পাঠাল দেখতে সত্যি সত্যি মরেছি কিনা।"

"লোলা !"

"তাতে কি। বানিয়ে বলার দরকার নেই।"

আবার ও চোখ বুঁজল। ম্যাথুর মনে হলো ও মূর্চ্ছা যাবে। এক মুহূর্ত মাত্র। খ্যান-খ্যান করে উঠল ওর গলা।

বলল, "ওকে চিন্তা করতে বারণ করে দেবেন। আমার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। এই রকম আমার হয় মাঝে মাঝে, যখন হয় —সে যাকগে, ও জানে। আমার হার্টটা বিগড়ে যায় আর কি। ও যেন এক্ষুণি চলে আসে এখানে—ওর অপেক্ষায় রইলাম আমি। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবো এখানে।"

ম্যাথু বলল, "বেশ তাই হবে। ঠিক বলছেন কোন কিছু লাগবে-টাগবে না?"

"না। সন্ধ্যার আগেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব। হোটেলে গাইতে হবে তো।"

তারপর আবার বলল, "আমার সঙ্গে কিন্তু ওর ছাড়াছাড়ি হয় নি এখনো।"

"তাহলে চলি।"

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, লোলা ডাকল। ওর কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল "কথা দিয়ে যান, যেমন করেই হোক পাঠাবেন ওকে। গত-কাল সন্ধ্যায় আমাদের—আমাদের মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়েছিল, ওকে বলবেন, ওর ওপর আমি রাগ করি নি, আমাদের মধ্যে সব ঠিক আগের মতো আছে। ওকে আসতেই হবে। দেখবেন কিন্তু, ওকে আসতেই হবে! ও ধরে নিয়েছে আমি মরে গেছি, এটা আমি সহ্য করতে পারছি না।"

ওর কথাগুলো ম্যাথুকে নাড়া দিল। বলল, "নিশ্চয়ই। ওকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সে চলে এল। বুক পকেটে চিঠির বাণ্ডিল, বুকের ওপর ভীষণ বোঝার মতো লাগল। ম্যাথু মনে মনে বলল, "ওর খুব খারাপ

লাগবে। চাবিটা দিয়ে দিলে কোন রকমে এগুলো আবার ব্যাগের ভিতরে রেখে দিতে পারবে।" নিজেকে সাহস যোগানোর সুরে বলতে চেষ্টা করল, "ভাগ্যিস, টাকাটা নিই নি আমি!" কিন্তু খুব একটা ভরসা পেল না। তার কাপুরুষতা ভাল ফল এনে দিয়েছে, এটা কোন কাজের কথা নয়, আসল কথা হলো, টাকাটা নেওয়ার ক্ষমতাই হয় নি তার। ভাবল, "যাহোক, ও যে মরে নি, এতেই আমি আনন্দিত।"

ড্রাইভার চীৎকার করে ডাকে, "এই যে স্যার। এই দিকে।"

হতভম্ব ম্যাথু ফিরে দাঁড়াল।

ট্যাক্সিটাকে চিনতে পারল এবার, বলল, "কি বললেন? ও, তুমি! চলো, দোম-এ চলো।"

টাক্সিতে চেপে বসে সে। ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। অসম্মানের এই পরাজয়ের গ্লানি মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করল সে। পকেট থেকে বের করে আনল চিঠির বাণ্ডিল, ফিতের গেরো খুলে পড়তে লাগল। ছোট ছোট অল্প কথার চিঠি, ইষ্টারের ছুটিতে লাঅন থেকে লিখেছিল বোরিস লোলার কাছে। মাঝে মাঝে কোকেনের কথা আছে, কিন্তু তা বলার কেরদানিতে এমন প্রচ্ছন্ন, ম্যাথুর ভারী আশ্চর্য লাগল। মনে মনে বলল, "আরে, ও যে এমন সাবধান, আমি জানতাম না তো!" সব চিঠিতে সম্বোধনে আছে, "প্রিয় লোলা," আছে সারাদিনে ও কি করেছে না করেছে তার বিবরণ। "গোসল করলাম। বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল এক পশলা। একজন অবসর-নেওয়া কুস্তিগীরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, উনি আমাকে কুস্তির মোক্ষম একটা প্যাঁচ শিখিয়ে দেবেন। একটা হেনরী ক্লে সিগ্রেট আমি টেনে শেষ করেছি, ছাই না ফেলে।" সব চিঠি বোরিস শেষ করেছে, "ভালবাসা আর চুমু রইল, বোরিস" লিখে। চিঠিগুলো পড়বার সময় লোলার মনের অবস্থা কি হয়েছিল, ফিরে ফিরে আসা ওর যন্ত্রণার হতাশা, সান্ত্বনা পাবার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে তার বলা "ও আমাকে

ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু কথাটা কি করে বলবে তাই ভেবে পাচ্ছে না।"
—এসব কথা কল্পনা করতে মোটেই কষ্ট হলো না ম্যাথুর। এবং সে ভাবল, "ও ঠিক সযত্নে রেখে দিয়েছে এগুলো।" সাবধানে বাণ্ডিলের ফিতে বেঁধে পকেটে রাখল। "এগুলো বোরিস লোলার অগোচরে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে দেবে'খন।" ট্যাক্সি যখন থামল, ম্যাথুর মনে হলো সে লোলার একান্ত স্বাভাবিক মিত্র। তবে, অতীতের মানুষ ছাড়া আর ওকে কিছু ভাবতে পারল না। দোম্-এ ঢুকতে যেয়ে তার মনে হলো সে এক মৃত মহিলার স্মৃতির স্বপক্ষে লড়তে যাচ্ছে।

"এই নাও।" সে বলল।

বোরিস ছোঁ মেরে চিঠিগুলো নিয়ে পকেটে রেখে দিল। ম্যাথু ওর দিকে তাকাল, তার ভাব তেমন বন্ধুসুলভ নয়।

বোরিস বলে, "খুব বেশি ঝামেলা পেতে হয় নি নিশ্চয়ই।"

"ঝামেলা অবশ্য হয় নি, কিন্তু কথাটা হলো, লোলা তো মরে নি।"

চোখ বড়ো করে তাকাল বোরিস, যেন কথাটা বুঝতে পারেনি। সে কথাটা আবার বলে বোকুবের মতো, "লোলা মরেনি।"

বোরিস চেয়ারের ভেতরে ডুবে গেল, মনে হলো ও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে।

ম্যাথু ভাবল, "কী ব্যাপার! ও দেখি সহ্য করে ফেলেছে!"

আইভিচ ম্যাথুর দিকে তাকাল, ওর চোখে বিদ্যুৎ। বলল, "সে আমি আগেই বাজি রেখে বলতে পারতাম! হয়েছিল কি ওর?"

ম্যাথুর কাঠখোট্টা জবাব, "এই মূর্চ্ছা গিয়েছিল আর কি।"

ওরা চুপ করে গেল। বোরিস আর আইভিচ খবরটা হজম করার সময় নিচ্ছে।

ম্যাথু ভাবল, "কি কাণ্ড!"

বোরিস অবশেষে মাথা তুলল। চোখে দৃষ্টিশক্তি রহিত।

জিজ্ঞেস করল, "তাহলে ও-ই দিয়েছে চিঠিগুলো, নাকি?"

"না। যখন বের করলাম তখনো ওর জ্ঞান ফেরে নি।"

মুখভর্তি কনিয়াক গিলে গ্লাস টেবিলে রাখল বোরিস।

বলল, "তারপর!" বলল যেন নিজের কাছেই।

"ও বলে, ওই বস্তু খেলে মাঝে মাঝে নাকি এরকম হয়। বলল সেটা তোমার জানা উচিত ছিল।"

বোরিস কিছু বলল না। আইভিচ সামলে উঠেছে।

কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না আইভিচ, জিজ্ঞেস করে, "কি বলল? বিছানার পায়ের কাছে তোমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল, তাই না?"

"ঠিক অবাক নয়। ওকে বললাম, বোরিস ভয় পেয়ে গেছে, আমার কাছে গেছিল, কি করা যায় জিজ্ঞেস করতে। কাজে কাজেই কি হয়েছে দেখার জন্য আমি এলাম। কথাটা কিন্তু মনে রাখবে, বোরিস। গোলমাল না করে ফেলো আবার। তারপর চিঠিগুলো স্যুটকেসের ভিতর রেখে দেবে চুপি চুপি, ও যেন না দেখে।"

বোরিস হাত দিয়ে কপাল মুছে, বলে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি ও মরে পড়ে গেছে।"

ম্যাথুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বলল, "ওর কাছে তোমাকে যেতে দিয়েছে এক্ষুণি।"

বোরিস আবার বলে, বলে নিজের সাফাই গাওয়ার মতো করে, "আমি—আমি ধরে নিলাম ও মরে আছে।"

ম্যাথু আর সহ্য করতে পারল না, রেগে গেল, "বলছি মরে নি! যাও, ট্যাক্সি করে চলে যাও।"

বোরিস নড়ল না।

ম্যাথু বলল, "বুঝেছো? বেচারীর অবস্থা খুব শোচনীয়।"

সে হাত বাড়াল বোরিসকে ধরবার জন্য, বোরিস প্রচণ্ড এক ঝটকায় নিজেকে নাগালের বাইরে সরিয়ে নেয়।

"না!" চীৎকার করে উঠল বোরিস। এতো জোরে চীৎকার করল,

বাইরে বসেছিল একটা মেয়েলোক, ও অবাক হয়ে ঘাড় ফিরাল এদিকে। গলার স্বর নরম হলো ওর, কিন্তু সুর দুর্বলচিত্ত অবুঝ একরোখার, "আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না।"

ম্যাথু বিস্মিত। বলল, "কিন্তু কালকের সেই সব অসুবিধা তো আর নেই। ও কথা দিয়েছে, সে সব কথা ঘুণাক্ষরেও আর কোনদিন তুলবে না ও।"

বোরিস তাচ্ছিলো কাঁধ ঝাঁকায়, "কালকের অসুবিধা, তাই বটে!"

"তাহলে? যাচ্ছো?"

দুর্বৃত্ত ইঙ্গিতে বোরিস তাকে দেখল, বলল, "ওকে দেখলে আমার বমি আসে।"

"ওকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিলে, তাই? দেখো, বোরিস, মাথা ঠাণ্ডা করো, বিষয়টা হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা ভুল করে ফেলেছো। করেছো, করে ফেলেছো, ব্যস।"

আইভিচ বলে উঠে, "আমার মনে হয় বোরিস ঠিকই করছে।"

পরে আবার বলল, "আমি—ওর অবস্থায় আমি পড়লে আমিও তাই করতাম।" ওর কণ্ঠে কি যেন ইংগিত, কি যেন তাৎপর্য আছে, যা ম্যাথু ঠিক ধরতে পারল না।

"আহা, কথাটা বুঝতে পারছো না কেন? ও এখন সত্যি সত্যি ওর মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে যে।"

আইভিচ মাথা নাড়ে, ওর বেখাপ্পা ছোট্ট মুখে বিরক্তি প্রকট। ম্যাথু ওর দিকে তাকায়, রুষ্ট। ভাবে, "ওর মন রেখে কথা বলতে চেষ্টা করছে ও।"

আইভিচ বলে, "ও যদি এখন ওর কাছে যায় তাহলে সে যাওয়ার পেছনে থাকবে করুণা। ওকে তুমি সে পরামর্শ দিতে পারো না। সে বড় বিশ্রী লাগবে, লোলার কাছেও।"

"কমসে কম ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা তো করবে? কেমন লাগবে সেটা গেলেই বুঝবে।"

আইভিচ অসহিষ্ণুতায় মুখ ভ্যাংচায়। বলে, "এমন অনেক জিনিস আছে যেখানে কারো কিছু করবার থাকে না।"

ম্যাথু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিরতির সুযোগ নিল বোরিস। ওর কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেল, যখন বলল, "ওর মুখ আমি আর কোনদিন দেখব না। আমার কাছে ও মৃত।"

ম্যাথু উত্তেজিত হয়ে উঠল, "কিন্তু এ তো নিছক পাগলামো।"

মুখ কালো করে বোরিস তার দিকে তাকায়। বলে, "কথাটা আমার বলার ইচ্ছা ছিল না, তবু বলছি। ওর কাছে গেলে ওকে আমার স্পর্শ করতে হবে।"

প্রবল ঘৃণা গলায় মিশিয়ে আবার বলে, "সে আমি করতে পারবো না।"

ম্যাথু তার অক্ষমতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল। ক্লান্ত চোখে বৈরী দুইজনের দিকে তাকাল।

বলল, "ঠিক আছে তাহলে। একটু চুপচাপ থাকো—প্রথম চোটটা ঝিমিয়ে আসুক। কথা দাও, কালকে কিংবা পরশু ওর সঙ্গে দেখা করবে।"

ম্যাথু ওকে প্রায় বলতে যাচ্ছিল, "টেলিফোনে অন্তত বলে দাও তুমি আসতে পারছো না," কিন্তু চেপে গেল, ভাবল, "তা ও করবে না। আমিই টেলিফোন করব।" সে উঠে দাঁড়ায়।

আইভিচকে উদ্দেশ্য করে বলে "যাই, দানিয়েলকে দেখে আসি একটু। তোমার রেজাল্ট কখন হচ্ছে? দুটোয়?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কি যাবো রেজাল্ট জানতে?"

"না, ধন্যবাদ। বোরিস যাবে।"

'কখন দেখা হবে?"

"জানি না।"

"পাশ করলে এক্সপ্রেস চিঠি দিয়ে জানাবে।"

"জানাবো।"

ম্যাথু যেতে যেতে বলে, "ভুলো না কিন্তু। গুডবাই।"

"গুডবাই।" একসঙ্গে ওরা দুজন বলল। দোম্-এর নিচের তলায় এল। টেলিফোন-বইটা দেখতে হচ্ছে একটু। বেচারী লোলা! আগামী-কাল বোরিস সুমাত্রায় যাবে, তাতে নড়চড় হবে না কোন। "কিন্তু আজকে সারাটা দিন লোলা ওর জন্য অপেক্ষা করবে...ওর কথা আমি ভাবতে পারবো না আর।"

বিরাট-বপু টেলিফোন-মহিলার উদ্দেশ্যে বলল, "তুদেই ০০-৩৫ নম্বরটা দিতে পারবেন।"

ও জবাব দিল, "দুটো বুথেই লোক আছে। একটু দাঁড়াতে হচ্ছে আপনাকে।"

ম্যাথু দাঁড়াল। দুই খোলা দরজার ভেতর দিয়ে বাথরুমের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যায়, অন্য এক 'টয়লেটের' বাইরে...। প্রেমিকের জন্য অদ্ভুত সে স্মৃতি এক।

মনটা বিষিয়ে উঠল আইভিচের ওপর। নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল, "মৃত্যুকে ভয় পেয়েছে ওরা। হতে পারে ওরা সজীব, পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ওদের ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে আছে অশুভ কিছু একটা, কারণ ওরা ভয় পেয়েছে। ভয় মৃত্যুর, ভয় অসুখের, বার্দ্ধক্যের। যৌবনকে আঁকড়ে ধরে থাকছে, মুমূর্ষ যেমন থাকে জীবনকে ধরে। কতো-বার যে আমি দেখেছি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত! বয়সের কুঞ্চনের সম্ভাবনার কথা ভেবে ও শিউরে উঠে। যৌবনের ভাবনায় সময় কাটে ওদের, ওদের পরিকল্পনা সব স্বল্পমেয়াদী, যেন ওরা আর পাঁচ কি ছয় বছর মাত্র বাঁচবে। আর তারপর—আইভিচ আত্মহত্যার কথা বলে থাকে, সে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই আমার, ওর সাহসই হবে না কোনদিন। শুধু ছাইয়ের ওপর দিয়েই গড়াগড়ি খাবে ওরা। সত্যি বলতে কি, আমার চামড়ায় কুঞ্চন ধরেছে, আমার চামড়া কুমীরের চামড়ার মতো, পেশীতে গিঁট বেঁধেছে, কিন্তু এখনো

তো আমার বাঁচতে হবে অনেক বছর···আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আমাদের মতো মানুষই যৌবনকে দেখেছে। আমরা মানুষ হতে চেষ্টা করেছি, আমরা খুব বাজে লোক ছিলাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, যৌবন ধরে রাখার একমাত্র উপায় তাকে ভুলে থাকা কি না।" কিন্তু তবু মনে শান্তি পেল না সে, উপরে ওদের সম্বন্ধে মনটা সজাগ, ওরা কানে কানে জটিলতার কথা ফিসফিস করে বলছে বুঝি। তা হোক, ওরা মনকে খুব টানে কিন্তু।

সে জিজ্ঞেস করল, "আমার নাম্বারটা পেলেন?"

বিপুলদেহী যেন একটু বিরক্ত, বলল, "একটু অপেক্ষা করতে হবে স্যার। আমষ্টারডমের সঙ্গে কথা বলছে একজন।"

ম্যাথু ঘুরে দাঁড়াল, হাঁটল কয়েক কদম। "টাকাটা মারতে পারলাম না আমি।" সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একটা মেয়ে, হালকা-পাতলা উড়ুউড়ু ভাব। আছে না কোন কোন মেয়ে যাদের মুখের ভাষা হলো "আমার পেচ্ছাব ধরেছে," এই রকম। ম্যাথুর দিকে চোখ পড়তে একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল। মেয়েদের বাথরুমে ঢুকল, মনে হলো যেন জীবন্ত মাদক সৌগন্ধ। "আমি টাকাটা মারতে পারলাম না, আমার স্বাধীনতা অলীক মায়া। মায়াই বটে—ব্রুনের কথাই ঠিক—আর আমার জীবন নিচের দিক থেকে যান্ত্রিক অবার্থতায় তৈরী। শূন্যতা একটা। কিছুই না হওয়ার, সর্বক্ষণ আমি যা, তা ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার, গর্বিত অমানুষিক স্বপ্ন একটা। একটা পূরো বছর এইসব নবীন যুবকদের সঙ্গে আমি মিশছি, খেলছি, শুধু আমার বয়স থেকে পলায়নের জন্য, বৃথাই। আমি একজন মানুষ, বয়স্ক ব্যক্তি। ট্যাক্সিতে ছোট আইভিচকে যে চুমু খেয়েছিল, সে এই পৃথিবীর মানুষ একজন, একজন বয়স্ক লোক। বামপন্থী সমালোচনা লিখি শুধু আমার নিজের শ্রেণীধর্ম থেকে পলায়নের জন্য, বৃথাই। আমি একজন বুর্জোয়া, লোলার টাকা মারতে পারলাম না, ওদের নিষেধের মুখে ভীতসন্ত্রস্ত! আমার জীবন থেকে পলায়নের

জন্য আমি যাকে পাই তার সঙ্গেই রাত কাটাই, মার্সেলের বদান্য-তায় অনুগৃহীত আমি, মেয়রের সামনে হাজির না হওয়ার জন্য জিদ ধরি, সে-ও বৃথা। আমি বিবাহিত, আমি ছাপোষা জীবন যাপন করছি।" টেলিফোনের বই পাওয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে পড়ল: "হোলবেক, নাট্যকার, নোর্দ ৭৭-৮০।" অসুস্থ বোধ করল কেমন, নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল, "সেই এখন আমার একমাত্র স্বাধীনতা, আমি যা হতে চাই তা হওয়ার। আমার একমাত্র স্বাধীনতা—মার্সেলকে বিয়ে করার ইচ্ছা।" পরস্পর বিরোধী স্রোতের মুখে সে এতো ক্লান্ত, অনেকটা হালকা বোধ করছে তাই। হাতের মুষ্টি দৃঢ় করে, বয়স্ক-মানুষের, বুর্জোয়ার, একজন সাংসারিক লোকের, ছা পোষা মানুষের, সমস্ত গাম্ভীর্য নিয়ে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল: "আমি মার্সেলকে বিয়ে করতে চাই।"

যাঃ। এইগুলো তো শব্দ, ছেলেমানুষী, শূন্যগর্ভ ইচ্ছা। ভাবল, "এটাও—এটাও মিথ্যে। বিয়ে করার জন্য ইচ্ছেশক্তির দরকার নেই আমার, মৌন সম্মতিই যথেষ্ট।" টেলিফোন-বই বন্ধ করে নিজের বিধ্বস্ত আত্মসম্ভ্রমের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইল। এবং হঠাৎ তার মনে হলো সে তার স্বাধীনতাকে, তার মুক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারছে। সে জিনিস নাগালের বাইরে, যাদু-শক্তির মতো নিষ্ঠুর, উদ্দাম, ছলনাময়ী, বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে সে জিনিশ মার্সেলকে পরিত্যাগ করতে আদেশ দিল। এক নিমেষের জন্য, অব্যক্ত এই স্বাধীনতার একটু-খানি ঝলক দেখতে পেল সে, যে ঝলকের চারপাশে অপরাধের স্পর্শ। ওর মনে তা ভয় ধরিয়ে দিল বস্তুতঃ। আর সে জিনিস এতো সুদূরের। সে ঝুলে রইল মানবিক ইচ্ছার আতিশয্যের সঙ্গে, এই সব অত্যধিক মানবীয় শব্দাবলীর সঙ্গে: "আমি ওকে বিয়ে করব।"

টেলিফোন-অলা বলল, "আপনার নাম্বার স্যার। দুই নম্বর বুথ।"

ম্যাথু বলল, "ধন্যবাদ।"

বুথে ঢুকল সে।

"রিসিভারটা উঠান স্যার।"

সুবোধ বালকের মতো নির্দেশ তামিল করে ম্যাথু।

"হ্যালো! তুদেই ০০-৩৫? ম্যাডাম মোন্তেরোর কাছে একটা খবর দেবেন। না, না, ওকে বিরক্ত করবেন না এখন। পরে জানালেই চলবে। খবরটা পাঠাচ্ছেন মঁসিয়ে বোরিস, বলছেন, তিনি আসতে পারছেন না।"

অন্য প্রান্তের গলা, "মঁসিয়ে মোরিস?"

"না না, মোরিস নয়, বোরিস। বার্ণাডের বি, অক্টাভের ও। উনি আসতে পারছেন না। হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঠাই, ঠিক আছে। ধন্যবাদ, গুডবাই ম্যাডাম।"

সে বাইরে বেরিয়ে এল। মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভাবছে, "মার্সেল নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে যাচ্ছে। ওকে একটা টেলিফোন করলে হয়, ওর কথা ভাবছি যখন।" টেলিফোনের মহিলার দিকে দ্বিধান্বিত চোখে তাকায়।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করে, "কি, আরেকটা নাম্বার দিতে হবে?"

"জী—সেগুর ২৫-৬৪।"

সারার নাম্বার।

বলল, "হ্যালো সারা, আমি ম্যাথু।"

সারার মোটা গলা, "সুপ্রভাত। কি, সব ঠিকঠাক?"

ম্যাথু বলল, "কিছুই ঠিক নেই। লোকজন ভীষণ কিপটে। তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, ওই লোকটার কাছে একবার গিয়ে দেখো না, বাকীতে ও কাজটা করবে কি না, এই মাসের শেষের দিকে দিয়ে দেবো টাকাটা।"

"মাসের শেষে তো ও চলে যাবে।"

"আমি টাকাটা তাহলে আমেরিকায় ওর কাছে পাঠিয়ে দেবো।"

একটু খানি নীরবতা।

সারার গলায় বিশেষ ভরসার আভাস নেই. বলল, "চেষ্টা তো

করতে পারি। কিন্তু খুব সহজে হবে না। বেটা বুড়ো কশাই একখানা। তাছাড়া উগ্র-জিয়োনিজমের সমর্থক। ভিয়েনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে নন-ইহুদী সবকিছু ঘৃণার চোখে দেখে।"

"একটু চেষ্টা করে দেখো। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয় তোমার।"

"অসুবিধা মোটেই না। দুপুরের খাওয়ার পরই যাবো।"

"ধন্যবাদ সারা, তুমি একজন গ্রেট লেডী।" ম্যাথু বলে।

তেরো

বোরিস বলল, "ও ভীষণ একপেশে।"

আইভিচ বলল, "হ্যাঁ, ও যদি মনে করে থাকে, লোলার উপকার করেছে সে, তাহলে সে তাই!"

খিক খিক করে হাসল আইভিচ। বোরিস চুপ করে রইল, তার চুপ করে থাকার মধ্যে আত্মতৃপ্তির ভাব বিদ্যমান। আইভিচ ছাড়া আর কেউ তাকে বুঝে না। বাথরুমের সিঁড়ির দিকে তাকাল, ভাবল: "ওর নাকটা একটু বেশি গলিয়ে ফেলেছে। আমাকে যেমন করে বলেছে, এমন কেউ কাউকে বলে না। আমি হোতিগেয়ার নই।" সিঁড়ির দিকে তাকিয়েই রইল। আশা করে রইল, আবার যখন ম্যাথু আসবে, ওদের দেখে সে হাসবে। ম্যাথু আবার এল বটে, কিন্তু ওদের দিকে একবার তাকালও না, বের হয়ে গেল। বোরিসের বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল।

বোরিস বলল, "ওকে ভীষণ চটা মনে হলো।"

"কাকে?"

"ম্যাথুকে। এক্ষুণি বেরিয়ে গেল।"

আইভিচ কিছু বলল না। ওর মুখাবয়ব নির্লিপ্ত। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

বোরিস বলল, "আমার ওপর রাগ করেছে। ওর মতে আমার কোন নীতি নেই।"

আইভিচ বলল, "করুকগে। ক'দিন থাকতে পারবে রাগ করে।"

ও কাঁধ ঝাঁকায়। বলে, "ও যখন নীতির কথা বলে, ওকে দুচোখে দেখতে ইচ্ছে করে না।"

বোরিস বলল, "আমার করে।"

একটু ভেবে আবার বলল, "কিন্তু আমি তো ওর চেয়েও বেশি নীতিবাগীশ।"

"যাঃ!" আইভিচ বলল। সীটে দোল খেল ও। ওকে মোটা মোটা লাগছে, ছেলেমানুষের মতো সরল দেখাচ্ছে। ওর গলা খ্যান খ্যান করে উঠল, "ওসব নীতিফীতির ধার ধারি না আমি। একটুও না।"

বোরিস খুব নিঃসঙ্গ বোধ করল। আইভিচের হৃদয়ের কাছাকাছি যেতে খুব সাধ, কিন্তু ম্যাথু আছে দাঁড়িয়ে মাঝখানে। বলল তবু, "ও ভীষণ একপেশে। আমার সব কথা খুলে বলবার সুযোগই দিল না।"

আইভিচ রায় দেয়, "কিছু কিছু কথা ওর কাছে খুলে বলবার নয়।"

অভ্যাস বশতঃ প্রতিবাদ করল না বোরিস। কিন্তু ওর মনে হলো ম্যাথুর মেজাজ ঠিক থাকলে সবকিছুই বলা যায় ওকে খুলে। সব সময় ওর মনে হয় যেন ওরা একই ম্যাথুর কথা বলছে না : আইভিচের ম্যাথু অনেক অনেক বর্ণহীন এক ব্যক্তিত্ব।

অবিশ্বাসের হাসি হাসল আইভিচ। বলল, "তুমি একটা ঘাড়বাঁকা খচ্চর।"

বোরিস কথা বলল না। সে রোমন্থন করছে, কি বলা তার উচিত ছিল ম্যাথুকে : বলা উচিত ছিল, সে স্বার্থপর নয়, নিষ্ঠুর নয়, যখন নিশ্চয় করে জানল লোলা মরে গেছে, দারুণ আঘাত পেয়েছিল সে। এমন সন্দেহও হয়েছিল যে এর জন্য তাকে ভুগতে হবে। মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। দুঃখভোগকে অনৈতিক মনে করে সে, এবং সে দুঃখ সহ্য করতে পারে না। কাজেই যা মনে এসেছে তাই করেছে। কিন্তু কি যেন কোথায় গড়বড় হয়ে গেল, দিল সব ভেস্তে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

সে বলল, "এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। লোলার কথা এখন ভাবছি, মনে হচ্ছে ও চমৎকার একজন পুরনো বন্ধু।"

আইভিচ একটু হাসল। বোরিস তাতে মর্মাহত হলো। যেন নিজেকে যুক্তিশোভন করতে যেয়ে বলল আবার, "অবশ্য এখন নিশ্চয়ই ও খুব আনন্দে নেই।"

"সে তো স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে।"

"আমি চাই না ও দুঃখ পাক।"

আইভিচের গলায় গান বেজে উঠল, "তাহলে যাও, দেখে এসো।"

তখন বোরিস বুঝল আইভিচ ফাঁদ পাততে লেগেছে। চট করে বলে উঠল, "আমি যাবো না। প্রথমতঃ ও—আমি ওকে মৃতই ভাবছি সব সময়। তাছাড়া, আমি চাই না ম্যাথু মনে করুক, ও শিস দিতেই আমি ছুটে যাবো।"

অন্ততঃ এই একটা ব্যাপারে, নরম হবে না সে, সে হোতিগেয়ার নয়কো।

আইভিচ আস্তে আস্তে বলল, "ও তো তাই মনে করে।"

কথাটা বলার ধরন বড্ড নোংরা লাগল বোরিসের কাছে। কিন্তু রাগের লক্ষণ নেই তাতে। আইভিচের উদ্দেশ্য মহৎ, ওর ইচ্ছা লোলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি ছাড়ুক সে। সে তো তার ভালোর জন্যই। সবাই বোরিসের কল্যাণ কামনা করে। শুধু ব্যক্তি বিশেষে তার তারতম্য।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলে, "ইচ্ছে করে ওকে আমি ভাবতে দিই আমি মানুষটা ওইরকম। ওকে সামাল দেওয়ার এটা একটা কৌশল।"

কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি অনুভূতির তার মন্ত্রিত হয়েছিল, ম্যাথুর উপর ক্ষেপে তাই আগুন হয়ে গিয়েছিল সে। সীটে একটু নড়ে বসল সে। আইভিচ ওকে দেখছে, একটু ছটফটানো ভাব।

আইভিচ বলল, "বড্ড বেশি ভাবো তুমি, বুড়ো খোকন আমার। ও একেবারে মরে ভূত হয়ে গেছে কল্পনা করলেই সব ল্যাটা চুকে যায়।"

বোরিস বলল, "তাতে সুবিধে হতো, কিন্তু পারি না যে।"

কৌতুক বোধ করল আইভিচ। বলল, "সেটাই তো অদ্ভুত।

আমি তো পারি। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হলেই অস্তিত্ব বিহীন হয়ে যায় সে আমার কাছে।"

বোনের প্রতি শ্রদ্ধায় বোরিসের মনটা ভরে উঠল, কিন্তু বলল না কিছুই। এতটা মনোবল প্রদর্শনে সক্ষম সে হতে পারবে বলে মনে হলো না। একটু থেমে বলল, "টাকাটা ও মেরে দিয়েছে কি না কে জানে। মেরে দিলে তো খুব বিপদে পড়া যাবে।"

"কীসের টাকা?"

"লোলার। ম্যাথু পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের ঠেকায় আছে।"

"ও মেরে দিয়েছে নাকি?"

আইভিচ কিছুই বুঝতে পারল না, তাই বিরক্ত হলো। বোরিসের মনে হলো, এ বিষয়ে কিছু না বলাই বোধ হয় ভাল ছিল। পরস্পর পরস্পরকে সবকিছু বলবে এমন রফা একটা দুজনের মধ্যে আছে সত্য, কিন্তু তার তো ব্যতিক্রমও হতে আছে।

সে বলল, "মনে হচ্ছে ম্যাথুকে খুব একটা পছন্দ করোনা তুমি।"

ও বলল, "ওকে দেখলেই মাথায় খুন চেপে যায় আমার। আজ সকালে আমার ভালর জন্য পৌরুষ দেখাচ্ছিল ও।"

বোরিস বলল, "হ্যাঁ—।"

বুঝতে চেষ্টা করল, কি বলতে চায় আইভিচ, কিন্তু চেপে গেল। দুজনেই দুজনের ইংগিত বুঝতে পারছে, এরকম একটা ভান রাখতে হচ্ছে, নইলে এর মজা নষ্ট হয়ে যায়। একটু বিরতির পর আইভিচ বলে উঠল, "চলো যাই। দোম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

বোরিস বলে, "আমিও না।"

ওরা বেরিয়ে এল। আইভিচ বোরিসের হাত ধরে। বোরিসের ভিতরে অতিশয় চাপা কিন্তু অদম্য একটা কি যেন হচ্ছে, মনে হচ্ছে বমি করে ফেলবে সে।

জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি মনে হয়, আমাদের ওপর ওর ঘৃণা থাকবে অনেক দিন?"

আইভিচ অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "সে তো থাকতে পারেই না।"

বোরিস বিশ্বাসের বুকে কুঠার হানে, বলে, "ও তোমাকেও ঘৃণা করে।"

আইভিচ হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ে। বলে, "খুব সম্ভব। তবে তার জন্য আমি মন খারাপ করি না। মন খারাপ করার মতো কতো কি যে আছে আমার।"

বোরিস অপ্রতিভ। বলে, "তা বটে। তুমি যেন কিছু ভাবছো।"

"ভীষণ।"

"পরীক্ষার ব্যাপারে ?"

আইভিচ কাঁধ ঝাঁকাল, কিছু বলল না। নীরবে হাঁটল ওরা কিছুক্ষণ। বোরিস ভাবছে, সত্যিই কি পরীক্ষার ব্যাপারেই চিন্তান্বিত ও! তাই যেন হয় : সেটাই নৈতিক হবে, নীতিগত হবে।

সামনের দিকে তাকাল বোরিস। ধূসর আলোয় মোন্তপার্নাস বুলেভারকে কেন যেন ভীষণ সুন্দর লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে অক্টোবর এসে গেছে। অক্টোবর বোরিসের ভারী পছন্দ। সে মনে মনে বলল, "গত অক্টোবরে লোলাকে আমি চিনতাম না।" সঙ্গে সঙ্গে অন্যেতর একটি ভাবনা ঢুকে পড়ল মাথায় : "ও জীবিত।" অন্ধকার ঘরে ওর শবটাকে ফেলে আসার পর এই প্রথম অনুভব করতে পারল, লোলা জীবিত আছে। সে যেন ওর পুনর্জন্ম। "যেহেতু ও মরে নি, ম্যাথু বেশি দিন আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না।" সে ঠিক জানে এখনো লোলার কষ্টের অবসান হয় নি, বুকে যন্ত্রণা নিয়ে এখনো অপেক্ষা করছে তার জন্য। মনে হলো, সেই দুঃখ, সেই যন্ত্রণা দুরারোগ্য, চূড়ান্ত, হায়-হুতাশ করতে করতে মরে যে মানুষ তার মতো। চালে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে : লোলা জীবিত, পড়ে আছে বিছানায়, খোলা চোখ, জীবন্ত ক্রোধে আচ্ছন্ন, কোন কোন দিন একটু দেরী করে ওখানে গেলে যেমন হতো। রাগটা অন্যান্য রাগের মেতাই সমান শ্রদ্ধার্হ, তবে একটু যেন তীব্রতর। মানুষ মরে গেলে

যেমন কিছু অস্পষ্ট শেষকৃত্যাদির দায় এসে পড়ে জীবিতের ঘাড়ে, বোরিসের তেমন কোন দায় নেই, দায় আছে প্রয়োজনীয় গৃহকর্মের। এইবার কিছু শ্রদ্ধাভরে লোলার মুখটা কল্পনায় আনতে পারল বোরিস। না, কোন মরামানুষের মুখ সাড়া দিচ্ছে না তার ডাকে, এ যেন সেই মুখ, ক্রুদ্ধ আরক্ত সুডোল যে মুখ কালকে সন্ধ্যায় চীৎকার করে উঠেছিল: "তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছো! পিকার্দের সঙ্গে দেখা হয় নি তোমার!" সঙ্গে সঙ্গে ওর সত্যি সত্যি রাগ হলো এই নকল-মরা মেয়েমানুষটার উপর, যে মানুষটা তার ভিতরটায় সব গোলমাল করে দিচ্ছে।

সে বলল, "আমি হোটেলে ফিরব না; ওখানে ও যেতে পারে।"

"রুদের ওখানে গিয়ে শুয়ে থাকো না কেন।"

"যাবো।"

আইভিচের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলল। বলল, "ওকে একটা চিঠি লিখে দাও—সেটাই বরং শোভন হবে।"

"লোলাকে? কক্ষণো না।"

"লেখা উচিত।"

"কি লিখব আমার মাথায় আসছে না।"

"দুষ্টু ছেলে, আমি লিখে দেবো না হয়।"

"কিন্তু লিখবটা কি?"

অবাক হয় আইভিচ, বলে, "ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না?"

"জানি না।"

আইভিচ বিরক্ত হলো, তবে পীড়াপীড়ি করল না। ও কখনো পীড়াপীড়ি করে না, এটা ওর গুণ। ঘটনা যাই হোক, ম্যাথু আর আইভিচের ব্যাপারে বোরিসকে খুব সাবধান হতে হবে। মুহূর্তের জন্য বোরিসের মনে হলো, লোলাকে চিরতরে হারানোর চেয়ে আবার গিয়ে বরং দেখা করে আসা ভাল।

বলল, "সে দেখা যাবে। এখন ওসব ভেবে লাভ নেই।"

বুলেভারে বেশ ভাল লাগছে। হাসিখুশি লোকজন। ওদের প্রায় সবাই ওর মুখ-চেনা। একফালি আহ্লাদিত রোদ কোসারি ভ্লিলার জানালার গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

আইভিচ বলল, "আমার ক্ষিদে লেগেছে। লাঞ্চ খাবো।"

ও দিমারিয়া হোটেলে গেল। বোরিস বাইরে অপেক্ষা করে। দুর্বল লাগছে ওর, হৃদয়ে আবেগের অনুভব, সন্থ রোগমুক্তির মতো। অনুভব করল, মনকে ব্যস্ত রাখার জন্য কোন সুখচিন্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। 'অশ্লীল শব্দের ইতিহাস ও ব্যুৎপত্তিগত অভিধানের' কথা মনে এল চট করে। যা চেয়েছিল তাই! অভিধানটি এখন ঘরে ছোট টেবিলের ওপর শুয়ে আছে, ঘরের একমাত্র প্রধান সামগ্রী। মন ভরে উঠল তৃপ্তিতে, যখন ভাবল, "ওটা একটা ফার্নিচার আমার। আমার ওস্তাদির কীর্তি বটে!" তারপর, সৌভাগ্য কখনো একা আসে না তো, ছুরিটার কথা মনে পড়ে গেল আবার। পকেট থেকে বের করে খুলল। "আমি মাতাল হয়ে গেছি!" পরশুদিন কিনেছে ওটা, আর এরি মধ্যে ইতিহাস রচনা করে ফেলেছে ছুরিটা, তার আদরের দুটো প্রাণীর চামড়া ফাঁক করে দিয়েছে। ভাবল, "যা সুন্দর কাটে না!"

একটা মেয়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, বারবার তাকাচ্ছিল তার দিকে। ভীষণ স্মার্ট। পেছন থেকে ওকে দেখতে চাইল সে, মেয়েটাও পেছনে ফিরে তাকাল—দৃষ্টি বিনিময় হলো, যেন বন্ধু দুজনা।

"এই যে।" আইভিচ বলল।

দুই হাতে দুই কানাডা-আপেল। বিরাট। একটা ওর পাছার সঙ্গে ভাল করে ঘষে এনে কামড় দিল, অন্যটা বাড়িয়ে দিল বোরিসের দিকে।

বোরিস, "না ধন্যবাদ। আমার ক্ষিদে পায় নি।" ফের বলল, "তোমার ব্যবহার দেখলে গা জ্বলে।"

"কেন?"

"ওটা পাছায় ঘষেছ তুমি।"

আইভিচ বলে, "সে তো পরিষ্কার করার জন্য।"

বোরিস বলে, "ওই যে যাচ্ছে মেয়েটা, দেখছো ? ওর সঙ্গে আমার ইয়ে হয়েছে।"

আইভিচ আপন মনে আপেল চিবোয়, কড়মড় শব্দ হয় মুখের ভিতর।

আপেলে মুখ-ভরা, তেমনিই বলে, "আবার ?"

বোরিস বলে, "ওখানে নয়। তোমার পেছনে।"

আইভিচ পেছন দিকে তাকায়, ভুরু কপালে তোলে।

শুধু বলল, "মেয়েটা সুশ্রী।"

"কি পরেছে দেখেছো ? এই রকম একজন মেয়েলোককে সম্ভোগ না করে আমি মরতে চাই না। সোসাইটি-গার্ল। সে নিশ্চয়ই এক দারুণ মজার অভিজ্ঞতা হবে।"

মেয়েটার চলে যাওয়ার দিকে এখনো তাকিয়ে আছে আইভিচ। দুই হাতে দুই আপেল, ভাবটা ও বোরিসকে সাধছে।

বোরিস উদার হতে চেষ্টা করে, "ওর থেকে আমার মন উঠে গেলে তোমাকে দিয়ে দেবো'খন।"

আপেলে দাঁত বসায় আইভিচ।

"তাই নাকি !"

তার একটা হাত ধরে দূরে ঠেলে দেয়। মোন্তপার্নে'স বুলেভারের অন্য প্রান্তে একটা জাপানী দোকান আছে। ওখানে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল ওরা।

আইভিচ বলে, "ছোট কাপগুলো দেখেছো ?"

বোরিস বলে, "এগুলো সাকীর।"

"সে আবার কি জিনিস ?"

"চাউলের ব্রাণ্ডি।"

"আমি একবার এসে কিনব ওগুলো। চায়ের কাপ করব।"

"বেশি ছোট।"

"একেবারে ভরে দেবো।"

"এক সঙ্গে ছয়টাকে ভরলেই হয়ে যাবে।"

খুশিতে ঝকঝকুম করে উঠে আইভিচ, "ভাই। আমার সামনে চা-ভর্তি ছয়টা কাপ থাকবে ছোট ছোট, আমার ইচ্ছে মতো যখন যেটা থেকে খুশি চুমুক দেবো।"

একটু পিছু হটে গিয়ে চাপা গলায় গভীর ঐকান্তিকতায় উচ্চারণ করল, "সবটা দোকান আমার কিনে ফেলতে ইচ্ছে করে।"

এই সব ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বিষয়ে বোনের রুচি বোরিস অনুমোদন করে না। তবু দোকানে ঢুকতে যাচ্ছিল, আইভিচ বাধা দেয়।

"না, আজ নয়। এসো।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দেনফার-রোসেরো রোডে এল। আইভিচ বলল, "কোন বুড়োর কাছে আমি নিজেকে বিক্রি করে দেবো, তাতে করে এমনি টুটকি-নাটকি অনেক কিছু কিনতে পারবো।"

বোরিস রুক্ষস্বরে বলে উঠে, "কেমন করে করবে, সেসব কায়দা-কানুনই জানো না তুমি। এটা কএটা পেশা তো। শিখতে হয় আগে।"

চুপচাপ পাশাপাশি ওরা হাঁটে। আনন্দে কাটছে সময়, আইভিচ ভুলে গেছে পরীক্ষার কথা, ভীষণ উৎফুল্ল লাগছে ওকে। এমনি ঃরো ক্ষণে বোরিসের মনে হয় ওরা দুজন অভিন্ন সত্তায় মিশে একাকার হয়ে গেছে। আকাশে ভাসমান সাদা মেঘের পেছনে বড়ো বড়ো নীল নীল ছোপ। পত্র-পুষ্প বৃষ্টি ভারে স্নাত, নত, গ্রামদেশের মতো লাকড়ির আগুনের গন্ধ বাতাসে।

দ্বিতীয় আপেলটায় কামড় বসিয়ে আইভিচ বলল, "এই রকম আবহাওয়া আমার ভাল লাগে। একটু ভিজা-ভিজা, কিন্তু গুমোট ভাব নেই। আমার মনে হচ্ছে আরো দশ মাইল আমি হাঁটতে পারবো এখন।"

বোরিস সাবধানে চুপি চুপি দেখে নেয় হাতের কাছে কফির দোকান-টোকান আছে কি না। দশ মাইল হাঁটার কথা বলছে আইভিচ, তার মানে দোকানে-দোকানে বসতে চাইবে নির্ঘাত।

বেলফোর্টের সিংহটির দিকে তাকিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল

আইভিচ, বলল, "ওই সিংহটাকে আমার খুব ভালো লাগে। ও একটা যাদুকর।

"হুম।" বোরিস বলল।

বোনের রুচির ওপর শ্রদ্ধা আছে তার, যদিও নিজের রুচির সঙ্গে তার মিল নেই। উপরন্তু, ম্যাথুই একদিন ঘোষণা করেছে, বলেছে: "তোমার বোনের রুচি খারাপ, তবে নিখুঁত ভাল রুচির চেয়ে এটাই ভাল: তার নিজের রুচি অত্যন্ত খারাপ।" অবস্থা যখন এই, মতের অমিল হওয়ার কথা নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে বোরিস লোকায়ত সৌন্দর্যের পক্ষপাতী।

জিজ্ঞেস করল, "আমরা আরাগো বুলেভারের দিকে যাবো?"

"সেটা কোথায়?"

"ওই দিকে।"

আইভিচ বলল, "ঠিক আছে। দেখে তো সুন্দর ঝরঝরে লাগছে।"

ওরা হাঁটে, নীরবে। বোরিস লক্ষ্য করল, বোনটি ক্রমশ মনমরা হয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে হাঁটার সময় পায়ে মোচড় তুলে হাঁটছে। গভীর নৈরাশ্যে সে ভাবল, "যন্ত্রণা এক্ষুণি শুরু হবে।" পরীক্ষার রেজাল্টের অপেক্ষায় থাকলেই যন্ত্রণার শুরু হয় আইভিচের প্রতিবার। চারজন অল্পবয়সী শ্রমিক এদিকে আসছে, হাসল ওদের দিকে তাকিয়ে। এইরকম উপহাসের সঙ্গে বোরিস অভ্যস্ত, একে সহানুভূতির চোখে দেখে বস্তুত। আইভিচ নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকে, যেন ওদের দেখেই নি। ছোকরাগুলো ওদের কাছাকাছি এসে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল, দুজন গেল বোরিসের বাঁ দিক দিয়ে অন্য দুজন আইভিচের ডান দিক দিয়ে।

"তিনজন হলে কেমন হয়?"

"জঘন্য।" বোরিস সবিনয়ে বলে।

ঠিক তখুনি আইভিচ লাফ মেরে উঠল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতে মুখ চাপা দিয়ে শব্দটাকে চাপা দিল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ লাল করল আইভিচ, বলল, "পাচিকা মেয়ে-লোকের মতো ব্যবহার করছি আমি।"

ছোকরাগুলো বেশ দূরে চলে গেছে তৎক্ষণে।

বিস্ময়ের সীমা নেই বোরিসের, জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে?"

ঘৃণাভরে আইভিচ বলে, "ও আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে। অসভ্য ওই লোকটা।"

একটু পর ধমকের সুরে বলে, "বস, তুমি আবার কিছু করতে যেয়ো না। আমারই চীৎকার করা উচিৎ হয় নি।'

বোরিস উত্তেজিত হয়, বলে, "কোন্‌টা?"

আইভিচ ওকে ফেরায়, "কিছু করতে যেয়ো না, প্লীজ। ওরা চারজন। আমি এমনিতেই অনেক লোক হাসিয়েছি।"

বোরিস ব্যাখ্যা করতে যায়, "তোমাকে ছুঁয়েছে তার জন্য নয়। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকলেই এমন হয়, এটা সহ্য করতে পারি না। ম্যাথু সঙ্গে থাকলে কেউ তোমাকে ছোঁয় না। আমি দেখতে কীসের মতো?"

আইভিচের গলায় বিষণ্ণতা, বলে, "কি আর করা যাবে বলো। তোমাকে রক্ষা করতে পারি আমি তেমন মানুষ নই। আমাদের দেখলে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা আসে না, এই আর কি।"

কথাটা সত্যি, প্রায়ই এর জন্য আশ্চর্য হয় বোরিস। অথচ আয়নায় চেহারা দেখলে নিজকে বেশ আকর্ষণীয় লাগে।

বোরিস আবৃত্তি করে, "তাই, আমরা মানুষের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রেরণা আনতে পারি না।"

ওরা ঘন হয়, একজোড়া এতিম যেন।

একটু পর আইভিচ জিজ্ঞেস করে, "ওটা কি?"

আঙ্গুল নির্দেশ করে বাদাম গাছের সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কালো উঁচু দেয়াল দেখাল।

বোরিস বলল, "ওঠা সাঁত। জেলখানা।"

আইভিচ বলল, "চমৎকার। এর চেয়ে অমানুষিক জিনিস আমি আর কখনো দেখি নি। মানুষ পালিয়ে-টালিয়ে যায় না ?"

বোরিস বলে, "সব সময় পালায় না। কোথায় যেন একবার পড়েছিলাম, দেয়াল টপকিয়ে পালাতে গিয়েছিল এক কয়েদী। বাদাম গাছের ডালে আটকে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে মরে গিয়েছিল।"

আইভিচ একটু চিন্তা করল, তারপর একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই গাছটায় বোধ হয়। ওর পাশের বেঞ্চিতে বসব একটু ? আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। হয়তো, এক্ষুণি দেখব, আরেকজন কয়েদী দেয়াল টপকাচ্ছে।"

বোরিস নেহায়েত কিছু বলতে হয়, তাই বলল, "হয়তো। ওরা সাধারণতঃ রাত্রে পালায়, জানোই ত।"

রাস্তা পার হয়ে গিয়ে বসল ওরা। বেঞ্চিটা ভিজা। আইভিচ খুশি হয়ে উঠে, "দিব্যি ঠাণ্ডা তো।"

কিন্তু একটু পরই ও অস্থির হয়ে উঠল। চুল টানতে শুরু করল। চুল টানা বন্ধ করার জন্য বোরিস হাতে ওর থাপ্পড় মারল একটা।

আইভিচ বলল, "আমার হাতটা ধরে দেখো। হিম হয়ে গেছে।"

সত্যিই তাই। নীল হয়ে গেছে আইভিচ, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভিতরে ভীষণ বেদনা, সমস্ত দেহ কাঁপছে থরথর করে। ওকে এতো অসহায় দেখাচ্ছে, সমবেদনার তাড়নায় বোরিস লোলার কথা চিন্তা করতে চেষ্টা করল।

হঠাৎ আইভিচ ওর দিকে তাকাল, মনের সংগোপনে কিছু ফন্দী আছে এমনি ভাব করে বলল, "তোমার ঘুঁটির বোর্ডটা আছে না ?"

"হ্যাঁ।"

চামড়ার ছোট্ট ব্যাগে রাখা একটা পোকারের ছক, ম্যাথু আইভিচকে উপহার দিয়েছিল। আইভিচ সেটা বোরিসকে দিয়ে দিয়েছিল পরে। ওরা প্রায়ই খেলতো এক সঙ্গে।

"এসো, একটু খেলা যাক।"

ব্যাগের ভিতর থেকে বোরিস বোর্ড বের করে। আইভিচ বলে, "তিনবারে যে দুবার জিতবে, কেমন। তুমি আগে।"

সরে বসল ওরা। বেঞ্চিতে সওয়ার হয়ে বসে বোরিস; মাঝখানে রাখে বোর্ড। সব ঘরে দান আছে, সবার উপরে রাজা।

বোরিস বলে, "আমার দান।"

আইভিচ বলে, "তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে না আমার।"

ভ্রূকুটি করল আইভিচ। বোর্ড ঘুরানোর আগে আঙুলে ফু দিল, বিড়বিড় করে কি উচ্চারণ করল। মন্ত্র। বোরিস ভাবল, "গতিক গুরুতর বটে। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ও খেলছে দেখছি।" আইভিচ চাল দিল, হারল এবং: তিনটেই রাণী উঠেছে।

আইভিচ বলল, "দুই নম্বর দান।" বোরিসের দিকে তাকাল, চোখ জ্বলজ্বল করছে। এইবার উঠল, তিন টেক্কা।

আইভিচের পালা আসতে ও বলল, "এবার আমার দান।"

বোর্ড ঘুরাল বোরিস। চারটে টেক্কা প্রায় উঠে গেছিল। কিন্তু বোর্ড থামতে না থামতেই, বোরিস ঘুঁটিগুলো তুলবার জন্য হাত বাড়াতেই প্রথম এবং মধ্যমার সঙ্গে লেগে গিয়ে দুটো টেক্কা উল্টে গেল। তার ফলে, জোকার এবং হরতনের টেক্কা না উঠে উঠল দুই রাজা।

চটে গিয়ে সে বলল, "দুই জোড়া।"

আইভিচ বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে উঠে, "আমার জিত। এইবার শেষ দান।"

বোরিস ভাবছিল কারসাজিটা ও ধরতে পেরেছে কিনা। হলেই বা, সে তো আর তেমন গুরুতর কিছু না। আইভিচ ফলাফল জেনেই খুশি। শেষের দানে ও জিতে গেল বোরিসের এক জোড়ার স্থলে দুই জোড়া পেয়ে। বোরিসের আর কিছু করতে হলো না।

ও শুধু বলল, "ভাল।"

"আরেক বার হবে?"

ও বলে উঠে, "না, না, যথেষ্ট হয়েছে। খেলে দেখছিলাম, পাশ

করব কি করব না, এই আর কি।"

বোরিস বলে, "বাঃ জানতাম না তো। তাহলে, পাশ করেছো।"

আইভিচ কাঁধ ঝাঁকায়, বলে, "ওসবে আমি বিশ্বাস করি না।"

ওরা নিশ্চুপ। পাশাপাশি বসে। দৃষ্টি ফুটপাথের দিকে। আইভিচের দিকে না চেয়েও বোরিস টের পেল ও কাঁপছে।

আইভিচ বলল, "গরম লাগছে, কি বিশ্রী! হাত ঘেমে ভিজে গেছে। আমি এতো বিশ্রী যে ভিজে গেছি সবখানে।"

আসলে এতো ঠাণ্ডা ছিল ওর ডান হাতটা, সেই ডান হাতটাই এখন জ্বলছে যেন। বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ, অবশ। হাঁটুর ওপর রেখেছে ও।

আইভিচ বলল, "এই ব্যাণ্ডেজটা আর সহ্য করতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমি যেন যুদ্ধে আহত একজন। ইচ্ছে করে, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিই।"

বোরিস কিছু বলল না। দূরে কোথাও ঘড়িতে একটা ঘণ্টা পড়ল। চমকে উঠল আইভিচ। বিস্মিত হকচকানো চোখে জিজ্ঞেস করল, "একি—সাড়ে বারোটা বেজে গেল?"

বোরিস ঘড়ি দেখে বলে, "দেড়টা।"

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। বোরিস বলল, "আমার এবার যেতে হয়।"

আইভিচ ঘন হয়ে বসে, দুই হাত ওর কাধে রাখে। বলে, "যেয়ো না বোরিস, প্রিয় সখা বোরিস আমার, আমি কিচ্ছু জানতে চাই না। আমি লাওন-এ ফিরে যাবো আজ সন্ধ্যায়, আর আমি—আমি কিচ্ছু জানতে চাই না।"

বোরিস আস্তে আস্তে বলে, "কি সব যা-তা বলছো। বাবা-মার সঙ্গে দেখা হলে বলতে হবে না কি হয়েছে।"

হাত খসে পড়ে আইভিচের। বলে, "ঠিক আছে, যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে আসবে কিন্তু, তোমার জন্য এখানেই বসে থাকব আমি।"

বোরিস স্তম্ভিত, "এইখানে? দুইজনই যদি হাঁটতে হাঁটতে যাই ভাল হয় না? লাতিন কোয়ার্টারে কোন কফির দোকানে তুমি না হয় বসে থাকবে।"

আইভিচ বলে, "না, না। এইখানে তোমার জন্য বসে থাকব।"

"তোমার মর্জি। বৃষ্টি হলে?"

"আমাকে জ্বালিয়ো না বোরিস—জলদী যাও। বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক, এইখানে বসে থাকবো আমি। পা তুলবার শক্তি নেই আমার, একটা আঙ্গুল নড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই আমার।"

বোরিস উঠে যেতে শুরু করে। রাস্তা পার হয়ে পেছন ফিরে তাকাল। আইভিচের পেছনটা দেখা যাচ্ছে: বেঞ্চে গুটি-শুটি বসা, মাথা সামনের দিকে নত, ও যেন একটা ফকিরণী। মনে মনে বলল, "পাশও তো করতে পারে ও।" কয়েক পা হাঁটল। তারপর হঠাৎ লোলার মুখ ভেসে উঠল চোখের উপর। আসল মুখ। "ও খুব অসুখী", সে ভাবল, এবং বুকে দুপ-দুপ করে প্রচণ্ড বেগে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল।

চৌদ্দ

আর এক মুহূর্ত। আর এক মুহূর্তের মধ্যে সে ফিরে যাবে আবার সেই ব্যর্থ অন্বেষায়। আর এক মুহূর্তের মধ্যে ম্যাথু, ঘৃণা আর বিদ্বেষে ভরা মার্সে'লের অবসন্ন চোখের, ধূর্ত আইভিচের মুখের এবং শবের মতো লোলার মুখোসের অশরীরী ছায়া কর্তৃক যাদুগ্রস্ত ম্যাথু মুখের ভিতরে জ্বরের আস্বাদ পাবে, নিদারুণ যন্ত্রণা এসে পেটের ভিতরে মোচড় তুলবে। আর এক মুহূর্তের মধ্যে। হাতল-চেয়ারে গা এলিয়ে পাইপ ধরাল সে। নিঃসঙ্গ, শান্ত। পানশালার প্রায়ান্ধকার শৈত্যের বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয় সে। ওইখানে মদের বার্নিশ-করা পিঁপে খাড়া করে রাখা হয়েছে, তাতে টেবিলের কাজ চলছে। দেয়ালে ঝুলানো অভিনেত্রীর ফটো, নাবিকের টুপি। অদৃশ্য রেডিয়ো থেকে ঝর্ণাধারার মতো মৃদুল আওয়াজ বেরোচ্ছে। রুমের অন্য প্রান্তে কতিপয় জমকালো, বিপুলদেহ বিত্তবান ভদ্রলোক, চুরুট টানছেন, মদ খাচ্ছেন—এরা ব্যবসায়ী, রয়ে গেছেন, বাকী সব চলে গেছে লাঞ্চ খেতে অনেকক্ষণ আগে। নিশ্চয়ই দেড়টা বেজে গেছে, কিন্তু মনে হয় এখনো বুঝি প্রত্যুষ, দিন যেন বসে আছে একঠায়, বন্ধ্যা প্রশান্ত সমুদ্রের মতো। ম্যাথু সেই স্রোতহীন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বসে আছে, বসে থাকবে যতক্ষণ না তার অস্তিত্বের অবশেষ মিশে যায় নিগ্রো ধর্মাচারের অস্ফুট প্রায়-অশ্রুত শব্দাবলীতে, সুখদ কণ্ঠের গুঞ্জনে, পীতাভ স্বচ্ছ আলোয় এবং অস্ত্রোপচারের কমনীয় হাতের কোমল সঞ্চালনে, যে হাতে চুরুট ধরা আছে নিপুণ দক্ষতায়, যে-হাত দুলছে মশলা-ভর্তি হাতার মতো। আয়েশী জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই টুকরো—সে ভাল করে জানে এটা ধার-করা, খুব শীগগির ফিরিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তবু ধার-করা এই জীবনকে

কোনরকম তিক্ততার অনুভূতির প্রশ্রয় না দিয়েই ভোগ করছে সে। এই জগৎ ভাগ্যহত ব্যর্থজনদের অসংখ্য খুচরা তৃপ্তি পরিবেশন করে থাকে, বস্তুত এই এদের জন্যই পৃথিবীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত অনেক ক্ষণকালীন অনুগ্রহের সম্ভার, তা ভোগ করার শর্ত, সাবধানে হিসেব করে ভোগ করতে হবে। বাঁ দিকে দানিয়েল বসে আছে, গম্ভীর, চুপচাপ। অবসর সময়ে ম্যাথু ওর সুদর্শন আরব শেখের মতো চেহারা দেখতে পায় মনের চোখে, ওর চেহারার ধ্যানও সেই সব খুচরা তৃপ্তির একটি। পা লম্বা করে দেয় ম্যাথু, হাসে আপন মনে।

দানিয়েল বলে, "আমি বলি, শেরীই খাও।"

"বেশ, এক গ্লাস শেরী তুমিই তাহলে খাওয়াও, আমি ফুটো-পকেট।

দানিয়েল বলে "নিশ্চয়ই। কিন্তু বলছিলাম, আচ্ছা, তোমাকে দুশো ফ্রাঙ্ক ধার দিই আমি? এতো কম টাকা সাধতে লজ্জা লাগছে আমার..."

ম্যাথু বলে, "বাঃ! তোমার কষ্টের দামও হবে না যে!"

দানিয়েল ওর ডাগর স্নিগ্ধ চোখ মেলে তার দিকে তাকাল। অনুনয় করল, "প্লীজ! আমার কাছে চার শো ফ্রাঙ্ক আছে এই হপ্তার জন্য : ভাগ করে নেবো দুজনে।"

টাকাটা যাতে নিতে না হয় তার জন্য তাকে হুঁশিয়ার হতে হচ্ছে, টাকাটা সে নিতে পারে না, এটা এই খেলার নিয়মবহির্ভূত।

ম্যাথু বলে, "না, তা হয় না—বলেছো এই যথেষ্ট।"

দানিয়েল ওর ভরাট কাতর দৃষ্টি ম্যাথুর মুখে স্থির করে রাখল। বলল, "তোমার কি কোন কিছুর প্রয়োজন নেই?"

ম্যাথু বলে, "আছে। আমার পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন। তবে তা এই মুহূর্তে নয়। এই মুহূর্তে আমার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এক গ্লাস শেরী আর তোমার কথা শোনা।"

"কামনা করি আমার কথা যেন শেরীর সমকক্ষ হয়।" দানিয়েল বলল। এক্সপ্রেস চিঠির কথা ম্যাথুর কাছে বলে নি, ম্যাথুকে কি

জন্য ওর এমন দরকার পড়ে গেল তা-ও বলে নি। এর জন্য ম্যাথু কৃতজ্ঞ : সে কথা তো উঠবেই শীগগির।

ম্যাথু বলে, "জানো কাল ক্রনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

"নাকি ?" দানিয়েলের ভদ্র জবাব।

"মনে হয় এইবার আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হলো।"

"ঝগড়া-টগড়া হয়েছে ?"

"ঝগড়া নয়। তার চেয়েও খারাপ জিনিস।"

দানিয়েল মুখে কষ্টের ভাব আনল। না হেসে পারল না ম্যাথু। জিজ্ঞেস করল, "ক্রনেকে তুমি তো পাত্তাই দাও না, তাই না ?"

দানিয়েল বলল, "তা অবশ্য—তুমি তো জানোই, তোমার মতো এতো ঘনিষ্ঠ নই আমি ওর সঙ্গে। ওকে আমি শ্রদ্ধা করি খুব, তবে আমার ক্ষমতা থাকলে আমি ওকে শো-কেসে সাজিয়ে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করতাম, মানবতার মিউজিয়মে, বিংশ শতাব্দী বিভাগে।"

ম্যাথু বলল, "আর তাতে ওখানে ওকে ভাল মানাত।"

দানিয়েল মিথ্যেকথা বলছে : এককালে ক্রনেকে ভালবাসত ও।

শেরীতে চুমুক দিয়ে ম্যাথু বলে, "বেশ চমৎকার তো।"

দানিয়েল বলে, "তাই। এদের এইটেই সবচে' ভাল। কিন্তু এদের ষ্টক ফুরিয়ে যাচ্ছে, নতুন চালান আসার সম্ভাবনা নেই, কারণ যুদ্ধ চলছে স্পেনে।"

গ্লাস খালি করে টেবিলে রেখে, পিরিচ থেকে জলপাই তুলে মুখে দেয়।

"দেখো, আমার একটা দোষের কথা স্বীকার করতে হচ্ছে তোমার কাছে।"

শেষ হয়ে গেল : ছোট্ট সলজ্জ উপভোগের এই মুহূর্তটি অতীতের সঙ্গে মিশে গেল। আড়চোখে দানিয়েলকে দেখল ম্যাথু : দানিয়েলের চোখে-মুখে সুদীপ্ত সুতীব্র অভিব্যক্তি।

"বলে ফেলো।" ম্যাথু বলে।

দানিয়েলের গলা দ্বিধাগ্রস্ত। ও বলে চলে, "কথাটা কিভাবে তুমি

গ্রহণ করবে জানি না। যদি আঘাত পাও, তাহলে আমার দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।"

ম্যাথু হাসল, বলল, "কথাটা কি বলে ফেলো, বললেই জানতে পারবে।"

"বেশ—আচ্ছা বলো ত কালকে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার ?"

"কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার ?" প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করে ম্যাথু, স্বরে হতাশা। বলে, "কি জানি—নিশ্চয়ই নানান জাতের লোকজনের সঙ্গে।"

"মার্সেল দুফে।"

"মার্সেল ? দেখা হয়েছিল—সত্যি ?"

ম্যাথু খুব একটা অবাক হলো না যেন : দানিয়েল আর মার্সেলের দেখাসাক্ষাৎ খুব ঘন ঘন হয় না, তবে মার্সেল যেন দানিয়েলের দিকে বেশ অনুরক্ত।

বলল, "তুমি ভাগ্যবান। ও কখনো বাইরে-টাইরে যায় না। কোথায় দেখা হলো ?"

দানিয়েল হেসে বলল, "ওর বাসায়। আর কোথায় ! ও তো বাইরে-টাইরে যায় না !"

তারপর নিচু গলায়, চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে, "সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হয়।"

তারপর দুজনেই চুপ। দানিয়েলের লাল টানাটানা চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে ম্যাথু। পাতাগুলো কাঁপছে। দুটোর ঘণ্টা বাজল, চাপাগলায় একজন নিগ্রো গেয়ে উঠল : "ক্যারোলিনায় এক দোলনা আছে।" আমাদের দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হয়। চোখ ফিরিয়ে নেয় ম্যাথু। নাবিকের টুপির নক্সার দিকে তাকায়।

বিস্ময় বিমূঢ় গলায় আবার বলল, "তোমাদের দেখা হয়। কিন্তু— কোথায় ?"

দানিয়েল উষ্মা প্রকাশ করে, বলে, "বললাম তো, ওর বাসায়।"

"ওর বাসায় ? বলতে চাও তুমি ওখানে যাও, গিয়ে দেখা করো ?"

দানিয়েল জবাব দেয় না। ম্যাথ্যু বলে যায় আগের কথার রেশ ধরে, "কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ? কি করে সম্ভব হলো সেটা ?"

"খুব সোজা। মার্সেল দুফেকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। ওর সৎসাহস আর ঔদার্যের আমি ভক্ত।"

ও থামতেই ম্যাথ্যু সবিস্ময়ে আবৃত্তি করল, "মার্সেলের সৎসাহস-ঔদার্য ?" ওর এই সব গুণাবলীকে নিশ্চয়ই ও শ্রদ্ধা করে না।

দানিয়েল বলে চলে, "একদিন আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। মনে হলো ওখানেই যাই। গেলাম। উনি আমাকে খুব সমাদর করলেন। ব্যস। এরপর থেকেই দেখা হয় মাঝে মাঝে। আমাদের যে ভুল হয়েছে একথা তোমাকে আমরা বলি নি।"

ম্যাথ্যু লালচে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়, বন্দী সৌগন্ধের ভিতরে প্রবেশ করল: দানিয়েল বসে আছে ইজি-চেয়ারে, মার্সেলের দিকে তার হরিণ-চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, মার্সেল যেমন করে হাসছে, যেন ছবি তোলার পোজ নিয়েছে। মাথা নাড়ল ম্যাথ্যু: এর কোন অর্থ হয় না, এটা অবাস্তব, অপ্রাকৃত, দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্য বলতে একদম নেই, এই দুইজনের মধ্যে মনের বিনিময় হতেই পারে না।

"তুমি ওর কাছে যাও আর সে আমাকে তা বলবে না ? এমনিই ঠাট্টা করছো তুমি।" ম্যাথ্যু শান্ত সহজ গলায় বলে।

চোখ তুলে দানিয়েল ম্যাথ্যুর দিকে তাকাল, বিষণ্ণ, গম্ভীর। গলায় গভীর আবেগ ঢেলে ও বলল, "ম্যাথ , তুমি তো জানোই, তোমার আর মার্সেলের সম্পর্ক নিয়ে কোনদিন কোন হালকা মন্তব্য কিংবা ইয়ার্কি করি নি আমি। কারণ তোমাদের এই সম্পর্কটি আমার কাছে বড় মূল্যবান।"

ম্যাথ্যু বলে, "বটে, বটে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে তুমি আমাকে ঘোলাচ্ছ।"

দানিয়েল হতাশ হলো, চোখ নামিয়ে নিল। সখেদে বলল, "ঠিক আছে, এ নিয়ে আর কোন কথা বলব না।"

ম্যাথ্যু বলে, "না, না, চালিয়ে যাও। তুমি রসিক মানুষ, রসটা আমি গ্রহণ করতে পারছি না, এই যা।"

দানিয়েল অভিমানাহত সুরে বলে, "আমাকে তুমি সহজ হতে দিচ্ছো না। এমনি করে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে খুব।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতঃপর, বলল, "যা বললাম, বিশ্বাস করলে খুশি হতাম, আমি। কিন্তু যেহেতু প্রমাণের জন্য পীড়াপীড়ি করছো ··"

মানিব্যাগ বের করল, নোটে ভর্তি। টাকাগুলোর ওপর চোখ গেল ম্যাথ্যুর, মনে মনে বলল, "শুওরের বাচ্চা।" বলল, নেহায়েত অভ্যাসবশে, বলতে হয় তাই।

দানিয়েল বলে, "এই নাও।"

একটা চিঠি বাড়িয়ে দেয় ম্যাথ্যুর দিকে। ম্যাথ্যু চিঠি হাতে নেয়। মার্সেলের হাতের লেখা। সে পড়ল:

> তোমার কথাই ঠিক। তুমি সর্বক্ষণ আমার প্রিয় দেবতা যেহেতু। ওরা সত্যিই চিরশ্যাম লতাগুল্ম। কিন্তু তোমার চিঠির একবর্ণও আমি বুঝতে পারি নি। শনিবার ঠিক আছে, কালকে যখন অবসর হবে না তোমার, কি আর করা যাবে। মা বলছেন, এইসব মিষ্টি-ফিষ্টির জন্য তিনি তোমাকে শক্ত বকুনি দেবেন। আসতে দেরী করো না, দেবতা আমার তোমার আসার প্রতীক্ষায় সময় যে কাটে না।
>
> মার্সেল

ম্যাথ্যু দানিয়েলের চোখে চোখ রাখে, বলে, "তাহলে সব সত্যি?"

দানিয়েল মাথা দোলায়। সোজা হয়ে বসে আছে ও। চোখমুখের ভাব এমন যেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ কারো বন্ধু সে, বন্ধুর মরণ সুনিশ্চিত, চেহারায় তাই মৃত্যুশোকের সমাহিত ছায়া। আদ্যন্ত আরেকবার

চিঠিটা পড়ল ম্যাথু। এপ্রিলের বিশ তারিখে লেখা। "ও এই চিঠি লিখেছে।" এমন কেতাদুরস্ত প্রাণচঞ্চল ভাষা তো মার্সেল-সুলভ নয়। বিহ্বল ম্যাথু নাক ঘষল কিছুক্ষণ তারপর হো-হো করে হেসে উঠল।

"দেবতা। তোমাকে ও দেবতা ডাকে। আমার মাথায় এই শব্দ কোনদিন আসতো না। শাপভ্রষ্ট দেবতা বোধ করি। লুসিফারের মতো একটা কিছু। বুড়ো মহিলার সঙ্গেও দেখা করছো, জমেছে ভাল।"

দানিয়েল, মনে হলো, একটু আহত। শুকনো গলায় বলল, "ঠিক আছে। আমিও ভাবছিলাম, তুমি হয়তো রাগ করতে পারো।"

ম্যাথু ওর দিকে তাকাল, সন্দিগ্ধ চোখে দেখল ওকে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে আগে থেকেই ধরে নিয়েছিল ম্যাথু রাগ করবে।

ম্যাথু বলল, "তা বটে। রাগ করাই আমার উচিত, সেটাই স্বাভাবিক হতো। শুনে রাখো, তাই হয়তো করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি।"

গ্লাসের সবটা পানীয় ঢকঢক করে গিলে ফেলল, খুব অবাক হলো, সে বিরক্ত হতে পারছে না দেখে।

"প্রায়ই যাও ওকে দেখতে?"

"যাই, অনেকদিন পর পর; এই, মাসে দুবার।"

"কিন্তু কী সব কথা বলো দুজনে বলো দিকিনি?"

দানিয়েল চমকে উঠল, চোখে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। ফ্যাঁসফ্যাস করে বলল, "কী সব বলতে পারি বলে তোমার ধারণা?"

"আহা, রাগ করছো কেন।" ম্যাথু আপোষ করতে সচেষ্ট হয়। বলে, "ব্যাপারটা এতো আকস্মিক, এতো অপ্রত্যাশিত—ভাবতেই হাসি পাচ্ছে। না, শত্রু মনে করছি না তোমাকে আমি। তাহলে এসব সত্যি? দুজনে কথা বলে আরাম পাও? কিন্তু—অস্থির হয়ো না, ব্যাপারটা আমি বুঝতে চেষ্টা করছি—কিন্তু কি নিয়ে কথা বলো তোমরা?"

দানিয়েল নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, "এইসব হাবিজাবি। মার্সেল

তো উচ্চাঙ্গের আলোচনা শুনতে চায় না আমার কাছ থেকে। আমার সঙ্গে কথা বলে আরাম পায়, এই আর কি।"

"বড্ড দুর্বোধ্য লাগছে, তুমি এতো আলাদা জাতের মানুষ।"

এই যে জিনিসটা কল্পনায় আনতেও কেমন হাস্যকর ঠেকছে, এ থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারে না ম্যাথু। দানিয়েল, আড়ম্বরপ্রিয় দানিয়েল, উন্নত মানের কুশলী-চরিত্রের মানুষ দানিয়েল, তার হাবভাব কায়দামাফিক, আকর্ণ বিস্তৃত আফ্রিকান হাসি আর তার সামনে মুখোমুখি বসে কাটখোট্টা, আড়ষ্ট এবং অনুগত মার্সেল ..। অনুগত ? কাটখোট্টা ? কাটখোট্টা হতেই পারে না। "এসো দেবতা, আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি।" এই চিঠি লিখেছে মার্সেল, মার্সেলই এইসব গাল-ভরা ভদ্রতার চেষ্টা করেছে। এই প্রথম রাগের কিছু একটার চমক অনুভব করল। অবাক মনে সে ভাবল, "ও আমাকে প্রতারণা করেছে। ছয় মাস ধরে প্রতারণা করছে আমাকে।"

বলল প্রকাশ্যে, "ভারী অবাক লাগছে, মার্সেল এসব আমার কাছে গোপন করেছে।"

দানিয়েল কিছু বলল না।

ম্যাথু জিজ্ঞেস করে, "আমাকে কিছু না বলার কথা তুমিই বলে দিয়েছিলে বুঝি ?"

"হ্যাঁ। আমি চাই নি তুমি এর মধ্যে আবার মুরুব্বীগিরি করো। এখন আমি কিছুদিন ওর সঙ্গে মিশেছি, এখন জানলেও কিছু যায় আসে না।"

ম্যাথু এবার অপেক্ষাকৃত নরম সুরে আবৃত্তি করে, "তাহলে তুমিই বলে দিয়েছিলে। তাতে ও আপত্তি করে নি ?"

"ভীষণ অবাক হয়েছিল ও।"

"ও, কিন্তু না করে নি।"

"না। একে খুব একটা দোষণীয় মনে করে নি আর কি। ও হেসে উঠেছিল, আমার মনে আছে, বলেছিল, 'এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার'। ও

মনে করে আমি রহস্যে ঘেরা থাকতে পছন্দ করি।"

তারপর ওর গলায় এল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, এবং ম্যাথুর মেজাজ বিগড়ে গেল ওর কথা শুনে যখন দানিয়েল বলল, "প্রথমে তো আমাকে লোহেনগ্রিন ডাকতো। তারপর, দেবতা, নিজেই তো দেখলে।"

ম্যাথু বলে, "তাই তো!" মনে মনে বলল, "মার্সেলকে নিয়ে ও খেলছে!" এবং মার্সেলের হয়ে সে লজ্জা বোধ করল। পাইপ নিভে গেছে। যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে একটা জলপাই তুলে নিল। এতো বড় গুরুতর ব্যাপার, যতটুকু মন খারাপ হওয়া উচিত তা তো হচ্ছে না। মন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছে, তা সত্য, সে তো কেউ নিজের ভুল বুঝতে পারলে হয়ই...। এই একটু আগেও কি যেন ছিল জীবন্ত তার ভিতরে, যাকে খোঁচা দিলে রক্ত ঝরত। সে বিষাদমলিন গলায় বলল, "আমরা তো কারো কাছে কিছু গোপন করতাম না। দুজনে দুজনকে সব কথা বলতাম।"

দানিয়েল বলল, "সে তোমার বিশ্বাস মাত্র। কেউ কাউকে বলতে পারে সব কথা?"

ম্যাথু উত্তেজিত হয়ে উঠে, কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে। কিন্তু রাগ তার নিজেরই ওপর।

বলল, "আর এই চিঠি! 'তোমার আসার আশায় বসে আছি।' আমি অন্য এক মার্সেলকে আবিষ্কার করছি যেন।"

দানিয়েল ভয় পেয়ে গেল। বলল, "অন্য এক মার্সেল, বটে! দেখো, সামান্য বাজে একটা জিনিসের জন্য ..."

"একটু আগে কিন্তু তুমি অভিযোগ করছিলে ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখছি না।"

দানিয়েল বলল, "কথাটা হলো তুমি এক চরম থেকে আরেক চরমে চলে যাচ্ছো।"

ফের গলায় সস্নেহ বোঝাপড়ার আভাস এনে বলে, "সবচে' বড় কথা, কাউকে বিচার করতে যেয়ে তুমি নিজের কথাটা বড় করে দেখছো।

আমাদের সামান্য প্রেমের ব্যাপারটা এটাই প্রমাণ করে, মার্সেল তুমি যা ভেবেছো তার চেয়ে অনেক জটিল চরিত্র।"

ম্যাথু বলল, "হয়তো। কিন্তু এটা শেষ কথা নয়।"

মার্সেল ভুল পথ বেছে নিয়েছে, ভয় হলো, এর জন্ত ওর ওপর সে ক্ষেপে যাবে। ওর ওপর বিশ্বাস হারানো উচিত হবে না। আজকে—আজকে যে স্থলে ওরই জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে যাচ্ছে। ওকে শ্রদ্ধা করতে হবে তার প্রয়োজনে, অন্যথায় জটিলতর হয়ে যাবে সমগ্র বিষয়টি।

দানিয়েল বলল, "তাছাড়া তোমাকে কথাটা জানানোর ইচ্ছে আমাদের হতো সব সময়, জানাই নি, কারণ এই চক্রান্তের মধ্যে একটা ভিন্নতর আনন্দের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলাম, আজ জানাবো কাল জানাবো করে করে জানানো হলো না।"

"আমাদের!" ও বলল, আমাদের। মার্সেলকে জড়িয়ে 'আমাদের' বলার মতো আরো লোক আছে তাহলে। ম্যাথু এবার যখন তাকাল দানিয়েলের দিকে, চোখে তখন সৌহার্দ্যের চিহ্নটুকু পর্যন্ত থাকল না: এই তো এখন ঘৃণা করবার সময়। স্থবর্ণ সময়। কিন্তু দানিয়েলকে কিছুই স্পর্শ করতে পারছে না।

ম্যাথু প্রশ্ন করে বসে, "দানিয়েল, কেন সে অমন করল?"

দানিয়েলের জবাব, "এই যে বললাম, আমি বলে দিয়েছি বলে। এ ছিল ওর গোপন কথা, সেই ছিল বোধহয় ওর আনন্দ।"

ম্যাথু মাথা নাড়ে। বলে, "না। অন্য কিছু আছে। জেনে শুনে করেছে ও। কেন করল?"

দানিয়েল বলল, "কিন্তু—আমার মনে হয়, শুধু তোমাকে নিয়ে থাকতে ওর ভাল লাগছিল না। ও তাই কিছু অন্ধকার কোন একটা জায়গা খুঁজতে চাইছিল।"

"ওর বিশ্বাস, আমি নিজেকে ওর ওপর চাপিয়ে দিই, আর সেটাই আমার স্বভাব?"

"মুখ ফুটে সেকথা ও বলে নি, তাই ধারণা করে নিয়েছি আমি।"

হেসে বলল, "আর জোর করে নেওয়ার অভ্যেস তো আছেই তোমার। তবে ভুলে যেয়ো না, ও তোমাকে শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধা করে তোমার কাচের ঘরে থাকার অভ্যেসকে, অন্য সবাই যা রাখে মনের সংগোপনে, তাই বড়াই করে বলে বেড়াও, সেটা ওর ভালো লাগে। ভাল লাগে, কিন্তু ভয় পায়। আমি ওর কাছে যাই এটা তোমাকে বলে নি কারণ ওর ভয় হয়েছিল আমার প্রতি তার অনুভূতির ওপর তুমি চাপ দেবে, এই সম্পর্কের স্বরূপ কি বলতে বাধ্য করবে ওকে, একে কেটে টুকরো টুকরো করবে, টুকরোগুলো তারপর ফেরত দেবে ওর কাছে। এই সব অনুভব আধোঅন্ধকারে রাখতে হয় তো—তারা নীহারিকার মতো, তাদের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন... ।"

"ও বুঝি তাই বলেছে তোমাকে?"

"হ্যাঁ, বলেছে। ও বলেছিল, "তোমার সঙ্গে থাকতে এতো ভাল লাগে কেন জানো। কারণ তখন আমি বুঝতে পারি না কোথায় আমি যাচ্ছি। ম্যাথুর সঙ্গে থাকলে সেটা বুঝতে পারি'।"

"ম্যাথুর সঙ্গে থাকলে সেটা বুঝতে পারি।" আর আইভিচ বলে, "তোমার সঙ্গে থাকলে অপ্রত্যাশিতের ভয় করতে হয় না।" বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠল কি যেন।

"কিন্তু আমাকে এসব বলে নি কেন ও?"

"ও বলে, তুমি তো জিজ্ঞেস করো নি কোনদিন।"

কথাটা সত্যি। মাথা নত করে ম্যাথু। মার্সেলের অনুভূতি নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠলেই দুর্জয় আলস্য এসে ঘিরে ধরে থাকে। ওর চোখের কোলে কখনো কোন ছায়া দেখলে, কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে হয় ম্যাথুর। "যত্ত সব! কিছু একটা হলে ও আমাকে বলতো, সব কথাই তো বলে আমাকে।" ("এবং একেই আমি নাম দিয়েছি ওর ওপর আমার বিশ্বাস। সব দিলাম পণ্ড করে আমিই।")

নড়েচড়ে বসে সে বলল, "আজকে আমাকে এসব কথা

শোনাচ্ছ কেন ?"

"একদিন না একদিন বলতে তো হতোই তোমাকে।"

এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য, বুঝা যাচ্ছে, কৌতূহল খুঁচিয়ে তোলা। ম্যাথু কিন্তু সে পথে গেল না।

বলল, "আজকেই কেন ? তুমি বলছো কেন ? এর চেয়ে—ওর মুখ থেকে প্রথমে শুনলে এর চেয়ে ভাল হতো না ?"

দানিয়েল বিব্রত হলো যেন, বলল, "হতো হয়তো, আমারই ভুল হয়েছে বোধ হয়, আমি—আমি ভাবলাম এতে তোমাদের দুজনেরই ভাল হবে।"

ভাল। ম্যাথু শক্ত হয়, শক্তি সংগ্রহ করে। "আসল আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে যাও, এলো বলে।"

তখন দানিয়েল বলল, "সত্যি কথাটা বলে ফেলি তাহলে: তোমার কাছে এসব কথা বলছি মার্সেল তা জানে না। এই তো কালকেই ওকে দেখে মনে হলো, এখনি সব কথা তোমাকে বলার জন্য মনকে তৈরী করতে পারে নি ও। এ নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে, সেটা ওকে না জানালে বাধিত হবো।"

তবু হাসল ম্যাথু। বলল, "কী সাংঘাতিক শয়তানী! বীজ ছড়াচ্ছো সবখানে। কালকেও মার্সেলের সঙ্গে বসে চক্রান্ত করেছো আমার বিরুদ্ধে, আর আজকে তার বিরুদ্ধে আমাকে নিয়ে দল পাকাতে চাচ্ছো। বিশ্বাসঘাতকতার কি অপূর্ব নিদর্শন নমুনা !"

দানিয়েল হাসল। বলল, "শয়তানীর কিছু নেই এতে। কাল সন্ধ্যায় তোমার জন্য সত্যিকারের বিশুদ্ধ মায়া বোধ করলাম, তার জন্যই আমার আজকের এই কথা বলা। আমার মনে হলো, তোমাদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি চলছে। আর মার্সেল যা অহঙ্কারী, কখনো বলতো না তোমাকে।"

গ্লাস জোরে চেপে ধরল ম্যাথু: সে বুঝতে শুরু করেছে এবার।

লজ্জা কাটিয়ে উঠতে বেগ পেতো হলো দানিয়েলের, বলল,

কোনমতে, "তোমার—ওই তোমার দুর্ঘটনার কথা বলছিলাম আর কি।"

"কী! তুমি যে জানো সেটা বলেছো ওকে?"

"তা বলি নি। ও-ই প্রথমে তুলল কথাটা।"

"আচ্ছা।"

সে মনে মনে বলল, "কালকেই তো, টেলিফোনে কথা বলার সময় ওর ভয় হচ্ছিল আমি বুঝি কথাটা বলে ফেলব। আর বিকেলেই কিনা, সব বলে দিয়েছে দানিয়েলকে। আরেকটা মিলনান্তক নাটক।" প্রকাশ্যে বলল, "তারপর?"

"দেখো, আমি বলছি, সব কিন্তু পরিষ্কার নেই, কোথাও যেন কি গড়বড় হয়ে গেছে।"

ম্যাথু ধমকে উঠে, "এ কথা বলার কারণ?"

"কারণ বিশেষ কিছু নয়, ওর বলার ধরণটা আমার ভাল লাগে নি, এই আর কি।"

"ঘটনাটা কি? ওর পেট বাধিয়েছি বলে আমার ওপর রাগ?"

"না, তা মনে হয় না। না, তা নয়। তোমার কালকের ভাবভঙ্গি একটু অন্যরকম ছিল বোধহয়। খুব ক্ষেপে আছে দেখলাম এ নিয়ে।"

"কালকে কি করেছিলাম আমি?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। অনেক কিছুই বলেছে। তার মধ্যে একবার বলল: সবসময় কিছু স্থির করবে সে, আর আমি যদি তার সিদ্ধান্তে একমত না হই তাহলে আমাকে আপত্তি জানাতে হবে। কিন্তু তাতেও তারই ষোল আনা সুবিধা, কারণ মন তো সেই স্থির করে, আমি যে মত দেবো, তার জন্য ভাববার সময়টুকু পর্যন্ত দেয় না—ভাষাটা ঠিক হয়তো বলতে পারলাম না, তবে কথাটা এই আর কি।"

ম্যাথু বিস্ময়ে হতচকিত একেবারে। বলল, "কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেবারই এখনো দরকার তো পড়ে নি আমার। পরিস্থিতি বুঝে কি করতে হবে না হবে সে তো দুজনে মিলেই ঠিক করে এসেছি!"

"তা করেছো বটে, কিন্তু পরশুদিন কি ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভেবেছিলে ?"

"নিশ্চয়ই না। আমি জানতাম, ওর মনের গতি ঠিক আমারই মতো ছিল।"

"থাকুক, কথা হলো তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো নি। আচ্ছা, এইরকম সম্ভাবনার কথা এর আগে কোনদিন মনে এসেছিল ?"

"কি জানি—হবে দুই তিন বৎসর আগে।"

"দুই তিন বছর। তোমার কি মনে হয় না এর মধ্যে ওর মতের পরিবর্ত্তন হতে পারে ?"

ঘরের অন্য প্রান্তে লোকগুলো উঠল, একান্ত পরিচিতের মতো হাসছে। একটা ছোকরা ওদের টুপী, তিনটে কালো ফেল্ট হ্যাট আর ডার্বি জুতো এনে দেয়। মদের কাউন্টারের লোকটাকে বন্ধুসুলভ সৌজন্যে কপালে হাত ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় হলো। ওয়েটার রেডিয়োর সুইচ বন্ধ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

পানশালা ডুবে গেল নীরস নিস্তব্ধতায়, বিপর্যয়ের গন্ধ বাতাসে।

ম্যাথু ভাবল, "এর শেষ ভালয় ভালয় হবে না।" ভালয় ভালয় কি যে শেষ হবে না তা-ও ঠিক জানে না সে: দুর্যোগের এই দিন, গর্ভপাতের বিষয়টা, নাকি মার্সে'লের সঙ্গে তার সম্পর্কটি ? না, এসব কিছু নয়, আরো অস্পষ্ট, আরো ব্যাপক মনোগত কোন কিছু: তার জীবন, ইয়োরোপ, এই অকেজো অশুভ শান্তি। চোখে ভাসল ব্রুনের লাল চুল: "সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ হবে।" এই মুহূর্তে জনহীন পানশালার আধো-অন্ধকারে বসে একথা বিশ্বাস করা যায়। এবারের গ্রীষ্মে কিসের সংক্রমণ গ্রাস করল যে জীবনকে তার।

জিজ্ঞেস করল, "অপারেশন করতে ভয় লাগছে ওর ?"

"কি জানি।" দানিয়েল যেন অনেক দুর থেকে জবাব দিল।

"ওর ইচ্ছা আমি ওকে বিয়ে করি ?"

হো-হো করে হেসে উঠল দানিয়েল। বলল, "কিছুই আমি

জানি না। বড্ড বেশি জেরা করছো আমায়। তবে, বিষয়টা তত সহজ নয় কিন্তু। এক কাজ করো, আজকে সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে কথা বলে দেখো। আমার কথা বলো না : ভাব করবে যেন বিবেক তোমাকে দংশন করছে। কালকে ওকে দেখে যা বুঝলাম, আজকে যদি মনের কথা উজাড় করে তোমাকে না বলে তো কি বললাম! কালকে মনে হচ্ছিল, ও বুকের বোঝা হালকা করতে চায়।"

"ঠিক আছে ওর কাছ থেকে কথা বের করতে চেষ্টা করব।"

একটু চুপচাপ। তারপর দানিয়েল বলল, বলল বিব্রত ভঙ্গিতে, "আমি কিন্তু তোমাকে সাবধান করেছি।"

ম্যাথু বলল, "তা বটে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে তোমাকে।"

"আমার ওপর রাগ করলে ?"

"মোটেই না। এই জাতীয় উপকার করেই তো তুমি আনন্দ পাও, উপকারটা আকাশ থেকে থান ইটের মতো মাথায় এসে পড়ে দুপ করে।"

প্রাণখুলে হাসল ম্যাথু, মুখ হা করে, ঝকঝকে দাঁত বের করে, আল-জিহ্বা দেখিয়ে একেবারে।

রিসিভারে হাত রেখে ও ভাবল, "এটা আমার করা উচিত হয় নি। এটা উচিত হয় নি, দুজনে দুজনকে আমরা সবকথা বলতাম। ও ভাবছে, 'মার্সেল আগে সবকথা আমাকে বলতো—' হ্যাঁ, ও তাই ভাবে, ও জানে, এখন নিশ্চয়ই জেনেছে, ওর মাথার ভিতরে এখন রুদ্ধ বিস্ময়, ওর মাথায় এখন এইরূপ শব্দ, 'মার্সেল সব সময় আমাকে সব কথা বলতো', আছে আছে, এই মুহূর্তে ওর মাথার ভিতরে এই কথাগুলোই ঘুরছে। উঃ এ সহ্যের বাইরে। এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল যদি আমাকে ঘৃণা করতে পারতো ও। কিন্তু ও আছে কফির দোকানে, সোফায় বসে, হাত ঝুলছে, যেন কিছু পড়ে গেছে তুলতে যাচ্ছে। চোখ মেঝের মধ্যে স্থির যেন কিছু ভেঙ্গে পড়ে গেছে ওখানে। হয়ে গেছে, এতক্ষণে, কথা-বলা হয়ে গেছে। দেখি

নি, শুনিনি, আমি ওখানে ছিলাম না, আমি কিছুই জানি না। কিন্তু ঘটনা ঘটে গেছে, কথা বলা হয়ে গেছে, এবং আমি কিছু জানি না। গম্ভীর নিনাদিত কণ্ঠ ধোঁয়ার মতো উঠছে কফির দোকানের ছাদে, ওখান থেকে আবার নামবে, সুন্দর সুমধুর গম্ভীর কণ্ঠ, রিসিভারের গোলকে তরঙ্গ তোলে তো যে কণ্ঠ। ওইখান থেকে আসবে সে কণ্ঠ, বলবে সব কাজ শেষ, উঃ ঈশ্বর, উঃ ঈশ্বর, কি বলবে সে কণ্ঠ? আমি উলঙ্গ, আমি গর্ভবতী, এবং আমাদের এটা করা উচিত হয় নি, আমাদের এটা করা উচিত হয় নি।" দানিয়েলের ওপর রাগ করা সম্ভব হলে তাই সে করতো। "ও এতো উদার, এতো ভাল, ওই একমাত্র মানুষ যে আমার কথা ভাবে। আমার সমস্যা নিজের ঘাড়ে নিয়েছে, নিয়েছে দেবতা আমার, ওর সুন্দর সুমোহন কণ্ঠ নিয়োগ করেছে তার জন্য। একজন নারী, অবলা নারী, চরম অসহায় নারী, পুরুষে-ভরা পৃথিবীতে, জীবনে ভরা পৃথিবীতে আশ্রয় পেয়েছে এক সুগম্ভীর মন্দ্রিত কণ্ঠের কাছে। ওখান থেকে সেই কণ্ঠ ভেসে আসবে, বলবে: "মার্সেল তো আমাকে সব কথা বলতো, আহা বেচারা ম্যাথু, প্রিয় দেবতা আমার।" দেবতার কথা মনে আসতেই বিন্দু বিন্দু অশ্রু হলো চোখ গলে, প্রাচুর্য আর উর্বরতার অশ্রু। প্রখর খর-দহনে উত্তপ্ত এক সত্যিকারের রমণীর অশ্রু। কোমল, কোমল-কোমল এক রমণীর অশ্রু, যে রমণী আশ্রয় পেয়েছে একজনের।" ও আমাকে কোলে নিয়েছিল, সোহাগ-পাওয়া রমণী, এখন শরণ-প্রাপ্ত। চোখে চকচক করছে অশ্রুর মুক্তো, আদর ঝরে পড়ছে এঁকেবেঁকে গাল বেয়ে, ফুলে-ফুলে ওঠা, কেঁপে-কেঁপে ওঠা ওষ্ঠাধরে। এক সপ্তাহ দূরের এক নিশ্চল বিন্দুর দিকে তাকিয়ে ছিল শুকনো বিবাগী চোখ মেলে: "ওরা আমাকে খুন করবে।" এক সপ্তাহ সেই মার্সেল নিজেকে চিনতো, নিজের মন জানতো, শক্ত সুবোধ মার্সেল, পুরুষালি মার্সেল। "সে বলে আমি নাকি পুরুষ, আর দেখো ত' এই চোখের জল, দুর্বল রমণী, চোখে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কেন, বাধা

দেবে কেন ? আগামী কাল আমি শক্ত হবো, সুবোধ হবো। এক-বার, শুধু একবার, অশ্রু, বেদনা, মধুর আত্মধিক্কার, মধুরতর অব-মাননা। পশমের মতো সোহাগমাখা হাত পড়বে আমার পাশে, কোমরে।" ম্যাথুকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল, বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে ইচ্ছা করল, ভীষণ ইচ্ছা, হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা ভিক্ষা : বেচারা ম্যাথু, আমার বেচারা প্রিয় মানুষ ওগো। একবার, এই শুধু একবার, আশ্রয় নেওয়ার জন্য, মার্জনা ভিক্ষা করার জন্য, উঃ কী আরাম।" হঠাৎ একটা চিন্তার উদয় হলো মাথায়, হতেই পিলে চমকে উঠলো, সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেলা। "আজ সন্ধ্যায় সে যখন আসবে এই ঘরে, যখন গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাবো ওকে তখন সে সব জানবে, আমি তখন ভান করব আমি জানি না যে সে জানে। ইস্ ওকে প্রতারণা করছি আমরা।" গভীর নৈরাশ্যে ডুবে গিয়ে ও ভাবল, "এখনো ঠকাচ্ছি ওকে, ওকে আমরা সবকথা বলি কিন্তু আমাদের অকপটতা কলঙ্কিত। সে জানে, সন্ধ্যায় আসবে, তার সস্নেহ চোখে আমি চোখ রাখব, আপন মনে ভাবব : সে জানে। কেমন করে সহ্য করব, কেমন করে ? আমার বেচারা বন্ধু আমার, জীবনে এই প্রথম আঘাত দিলাম তোমায়—আহা, আমি সবতাতে রাজি, বুড়ী মাগীর কাছে যাবো, সন্তান নষ্ট করবো। আমি লজ্জিত, যা সে চায় তাই আমি করব, তুমি যা চাও তাই আমি করব।"

আঙুলের নিচে টেলিফোন বেজে উঠল, সজোরে চেপে ধরল রিসিভার।

বলল, "হ্যালো ! হ্যালো ! দানিয়েল ?"

সেই অদ্ভুত সুন্দর শান্ত গলা, "হ্যাঁ। কে বলছো ?"

"মার্সেল।"

"সুপ্রভাত, প্রিয় মার্সেল।"

"সুপ্রভাত।" বুক ঢিবঢিব করছে মার্সেলের।

"ঘুম হয়েছিল ভাল ?" অন্তরের গভীরতর স্থানে সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি

তুলল,—উঃ কী সুন্দর যন্ত্রণা! "কালকে তোমার ওখানে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, ম্যাডাম দুফে নিশ্চয়ই খুব রাগ করবেন জানতে পারলে। উনি টের পান নি বোধহয়।"

মার্সেল ঢোঁক গিলল, "না। টের পান নি। তুমি যখন গেছো উনি গভীর ঘুমে অচেতন তখন · ।"

"আর তুমি? ঘুম হয়েছিল?" সেই কোমল কণ্ঠ সব জানতে চায়।

"আমি? ভা—এই একরকম। খুব অস্থির ছিলাম তো।"

দানিয়েল হাসল, নন্দিত ভালবাসার হাসি, সূক্ষ্ম সুরেলা হাসি। একটু সহজ হতে পারল মার্সেল এতক্ষণে।

দানিয়েল বলল, "অস্থির হওয়ার কারণ নেই। সব ঠিক আছে।"

"সব—ঠিক তো?"

"একদম। যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও ভালয় ভালয় কাজ সাবাড় হয়েছে। আসলে আমরা ম্যাথুকে তো কোনদিনই কদর করি নি; তাই না মার্সেল?"

কঠিন এক বেদনা অকস্মাৎ মার্সেলকে বিদ্ধ করল। বলল, "আমিও তাই বলছি। ওর কদর করি নি আমরা, তাই না?"

"প্রথমে তো একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছিল আমাকে। বলল, কোথায় কি একটা গোলমাল হয়েছে তা সে বুঝতে পেরেছে, ওই ভাবনায় নাকি কেটেছে কাল সারাদিন।"

"তুমি—তুমি বলেছো আমরা মেলামেশা করছি?" বলতে গিয়ে মার্সেলের গলা ধরে এল।

দানিয়েল যেন অবাক হল, বলল, "নিশ্চয়ই। তাই তো বলার কথা ছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ···কথাটা কিভাবে গ্রহণ করল সে?"

দানিয়েল উত্তর দিতে একটু যেন ইতস্ততঃ করল। বলল, "খুব ভাল। সত্যি বলছি, খুব ভাল। প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চায় নি···।"

"বলেছে বোধ হয়, 'মার্সেল আমাকে সবকথা বলে'।"

দানিয়েল খুশি হয়ে উঠে, 'তাই বলেছে—বারবার বলেছে।"

মার্সেল বলল, "দানিয়েল ! আমার বুকের ভেতরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, দানিয়েল।"

আবার সেই অন্তর থেকে উৎসারিত উচ্চকণ্ঠ হাসি। "তা বেশ, তারও খুব লেগেছে। বুকভরা যন্ত্রণায় ধুঁকতে ধুঁকতে ও বিদায় নিল আমার কাছ থেকে। দুজনেরই যদি এই দশা, তাহলে তোমার ঘরের কোথাও লুকিয়ে থেকে দেখতে ভারী ইচ্ছে করছে দেখা হলে পরে কি হয়। দারুণ মজার নাটক হবে মনে হচ্ছে।"

ও আবার হাসল। এবং তখন মার্সেলের মনে সহজ কৃতজ্ঞতার একটা অনুভব এল, ভাবল; "ও খেলছে আমাকে নিয়ে।" কিন্তু সেই কণ্ঠ আবার ফিরে গেল কিছুক্ষণ আগেকার গাম্ভীর্যে, রিসিভার আবার তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল বীণার তারের মতো।

"না, ঠাট্টা নয় মার্সেল, সব কিছু যদ্দুর সম্ভব ভালয় ভালয় হয়ে যাচ্ছে, তোমার জন্য আমি এতো আনন্দিত। ও আমাকে কথাই বলতে দেয় নি। মুখ খুলতেই থামিয়ে দিল, বলল, "বেচারী মার্সেল, সব দোষ আমার, নিজেকে দুচোখে দেখতে ইচ্ছে করে না আমার, তবে আমি ওর সব বঞ্চনা পুষিয়ে দেবো, তার সময় তো আছে এখনো, কি বলো? লাল হয়ে গেছে ওর চোখ। কী ভালই যে ও বাসে তোমাকে!"

"আহ্, দানিয়েল! ইস দানিয়েল! দানিয়েল!"

নিশ্চুপ দুই ধার। একটু পর দানিয়েল ফের বলে, "বলল, আজ সন্ধ্যায় নাকি মন খুলে কথা বলবে তোমার সঙ্গে। বলল, 'সব মিটমাট করে ফেলব আমরা'। এখন সব তোমার হাতে মার্সেল। যা বল তাই করবে সে।"

"আহ্, দানিয়েল! উহু দানিয়েল!"

তারপর একটু আত্মস্থ হলো, বলল, "তুমি খুব ভালো,—তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে আমার, কত কথা যে জমে আছে, তোমার মুখ দেখলে কিছুই বলতে পারবো না। কালকে আসবে?"

সেই কণ্ঠ, আবার যখন এল শ্রবণে, মনে হলো এবার সে অত্যন্ত কর্কশ, তার মধ্যে সঙ্গীতের লেশমাত্র নেই।

"কালকে নয়। অবশ্য তোমাকে দেখার জন্য আমিও ব্যাকুল। শোন মার্সেল, তোমাকে টেলিফোনে জানাব।"

মার্সেল বলে, "ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি করো টেলিফোন। দানিয়েল, দানিয়েল প্রিয় আমার ··।"

দানিয়েল বলল, "আসি মার্সেল। আজ সন্ধ্যায় খুব হিসেব করে খেলো তোমার তাশ।"

"দানিয়েল।" আর্তনাদ করে উঠে মার্সেল। টেলিফোন রেখে দিয়েছে ও।

টেলিফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল মার্সেল। "দেবতা! বড্ড তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল, ধন্যবাদ জানাই, সেই ভয়ে!" জানালার কাছে গিয়ে রাজপথে লোক চলাচল দেখতে লাগল: মেয়ে, পোলাপান, কিছু খাটিয়ে মানুষ—সবাই কী হাসিখুশি! অল্পবয়সী একটা মেয়ে বাচ্চা কোলে দৌড়ুচ্ছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে, দৌড়তে দৌড়তে আবার কথা বলছে বাচ্চার সঙ্গে, হাঁফাচ্ছে আর বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল মার্সেল কিছুক্ষণ। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকাল সবিস্ময়ে। বেসিনের শেলফে ছোট গ্লাসে তিনটে রক্ত গোলাপ। ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়াল, একটা গোলাপ তুলে নিল, দ্বিধা-জড়িত আঙুলের ফাঁকে ঢুকাল, চোখ বন্ধ করল, তারপর কালো চুলে গুঁজে দিল। "আমার চুলে গোলাপ···।" চোখ খুলল, আয়নার দিকে তাকাল, চুলের উপর আলতো হাত বুলোল, তারপর নিজের উদ্দেশ্যে হাসল, বিরস বিকৃত সে হাসি।

পনেরো

"এখানে একটু বসুন।" বেঁটে লোকটা বলল।

একটা বেঞ্চিতে বসল ম্যাথু। অন্ধকার ওয়েটিং রুমে বাঁধাকপির গন্ধ ছড়ানো। বাঁ দিকের কাঁচের দরজা দিয়ে আলো আসছে একটু একটু। বেল বাজল, লোকটা দরজা খুলে দাঁড়াল। একজন মহিলা ঢুকলেন। বেশবাস বিষাদমলিন, তবে পরিচ্ছন্ন।

"একটু বসুন ম্যাডাম।"

লোকটা মহিলার একেবারে গা ঘেঁষে ঘেঁষে বেঞ্চি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। মহিলাটি বসে পা বেঞ্চির নিচের দিকে টেনে নিলেন।

মহিলাটি বললেন, "আমি আগেও এসেছিলাম। ঋণের ব্যাপারে।"

"নিশ্চয়ই, একশো বার আসবেন।"

বেঁটে লোকটা মহিলার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলছে। বলল, "আপনি সরকারী চাকুরি করেন।"

"না আমার স্বামী করেন।"

ব্যাগের ভিতরে হাতড়াচ্ছেন। দেখতে খারাপ নয়। তবে মুখটা বড় শুকনো, বিপর্যস্ত। বেঁটে লোকটা লোলুপ চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। ব্যাগের ভিতর থেকে মহিলা সাবধানে ভাঁজ-করা দু-তিনটে কাগজ বের করলেন। লোকটা ওর হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে কাঁচের দরজার কাছে গেল, ওখানে আলোতে কাগজ কয়টা পরীক্ষা করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কাগজগুলো মহিলার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, "সব ঠিক আছে। দুটো ছেলেমেয়ে, তাই না? আপনাকে কিন্তু একদম কচি লাগছে···ওদের জন্য আমরা খুব অধৈর্য হয়ে যাই, তাই না?

তারপর যখন ওরা আসে, ঘর-গেরস্থালির অভাব অনটনে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। এখন কি বিশেস কোন অসুবিধায় আছেন আপনি ?"

কমবয়সী মহিলাটি লজ্জায় লাল হলেন। বেঁটে লোকটা হাত কচলাল।

লোকটা তখন সরল মনে বলল, "ব্যবস্থা একটা আমরা করব, ভাববেন না, আমাদের কাজই ওইটে।"

কিছুক্ষণ মহিলার দিকে কি যেন ভাবতে ভাবতে হাসিমুখে তাকাল। তারপর চলে গেল। মহিলাটি ম্যাথুর দিকে একবার রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তারপর ব্যাগের হাতল নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ম্যাথু অস্বস্তি বোধ করছে। সেই সব মানুষের কাছে এসেছে সে যারা সত্যি সত্যি দরিদ্র। তাদের টাকাই নিতে এসেছে সে, টাকা, ময়লা চটচটে টাকা, বাঁধাকপির গন্ধ-ভরা। মাথা নিচু করে দুই পায়ের মাঝখানে মেজের ওপর চোখ রাখল, আরেকবার চোখের সামনে ভেসে উঠল লোলার ট্রাঙ্কের মচমচে গন্ধ-মাখা নোটগুলো : সেই টাকা আর এই টাকা এক নয়।

কাচের দরজা খুলে গেল, ঢুকলেন এসে গোঁফ-ওয়ালা লম্বামত ভদ্রলোক একজন। রূপো-রঙ চুল, পেছনের দিকে ব্রাশ করা। ওর পেছনে পেছনে ম্যাথু অফিস-ঘরে ঢুকল গিয়ে। ভদ্রলোক তাকে একটা নড়বড়ে চামড়ায় মোড়া চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন ভদ্রতা করে। ওরা বসল। ভদ্রলোক কনুইয়ে ভর দিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন দুই হাত, হাতদুটো সুন্দর শ্বেতবর্ণের। গাঢ় সবুজ টাই, টাইয়ে ঝিকমিক করছে ছোট একবিন্দু হীরে।

"আপনি আমাদের এখান থেকে ঋণ নেবেন ?" যেন বাবা সস্নেহে জিজ্ঞেস করছে সন্তানকে টাকা-পয়সার দরকার আছে কিনা।

"জী।"

উনি ম্যাথুর দিকে তাকালেন, বড় বড় হালকা-নীল চোখ

ভদ্রলোকের।

"ম'সিয়ে—?"

"দেলারু।"

"আমদের সোসাইটি শুধু গভর্ণমেণ্ট অফিসারদের ঋণ দেয় এটা জানেন তো?"

ওর গলাটা মিহি, সাদামাটা, একটু যেন ভরা-ভরা, ঠিক ওর হাতের মতো।

ম্যাথু বলে, "আমি গভর্মেন্টের অফিসার একজন। প্রফেসর।"

"আচ্ছা? ইউনিভার্সিটির কাউকে সাহায্য করতে পারলে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হই। আপনি প্রফেসর বিশ্ববিদ্যালয়ের?"

"জি। বাফোন-এ।"

"ভাল। কিছু ফরমালিটির ব্যাপার আছে, সেগুলো সেরে নিতে হয়…। প্রথমে আপনার পরিচয়ের প্রমাণ দিতে হবে—একটা কিছু হলেই হলো, যেমন ধরুন পাসপোর্ট, আর্মি পে-বুক, ইলেকশনের কার্ড ..।"

ম্যাথু কাগজ বের করে দেয়। ভদ্রলোক সেগুলো হাতে নিয়ে দেখলেন ভাসা-ভাসা চোখে।

বললেন, "ভাল। খুব ভাল। কত টাকা নিতে চাচ্ছেন?"

ম্যাথু বলল, "আমার ছয় হাজার ফ্রাঙ্কের দরকার।"

একটু ভেবে নিয়ে পরে আবার বলল, "এই ধরুন সাত হাজার।"

সুন্দর বিস্ময় বটে। সে ভাবল, "এতো চটপট সব হয়ে যাবে ভাবি নি কিন্তু।"

"আমাদের শর্ত জানেন তো? ছয় মাসের জন্য দিই আমরা ঋণটা, মেয়াদ বাড়ানোর একদম কোন ব্যবস্থা নেই। শতকরা বিশ ফ্রাঙ্ক সুদ, খরচপত্র বেশি, আর ঝুঁকি নিতে হয়, তাই।"

ম্যাথু তাড়াতাড়ি বলে উঠে, "ঠিক আছে।"

ভদ্রলোক ড্রয়ার থেকে দুটো ছাপানো দলীল বের করলেন।

"এই ফরমগুলো একটু ফিল আপ করে দেবেন। প্রত্যেকটির নিচে সই দেবেন।"

ঋণ নেওয়ার দরখাস্তের ফরম, দুই কপি, নাম ঠিকানা বয়স পেশার ঘর খালি। ম্যাথু লিখতে শুরু করে।

ম্যাথুর লেখার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলেন, "চমৎকার। প্যারিসে জন্ম—১৯০৫ সনে—বাপ-মা ফরাসী ··ব্যস এতেই চলবে আপাততঃ। সাত হাজার দিলে পরে প্রাপ্তি রশীদ ষ্ট্যাম্পের উপর সই করতে হবে আপনার। ষ্ট্যাম্প আপনাকেই কিনতে হবে।"

"দিলে পরে? টাকাটা তাহলে এক্ষুণি দিতে পারছেন না?"

ভদ্রলোক খুব আশ্চর্য হলেন যেন, "এক্ষুণি? কিন্তু, মাই ডিয়ার স্যার, এনকোয়ারী করতে অন্ততঃ সাতটা দিনের সময় তো লাগবে আমাদের।"

"এনকোয়ারি কীসের আবার? আপনি তো আমার কাগজপত্রই দেখলেন।"

ভদ্রলোক ম্যাথুকে দেখলেন, বেশ মজা পেলেন মনে হলো। বললেন, "এহ্‌হে! আপনারা ইউনিভার্সিটির মানুষগুলো সব সমান। সব আদর্শবাদী। মনে করুন স্যার, আপনার কেস তো আলাদা, আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করলাম না। কিন্তু ধরুন এটা অন্য কারো কেস, তাহলে এই যে কাগজপত্র আপনি দেখালেন, কি করে বুঝব এগুলো জাল নয়?"

আবার দুঃখ করে বললেন, "যারা টাকা দেয়, তাদের এইরকম সন্দেহপ্রবণ না হলে চলে না। কাজটা খারাপ মানি, কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করার কোন অধিকার আমাদের নেই। কাজেই বুঝতে পারছেন তো, আমাদের এনকোয়ারি একটা করতেই হবে। সোজা আপনার মন্ত্রণালয়ে আমরা চিঠি লিখব। আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, চিঠি লেখার সময় যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। তবে আপনি তো জানেনই, অফিসের রকম-সকম কেমন, আপনাকে বললাম কথাটা।

জুলাইয়ের পাঁচ তারিখের আগে টাকাটা আপনি পাবেন বলে মনে হয় না।"

ম্যাথু এবার যখন কথা বলে, গলাটা কেমন বিশ্রী কর্কশ শোনায়। বলে, "তাতে কোন কাজ হবে না। টাকার দরকার আমার আজকে সন্ধ্যায়, নিদেনপক্ষে কালকে। খুব জরুরী একটা কাজে। ইয়ে, সুদ যদি একটু বেশি ধরেন, ব্যবস্থা করা যায় না?"

জিভে কামড় দেন আর কি ভদ্রলোক, দুই হাত সামনে তুলে ধরেন। বলেন, "আমাদের তো সুদের কারবার নয় এটা, স্যার! আমাদের এটা হচ্ছে গিয়ে পাবলিক ওয়ার্কস মিনিস্ট্রির পৃষ্ঠপোষকতায় একটা সোসাইটি। বরং বলতে গেলে গভর্নমেন্টেরই প্রতিষ্ঠান একটা। আমাদের খরচ-ঝুঁকি ইত্যাদি হিসেব করে মামুলি একটা সুদ চার্জ করি। আপনি যেটা বললেন ওরকম কারবার আমরা করি না।"

তারপর কঠিন কণ্ঠে বলেন, "এতোই যখন দরকার আগে এলেই পারতেন। আমাদের নোটিশ দেখেন নি?"

ম্যাথু উঠতে যায়, বলে, "না। হঠাৎ দরকার পড়ে গেল।"

নিস্তেজ গলায় বলল লোকটা, "কিছু করতে পারলাম না, দুঃখিত। এই কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলবো?"

সারার কথা ভাবল ম্যাথু, "ও নিশ্চয়ই লোকটাকে একটু অপেক্ষা করতে রাজী করিয়েছে।"

বলল, "ছিঁড়বেন না। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে নেবো।"

ভদ্রলোক নরম গলায় বলেন, "বেশ। কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে দিন পনেরোর জন্য টাকা ধার নিতে পারেন, সে এমন কঠিন কাজ আর কি। এটা আপনার স্থায়ী ঠিকানা?"

ভদ্রলোক ফরমের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখায়, "১২, হাইজেন রোড?"

"জি।"

"তাহলে, জুলাইয়ের প্রথম দিকে আপনাকে চিঠি লিখে জানাব।"

উঠে ম্যাথুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

"আসি স্যার। ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোক মাথা নোয়ালেন, "আপনার কাজে লাগতে পেরে আমরা কৃতার্থ। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।"

ওয়েটিং-রুমের ভিতর দিয়ে ম্যাথু পা চালিয়ে হেঁটে যায়। অল্প-বয়সী মহিলাটি আছেন এখনো। ম্যাথুর খালি মনে হতে লাগলো চার দেয়ালের ভেতরে সে বন্দী হয়ে আছে। "আরেক গাড্ডা," সে ভাবল। এখন একমাত্র আশা সারা।

সেবাস্তোপোল বুলেভারে এসে গেল ম্যাথু। একটা কফির দোকানে ঢুকে জানতে চাইল টেলিফোন করা যাবে কি না।

"টেলিফোন ওইখানে, ডানদিকে।"

নাম্বার ঘুরাতে ঘুরাতে সে বিড়বিড় করে, "কে জানে ও ম্যানেজ করতে পেরেছে কি না! কে জানে, পেরেছে কি না, শালা।" তার কথাগুলো প্রার্থনার মতো শোনাল।

"হ্যালো, হ্যালো, কে, সারা?"

"হ্যালো—কি? আমি ওয়েমুলার বলছি।" একটা কণ্ঠ বলল।

ম্যাথু বলল, "আমি ম্যাথু দেলারু। সারার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

"ও বাইরে গেছে।"

"যাশ্ শালার! কখন ফিরবে বলতে পারেন?"

"না। এলে কিছু বলতে হবে?"

"না। বলবেন, আমি টেলিফোন করেছিলাম।"

টেলিফোন রেখে দিয়ে সে বের হয়ে এল। তার জীবন তার কিছু ধার ধারে না আর, সেটা নির্ভর করছে এখন সারার উপর। অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। একটা বাস দেখে হাত উঠাল, থামতেই উঠে গিয়ে বসল এক বৃদ্ধার পাশে, বুড়ো মহিলা রুমাল মুখে কাশছেন। মনে মনে বলল, "ইহুদীদের সঙ্গে সাধারণতঃ রফা করতে

সুবিধা। ও রাজী হবে, ঠিক রাজী হবে।"

"দেফার্ত রসেরো?"

"তিনটে টিকিট লাগবে।" কণ্ডাকটার জানাল।

তিনটে টিকেট্ কিনল ম্যাথ্যু। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ মেলে দিল। মার্সে'লের কথা মনে পড়তেই মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। জানালা থরথর করে কাঁপছে, কাশছে বৃদ্ধা, ওর সোলার হ্যাটের ওপর কাঁপছে ফুল। হ্যাট, ফুল, বৃদ্ধা, ম্যাথ্যু—সবাইকে শূন্যে উত্তোলন করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বিরাটকায় যন্ত্রদানব। রুমাল মুখ থেকে সরাল না বৃদ্ধা, অস আওয়ার্সে'র কোণে কাশল, কাশল সেবাস্তোপোল বুলেভারে, কাশল রোমার রোডে, মোন্তোগিল রোডে, নোফে দীঘির ধূসর শান্ত পানির উপরে। "আর যদি ইহুদী বেটা রাজী না হয়?" কিন্তু আশ্চর্য, এমন একটা চিন্তাও তার আলসেমিকে টলাতে পারল না। ও যেন ট্রাকের পেটের ভেতরে তলার দিকে অনেক বস্তার নিচে পিষ্ট বস্তা একখানা। "ব্যস, হবে যা হবার, আজ সন্ধ্যায় ওকে বলব ওকে আমি বিয়ে করব, যাবে সব চুকেবুকে।" বাসটা যেন এক বিরাট ছেলেমানুষ যন্ত্র, তাকে নিয়ে যাচ্ছে কোলে করে। তাকে ডাইনে বাঁয়ে দোলাচ্ছে, ঝাঁকাচ্ছে, টলাচ্ছে—সমস্ত ঘটনাবলী তাকে ঝাঁকানি দিচ্ছে সীটের পেছন দিক থেকে, জানালার সঙ্গে ঠোক্কর খাওয়াচ্ছে, জীবনের খরস্রোত তার ইন্দ্রিয় ভোঁতা করে দিয়েছে। সে মনে মনে বলল, "আমার জীবন আমার নয় সে, আমার জীবন শুধু এক নিয়তি।" চোখ মেলে দেখল বিপুল সেন্ট পিয়ারের কৃষ্ণকায় অট্টালিকাগুলো একে একে লাফ মেরে উঠছে আকাশের দিকে, দেখছে যেন উঁকি মেরে কেমন করে কেটে যাচ্ছে তার জীবনটা। বিয়ে করবে কি করবে না—"আমার কিছু করবার নেই, হয় হেড হবে নয় টেল হবে।"

হঠাৎ কড়া ব্রেক কসে থেমে গেল বাস। ম্যাথুর পেশী শক্ত হলো, যন্ত্রণায় কাতর চোখ দিয়ে বিদ্ধ করল ড্রাইভারের পিঠ: তার সমস্ত

স্বাধীনতা তার কাছে একলহমায় ফিরে চলে এল। মনে মনে বলল, "না। না, হেড নয়, টেল নয়। যা কিছুই ঘটুক, ঘটবে আমার ইচ্ছার নিমিত্তের ফলে।" যদি সে অসহায়ের মতো, হতাশায় ভেসেও যায়, যদি সে কয়লার পুরনো বস্তার মতো ফেলনা হয়ে যায়, তবু নিজের অধঃপতন নিজেই বেছে নেবে সে। সে স্বাধীন, সব দিক দিয়ে স্বাধীন, ইচ্ছেমতো সে নির্বোধের মতো কিংবা যন্ত্রের মতো চলবে, ইচ্ছে-মতো গ্রহণ করবে, ইচ্ছেমতো না করবে, ইচ্ছেমতো অনিশ্চিত ভাষা ব্যবহার করবে। ইচ্ছেমতো বিয়ে করবে, খেলা বর্জন করবে, ইচ্ছেমতো তার নিজের দেহের বোঝা আরো অনেক অনেক বছর টেনে টেনে বেড়াবে। যা খুশি তাই সে করতে পারে, কারো কোন উপদেশ কি পরামর্শ দেওয়ার অধিকার নেই। তার জন্য শুভ অশুভ থাকবে না, যদি সে শুভ-অশুভের মূর্তি নিজে তৈরী না করে। চারপাশে তার সমুদয় বস্তুনিচয় বৃত্তাকারে জড়ো হয়েছে, প্রত্যাশায় অধীর, নৈর্ব্যক্তিক, শূন্যতার ইংগিতবহ। সে একা এই ভৌতিক নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন, স্বাধীন এবং একা, সাহায্য নেই, অজুহাত নেই, কোথাও কারো সমর্থন ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ত্যাজ্য, চিরকাল স্বাধীন থাকবার জন্য পরিত্যক্ত।

"দেফার্ত রসেরো।" কণ্ডাকটর হেঁকে উঠল।

ম্যাথু নেমে গেল। ফ্র্যেদেবো রোডের দিকে মোড় নিল। ক্লান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত। বারবার চোখের সামনে ভাসছে অন্ধকার এক ঘরের কোণে রাখা একটা স্যুটকেস, স্যুটকেসে নরোম, সুগন্ধ নোটের তোড়া। বেদনার মতো সে অনুভব। মনে মনে বলল, "ওগুলো নিয়ে নিলেই হতো।"

কেয়ারটেকার মেয়েটা বলল, "জরুরী টেলিগ্রাম আছে একখানা। এইমাত্র এল।"

খামটার মুখ খুলল ম্যাথু। পরমুহূর্তেই ওর মনে হলো চারপাশের দেয়ালগুলো ধ্বসে গেছে, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে বদলি হয়ে গেছে।

কাগজের মধ্যিখানে বড়ো বড়ো তেরচা অক্ষরে চারটি শব্দ, "ফেল। তাহলে এখন ? আইভিচ।"

কেয়ারটেকার জিজ্ঞেস করে, "কোন খারাপ খবর নয় তো ?"

"না।"

"শুনে খুশি হলাম। ঘাবড়ে তো গেছলেন।"

"ফেল। তাহলে এখন ? আইভিচ।"

"আমার এক পুরনো ছাত্রী, পরীক্ষায় ফেল করেছে।"

"অ, আচ্ছা। দিন দিন নাকি বখাটে হয়ে যাচ্ছে ওরা, শোনা যায়।"

"তারো বেশি।"

"ওদের কথাই ভাবুন না ! এই যারা পাশ করছে। ডিগ্রীই না পাচ্ছে একটা, কিন্তু ডিগ্রী দিয়ে করবেটা কি শুনি ?"

"আমিও তাই বলি।"

চতুর্থবারের মতো আইভিচের সংবাদটা পড়ল। সংবাদের ভাষাটা ওকে অস্থির করে তুলছে। ফেল। তাহলে এখন ?...মনে মনে বলল, "নিশ্চয় একটা না একটা পাগলামি করছে ও। দিনের আলোর মতো তা পরিষ্কার ; একটা কেলেঙ্কারি না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।"

"কটা বাজে ?"

"ছয়টা।"

ছয়টা। রেজাল্ট জেনেছে দুটোর সময়। চারঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায়। টেলিগ্রামটা পকেটে ঢুকাল।

কেয়ারটেকারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমাকে পঞ্চাশটা ফ্রাঙ্ক ধার দিন তো ম্যাডাম গেরিনে।"

"পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আছে কি না কে জানে।" কেয়ারটেকার বলল। আশ্চর্য হলো খুব। টেবিলের ড্রয়ারে হাত চালায়।

"একটা একশো ফ্রাঙ্কের নোটই শুধু আছে আমার কাছে। বাকি টাকা রাত্রে দিয়ে দিলেই হবে।"

"ঠিক আছে। ধন্যবাদ।" ম্যাথু বলল।

বেরিয়ে গেল। ভাবছে, "কোথায় এখন থাকতে পারে ও?" মাথায় কিছু আসছে না, হাত কাঁপছে। ফ্রয়েদেবো রোড দিয়ে দ্রুত-বেগে ছুটে যাচ্ছিল ট্যাক্সিটা। হাত দেখিয়ে থামাল।

"ষ্টুডেন্ট হোষ্টেল, ১৭৩ সেন্ট জ্যাক রোড। জলদী।"

"জী।" ড্রাইভার বলে।

"কোথায় থাকতে পারে এখন? বড়জোর লাণ্ডন-এ যাবার জন্য রওয়ানা হয়ে গেছে, এই তো। তা না হলে তো ভারী...আমি চার ঘন্টা পেছনে পড়ে গেছি।" সে ভাবছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গাড়ির ম্যাট্রেসের ওপর পা সজোরে চেপে ধরে, যেন একসিলেটরে চাপ দিচ্ছে।

ট্যাক্সি থামল। নেমে গিয়ে বেল টিপল হোষ্টেলের দরজার।

"মাদমোয়াজেল আইভিচ সাগিন আছেন?"

মহিলাটি সন্দেহের চোখে দেখল তাকে। বলল, "দেখছি।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল, বলল, "সকাল থেকে মাদমোয়াজেল সাগিন ঘরে নেই। কিছু বলতে হবে তাকে?"

"না।"

আবার ট্যাক্সিতে উঠে ম্যাথু, "হোটেল দ্য পোলন, সোমেগার রোডে।"

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সে গাড়ির জানালায় আঙুল ঠুকছে। বলল, "এই যে, বাঁ দিকে।"

এক লাফে নেমে গিয়ে কাচের দরজা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। "মঁসিয়ে সাগিন আছেন?"

লম্বা আধানিগ্রো পোর্টার ছিল অফিসে। ম্যাথুকে চিনল, হাসল। বলল, "গতরাত থেকে আসেন নি এখানে।"

"আর ওর বোন—অল্পবয়সী, সুন্দর চুল—উনি এসেছিলেন আজ?"

"মাদমোয়াজেল আইভিচ তো, উনাকে আমি ভাল করে চিনি।

না, উনি আসেন নি। শুধু ম্যাডাম মোন্তেরো টেলিফোনে তুইবার খোঁজ করেছিলেন মঁসিয়ে বোরিসকে, বলেছিলেন উনি এলে যেন বলি তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে। দেখা হলে আপনি বলে দেবেন।"

"বলব।"

বের হয়ে এল। কোথায় থাকতে পারে? সিনেমায়? না, তা কি করে হয়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে? তবে একটা কথা ঠিক, ও প্যারিস ছেড়ে যায় নি এখনো, গেলে হোটেলে বিছানাপত্র নিতে আসতো। পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বের করে খামটা পরীক্ষা করে ভাল করে: কুজা রোডের পোষ্টাপিসের ছাপ। ওতে কোন হদিস হয় না।

"কোন্‌দিকে যাবো?" ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে।

ম্যাথ্যু ইতস্ততঃ করে। তারপর হঠাৎ চোখে ঝিলিক খেলে গেল। "নিশ্চয়ই একদিন কি তুদিন আগেই লিখে রেখেছিল টেলিগ্রামটা। এখন নিশ্চয়ই কোথাও মদে চুর হয়ে পড়ে আছে।"

বলল, "শোন, সেণ্ট মিচেলের বুলেভারের চারদিকে আস্তে আস্তে চালিয়ে যাবে। আমি একজনকে খুঁজছি। কোন কফির দোকানে আছে কিনা দেখবো।"

বিয়ারিজ-এ আইভিচ নেই, সোর্স-এ নেই, হারকোর্টে নেই, বায়ারে নেই, প্যালে দু কাফেতে নেই। ক্যাপুলাদ-এ একজন চাইনিজ ছাত্রকে দেখতে পেল, ও আইভিচকে চেনে। বারে উচু টুলে বসে গ্লাসে করে মদ খাচ্ছে চাইনিজ ছেলেটা। ওর কাছে এগিয়ে গেল ম্যাথ্যু।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যাথ্যু বলল, "মাফ করবেন, আপনি তো মাদমোয়াজেল সাগিনকে চেনেন, তাই না? ওকে দেখেছেন আজকে?"

চাইনিজ ছেলেটা কোনমতে বলল, না। "ওর একসিডেন্ট হয়েছে।"

"ওর একসিডেন্ট হয়েছে!" চীৎকার করে উঠল ম্যাথ্যু।

"না। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কোন একসিডেন্ট হয়েছে কিনা ওর।"

"জানি না।" ম্যাথু বলল। বলেই পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

আইভিচের নিজস্ব কোন বিপদ থেকে ওকে বাঁচানোর চিন্তা সে আর করছে না, ওকে এক নজর দেখার সুতীব্র যন্ত্রণার প্রচণ্ড একটা আর্তি তাকে পেয়ে বসেছে। উন্মত্তের মতো ভাবছে সে, "আত্মহত্যাই করে ফেলেছে কিনা কে জানে? যা ঢংয়ের মেয়ে! মিথ্যেই ভাবছি, ও বোধহয় মোন্তপার্তে কোথাও আছে এখন।"

"ভাভিন স্কোয়ারে চলো।"

গাড়ির ভিতরে ঢুকল আবার। হাত তার কাঁপছে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখল। মেদিসির ঝর্ণার কাছে এ.স ট্যাক্সি মোড় ঘুরছে তখন রেনেতাকে দেখতে পেল ম্যাথু। রেনেতা আইভিচের ইতালীয় বন্ধু। লুকজেমবার্গ থেকে বেরিয়ে আসছে ও, বগলে পোর্টফোলিয়ো।

"থামো! থামো।" চীৎকার করে ড্রাইভারকে বলে। এক লাফে ট্যাক্সি থেকে নেমে ছুটে যায়।

"আইভিচকে দেখেছেন?"

রেনেতার সম্ভ্রমবোধ প্রকট হয় ওর চোখেমুখে, বলে, "সুপ্রভাত মঁসিয়ে।"

"সুপ্রভাত। আইভিচকে দেখেছেন?"

"আইভিচ? হ্যাঁ দেখেছি।" রেনেতা বলে।

"কখন?"

"ঘণ্টাখানেক আগে।"

"কোথায়?"

"লুকজেমবার্গে।"

তারপর ও নাক উঁচিয়ে অবজ্ঞা ভরে বলে, "অস্বাভাবিক চরিত্রের লোকজনের সঙ্গে ছিল ও দেখলাম। বেচারী পরীক্ষায় ফেল করেছে, জানেন তো।"

"জানি। এখন কোথায় গেছে ও?"

"নাচবার জন্য কোথায় যেন যাচ্ছিল। টারানটুলাতে বোধহয়!"

"ওটা কোন্‌খানে ?"

"ম'সিয়ে লাপ্রিন্স রোডে। গ্রামাফোনের দোকান আছে, তার নিচে, মাটির নীচের তলায়।"

"ধন্যবাদ।"

ব্যস্তসমস্ত ম্যাথু চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল, বলল, "মাফ করবেন, আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতেও ভুলে গেছিলাম।"

রেনেতা বলল, "গুডবাই, ম'সিয়ে।"

আবার এসে ট্যাক্সিতে বসল ম্যাথু। বলল, "ম'সিয়ে লাপ্রিন্স রোড, এই তো কাছেই। আস্তে চালিয়ো, আমি থামতে বললে থামবে।" (ও ওখানে থাকলে হয়। আমি ল্যাটিন কোয়ার্টারের সব অলিগলি পাঁতি পাঁতি করে চষব।)

"থামো—এই তো এখানেই। এক মিনিট, আসছি।"

গ্রামাফোন রেকর্ডের দোকানে ঢুকল।

জিজ্ঞেস করল, "টারানটুলা কোন্‌ দিকে।"

"সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে যান—মাটির নিচের তলায়।"

একটা সিঁড়ি পেল ম্যাথু, নিচের দিকে নামতে থাকল। অষুধের মতো বিজাতীয় গন্ধ আসছে নাকে। চামড়ায় মোড়া একটা দরজা ঠেলতেই দরজার পাল্লা ফিরে এসে ধাক্কা দিল তার পেটে। দরজার একপাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ম্যাথু, ভাবল: "এখানেই আছে।"

ছন্নছাড়া অষুধের গন্ধ ছড়ানো মাটির নিচেকার ঘর, সম্পূর্ণ ছায়া বিবর্জিত। ছাদে ওয়েল-পেপার লাগানো, ওখান থেকে আসছে কোমল-করা আলো। এই মৃত আলোর সমুদ্রের অন্য প্রান্তে ঠাসাঠাসি করে স্থাপিত খানপানেরো টেবিল, চাদরে মোড়া। ছাই-রঙ দেয়ালে এখানে সেখানে কার্ডবোর্ডের নকসা আঁটা—অদ্ভুত হিজিবিজি কাঁটা চারা-গাছের চিত্র। আদ্রতার দরুনা দেয়ালে ফাটল ধরেছে মাঝে মাঝে। এক জায়গায় চৌচির হয়ে ফুলে আছে। অদৃশ্য রেডিয়ো থেকে স্পেনীশ গান ভেসে আসছে, দমকা-দমকা যন্ত্রসংগীতের ফলে ঘরটা যেন আরো

ন্যাংটা হয়ে গেছে।

সঙ্গীর কাঁধে মাথা এলিয়ে রেখেছে আইভিচ, ওকে ঘন করে টানছে কাছে। সঙ্গী ওস্তাদ নাচিয়ে। ম্যাথু ওকে চিনতে পারল। গতরাতে এই লম্বা কালো-চুল ছোকরা সেন্ট মিচেলের বুলেভারে আইভিচের সঙ্গে ছিল। আইভিচের চুল শুঁকছে ও, চুমু খাচ্ছে চুলে একটু পর পর। তখন আইভিচ মাথা সরিয়ে পেছনের দিকে কাত করে হেসে উঠছে, রক্তহীন মুখ, মুদিত চোখ। এবং সেই সময় ছোকরা ওর কানে কানে কি যেন বলছিল আবার। নাচমণ্ডপের মধ্যিখানে ওরা একা। কক্ষের অন্যপ্রান্তে চারটে জোয়ান আর একটা প্রচণ্ড উগ্র রঙ-মাখা এক মেয়ে। ওরা হাততালি দেয়, চীৎকার করে, "সাব্বাশ।" কালো-চুল লম্বা লোকটা আইভিচের কোমর এক হাতে বেষ্টন করে টেবিলের কাছে নিয়ে আসে। ছাত্রগুলো কলরব করে উঠে। মনে হলো আইভিচের সঙ্গে ওদের পরিচয় আছে কিন্তু ওদের ভাবভঙ্গি কেমন অস্বাভাবিক মনে হলো। ওরা আইভিচকে আমন্ত্রণ জানাল, আমন্ত্রণে উষ্ণতা প্রকাশ করল, আলিঙ্গনের ভঙ্গি করল, তবে নিজে-দের দূরত্ব ঠিকই বজায় রাখল। উগ্র রঙ-মাখা মহিলা রইল দূরে দূরে। ও দাঁড়াল, বিরাট এলোমেলো দেহ, চোখে স্থির দৃষ্টি। ও একটা সিগ্রেট ধরাল, আনমনে বলল, "সাব্বাশ!"

আইভিচ বসে পড়ল মেয়েটা আর একজন বেঁটেমতো সাদা-চুল ভদ্রলোকের মাঝখানে। ভদ্রলোকের চিবুকে সামান্য দাড়ি। আইভিচ হাসছে উন্মাদের মতো।

ও মুখের সামনে হাত নেড়ে বলল, "না, না, কোন ফিকিরের দরকার নেই। কোন বাহানার দরকার নেই।"

দাড়ি-অলা লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, সুদর্শন কালোচুল নাচিয়ে লোকটাকে বসতে ইংগিত করে। মনে মনে বলে ম্যাথু, "বুঝা গেল এইবার। ওর পাশে বসার অধিকার স্বীকার করে নিল।" কালোচুল সুদর্শন যেন ধরে নিল এটাই স্বাভাবিক। আসলে দলের

মধ্যে ও-ই একমাত্র সপ্রতিভ লোক।

আইভিচ দাড়ি-অলাকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "ও পালাতে চাচ্ছে, কারণ ওকে চুমু খাবো বলে কসম খেয়েছি।"

দাড়ি-অলা তার সম্মান সম্বন্ধে সচেতন, বলল, "মাফ করবেন, আপনি কসম খান নি, শাসিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন।"

আইভিচ বলল, "ঠিক আছে তাহলে, অপনাকে চুমু খাবো না, খাবো আমাকে।"

মেয়েটা আশ্চর্য হলো, ফুলে উঠল মনে মনে, বলল, "সত্যিই আমাকে চুমু খাবে, আইভিচ, ডার্লিং?"

"হ্যাঁ, এসো এ দিকে।" ও সম্রাজ্ঞীর মতো ভাব করে ওকে হাত ধরে কাছে টানল।

অন্যান্যরা সরে যায়, আইভিচের ব্যবহারে মর্মাহত। একজন বলল, "ছিঃ আইভিচ!" মৃদু তিরস্কার যেন। সুদর্শন কালো চুল ওকে দেখছে, পাতলা-ঠোঁটে বিকৃত-হাসির রেখা। আইভিচকে মনে মনে ওজন করছে ও। ম্যাথুর আত্মসম্মানে লাগল: এই ফিটফাট সুবেশ ভদ্রলোকের ও একটি শিকার মাত্র। ভদ্রলোক অভ্যস্ত কামার্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে যেন ওকে বিবস্ত্র করল, ওর চোখে আইভিচ উলঙ্গ হয়ে গেছে, বুকের আর জঙ্ঘার রেখা, ভাঁজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও, দেহের ঘ্রাণ ওর নাকে লাগছে...। ম্যাথু নড়ে উঠল, এগিয়ে গেল আইভিচের কাছে, হাঁটু যেন কাঁপছে তার। উপলব্ধি করল, এই প্রথম আইভিচের দেহের জন্য তার কামনা জাগ্রত হলো, যদিও এর জন্য নিজের কোন কৃতিত্ব নেই বরং অন্য একজনের কামলালসা তার ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করেছে।

আইভিচ প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ ঢং করল, তারপর মেয়েটার মাথা দুইহাতে চেপে ধরল। তারপর ওর ঠোঁটে চুমু খেল। এবং পর মুহূর্তে সজোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তাকে।

বলল, "ইস্, তোমার মুখে দুর্গন্ধ।" ঘৃণা গোপন থাকল না ওর কণ্ঠে।

তখন ম্যাথু ওদের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাকল, "আইভিচ।"

আইভিচ মুখ হা করে তাকাল তার দিকে। তাকে চিনতে পেরেছে কিনা বুঝা গেল না। ধীরে ধীরে বাঁ হাত সামনের দিকে উঠাল, তুলে ধরল তার সামনে।

বলল, "অ, তুমি। এই দেখো।"

ওর হাতের ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলেছে। লালচে দগদগে দাগ, দাগের দুপাশে হলদে পুঁজের ছোপ।

"তোমারটা এখনো বেখে দিয়েছো। ভুলেই গিয়েছিলাম—হুঁশিয়ার মানুষ তুমি।"

ওর কণ্ঠে আশাভঙ্গের বেদনা।

অন্য মেয়েটা নালিশের ভঙ্গিতে বলে, "ছিঁড়ে ফেলল, আমাদের কথা গ্রাহ্যিই করল না। কী ডাকাত মেয়ে।"

হঠাৎ আইভিচ উঠে দাঁড়ায়। চোখমুখ কালো করে ম্যাথুর মুখের দিকে তাকায়।

"আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। এখানে বড্ড নিচে নেমে গেছি আমি।"

জোয়ান মানুষগুলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

দাড়ি-অলা ম্যাথুকে উদ্দেশ্য করে বলে, "ওকে জোর করে আমরা মদ খাওয়াই নি। আমরা বরং ওকে থামানোর চেষ্টা করেছি।"

ঘৃণায় বিকৃত হয় আইভিচের মুখ, "তা বটে। এরা সব বাচ্চাদের নার্স—তাছাড়া আর কি।"

সুদর্শন নাচিয়ে লোকটা বলে, "শুধু আমি ছাড়া, আইভিচ। আমি কিন্তু তা নই।"

লোকটা আইভিচের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, যেন তাদের মধ্যে

গোপন এক বোঝাপড়া আছে। আইভিচ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই লোকটা ছ'ড়া, এই বেটা এক লোচ্চা।"

"চলো যাই।" ম্যাথু শান্ত গলায় বলে।

আইভিচের কাঁধে হাত রেখে এগোতে থাকে সে। পেছনে স্তম্ভিত বিস্ময়ের গুঞ্জন।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মাঝপথে এসে আইভিচ টলতে শুরু করে।

"আইভিচ !" মিনতি ঝরে পড়ে ম্যাথুর গলায়।

মাথা নাড়ে আইভিচ, কাঁপে চুলের গোছা, যেন ভীষণ ফূর্তি হয়েছে ওর। বলে, "আমি এখানে বসব একটু।"

"প্লীজ !"

আইভিচ গোঙায়। পরনের স্কার্ট টেনে হাঁটুর ওপর তুলে ফেলে।

"এখানে আমি একটু বসব।"

জোরে ওর কোমরে ধরে ম্যাথু ওকে উঠিয়ে উপরে তুলে। রাস্তায় নেমে তারপর ছাড়ে ওর কোমর। ও বাধা দেয় নি। বারবার চোখ টিপল, গোমড়া মুখে তাকাল এদিক ওদিক।

"তোমাকে হোস্টেলে নিয়ে যাবো ?" ম্যাথু বলে।

"না !" জোর দিয়ে বলে আইভিচ।

"বোরিসের ওখানে দিয়ে আসব ?"

"ও ওখানে নেই।"

"কোথায় গেছে ?"

"ঈশ্বর জানেন।"

"তাহলে কোথায় যাবে ?"

"তা আমি কি জানি ? সে তো তোমারই জানার কথা, তুমিই তো নিয়ে এলে আমাকে।"

এক মুহূর্ত ভাবল ম্যাথু।

বলল, "ঠিক আছে।"

ট্যাক্সি পর্যন্ত ওর হাত ধরে হাঁটল। বলল, "বারো নম্বর হাইজেন রোড।"

ওকে বলল, "তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি সোফায় শোবে, তোমাকে আমি চা বানিয়ে খাওয়াব।"

আইভিচ আপত্তি করল না। যন্ত্রের মতো গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল, গা এলিয়ে দিল কুশনের সীটে।

"কি হলো?"

আইভিচের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা।

"খারাপ লাগছে।"

"অষুধের দোকানে একটু থামতে বলব।" ম্যাথু বলল।

"না!" চীৎকার করে উঠল ও।

ম্যাথু বলল, "তাহলে মাথা হেলান দিয়ে শুয়ে থাকো, চোখ বন্ধ করো, এই এসে গেলাম বলে।"

আইভিচের গলা দিয়ে গড়গড় শব্দ বেরোচ্ছে। তারপর হঠাৎ ওর চেহারা কেমন সবুজ হয়ে উঠল এবং জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল। ম্যাথু দেখল, ওর পিঠ কেপে কেঁপে উঠছে বমির তোড়ে। একটা হাত বাড়িয়ে দরজা খোলার হাতল জোরে চেপে ধরে রাখে, হঠাৎ ফস করে দরজা খুলে যেতে পারে আবার। কয়েক মিনিট পর বমি থামল। ম্যাথু সরে এল তাড়াতাড়ি। পাইপ বের করে আনমনে তামাক ভরল। কুশনে গা এলিয়ে দেয় আইভিচ। পাইপ পকেটে চালানকরে দেয় ম্যাথু।

"এসে গেছি।" সে বলে।

কোনমতে মাথা তুলে সোজা হয় আইভিচ, বলে, "আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে।"

প্রথমে ম্যাথু নামল, নেমে হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাত আইভিচ এক ঝটকায় ঠেলে সরিয়ে দেয়, চট করে লাফ মেরে রাস্তায় নামে। ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি পয়সা দিয়ে ওর কাছে এগিয়ে এল। তার দিকে আইভিচ উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। ওর সুন্দর ঠোঁটের

কোণে বমির পাতলা দাগ, বিশ্রী লাগছে দেখতে। পরমানন্দে ম্যাথু সেটার গন্ধ শুঁকল।

"একটু আরাম লাগছে এখন ?"

আইভিচের মুখ অন্ধকার। বলল, "নেশা কেটে গেছে। মাথাটা বড্ড ঘুরছে।"

আস্তে আস্তে ধীরপায়ে হেঁটে হেঁটে উপরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

"প্রতিবার পা ফেলবার সময় মাথা টনটন করে উঠছে আমার।' আইভিচ যেন ঝগড়া করছে তার সঙ্গে। তিনটে সিঁড়ি পার হবার পর দম নেওয়ার জন্য একটু দাঁড়াল ও।

"এখন আমার সব মনে পড়ছে।"

"আইভিচ !"

"সব। বদমাশগুলোর পেছনে পেছনে ঘুরছিলাম আমি, সঙ সেজে। আর আমি—আমি ডাক্তারী পরীক্ষায়, ফিজিক্স কেমিষ্ট্রী বায়োলজিতে ফেল করেছি।"

ম্যাথু বলে, "এসো। আরেকটা তলা বাকি আছে।"

নীরবে হাঁটছে ওরা।

একসময় আইভিচ প্রশ্ন করে, "আমাকে বের করলে কি করে ?"

তালায় চাবি ঢুকানোর জন্য ম্যাথু একটু নিচু হয়।

বলে, "তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তখন দেখা হলো রেনাতার সঙ্গে।"

তার পেছনে আইভিচ বিড়বিড় করে বলে, "সর্বক্ষণ আমার মন বলছিল, তুমি আসবে।"

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ম্যাথু বলে, "ভিতরে যাও।"

ঢুকবার সময় ইচ্ছে করে তার গায়ে ঘষা লাগাল। ম্যাথুর ভীষণ ইচ্ছে করল দুইহাতে ওকে বুকে টেনে নেয়।

স্খলিত চরণে ও ঢুকল ঘরে। ক্লান্ত চোখে দেখল চারদিক।

"হুঁ, তাহলে এই তোমার আস্তানা।"

"হ্যাঁ।" ম্যাথু বলল। এই প্রথম ও তার ফ্ল্যাটে এল। চামড়ায়-মোড়া হাতল-চেয়ার, লেখার টেবিল। দেখল, দেখল আইভিচের চোখ দিয়ে, লজ্জা লাগল।

বলল, "এই সোফা। শুয়ে পড়ো।"

বিনা বাক্যে আইভিচ সোফায় লম্বা হয়ে যায়।

"চা খাবে?"

"শীত লাগছে।" আইভিচ বলল।

একটা চাদর এনে ভাঁজ করে পায়ের ওপর চাপিয়ে দেয় ম্যাথু। চোখ বুঁজে আইভিচ কুশনে মাথা রাখে। খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। কপালের তিনটে লম্বা কুঞ্চন রেখা দুই ভুরুর ফাঁকে এসে মিশে আছে।

"চা খাবে?"

ও জবাব দিল না। ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে বেসিনে যায় পানি ভরতে। ভাঁড়ারে খুঁজে পেল আধখানা লেবু, বাসি হয়ে গেছে। শুকিয়ে চামড়া কুঁচকে গেছে, ভেতরটা ভামসি হয়ে গেছে। জোরে টিপলে দুএক ফোঁটা রস পাওয়া যেতে পারে। ওটা আর দুটো কাপ ট্রে-তে করে নিয়ে এল এঘরে।

"পানি চড়িয়ে দিয়েছি।"

আইভিচ জবাব দিল না: ঘুমিয়ে পড়েছে। সোফার কাছে একটা চেয়ার টানল সাবধানে যাতে কোন শব্দ না হয়। বসল ওতে চুপ করে। কুঞ্চনরেখা তিনটে মিলিয়ে গেছে, কপাল নিটোল, পরিষ্কার। নিমীলিত চোখে হাসছে। "ভীষণ ছেলেমানুষ ও।" ম্যাথু ভাবল। তার সমস্ত আশাভরসা নির্ভর করছে একটা বাচ্চার উপর। এতো হাল্কা, এতো পলকা মনে হচ্ছে সোফায় শায়িত আইভিচকে। কাউকে সাহায্য করবে কি, ওকেই বরং সাহায্য করতে হবে, নইলে চলতেই পারবে না। ম্যাথু সাহায্য করতে পারছে না ওকে। আইভিচ লাঅন-এ যাবে, এক কি দুই শীত থাকবে, তারপর কেউ—কোন যোয়ান পুরুষ এসে ওকে নিয়ে যাবে। "আমি তো মার্সেলকে বিয়ে করব।"

ম্যাথু উঠে পা টিপে টিপে ওঘরে গিয়ে দেখে এল পানি ফুটেছে কিনা, তারপর আবার ফিরে এসে আইভিচের পাশে বসল। অসুস্থ নেতানো ছোট্ট শরীরটাকে ঘুমের মধ্যে এতো সুন্দর লাগছে—ম্যাথু বুঝতে পারল সে ওকে ভালবেসে ফেলেছে। এই উপলব্ধি বিস্ময়ের মতো লাগল তার কাছে। ভালবাসা অনুভব করা যায় না, নির্দিষ্ট কোন আবেগের বস্তু নয় ভালবাসা, বিশেষ কোন অনুভূতির ছায়াও নয়, আরো কিছু কি যেন। দিগন্তে অস্তায়মান কোন অভিসম্পাত, বিপর্যয়ের অগ্রদুত ভালবাসা। কেটলিতে পানি টগবগ করে ফুটছে, চোখ মেলল আইভিচ।

ম্যাথু বলল, "তোমাকে একটু চা বানিয়ে দিই। খাবে তো?"

"চা?" আইভিচ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিন্তু চা কি করে বানাতে হয় তুমি তো জানো না।" হাতের ওপিঠ দিয়ে অলক-গুচ্ছ এনে গালের ওপর স্থাপন করে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে আইভিচ। বলে, "প্যাকেটটা দাও আমার কাছে। তোমাকে রাশ্যান চা বানিয়ে খাওয়াব। একটা যদি সামোভার (রাশিয়ার চা বানানোর পাত্র) থাকতো।"

চায়ের প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে ম্যাথু বলে, "কেটলি একটা আছে।"

"আরে এ যে দেখছি সিলোনের চা! ঠিক আছে, কি আর করা যাবে।"

চা বানানোয় ব্যস্ত হয়ে যায় আইভিচ, "টিপট কই?"

"সরি।" বলেই ম্যাথু ছুটে যায় রান্নাঘর থেকে টিপট আনতে।

"ধন্যবাদ।"

এখনো বিমর্ষ লাগছে ওকে, তবে আগের চেয়ে একটু যেন প্রাণের সাড়া এসেছে।

টিপটে পানি ঢেলে পরে একটু বসল।

"থাক্, এমনি একটু।" বলল।

নীরবতা কিছুক্ষণ। পরে ও বলল, "তোমার ঘর আমার পছন্দ হয় নি।"

ম্যাথু বলে, "জানতাম। আগের চেয়ে একটু ভালো লাগলে, চলো না বাইরে যাই।"

আইভিচ বলে, "কোথায়? না। এখানে আমার ভাল লাগছে। ওইসব কফির দোকান এখনো ঘুরছে আমার মাথার ভিতরে, মানুষগুলো সব দুঃস্বপ্নের মতো। তোমার ঘরটা নোংরা বটে, তবে বেশ নিরি-বিলি। পর্দা টেনে দেয়া যায় না? পুচকে বাতিটা জ্বালালে কেমন হয়?"

ম্যাথু উঠল। জানালাগুলো বন্ধ করে পর্দার হুক ছেড়ে নেয়। ভারী সবুজ পর্দা জোড়ায় জোড়ায় মিশে যায়। লেখার টেবিলের আলো জ্বালিয়ে দিল।

আইভিচ খুশি হয়ে উঠে, "রাত্রির মতো লাগছে।"

সোফার কুশনে পিঠ হেলান দিয়ে বসল আইভিচ, "উঃ কী সুন্দর! আমার মনে হচ্ছে যেন বেলা চলে গেছে। আমি কিন্তু অন্ধকার হলে পরে যাবো, দিনের আলোয় ফিরে যেতে আমার ভয় লাগে।"

ম্যাথু বলল, "যতক্ষণ খুশি থাকো না তুমি। কেউ আসবে না। আর যদি আসেই কলিং বেল বাজাবে, দরজা খুলব না, বাজাক না যত ইচ্ছে। আমার অফুরন্ত অবসর।"

কথাটা ডাহা মিথ্যে। এগারোটার সময় মার্সেল তার জন্য অপেক্ষা করবে। নিজের উদ্দেশ্যে খিঁচিয়ে উঠে সে, "করুক গে অপেক্ষা।"

"যাচ্ছো কখন?"

"কালকে। দুপুরে একটা ট্রেন আছে।"

কিছুক্ষণ কথা বলল না ম্যাথু। তারপর সাবধানে একটা আর্তনাদের কণ্ঠ রোধ করে বলল, "ষ্টেশনে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব তোমাকে।"

আইভিচ বলল, "না। কেউ বিদায় জানাতে গেলে সহ্য করতে পারি না আমি। তবে আসি, বিদায়, দেখা হবে, ইণ্ডিয়া রাবারের মতো

যতই টানা যায় ততই লম্বা হয়। তাছাড়া আমি ভীষণ ক্লান্ত।"

ম্যাথু বলল, "তথাস্তু। বাবা-মার কাছে টেলিগ্রাম করেছো?"

"না। আমি—বোরিস করতে চেয়েছিল, আমিই দিই নি।"

"তাহলে কথাটা তোমার মুখেই বলতে হবে।"

আইভিচ মাথা নত করে, "হ্যাঁ।"

নীরবতা। ম্যাথু আইভিচের নতমুখ, আইভিচের পলকা কাঁধের দিকে তাকিয়ে রইল: তার মনে হলো, ও যেন একটু একটু করে ছেড়ে যাচ্ছে তাকে, ত্যাগ করছে তাকে।

বলল, "তাহলে এই বছরে এই আমাদের শেষ রাত।"

আইভিচের গলায় বিদ্রূপের শানিত হাসি, "হা-হা! এই বছর।"

ম্যাথু বলল, "আইভিচ, কী যে বলো তুমি...এক নম্বর, আমি লাঅন-এ যাবো তোমাকে দেখতে।"

"না, আমি তা চাই না। লাঅন-এর সব কিছু নোংরা।"

'তাহলে, তুমি ফিরে আসবে।"

"না।"

"নভেম্বর মাস থেকে আরেকটা কোর্স শুরু হবে, তোমার বাবা-মা ইচ্ছে করলে—"

"তুমি ওদের চেনো না।"

"তা অবশ্য চিনি না। কিন্তু একটা পরীক্ষায় ফেল করেছো বলে তার শাস্তি স্বরূপ তোমার সারাটা জীবন ওঁরা বরবাদ করে দিতে পারেন না নিশ্চয়ই।"

আইভিচ বলল, "আমাকে শাস্তি দিতে হবে একথা ওরা চিন্তাও করবেন না। যা করবেন তা তার চেয়েও খারাপ। আমাকে গ্রাহ্যির মধ্যেই আনবেন না, ওঁদের মন থেকে আমি একেবারে মুছে যাবো, ব্যস। ঠিক আছে, এটাই আমার পাওনা ছিল বুঝি।"

তারপর ব্যথায় গলা ধরে এল ওর, বলল, "আমি কোন কাজের নই। সারা জীবন বরং লাঅন-এ কাটাবো, তবু ফিজিক্স কেমিস্ট্রী

বায়োলজি পড়তে আর আসবো না।"

ম্যাথু প্রমাদ গুনল, বলল, "ও কথা বলো না। এতো সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন। লাঅন-কে তুমি ঘৃণা করো তো'।"

"করিই তো। আমি ঘৃণা করি, দেখতে পারি না দুচোখে।" দাঁতে দাঁত ঘষল ও।

টিপট এবং কাপ আনার জন্য উঠল ম্যাথু। আর তক্ষুণি হঠাৎ সব রক্ত যেন তার মুখে এসে জমা হলো, ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাল না, অস্ফুট স্বরে বলল, "তুমি, আইভিচ, কালকে যাচ্ছো এটা ঠিক, কিন্তু আমি বলছি তুমি আবার আসবে। অক্টোবরের শেষ দিকে। এর মধ্যে দেখি কি করতে পারি।"

আইভিচ অবাক হলো, "কি করতে পারো দেখবে? কিন্তু করার তো নেই কিছু। বললাম তো, ওসব কাজ-ফাজ শেখা আমাকে দিয়ে হবে না।"

ওর দিকে তাকাল ম্যাথু। দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়-ভরা দৃষ্টি। কিছু ভরসা পেল না। ওকে না রাগিয়ে কি করে বলা যায় কথাটা?

"আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি···যদি—যদি আমাকে তোমার জন্য কিছু করতে দাও..."

আইভিচ যেন কিছু বুঝতে পারছে না।

ম্যাথু বলল, "আমার কিছু টাকা পাওয়ার কথা আছে।"

হঠাৎ চমকে উঠল আইভিচ, "অ, বুঝেছি।"

তারপর এক কথায় উড়িয়ে দিল, "অসম্ভব।"

ম্যাথু উৎসাহিত হয়ে উঠে, মোটেই অসম্ভব নয়। কিছুতেই অসম্ভব নয়। শোন বলছি: ছুটির সময় কিছু টাকা আমি আলাদা করে রাখব। প্রতি বছর আগষ্ট মাসটা জুয়ঁ-লেসপিনসে ওদের গাঁয়ে কাটানোর জন্য অদেত আর জ্যাক আমাকে নিমন্ত্রণ করে। কোনদিন যাই নি, এবার যাবো। গেলে আমার খুব ভাল লাগবে। কিছু টাকাও বেঁচে যাবে ...না, এক্ষুণি না করে দিয়ো না, টাকাটা আমি তোমাকে ধার

হিসেবে দেবো।"

শেষের কথাগুলো বলল ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে।

একটু চুপ করে রইল সে। গুটিশুটি বসে আছে আইভিচ সোফায়। ম্যাথ্যুকে দেখছে চোখ ছোট করে, রোষ অপ্রচ্ছন্ন।

"এমন করে তাকিয়ো না আইভিচ।"

"কেমন করে তাকাচ্ছি তোমার দিকে জানি না, শুধু জানি আমার মাথাটা ধরে গেছে।"

বেয়ারার মতো বলে আইভিচ। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়। আবার বলে, "ঘরে গিয়ে আমি শোব, শোওয়া দরকার।"

"আইভিচ প্লীজ, একটু মন দিয়ে শোন, কথা শোন: টাকা আমি যোগাড় করবো, তুমি প্যারিসে থাকবে—না, না বলতে পারবে না। আমি ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে, ধীরে সুস্থে না ভেবে ফিরিয়ে দিয়ো না আমাকে। এতে কিছু অসুবিধে হবে না তোমার, পরে যখন চাকরি করবে তখন না হয় টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো।"

অবিশ্বাসে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল আইভিচ। ম্যাথ্যু ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, "বেশ তো, না হয় বোরিস শোধ করবে সে টাকা।"

আইভিচ কিছু বলল না, দুহাতে মাথা ঢাকল। ওর সামনে ম্যাথ্যু স্থানুর মতো, ক্রুদ্ধ, রিক্ত।

"আইভিচ!"

কথা নেই। ইচ্ছে হলো চিবুক ধরে সজোরে ওর মাথা উঠিয়ে নেয়।

"জবাব দাও আইভিচ। কথার জবাব দিচ্ছো না কেন?"

আইভিচ নির্বাক। ঘরের ভিতর পায়চারী করে ম্যাথ্যু। সে ভাবল: "ও রাজী হবে, রাজী না হলে ওকে যেতে দেবো না। আমি—আমি টিউশনি করবো, প্রুফ দেখার কাজ নেবো।"

বলল, "আইভিচ, কেন তুমি রাজী নও অনুগ্রহ করে বলতে হবে তোমার।" মাঝে মাঝে আইভিচকে কোণঠাসা করা যায়: ভিন্ন ভিন্ন সুরে বিভিন্ন খাদে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করতে হয় ওকে।

বলল, "কেন রাজী নও তুমি ? বলো, কেন আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।"

অবশেষে আইভিচ বিড়বিড় করে বলল কথা, মাথা কিন্তু তুলল না, "তোমার টাকা আমি নেবো না।"

"কেন ? বাপ-মার কাছ থেকে টাকা নিতে তো কোন আপত্তি করো না।"

"সেটা এক কথা হলো না।"

"এক কথা তো নয় নিশ্চয়ই। একশোবার তুমি বলেছো ওদের তুমি ঘৃণা করো।"

"তোমার টাকা গ্রহণ করার স্বপক্ষে আমার কোন যুক্তি নেই।"

"ওদের টাকা নেওয়ার পেছনে যুক্তি ছিল ?"

আইভিচ বলল, "কেউ আমাকে দয়া করুক এটা আমি চাই না। বাবার বেলায় আমার কৃতজ্ঞ থাকতে হয় না।"

চীৎকার করে উঠে ম্যাথু, "আইভিচ। এটা কোন্ ধরনের গর্ব তোমার আইভিচ ? আত্মসম্মান দেখিয়ে জীবনটাকে বরবাদ করার কোন অধিকার তোমার নেই। এখানকার জীবনের কথা একবার ভাবো, ভেবে দেখো। যে জীবন তুমি প্রত্যাখ্যান করতে চাইছো, তার প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘন্টার জন্য তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে, জেনো।"

বিকৃত হলো আইভিচের মুখ, আইভিচ কেঁপে উঠল। বলল, "আমাকে যেতে দাও। আমাকে যেতে দাও।"

তারপর অনুচ্চ রুক্ষ কঠিন গলায় বলল, "ধনী হওয়ার যে কী জ্বালা ! মানুষকে এমন কদর্য অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে ছাড়ে।"

ম্যাথু ধীরে ধীরে বলে, "তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না। গতমাসে বললে, টাকা এমন নোংরা জিনিস, এ নিয়ে কারো মাথাই ঘামানো উচিত নয়। বলেছিলে, টাকা থাকলেই হলো, কোত্থেকে এল কি সমাচার তা জানবার দরকার নেই।"

আইভিচ কাঁধ ঝাঁকায়। এখন শুধু মাথার তালুর কিছুটা দেখা

যাচ্ছে, অলকের ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি গলা, আর একফালি ব্লাউজের কলার। মুখের চেয়ে গলার রঙ আরো পরিষ্কার।

"বলো নি?"

"তোমার টাকা আমি নেবো না।"

ম্যাথুর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। শানিত হাসিতে বলল, "অ, তা নেবে কেন, আমি তো বেটাচ্ছেলে আবার।"

"কি বললে?"

তার দিকে তাকাল ও, নিরুত্তাপ, নির্মম সে দৃষ্টি। বলল, "আমাকে তুমি অপমান করলে। যা বললে, সে জিনিস আমি কল্পনাও করি নি— আর তার জন্য আমি মোটেই বিব্রত নই, হবো না। আমি ভাবতেও পারছি না কি করে—"

"তাহলে তো কথাই নেই। ভেবে দেখো: জীবনে এই প্রথম তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে, যেখানে খুশি থাকতে পারবে, যা খুশি করতে পারবে। একবার আমাকে বলেছিলে দর্শনে ডিগ্রি নেওয়ার ভারী শখ তোমার। বেশ তো, চেষ্টা করো না কেন? আমি আর বোরিস মিলে চালিয়ে নেব'খন।"

"তুমি এতো সব করতে চাচ্ছো কেন আমার জন্য? আমি তো তোমার জন্য কোনদিন কিছু করি নি। তোমার সঙ্গে শুধু খারাপ ব্যবহারই করেছি। আর তুমি এখন করুণা করছো আমাকে।"

"করুণা আমি করছি না।"

"তাহলে টাকা সাধছো কেন?"

ম্যাথু ইতস্তত: করল, তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: "তোমাকে আর দেখব না এটা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

নীরবতা।

তারপর আইভিচের কথা জড়িয়ে এল, "তুমি—তুমি বলছো, আমাকে টাকা দেওয়ার পেছনে তোমার—তোমার স্বার্থ বিজড়িত?"

কাটা কথায় ম্যাথুর জবাব, "একদম নির্ভেজাল স্বার্থ। তোমার সঙ্গে

দেখা হবে, ব্যস এই।"

ভয়ে ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। হা করে ভুরু উঁচু করে তাকে দেখছে আইভিচ। তারপর হঠাৎ বিস্ময় কেটে গেল ওর।

উদাসস্বরে বলল, "তাহলে হয়তো নিতে পারি। সেক্ষেত্রে, এটা হবে তোমার ব্যাপার। দেখা যাক। তোমার কথাই ঠিক: টাকা এখান থেকে এল কি ওখান থেকে এল সেটা কোন ভাববার বিষয় নয়।"

স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল ম্যাথু। "কেল্লা ফতে," ভাবল ও। তবু যেন শান্তি পেল না, গাম্ভীর্য সেই লেগেই রয়েছে আইভিচের চোখেমুখে।

কথাটা ওকে দিয়ে আরো পোক্ত করে নেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করে, "তোমার বাবা-মাকে তাহলে কী বলবে?"

আইভিচের ভাসা ভাসা জবাব, "বলব একটা কিছু। হয় বিশ্বাস করবে, না হয় করবে না। তো কি, ওরা তো টাকাপয়সা দিচ্ছে না আমাকে?"

বিষাদে ক্লিষ্ট আইভিচ মাথা কাত করে। বলে, "আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।"

বিরক্তি গোপন করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করল ম্যাথু, "কিন্তু এখানে ফিরে আসছো তুমি?"

ও বলল, "আহ্! ঘুরে ঘুরে সেই এক কথা। একবার বলছি না, একবার বলছি হ্যাঁ, আমি আর কোন কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। এতো দূরের জিনিস মনে হয় সব কিছুকে। অথচ আমি জানি কালকের রাত আমি লাওন-এ কাটাবো।"

গলায় একটু ছুঁয়ে বলল, "এই এখানে আমি কি একটা বোধ করছি। আমাকে এক্ষুণি গিয়ে বাঁধাছাদা করতে হবে। সারারাত লেগে যাবে আমার।"

উঠে দাঁড়াল ও। "চা বোধহয় হয়ে গেছে। চলো খাওয়া যাক।"

কাপে ও চা ঢালল। কফির মতো কালো।

"চিঠি লিখব তোমার কাছে।" ম্যাথ্যু বলল।

"আমিও লিখব। কিন্তু আমার যে লেখার কিছু থাকবে না।"

"তোমাদের বাড়ির কথা, যে ঘরে থাকবে সে ঘরের কথা লিখবে। কোথায় থাকছো কল্পনা করতে পারলে ভাল লাগবে আমার।"

লোলার কাছে লেখা বোরিসের ছোট্ট সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলোর কথা ম্যাথ্যুর মনে পড়ল। কিন্তু সে পলকের জন্য। আইভিচের হাত, লাল সূচলো নখ—ম্যাথ্যু ভাবল, "ওকে আবার দেখবো আমি।"

"কী অদ্ভুত চা!" কাপ নামিয়ে রেখে আইভিচ বলল।

ম্যাথ্যু চমকে উঠল। সামনের দরজায় কে যেন কলিং বেল টিপেছে। কিছু বলল না। আইভিচ যেন না শোনে, মনে মনে প্রার্থনা করল।

"কেউ বেল টিপেছে মনে হলো?" জিজ্ঞেস করল ও।

ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে ইশারা করে ম্যাথ্যু। ফিসফিস করে বলে, "এই যে ঠিক করলাম দরজা খুলব না।"

আইভিচ চেঁচিয়ে উঠে, "না, খুলতে হবে, খুলে দাও। জরুরী কোন কিছু হতে পারে তো, খোল, জলদী খোল।"

দরজার দিকে যেতে যেতে ম্যাথ্যু ভাবছে, "ওর আর আমার মধ্যে কোন বন্ধনের সম্ভাবনাকে ও ঘৃণার চোখে দেখে।" দরজা খুলে দেখল, সারা আরেকবার টিপতে যাচ্ছে বেল।

সারার তর সইছে না। বলল, "শুভ বিকেল। ইস্, আমাকে দম নিতে দিচ্ছো না একটু। মন্ত্রী বলল, তুমি টেলিফোন করেছিলে, ছুটে এলাম, হ্যাট মাথায় দেওয়ার সময় পর্যন্ত নষ্ট করিনি।"

ওকে দেখে বিপন্ন বোধ করল ম্যাথু। ঢলঢলে নোংরা একটা আপেল-সবুজ রঙের জামা গায়ে, পোকা-খাওয়া দাঁত বের করা হাসি, চুল এলোমেলো। এবং কদর্য এক মমতার ভারে ও যেন উপছে পড়ছে। ওর দেহে সর্বনাশের গন্ধ।

ম্যাথ্যু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, "শুভ বিকেল। ঘরে মেহমান আছে একজন—"

সারা আস্তে করে তাকে একটু সরিয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেয়।

লোভার্ত্ত কৌতূহলে প্রশ্ন করে, "কে? অ, আইভিচ সাগিন। ভালো ত'?"

আইভিচ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা অল্প একটু নুইয়ে আদাব জানায়। ও যেন নিভে গেছে। সারাও। শুধু আইভিচকেই ও সহ্য করতে পারে না।

সারা বলে, "এ কী দশা হয়েছে তোমার! খাওয়াদাওয়া করো না বোধহয়। শরীরের প্রতি যত্ন নাও না কেন।"

ম্যাথু সারার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে। সারা হেসে উঠে।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে বলে, "ম্যাথু চোখ পাকাচ্ছে আমার ওপর। খাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু বলছি সেটা ওর সহ্য হচ্ছে না।"

ম্যাথুর দিকে ফিরে বলল, "বাসায় ফিরতে দেরী হয়ে গেল। এসে ওয়াল্ডম্যানকে দেখলাম না কোথাও। তিন হপ্তা হয় নি প্যারিসে এসেছে, আর এর মধ্যেই যত সব সন্দেহজনক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। ছয়টার আগে ওকে ধরতেই পারলাম না।"

ম্যাথু বলল, "তোমার দয়ার কথা ভুলব না সারা, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরে কথা বলব এ নিয়ে কেমন? চা খাবে এক কাপ?"

সারা বলল "না। বসার কি সময় আছে আমার। স্পেনীশ বইয়ের দোকানে যেতে হবে এক্ষুণি, খবর দিয়েছে কি যেন জরুরী দরকার। গোমেজের এক বন্ধু এসেছে প্যারিসে।"

"বন্ধুটি কে?" ম্যাথু চট করে প্রশ্ন করে।

"এখনো জানতে পারি নি। বলেছে গোমেজের এক বন্ধু। মাদ্রিদের।"

ও ম্যাথুর দিকে সস্নেহ চোখে তাকাল। চোখে বেদনার্ত্ত মমতা।

"তোমাকে যে কি করে বলি ম্যাথু, দুঃসংবাদ আছে: বলে দিয়েছে পারবে না।"

"হুম!"

তবু ম্যাথু কোনরকমে বলতে পারল, "তোমার কথাটা বোধহয় গোপনীয়?"

চোখে ইশারা করল ম্যাথু। কিন্তু সারা তার দিকে তাকালই না। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "গোপনীয় নয় ঠিক। আসলে বলবার মতোই কিছু নেই।"

তারপর আবার রহস্যময় হাসির ঢেউ তুলে বলল, "আমার পক্ষে যদ্দূর বলা সম্ভব বলেছি। কোন কিছুতেই কিছু হলো না। যে লোকের কাজ, তাকে কাল সকালে টাকা নিয়ে ওর বাসায় যেতে হবে।"

ম্যাথু কথা বাড়াতে চায় না, "ঠিক আছে। কিছুই যখন করবার নেই। এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি।"

শেষের কথাগুলোয় সে জোর দিল, কিন্তু সারা ওর পক্ষ থেকে যে ত্রুটি হয় নি, সে কথা বলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

বলল, "আমার যথাসাধ্য আমি করেছি, ওকে রাজী করানোর জন্য অনুনয় বিনয় করেছি। ও বলে কি, 'ও কি ইহুদী'? আমি বললাম, না। তারপর বললো, 'আমি তো ধারে-কাজ করি না। আমাকে দিয়ে করাতে চাইলে টাকা দিতে হবে। নইলে প্যারিসে ক্লিনিকের তো অভাব নেই'।"

ম্যাথুর পেছনে সোফায় ক্যাঁক করে শব্দ হলো। সারার কথা শেষ হয় নি। বলছে, "বললো, 'ওদের কাজ আমি কিছুতেই ধারে করব না, অনেক ভুগিয়েছে ওরা আমাদের।' আর কথাটা তো সত্যি, ওঁর এমন ব্যবহারের অর্থ না বুঝবার কিছু নেই। ভিয়েনার ইহুদীদের কথা, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ইহুদীদের কথা বললো। উঃ বিশ্বাস করা যায় না এমন সব কথা...।"

ওর গলা ধরে এল, "ওরা শহীদ হয়েছে।"

থামল সারা। আর কেউ কথা বলছে না। তারপর মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন কি করবে?"

"জানি না।"

"ইসের কথা ভাবছো।"

ম্যাথ্ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ। মনে হচ্ছে ও ভাবেই শেষ হবে।"

আবেগে গলা ভিজে এল সারার, "আঃ ম্যাথ্, ম্যাথ্ প্রিয় আমার।"

ম্যাথ্ ওর দিকে কঠিন চোখে তাকাল। ও একটু বিব্রত হলো। আর কোন কথা বলল না। ম্যাথ্ লক্ষ্য করল, ওর এতক্ষণে চেতন হয়েছে, চোখে তারই আভাস।

কিছুক্ষণ পর ও বলল, "ঠিক আছে তাহলে। আমাকে যেতে হচ্ছে এক্ষুণি। কালকে সকালে ফোন করো, ভুলো না যেন। কি হলো জানবার জন্য আমি অপেক্ষা করে রইলাম।"

"জানাবো। এসো, সারা।" ম্যাথ্ বলল।

"চলি আইভিচ, ডার্লিং।" দরজা থেকে চেঁচিয়ে উঠল সারা।

"গুডবাই ম্যাডাম।" আইভিচ বলল।

সারা চলে গেলে, ঘরের ভিতরে পায়চারী শুরু করল ম্যাথ্।
দেহটা হিম হয়ে গেছে ওর।

হেসে বলল, "বেচারী ভালমানুষ খুব, তুফানের মতো আর কি! দমকা বাতাসের মতো ঘরে এল, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল মেঝেয়, তারপর তেমনি ছুটে চলে গেল বেগে।"

আইভিচ কিছু বলল না। ম্যাথ্ জানে ও কিছু বলবে না। সে এসে ওর পাশে বসল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি মার্সেলকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আইভিচ।"

আরো নীরবতা। জানালায় পুরু ভারী পর্দা, সেইদিকে তাকিয়ে রইল ম্যাথ্। সে ক্লান্ত। মাথা নত করে কথা বলছে কৈফি-

য়তের সুরে, "দুইদিন আগে ও জানিয়েছে ও সন্তানসম্ভবা।"

কথাগুলো বের হলো মুখ থেকে খুব কষ্টের সঙ্গে। আইভিচের দিকে চোখে চোখে তাকাতে সাহস হলো না তার, আড়ে বুঝল আইভিচ তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

আইভিচের গলা যেন হিমে জমে গেছে, বলল, "আমাকে এসব কথা কেন বলছো বুঝতে পারছি না। এতো তোমার নিজস্ব ব্যাপার।"

ম্যাথু ঘাড় চুলকাল, বলল, "তুমি জানতে কি না ও আমার—"

অবজ্ঞা ঝরে পড়ে আইভিচের স্বরে, "তোমার রক্ষিতা তো? তোমাকে আমার বলা উচিত, এই সব ব্যাপারে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিই না।"

ইতস্ততঃ করল একটু, তারপর পরম ঔদাসিন্যে বলল, "কিন্তু তোমার চেহারাখানা এমন কাচুমাচু করে রেখেছো কেন বুঝতে পারছি না। ওকে বিয়ে করছো, বিয়ে করতে চাও বলে নিশ্চয়ই। নইলে উপায় তো কতো রকমেরই আছে শুনেছি—।"

ম্যাথু বলে, "আমার কাছে টাকা নেই যে। টাকা যোগাড় করার চেষ্টা করতে তো বাকী রাখি নি।"

"অ, তাহলে এইজন্যই বোরিসকে বলেছিলে লোলার কাছ থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার নিতে?"

"সেকি, সেটা তুমি জানো? কই আমি তো—তা, হ্যাঁ, জানতে চাচ্ছো যখন, হ্যাঁ তাই।"

আইভিচ নিস্তরঙ্গ গলায় বলল, "কী জঘন্য!"

"হ্যাঁ।"

"যাকগে, সে তা আমার কিছু নয়। আগে বুঝা উচিত ছিল তোমার।"

চা শেষ করে জিজ্ঞেস করল আইভিচ, "কটা বাজে?"

"সোয়া নয়টা।"

"অন্ধকার হয়েছে?"

জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল ম্যাথু। আবছা আলো জানালার ভিতর দিয়ে ঘরে ঢুকল।

"ভাল করে হয় নি।"

আইভিচ উঠে দাঁড়ায়, বলে, "ঠিক আছে ওতেই চলবে। কিছু হবে না, আমি যাই। বাঁধাছাদা রয়েছে।" ওর গলায় যেন আক্ষেপ, যেন শোক প্রকাশ পেল।

ম্যাথু বলল, "আচ্ছা—বিদায়।"

"বিদায়।"

"অক্টোবরে দেখা হবে?"

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না আইভিচ। ভীষণ চমকে উঠল।

"অক্টোবরে।" ওর চোখ জ্বলে উঠল, "অক্টোবরে! হবে না, না হবে না!

ও হাসল, বলল, "কিছু মনে করো না, তোমাকে কী রকম লাগছে যেন। তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা সত্যিই আমি কোন দিন চিন্তা করি নি। ঘরকন্না করতে তোমার সব টাকা লেগে যাবে।"

ওর হাত জোরে চেপে ধরে ম্যাথু, চীৎকার করে উঠে, "আইভিচ!"

আর্তনাদ করে উঠে আইভিচ, ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নেয়।

বলল আইভিচ, "আমাকে যেতে দাও। আমাকে ছুঁয়ো না তুমি।"

হাত গুটিয়ে নেয় ম্যাথু। একটা সাংঘাতিক ক্রোধ ভেতরে দানা বাঁধছে তার।

আইভিচ এক নিঃশ্বাসে বলে চলে, "এমনি কিছু একটা সন্দেহ আমার হয়েছিল। গতকাল সকালে—যখন আমাকে স্পর্শ করার মতো ধৃষ্টতা হলো তোমার—তখনই আমি মনে মনে বলেছি, বিবাহিত মানুষের ব্যবহার এমনিই হয়।"

ম্যাথু কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠে, "হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।"

ও দাঁড়িয়ে রইল, মুখোমুখি, রাগে লাল, ঠোঁটে দুর্বিনীত হাসির রেখা। নিজের কাছেই নিজে ভয় পেয়ে গেল ম্যাথু। ওকে ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দিল সে, ছুট করে একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, পেছনে সশব্দে দরজা বন্ধ করে।

ষোল

ভালবাসতে তুমি জানো না, তুমি জানোই না
বৃথা হলো তাই তোমাকে আমার ভালবাসা

আলোয় ঝলোমলো থ্রি-মাস্কেটিয়াস' কাফে, আলোর তীর এসে বিঁধছে সলজ্জ সন্ধ্যার দেহে। বাইরের চত্বরে বিক্ষিপ্ত ভীড়। রাত্রি তার আলোর জাল মেলে দেবে এক্ষুণি প্যারিসের আকাশে। লোকগুলো রাত্রির প্রতীক্ষায় রয়েছে, শ্রবণ সঙ্গীতে মগ্ন। আসন্ন রাত্রির প্রথম রক্তিমাভার চারপাশে জড়ো হতে পেরেছে বলে কৃতজ্ঞ, তাই এতো হাসি খুশি। গীতিময় এই জনতা থেকে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখল ম্যাথু: এই রাত্রির আনন্দ তার জন্য নয়।

ভালবাসতে তুমি জানো না, তুমি জানো না
বৃথা হলো তাই তোমাকে আমার ভালবাসা

দীর্ঘ সরল রাজপথ। তার পেছনে সবুজ এক কক্ষে আছে এক ক্ষুদ্র অশুভ চেতনা, অবাধ্যের মতো বারম্বার যাতনা দিচ্ছে তাকে। সামনে আছে লালচে এক কক্ষ, আছে এক নিশ্চল রমণী, আশান্বিত হাসি ঠোঁটে ধরে প্রতীক্ষা করছে তার। আর এক ঘণ্টার মধ্যে পা টিপে টিপে লালচে সেই কক্ষে সে ঢুকবে, আস্তে আস্তে ওখানকার সমস্ত সুকোমল আশা কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। এর চেয়ে কতো সামান্য জিনিসের জন্য মানুষ পানিতে ডুবে মরেছে।

"এই বেটা বুরবক কাঁহাকা!"

গাড়ীটাকে পাশ কাটানোর জন্য সামনের দিকে লাফ দেয় ম্যাথু,

ফুটপাথে হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। পড়ল একে-বারে পায়ে হাঁটুতে।

"যাশ্ শালা!"

সে উঠল, হাতের তালুতে ব্যথা। দেখল কাদা লেগেছে দুইহাতে। ডানহাত নোংরায় কালো, ছড়ে গেছে, বাঁ হাতে ভীষণ যন্ত্রণা। হাতের ব্যাণ্ডেজ কাদায় ময়লায় একসা। প্রার্থনার মতো করে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে, "এটুকুই বাকী ছিল। এটুকুই বাকী ছিল।" পকেটের রুমাল বের করে মুখের ভিতর পুরে ভিজাল। তারপর অদ্ভুত অভি-নিবেশে হাতের তালু মুছল। তার কাঁদতে ইচ্ছে করল। তারপর এলো এক রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাশার ক্ষণ, নিজেকে প্রত্যক্ষ করল সবিস্ময়ে। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে উঠল। হাসল নিজেকে দেখে, মার্সেলকে দেখে। হাসি পেল নিজের হাস্যকর বেখেয়ালের জন্য, জীবনের জন্য, তার বিদঘুটে ভালবাসার জন্য। তার প্রাক্তন আশা-আকাঙ্খার কথা মনে পড়ল, তার জন্য ও হাসল। কারণ ওরাই তাকে এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে, ওদের জন্যই আজ এখন সে এই অধম জন, যে একটু আগে পড়ে গিয়েছিল বলে কাঁদতে চেয়েছিল। নিজের দিকে তাকিয়ে কোন প্রকার লজ্জা বোধ করল না, তাকাল নির্লিপ্ত তীব্র তামাশায়। এবং ভাবল: "বোঝ ঠেলা, নিজেকে হালকাভাবে গ্রহণ করার অভ্যাসটা আর হয়ে উঠল না আমার।" শেষে আরো কয়েকটা গমকের পর থামল অট্টহাসি: হাসবার মতো আর কেউ নেই যে।

ফাঁকা শূন্যতা। দেহটা, ভারী গরম দেহটা চলতে শুরু করল আবার। কাঁপছে। গলায় এবং পেটে রাগের ঝলক। কিন্তু কেউ এখন বাস করছে না সেই দেহের ভিতরে। রাস্তাগুলোকে খালি করা হয়েছে, যেনো যা ছিল ওখানে সব ঢালা হয়েছে নর্দমায়, উজাড় করে। কিছু আগেও যা কিছু ভরে রেখেছিল রাস্তাগুলো সব গিলে ফেলা হয়েছে। স্বাভাবিক যে সব বস্তুর থাকবার কথা সব আছে আগের মতোই, তবে সব যেন বিধ্বস্ত, ওরা আকাশে ঝুলছে বিরাটকায় বাদুড়ের মতো। অথবা

উঠে গেছে আকাশের দিকে উদ্ভট সব প্রাচীন সমাধিস্তম্ভের মতো। ওদের ছোট ছোট আবেদন, ওদের তীক্ষ্ণ ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক বাতাসের তীক্ষ্ণতায় মিশে গেছে, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। জনৈক মানুষের ভবিষ্যৎ একদা ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, স্পর্দ্ধা দেখিয়েছিল ওদের সামনে এবং তারা তা বিভিন্ন প্রলোভনের মুখে হজম করেছিল। সেই ভবিষ্যৎ এখন মৃত।

দেহটি ডানদিকে মোড় নিয়ে ঢুকল গিয়ে ভয়ানক এক ফাটলের অপর প্রান্তে আলোকিত এক কুয়াশার ভিতরে। দুদিকে দুই হিমশৈল, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক যেন ডোরা কেটে দিচ্ছে তাদের দেহে। হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে সারি সারি অন্ধকার মচমচানো শব্দ তুলে তুলে। চক্ষু-সমান উচ্চতায় দুলছে সার-বাঁধা পশমের মতো ফুল। ফুলের ফাঁকে ফাঁকে ফাটলের গভীর খাদে ভাসছে এক স্বচ্ছবস্তু—যে বস্তু হিমায়িত উন্মত্ততায় আপন রূপে বিভোর।

"আমি যাবো, ধরব ওকে।" পৃথিবী যেন আবার আপন রূপ পরিগ্রহ করছে—এক কলমুখর, কর্মব্যস্ত পৃথিবী, গাড়ী, জনতা এবং দোকানের জানালার পৃথিবী। চোখ মেলে ম্যাথু নিজেকে দেপার রোডের মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখল। কিন্তু এ সেই আগের পৃথিবী নয়, এই ম্যাথু আগের ম্যাথু নয়। পৃথিবীর ওই প্রান্তে, দালান-কোঠা রাস্তাঘাট ছাড়িয়ে, এক বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। পকেটে মানিব্যাগের ভিতর থেকে ম্যাথু হাতড়িয়ে বের করল এক চাবি। ওইখানে ওই বন্ধ দরজা, আর এইখানে তারের এক ছোট্ট চাবি : এই হলো এই পৃথিবীর একমাত্র সামগ্রী, তাদের মাঝখানে আছে বাধা আর দূরত্বের সংমিশ্রণ। "আর এক ঘন্টা। হেঁটে যাওয়া যাবে, সময় আছে যথেষ্ট।" এক ঘন্টা, দরজা পর্যন্ত গিয়ে ওটা খুলবার মতো সময় শুধু। এই এক ঘন্টার বাইরে আর কিছু নেই। ম্যাথু হাঁটছে, মেপে মেপে পা ফেলছে, ভেতরটা শান্ত, অমঙ্গলের জন্য কৃতসংকল্প, তবু চিত্ত-বিকার-বিরহিত। "আর যদি লোলা বিছানায় শুয়ে থাকে ?"

চাবিটা আবার পকেটেই রেখে দেয়। বলে: "তাহলেও উপায় নেই: টাকাটা আমার নিতে হবেই।"

বাতির আলো ঝিমানো। চিলেকোঠার জানালার কাছে মার্লিন দিয়েট্রিচ এবং রবার্ট টেলারের ছবির মাঝখানে বিজ্ঞাপনের ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারের উপর একটা ছোট দাগভর্তি আয়না। দানিয়েল আয়নার কাছে একটু নিচু হয়ে টাইয়ের নট ঠিক করছে। কাপড় পরছে খুব তাড়াহুড়ো করে। আয়নায় তার পেছনে আধো অন্ধকার এবং রঙচটা আয়নার বদৌলতে নিশ্চিহ্নপ্রায় রাল্‌ফের ঝুলে-পড়া বিদঘুটে মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছে। তার হাতে কাঁপুনি ধরল। ভীষণ ইচ্ছে করল, আদম-আপেলসমেত ওর টুঁটি টিপে ধরে আঙ্গুল দিয়ে গুড়ো গুড়ো করে দিলে কেমন লাগে দেখতে। রাল্‌ফ আয়নার দিকে তাকাল,—দানিয়েল যে দেখছে ওকে টের পেল না—এবং অদ্ভুত ভঙ্গি করে চোখ বুলাল তার ওপর। "ওকে একদম খুনী-খুনী লাগছে, কথাটা ভাবতেই একটা শিহরণ—প্রায়, সত্যি বলতে কি, প্রায় আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল মনে। "ওর পৌরুষের অহমিকায় আঘাত লেগেছে, ও আমাকে ঘৃণা করছে।" টাইয়ের নট বাঁধার নাম করে সময় নিচ্ছে সে। রাল্‌ফ এখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে, যে ঘৃণা ওদের আত্মীয় বানিয়েছে তার স্বাদটা উপভোগ করছে সে, পুনর্জাত এই ঘৃণার বয়স যেন বিশ বছর—দুর্দান্ত ধন। এর জন্য নিজেকে পবিত্রতর মনে হলো তার। "একদিন এর মতো একটা লোক আসবে, পেছন থেকে আঘাত হানবে আমার ওপর।" যৌবনোচ্ছল এই মুখ আয়নার ভিতরে প্রসারিত হয়ে যাবে, সেই হবে যবনিকা—। অসম্মানের মৃত্যু, তার ন্যায্য পাওনা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, সঙ্গে সঙ্গে রাল্‌ফ চোখ নামিয়ে নিল। ঘরটা যেন এক অগ্নিকুণ্ড।

"তোয়ালে নেই তোমার ?"

দানিয়েলের হাত ঘামে ভিজে গেছে।

"পানির জগের ভিতরে আছে বোধহয় একটা।"

পানির জগের ভিতরে সত্যিই একটা নোংরা তোয়ালে পাওয়া গেল। সাবধানে হাত মুছে দানিয়েল।

"এই জগে কোনদিন পানি ছিল না। গোসল-কোসলের বদভ্যাস তোমাদের নেই, না তোমার, না ওর।"

রূঢ়কণ্ঠে রাল্‌ফ বলে, "আমরা প্যাসেজের টেপে গোসল করি, হাতমুখ ধুই।"

একটু থেমে আবার বলে, "ওইখানেই সুবিধা।"

চাকা-লাগানো খাটের কিনারে বসে জুতো পরল, শরীরটা বেঁকে গেল, ডানহাঁটু উত্থোলিত। ওর মসৃন পিঠের দিকে চোখ পড়ল দানিয়েলের। হাফ-হাতা জামা থেকে বের হয়ে আসা ওর কচি পেশী বহুল বাহু। নিস্পৃহ মনে ভাবল, "বেটা বেশ সুন্দর কিন্তু দেখতে।" কিন্তু এই সৌন্দর্যই তার চক্ষুশূল। একটু পরেই সে বাইরে চলে যাবে, এই সব চিন্তার শেষ হবে তখন। কিন্তু বাইরে কি আছে ওৎ পেতে জানা আছে তার। জ্যাকেট গায়ে চাপাতে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করল, তার কাঁধ বুক ভিজে জবজব করছে ঘামে। লিনেনের শার্ট কোটের মতো ভারী হয়ে ভিজা চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যাবে একেবারে—কথাটা মনে আসতে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল।

"বিশ্রী গরম।" রাল্‌ফকে উদ্দেশ্য করে বলল।

"ছাদের জন্য, ছাদটা একেবারে মাথার কাছে কি না।"

"কটা বাজে ?"

"নয়টা। এক্ষুণি বাজল।"

ভোর হতে আরো দশ ঘণ্টা বাকী। এই জাতীয় ঘটনার পর শোয়া-টোয়া হয়ে উঠে না তার, শুতে গেলে আরো মন খারাপ হয়।

রাল্‌ফ তার দিকে তাকাল মুখ তুলে।

"একটা কথা, ম'সিয়ে লালিক—ইসে, আপনি ববিকে অষুধের দোকানে ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ?"

"আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম ? কই, না তো। আমি শুধু বলেছিলাম ওর ওখান থেকে এভাবে চলে আসা ঠিক হয় নি।"

"দেখুন তো কাণ্ড ! আরে, সেটা তো আর এক কথা হলো না। আজকে সকালে এসে আমাকে বলল, ও মাফ চাইবে, আপনি নাকি বলে দিয়েছেন। কিন্তু হাবভাব দেখেই, আমি বুঝেছি কথাটা সত্যি নয়।"

দানিয়েল বলল, "আমি ওকে কিছুই করতে বলি নি। মাফ চাওয়া দূরের কথা।"

ওরা দুজনেই অবজ্ঞার হাসি হাসল। দানিয়েল জ্যাকেটটা গায় দেবে, কিন্তু ভিতর থেকে কোন উৎসাহ পেল না।

রাল্‌ফ আবার মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করে, "আমি বলে দিলাম, যা খুশি কর তুমি। আমি কি জানি, আমার কি। ম'সিয়ে লালিক যদি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে—এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কি।"

রাগে জুতোর লেস বাঁধতে গিয়ে অকারণে জোরে টান মারে।

বলল, "আমি ওকে কিচ্ছু বলব না, ও তো ওরকমই, মিথ্যেকথা না বলে থাকতে পারে না। কিন্তু আমি একজনকে চুলে ধরে যদি কিছু না শিক্ষা দিই তো কি বললাম।"

"অষুধের দোকানদার ?"

"হ্যাঁ। বুড়োটা না। ছোকরাটা।"

"এসিষ্ট্যান্ট যেটা আছে ?"

"হ্যাঁ। ওই বেটাই বেতমিজ। ববি আর আমাকে জড়িয়ে কী বলেছে জানেন ! ববি ওই দোকানে আবার যেতে পারে, লজ্জাশরম বলে কিছু তো নেই ওর। কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, রাত্রে দোকান থেকে যখন ফিরে, আমি একদিন ধরব ওকে।"

নিজের ক্রোধ নিজেই উপভোগ করল ও। হাসল, কুৎসিত হাসি।

"পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমনি হাঁটতে হাঁটতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াব, চোখ লাল করে। 'কি চিনতে পারো আমাকে? বেশ! আমার সম্বন্ধে কী সব যাতা বলে বেড়াচ্ছ তুমি, হ্যাঁ? কী বলে বেড়াচ্ছো হে?' বেটা বলবে, 'আমি কিছু বলি নি। আমি কিছু বলি নি।' 'বলো নি, না!' তারপর পেট বরাবর এক ঘুষি দেবো, ওতেই বাবু কাত হয়ে যাবে, তখন ওর উপরে চেপে বসে, ফুটপাথের ময়লা ঢুকিয়ে দেবো ওর মুখের ভিতরে।"

দানিয়েলের চোখে বিদ্রূপ, অসন্তোষ, ওকে দেখল চেয়ে চেয়ে। ভাবল, "ওরা সব এক রকম।" সব। ববি ছাড়া। ববি তো মেয়েমানুষ একটা। ওই কর্মের পর যার খুশি মুখ থেঁতলে দেওয়ার কথা বলে। উত্তরোত্তর উত্তেজনা বাড়ছে রালফের, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, কান লাল হয়ে গেছে। লম্ফঝম্ফ না করে থাকতে পারছে না। ওকে আরো একটু ক্ষেপানোর লোভ সম্বরণ করতে পারল না দানিয়েল।

বলল, "আমার তো মনে হয় ওই তোমাকে কাত করে দেবে।"

"হ্যাঁ, বললেই হলো? আসুক না দেখি। ওরিয়েন্টালে একটা ওয়েটার আছে না, ওকে জিজ্ঞেস করবেন, ওই বলবে সব। ত্রিশ বছর বয়স হবে লোকটার, ইয়াবড়া হাত। বলল কি না, আমাকে বের করে দেবে।"

দানিয়েল ওকে ক্ষেপানোর জন্য হাসে, "ওকে গিলে খেয়ে ফেললে বুঝি।"

তাচ্ছিল্যের সুরে রালফের জবাব, "যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলবে। গোটা দশেক লোক তাকিয়ে দেখছিল। ওকে বললাম, 'বাইরে এসো না।' ববি ছিল ওখানে। আর ওই লোকটা ছিল, ওই যে বড়লোক আপনার সঙ্গে ঘুরে—কোবিন, কশাই-খানায় কাজ করে যে। বাইরে বেরিয়ে এল তখন লোকটা। আমাকে বলল, 'একজন যোয়ান বয়সের মানুষকে শিক্ষা দিতে চাও, এঁ্যা?' তক্ষুণি ধরে ফেললাম ওকে। প্রথমেই লাগালাম ঘুষি একটা চোখের

মধ্যে। তারপর ও উঠে আবার আমার দিকে এল, কনুই দিয়ে দিলাম দারুণ আরেকখান। দেখবেন কি রকম? এক্কেবারে নাক বরাবর।"

ও দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে দেখাতে লাগল লোকটাকে কেমন করে বেদম লাগিয়ে ছিল। ঘুরে দাঁড়াতেই আঁটোসাঁটো নীল জিনের প্যান্টের ওপর দিয়ে ওর ছোট্ট সুগোল পাছার দিকে চোখ গেল দানিয়েলের। হঠাৎ শরীরটা জ্বলে উঠল রাগে, ইচ্ছে হলো লাগিয়ে দেয় কয়েক ঘা।

রাল্ফ বলে চলে, "রক্ত পেচ্ছাব করতে শুরু করল লোকটা। তখন আমি ওর ঠ্যাং ধরে দিলাম ওকে উল্টে চিৎপটাং। তখন বন্ধু-প্রবর, সেই যোয়ান বয়সের লোক কোথায় আছে কি হাল তার করেছি আমি, কি সমাচার, সে জ্ঞানই রইল না আর। ফিট হয়ে গেল আর কি।"

রাল্ফ চুপ করল, অহঙ্কারে বুক ফুলে উঠেছে, মুখে কুটিল হাসি। ওর কীর্তির গৌরবে আত্মহারা। ওকে একটা পোকার মতো লাগছে এখন। দানিয়েল মনে মনে বলল, "বেটাকে যদি শেষ করে দিতে পারতাম।" ওর কাহিনী সে বিশ্বাস করে না, তবু রাল্ফ ত্রিশ বছরের একটা লোককে পিটিয়ে ঘায়েল করেছে ভাবতে খারাপ লাগে। হাসল দানিয়েল।

দানিয়েল আস্তে করে বলল, "দেখো, তোমার শক্তি আবার যেখানে-সেখানে পরীক্ষা করে বসো না। হঠাৎ একদিন জীবনের মতো শিক্ষা পেয়ে যাবে।"

"শক্তি আমি পরীক্ষা করি না। বলছি, বড় যোয়ান দেখলেই আমি ভয়ে মরে যাই না।"

দানিয়েল বলল, "তাহলে কাউকে তুমি ডরাও না, তাই না? কাউকেও না?"

রাল্ফ লজ্জা পেল যেন, বলল, "বয়স বেশি হলেই তো আর গায়ে শক্তি হয় না।"

দানিয়েল ওকে ধাক্কা মারে একটা, "আর তোমার কি অবস্থা?

শক্ত না নরম? এসো ত' দেখি কি রকম শক্তি তোমার। আরে এসো না, এমনিই দেখব।"

একমুহূর্ত রাল্ফ দাঁড়িয়ে রইল হা করে। তারপর চোখে দ্যুতি খেলে গেল।

হিসহিস করে উঠল, বলল, "আপনি বলছেন যখন, ঠিক আছে। তবে খেলা-খেলা কিন্তু, আসল মারামারি না। আর দেখবেন চালাকি করবেন না বলে দিলাম। তাহলে পারবেন না আমার সঙ্গে।"

দানিয়েল ওর কোমরের বেল্ট চেপে ধরে, বলে, "দেখাচ্ছি দাঁড়াও, মানিক আমার।"

রাল্ফের শরীরটা বেশ নরোম, মাংসল কিন্তু দুর্বল নয়। দানিয়েলের হাতের চাপের নিচে পেশী গিরগির করে উঠে। নিঃশব্দে ওরা কুস্তি লড়ে। দানিয়েল হাঁফাতে শুরু করল। দানিয়েলের মনে হলো সে যেন গোঁফ-অলা লম্বা একটা লোক। রাল্ফ শেষ পর্যন্ত তাকে মাটি থেকে উপরে তুলে ফেলল কোন রকমে। তখন দানিয়েল দুইহাতে ওর মুখ খামচে ধরল, রাল্ফ ছেড়ে দিল তাকে। ওরা এখন দাড়িয়ে আছে মুখোমুখি, দুজনের মুখেই বিষাক্ত হাসি।

"আরে, এ দেখি আসল খেলা। আসেন তবে, খেলেন আসল খেলা!" রাল্ফ কেমন অদ্ভুত গলায় বলল। বলেই হঠাৎ মাথা নিচু করে তেড়ে এল বেগে দানিয়েলের দিকে। দানিয়েল ওর মাথার ধাক্কা থেকে কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ওর পিঠে ও গলায় হাত দিয়ে সাঁড়াশির মতো ধরে ফেলে। তার দম এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু রাল্ফের এখনো কিছুই হয় নি। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দুজন দুজনকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে থাকল, তারপর চক্কর খেতে লাগল ঘরের মাঝখানে। দানিয়েলের জিহ্বায় কেমন টকটক লাগছে, জ্বর হলে হয় যেমন। "ওকে শেষ করে দেবো, নইলে ওই আমাকে শেষ করবে।" দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাল্ফের ওপর চাপ প্রয়োগ করল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না ওর! "নিজেকে খুব খেলো

করে ফেলেছি আমি, বুদ্ধুর মতো ব্যবহার করছি আমি"—কথাটা ভাবতেই উন্মত্তের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। হঠাৎ নিচু হয়ে রাল্ফের ঘাড়ে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে ওকে তুলে বিছানায় আছড়ে ফেলে দিল। চোট সামলাতে না পেরে নিজেও ওর উপরে পড়ে গেল। রাল্ফ নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে, একবার দানিয়েলকে খামচি দিতে চাইল, দানিয়েল ওর কব্জি ধরে দুইহাত কোলবালিশে চেপে ধরে রাখল। এমনি অবস্থায় ওরা রইল পড়ে কিছুক্ষণ। দানিয়েলের দম ফুরিয়ে গেছে, উঠবার শক্তি নেই। রাল্ফ পড়ে রইল অনড় অসহায়, একজনের দেহের ওজন তার ওপরে—একজন বয়স্ক মানুষের ওজন ওকে চিঁড়ে-চ্যাপটা করে ফেলছে।

দানিয়েল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "এখন, কে পারে নি? কে জিতল? পারেনি-টা কে বন্ধুবর?"

রালফের হাসতে দেরী লাগে না, চোখ পিটপিট করে দুষ্টের মতো বলে উঠে, "আপনার গায়ে বেশ জোর মঁসিয়ে লালিক।"

ওকে ছেড়ে দিল দানিয়েল। উঠে দাঁড়াল। এখনো হাঁপাচ্ছে, নিজেকে বড়ো ছোট মনে হলো তার। ভীষণ বেগে দুপদুপ করছে হৃৎপিণ্ডটা।

বলল, "এককালে বলিষ্ঠই ছিলাম। কিন্তু এখন দম রাখতে পারি না।"

রাল্ফও উঠে দাঁড়িয়েছে। কলার ঠিক করল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস একদম স্বাভাবিক। হাসি আনতে চাইল মুখে, দানিয়েলের মুখের দিকে অবশ্য তাকাল না।

দরাজ কণ্ঠে বলে, "দম-টম ওসব কিছু না। আসল কথা হলো ট্রেনিং।"

দুজনেই বিব্রতবোধ করল। দুজনেই দাঁত বের করে হাসল আবার। দানিয়েলের ইচ্ছে হলো রাল্ফের গলা টিপে ধরে মুখের ওপর ঘুষি লাগায় একখানা। আবার কোট পরে নিল, সার্ট ঘামে

ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে।

বলল, "আমার যেতে হয়। চলি, গুডবাই।"

"গুডবাই মঁসিয়ে লালিক।"

দানিয়েল বলল, "ঘরে একটা জিনিস রেখে গেছি লুকিয়ে। ভাল করে খুঁজলে পরে পাবে।"

দরজা বন্ধ হলো। সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামছে দানিয়েল, পায়ে যেন শক্তি পাচ্ছে না। ভাবল, "ঘরে পৌঁছে প্রথমেই গোসল করতে হবে, পা থেকে মাথা ইস্তক মাজতে হবে ভাল করে।" রাস্তায় নামতেই হঠাৎ মনে পড়ল, মনে পড়তেই পিলে চমকে উঠে : সকালে বের হওয়ার আগে দাড়ি কেটে খুরটা খোলা অবস্থায় তাকের ওপর রেখে এসেছে।

দরজা খুলতেই কলিং বেলের বাঁধ যেন খুলে গেল। ঠুনঠুন করে শব্দ হলো। মনে মনে বলল, "আরে, সকালবেলা তো এটা খেয়াল করি নি। রাত্রে বোধহয় এটা লাগিয়ে দেয়, নটার পরে বোধ করি।" আড়চোখে অফিসের কাচের দরজাটা দেখে নেয়, একটা ছায়া আছে মনে হলো ওখানে—ওখানে আছে কেউ। ধীর পদক্ষেপে সে চাবি-রাখার বোর্ডের দিকে এগিয়ে যায়। রুম নম্বর একুশ। তার-কাঁটায় ঝুলছে চাবি। ক্ষিপ্রহাতে ওটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকায় তারপর ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোয়। তার পেছনে একটা দরজা খুলে গেল। মনে হলো, "ওরা আমাকে বাধা দেবে।" সে ভয় পেল না : এটা আগে থেকে জানা ছিল।

"এই যে! কোথায় যাবেন?" একটা কর্কশ কণ্ঠ।

ম্যাথু ঘুরে দাঁড়াল। চশমা-পরা লম্বা পাতলা মহিলা একজন। দেখে তো কেউ-কেটাই লাগছে। চোখেমুখে সন্দেহ। ওকে দেখে হাসল ম্যাথু।

আবার বললেন মহিলা, "কোথায় যাবেন ? অফিসে একটু বলে গেলেই পারতেন।"

বোলিভার। সেই নিগ্রো মানুষটার নাম বোলিভার।

ম্যাথু ধীরে ধীরে বলে, "চার তলায় ম'সিয়ে বোলিভারের কাছে যাবো।"

"হু! তাহলে চাবির বোর্ডের ওখানে ঘুরঘুর করছিলেন কেন ?" মহিলার গলায় সন্দেহ প্রকট।

"দেখছিলাম ওর চাবিটা আছে কি না।"

"নেই ?"

"না। ও রুমে আছে।"

মহিলা চাবির বোর্ডের কাছে গেলেন। আছে কি নেই। হয় থাকবে না হয় থাকবে না, দুটোর একটা হবে।

মহিলা হতাশ হলেন, আবার স্বস্তিও পেলেন। বললেন, "তাই। উনি রুমেই আছেন।"

আর কোন কথা বলল না ম্যাথু। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। চারতলায় উঠে থামল একটুখানি। তারপর চট করে একুশ নম্বর রুমের তালায় চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলে ফেলল।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ভিতরে। রক্তিম অন্ধকার। সেন্ট এবং জ্বরের গন্ধ। ভিতরে ঢুকে দরজার তালা বন্ধ করল। এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। প্রথমে সামনে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে পায়ে পায়ে এগোল, যাতে কোন কিছুতে ঠোক্কর না খায়। একটু পরে অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেল চোখ। বিছানা অগোছানো, পাশবালিশের উপরে দুটো বালিশ, দুটোরই মাঝ বরাবর মাথার দাগ, গর্ত হয়ে আছে। স্যুট-কেসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, স্যুটকেশ খুলে ফেলল। তার ভিতরে একটা ইচ্ছা এই ফুটি-ফুটি করছে, ফুটছে না, ইচ্ছা অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবার। ওইদিন সকালে যে নোটগুলো হাতড়িয়েছিল, ওগুলো পড়ে আছে চিঠির বাণ্ডিলগুলোর উপরে। গুনে গুনে পাঁচটা নোট নিল

ম্যাথু, নিজের সুবিধার জন্য চুরি করবে না সে। "চাবিটা নিয়ে আমি এখন কি করি ?" দ্বিধার এক মুহূর্ত, তারপর স্থির করল চাবি স্যুট-কেসের তালাতেই লাগানো থাকবে। দাঁড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করল ঘরের ওইদিকেও দরজা আছে একটা। সকালবেলা ওটা দেখে নি। দরজাটা গিয়ে খুলল, ওদিকে ড্রেসিং রুম। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার কম্পিত আলোকে আয়নায় নিজের চেহারা দেখল। আলো যতক্ষণ রইল কাঠিতে ততক্ষণ চেয়েই রইল নিজের দিকে। আলো নিভে গেলে পরে কাঠিটা ফেলে দিয়ে শোবার ঘরে আসল। এখন সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। আসবাবপত্তর, চেয়ারের ওপর, স্যুটকেসের উপর সযত্নে রাখা লোলার কাপড়-চোপড়, পাজামা, ড্রেসিং গাউন, কোট, স্কার্ট। হাসল ম্যাথু, সংক্ষিপ্ত দুর্জনসুলভ হাসি। তারপর বের হয়ে এল।

বারান্দায় কেউ নেই। নিচে থেকে কারা যেন আসছে, পায়ের শব্দ, হাসির শব্দ শোনা গেল। ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়তে প্রায় উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু না : পড়ুক সে ধরা, কোন ক্ষোভ নেই। তালার ভিতরে চাবি ঢুকাল। দরজায় এখন ডবল-তালা। মুখ তুলে আবার যখন তাকাল দেখল একজন মহিলা, পেছনে একজন সৈনিক।

মহিলাটি বলল, "পাঁচতলায়।"

সৈনিকপ্রবর বলল, "অনেকটা পথ।"

একপাশে সরে দাঁড়ায় ম্যাথু। নিচে নেমে আসে অতঃপর। এইবার ম্যাথু সকৌতুকে ভাবল, কঠিনতম পরীক্ষা রয়ে গেছে সামনে : চাবির বোর্ডে চাবি রাখতে হবে।

দোতলায় এসে সিঁড়ির রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকাল। মহিলাটির পেছন তার দিকে, মেন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিঃশব্দে ম্যাথু নেমে এল, তারকাঁটায় চাবি ঝুলাল, তারপর পা টিপে টিপে আবার দোতলায় উঠে এল। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর দুপদুপ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে এল।

"শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম।"

"শুভ সন্ধ্যা।" মহিলা অস্ফুটে বলল।

বের হয়ে এল সে। পিঠে বিদ্ধ হচ্ছে মহিলার দৃষ্টি, টের পেল সে। গলা ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করল ওর।

জানোয়ারটাকে মেরে ফেলো, যন্ত্রণাকে মেরে ফেলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হাঁটে। পায়ে জোর পাচ্ছে না। সে ভয় পেয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট বড্ড বেশি নীল, বাতাস বড্ড বেশি কোমল। ফিউজের দড়ি বেয়ে আগুন ছুটে, দড়ির শেষ প্রান্তে বারুদের পিপে। উপরে উঠল, চারসিঁড়ি এক লাফে পার হয়ে হয়ে উঠল। দরজার তালায় চাবিটা ঢুকাতে পারছে না, হাত কাঁপছে। দুটো বিড়াল তার পায়ের ফাঁকে এসে গা ঘষে, ওকে এখন এই মুহূর্তে ভয় লাগছে ওদের। জানোয়ারটা মরে গেছে ⋯।

খুরটা আছে পড়ে ছোট টেবিলের উপরে, খোলা। বাটে ধরে তুলে নেয় হাতে, দেখে ভাল করে। বাটের রঙ কালো, পাত সাদা। ফিউজের আগুন দড়ি বেয়ে ছুটে। ফলার ধার আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে। আঙ্গুলের ডগায় কেটে যাওয়ার মতো সূক্ষ্ম একটা ব্যথা বোধ করল, শিউরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। যা করবার, তা আমার হাতকেই করতে হবে। ওই খুর কিছু করবে না, ওটা তো পড়ে থাকে জড়বৎ, ওজন একটা পোকার সমানও নয়! ঘরের ভিতরে সব স্থানু, নিস্তব্ধ। টেবিল চেয়ার স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ আলোয় ভাসমান। কেবল একা সে-ই সমুন্নত, যাতনার মতো নীল আলোর মাঝখানে সে-ই শুধু জীবিত। কেউ আমাকে সাহায্য করবে না, কিছুই ঘটবে না। বিড়ালগুলা রান্নাঘরে আঁচড়া আঁচড়ি করছে। টেবিলের ওপর হাত রাখে সে। যতটুকু চাপ টেবিলের ওপর দিল ঠিক ততটুকু চাপ ফিরিয়ে দিল টেবিল, একবিন্দু কম নয়। বস্তু সামগ্রী সব আজ্ঞাবহ দাস।

অনুগত। নিয়ন্ত্রণের অধীন। আমার হাতই করছে সব কিছু। হাই তোলে সে, যন্ত্রণায়, বিরক্তিতে। বিরক্তির ভাবই [illegible] দৃশ্যপটে সে একা। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কেউ হুকুম দিচ্ছে [illegible] বাধা দিতে আসছে না কেউ। একাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার। তার ক্রিয়া নেতিবাচক। দুই পায়ের ফাঁকে ওই লাল ফুলটা, সে তো নেই ওখানে। মেঝের লাল দাগটা নেই মেঝেতে। মেঝের দিকে তাকাল। মেঝে সমান, মসৃণ চারদিকে, দাগের জায়গা কই! "আমি মেঝেয় পড়ে থাকব চলচ্ছক্তিরহিত, আমার পায়জামা ছিন্নভিন্ন, চটচটে, খুরটা পড়ে থাকবে মেঝেয়, লাল, বাঁকা, নিশ্চল। খুর আর মেঝে তাকে যাদু করে রেখেছে। আহ্, পারতো যদি সে সেই ছবির নিখুঁত জীবন্ত কল্পনায় রূপ আনতে। লাল দাগটি, কাটার স্বরূপটি, পারতো যদি নিখুঁত করে মনে আনতে, এমন নিখুঁত যে, কর্মটি সম্পাদন না করেও তাদের সত্তা বিমূর্ত হয়ে যেতো, আহ্ যদি পারতো! ব্যথা—সে আমি সহ্য করতে পারি। সে আমার কামনা, তাকে আমি স্বাগতম জানাই। ব্যথা নয়, কাজ, সেই কর্মটি। একবার মেঝের দিকে, একবার খুরের দিকে, তাকাল সে। বাতাস কোমল, কোমল ঘরের আলো, কোমল আভা খুরে, হাতের ওপর তার ওজনটাও কোমল। ক্রিয়া, ক্রিয়ার দরকার। মুহূর্তটি প্রথম রক্ত-বিন্দুর দেহের উপর তুলবে। আমার হাত, আমার হাতকেই সে ক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে।

জানালার কাছে গেল, আকাশের দিকে তাকাল। পর্দা টেনে দিল: বাঁ হাতে। সুইচ টিপে আলো জ্বালল: বাঁ হাতে। খুর ডান হাত থেকে নিল বাঁ হাতে। মানিব্যাগ বের করল, মানিব্যাগ থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট বের করল। টেবিল থেকে এনভেলাপ নিল একখানা, এনভেলাপে ভরল নোটগুলো। এনভেলাপের উপর লিখল: "ম. দেলারুর জন্য, ১২, হাইজেন রোড।" এনভেলাপ সহজে চোখে পড়ে এমন জায়গায় রাখল টেবিলের উপর। উঠল,

হাঁটল, জানোয়ারটা তার পেটের সঙ্গে লেপটে আছে, জানোয়ারটা চুষবে তাকে... পাচ্ছে সে। হাঁ অথবা না। ফাঁদে আটকে গেল সে। স্থির... তেই হবে তাকে। সারা রাত রয়েছে পড়ে তার জন্য। নিজের মুখোমুখি একা। সারা রাত। খুর ডান হাতে চালান হলো। হাতকে ভয় লাগছে, হাতকে দেখছে সে। বাহুর ডগায় বেশ শক্ত জিনিস বটে। এবং সে বলল, "এক্ষুণি!" পেটের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা হাসি ঢেউ তুলে তুলে গলা পর্যন্ত এসে যায়। "এক্ষুণি— শেষ করে ফেলো ওটাকে।" আহা, যদি দেখতে পেতো গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে সে ওখানে, যেমন সকালে ঘড়ির এলার্মের শব্দে সচকিত হয়ে জেগে উঠে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ বুঝতে পারে না কি করে গেল ও সেখানে। কিন্তু প্রথমে সেই ইতর নোংরা কাজটা করে ফেলা দরকার। সাবধানে ধৈর্য সহকারে শার্টের বোতামগুলো খুলতে হয়। খুরের নিষ্ক্রিয়তা সংক্রমিত হলো হাতে, বাহুতে। উষ্ণ জীবন্ত দেহ, কিন্তু হাত পাথরের। মূর্তির বিরাট হাত, নিষ্ক্রিয়, বরফে-জমা, তার মুষ্টিতে খুর। মুষ্টি শিথিল করল। খুর পড়ে গেল টেবিলের উপর।

খুরটা পড়ে আছে। টেবিলে। খোলা। কিছুই বদলায় নি। হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিতে পারে। খুর, জড় খুর, কথা শুনবে। এখনো সময় আছে, সময় থাকবে। সারাটা রাত্রিই আমার রয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে পায়চারী করে। এখন নিজেকে ঘৃণা করছে না, এখন সে কিছুই চায় না, শূন্যে ভাসছে সে। জানোয়ারটা আছে দুই পায়ের ফাঁকে, শক্ত সোজা। কী জঘন্য! তোমার যদি খুব খারাপ লাগে প্রিয় বন্ধু আমার, ওই খুর আছে টেবিলের ওপর। জানোয়ারটাকে মেরে ফেলো ..। খুর। খুরটা। টেবিলের চারপাশে ঘুরছে আর ঘুরছে, চোখ ওখানেই স্থির, খুরের ওপর। ওটা হাতে নিতে চাইলে কেউ আমাকে বাধা দেবে না? কেউ না, কিছু না। ঘর, ঘরের ভেতরকার সব কিছু জড়বস্তু, শান্ত। হাত বাড়িয়ে দিল পাতের ফলা

স্পর্শ করল। আমার হাত সব কিছু করবে। লাফ মেরে পিছু হটে গেল, দরজা খুলল, এক দৌড়ে সিঁড়ির মুখে চলে এল। বিড়াল একটা ওর পেছন পেছন পাগলের মতো দৌড়ে নিচে নামল, সামনে গেল আগ বাড়িয়ে।

দৌড়ে রাস্তায় নামল দানিয়েল। উপরে, দরজা হা-করা, বাতি জ্বালানো, টেবিলে খুর: অন্ধকার সিঁড়িতে ঘুরঘুর করছে বিড়াল কটা। ও যদি আবার যেপথে নেমে এসেছে সেপথে ফিরে যায়, কিছুই আটকাতে পারবে না তাকে। ঘর প্রতীক্ষা করছে তার জন্য, তার ইচ্ছার অনুগত ঘর। কিছুই স্থির করা হয় নি, কিছুই স্থির করা হবে না কখনো। ওকে দৌড়াতে হবে, চলে যেতে হবে যতদূরে সম্ভব, কোলাহলে আর আলোতে আর জনতায় হারিয়ে যেতে হবে তাকে, তার সঙ্গীজনের একজন হতে হবে তাকে, অনুভব করতে হবে অন্যান্য মানুষের দৃষ্টি, যে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে তার উপর। রোয় ওলাফ পর্যন্ত গেল এক দৌড়ে, ধাক্কা মেরে দরজা খুলল, রুদ্ধশ্বাস।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "একটা হুইস্কি।"

বুক ধুক ধুক করছে, সেই ধুকধুকানি পৌঁছেছে এসে হাতের আঙুলে, মুখের স্বাদ লেখার কালির মতো। বসেছে ওই মাথায় এক কোণে।

নম্রকণ্ঠে সমীহার সঙ্গে ওয়েটার বলে, "আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।"

বেশ লম্বা। বাড়ি নরওয়েতে। ফরাসী বলে বুঝা যায় না। নির্খুত উচ্চারণ এমন। হাসিমুখে তাকাল দানিয়েলের দিকে। মুহূর্তে দানিয়েল যেন এক সমৃদ্ধ ক্ষিপ্ত খদ্দেরে রূপান্তরিত হয়ে গেল, যে খদ্দের ভাল বখশিস দিতে জানে। সে হাসল।

কৈফিয়তের সুরে বলল, "শরীরটা খুব ভাল নেই। একটু জ্বর জ্বর ভাব।"

ওয়েটার মাথা দুলিয়ে চলে গেল। আপন ভুবনে আবার মগ্ন হয়ে গেল দানিয়েল। তার ঘর ওইখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে,

দরজা সম্পূর্ণ খোলা, টেবিলে চকচক করছে খুরের ফলা। "আমি আর ঘরে ফিরে যেতে পারিবো না।" যতক্ষণ ইচ্ছে করে, ততক্ষণ মদ খাবে সে। চারটে বাজলে পরে ওয়েটার আর বার্টেনডার মিলে ধরাধরি করে তাকে ট্যাক্সিতে তুলবে, এই সব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে।

আধ-গ্লাস মদ আর এক বোতল পেরিয়া (সোডা) নিয়ে ওয়েটার এল।

বলল, "ইচ্ছে মতো মিশিয়ে নিন।"

"ধন্যবাদ।"

দানিয়েল এই সাধারণ নির্জন কফির দোকানে একা। তার চারপাশে পিঙ্গল আলোর ফেনা। পার্টিশনের কাঠ থেকে পিঙ্গল আলো বেরুচ্ছে। পার্টিশন ঘন রঙে বার্নিশ করা, এমন ঘন যে ধরলেই হাতে লেগে যাবে। গ্লাসে পেরিয়ার পানি ঢালল, হুইস্কি ঝলসে উঠল মুহূর্তের জন্য, অস্থির ফেনা উপচে উঠল, উৎসুক গাল-গল্পের মতো। তারপর বিক্ষোভ প্রকাশিত হলো। চেয়ে চেয়ে দানিয়েল হলদে চটচটে পানীয়টা দেখল, উপরে ফেটে যাওয়া ফেনার স্তর পড়েছে, বিয়ারের মতো লাগল দেখতে। ওখানে 'বারে' দানিয়েলের দৃষ্টিপথের বাইরে ওয়েটার আর বার্টেনডার নরওয়ের ভাষায় কথা বলছে।

"আরো মদ।"

ক্ষিপ্রহাতে গ্লাসটা টেবিল থেকে ফেলে দিল নিচে, মেঝেয় খান-খান হলো গ্লাস। বার্টেনডার আর ওয়েটারের কথা থেমে গেল। দানিয়েল টেবিলের নিচে ঝুঁকে পড়ল : রঙিন পানি মেঝেয় গড়াচ্ছে ধীরে ধীরে, পাশের চেয়ারের দিকে চলছে তার শুঁড়।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে এলো ওয়েটার।

দানিয়েল একটু হেসে অপরাধীর মতো বলল, "হাত লেগে পড়ে গেল!"

"আরেকটা আনব?" ওয়েটার জিজ্ঞেস করে।

নুয়ে মদটা মুছে গ্লাসের টুকরো কুড়োচ্ছে ওয়েটার।

"হ্যাঁ—না। আমাকে সাবধান করার জন্য গ্লাসটা ভাঙল।" রসিকতা করেই যেন বলল সে।

আরো বলল, "আজকে আমার মদ-টদ খাওয়া চলবে না। আরেকটা ছোট পেরিয়ার আর এক টুকরো লেবু নিয়ে এসো।"

ওয়েটার চলে গেল। আরো স্বস্তি বোধ করল দানিয়েল। আবার এক দুর্ভেদ্য বর্তমান ঘিরে ধরছে তাকে। আদ্রকের গন্ধ, পিঙ্গল আলো এবং কাঠের পার্টিশন।

"ধন্যবাদ।"

বোতল খুলে গ্লাসের অর্ধেকটা ভরল ওয়েটার। দানিয়েল ওটা নিঃশেষ করে টেবিলে গ্লাস রাখল। ভাবল, "আমি জানতাম। আমি জানতাম আমি তা করব না।" যখন রাস্তা দিয়ে হনহন করে যাচ্ছিল, একসঙ্গে চার চারটে সিঁড়ি ভাঙছিল, তখনও সে জানতো ও কাজ সত্যি সত্যি করবে না সে, করতে পারবে না। যখন খুর হাতে তুলে নিল তখনো জানতো, নিজের সঙ্গে মুহূর্তের জন্যও ছলনা করে নি—হতভাগ্য কৌতুকাভিনেতা। ফলে, ঘটনাটি হলো গিয়ে, নিজেকে ভয় পাইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সে, গোলমালে পালিয়ে এসেছে। গ্লাস হাতে নিয়ে জোরে চেপে ধরল: সমস্ত হৃদয় উজাড় করে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করল নিজেকে, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। "জানোয়ার!—কাপুরুষ, কৌতুকাভিনেতা: জানোয়ার!" নিমেষে মনে হলো সে পারবে, পারবে সফল হতে, কিন্তু না—এ শুধু কথার কথা। তার উচিত ছিল—আহ্, হোক না সে যে কেউ, অন্য কারো রায় নিশ্চিত মেনে নিতো, অন্য যে কোন লোকের। অন্তত সে তো আর নিজের সিদ্ধান্ত হতো না। হতো না সেটা নিজের রায়। নিজের প্রতি ঘৃণা, চরম নিষ্ফল, দুর্বল মৃতপ্রায় সেই ঘৃণা প্রতিমুহূর্তে মনে হয় লয়প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু হয় না, জেগে থাকে, বেঁচে থাকে। আহ্, কেউ যদি জানতো সে কথা, তার দেহ দিয়ে অন্য কারো ঘৃণার ভার যদি

অনুভব করতে পারতো। "কিন্তু কোনদিন আমি পারবো না, আমি আমার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলব।" ঘড়ির দিকে তাকাল, এগারোটা বাজে। ভোর হতে আরো আট ঘন্টা, আরো আট ঘণ্টা সময় পার করতে হবে। সময় পার হতে চায় না আর।

এগারোটা। সে চমকে উঠল। "ম্যাথু এখন আছে মার্সেলের কাছে। মার্সেল ওর সঙ্গে কথা বলছে। এখন, এই মুহূর্তে, ও কথা বলছে তার সঙ্গে, ও গলা জড়িয়ে ধরেছে ম্যাথুর, ভাবছে কথাটা বলতে ভীষণ দেরী করছে ম্যাথু.. এটাও আমারই কীর্তি, আমি করেছি।" সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল তার "হার মানবে ম্যাথু, বশ মেনে শেষ হবে, জীবনটা তার আমি শেষ করে দিয়েছি।"

গ্লাস রেখে দিয়েছে সে, উঠে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টি শূন্যে বিভ্রান্ত, নিজেকে ঘৃণা করতে পারছে না, নিজেকে ভুলতেও পারছে না। কামনা করছে মৃত্যুর, কিন্তু বেঁচে আছে—নিজের অস্তিত্ব গোঁয়ারের মতো টিকিয়ে রাখছে। সে মরতে চায়, সে একটা মরামানুষ হতে চায়, তার মনে হচ্ছে সে মরতে চায়, তার মনে হয় সে মনে করে সে মরতে চায়...উপায় আছে একটা।

কথাটা সোচ্চার হয়ে গেল, ওয়েটার ত্রস্তপদে এলো।

"ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ। এটা রাখো।" অন্যমনস্কভাবে বলল দানিয়েল।

একশ-ফ্রাঙ্কের একটা নোট টেবিলের উপর রাখল। উপায় একটা আছে। সব ফয়সালার উপায়। সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর দ্রুত-বেগে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। "বেশ সুন্দর উপায়।" ফিক করে হেসে উঠল: যখনই নিজের উপর চোখ ঠারবার কোন ফন্দী বের করতে সক্ষম হয় তখনই ভীষণ ফূর্তি লাগে তার।

সাতেরো

আস্তে আস্তে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে ম্যাথু। দরজাটা নিচের দিকে ধরে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে বন্ধ করে, যাতে কোন শব্দ না হয়। তারপর সিঁড়ির প্রথম সোপানে পা ফেলে, মাথা নিচু করে জুতোর ফিতে খুলে। পরে বুক হাঁটু স্পর্শ করে প্রায় জুতো খুলে বাঁ হাতে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত রাখল সিঁড়ির রেলিংয়ে। তার চোখ উপরের দিকে, উপরে যেখানে ফিকে-লাল কুয়াশা ছায়া হয়ে উড়ছে। নিজের ব্যাপারে আর কোন রায় দিতে চায় না সে। ধীরে ধীরে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল, সাবধানে পা ফেলে ফেলে, যাতে সিঁড়িতে শব্দ না হয়।

ঘরের দরজা আধ-খোলা। ধাক্কা দিয়ে খুলল দরজা। ঘরে যেন উৎপীড়নের গন্ধ। দিনের সমস্ত উত্তাপ জমেছে এসে ঘরের ভিতরে, ঘরটা যেন উত্তাপে ভরা বোতল একখানা। বিছানায় বসে আছে এক রমণী, তাকে দেখছে। মুখে হাসি। মার্সেল। সবচেয়ে জমকালো সাদা ড্রেসিং গাউনটি পরে আছে, সেই কোটিতে সোনালী ফিতে লাগানো। সযত্নে সেজেছে। শুচিস্মিত, হাসিখুশি। পিছনে দরজা বন্ধ করে ম্যাথু দাঁড়াল স্থানুর মতো। হাত দুটো ঝুলছে দুই পাশে। অস্তিত্বের অসহ্য আনন্দ টুটি টিপে ধরেছে তার। সে ওখানে এসেছে, এসেছে ওই হাস্যময়ী রমণীর কাছে। যে রমণী অসুখ, মিষ্টি এবং ভালবাসার গন্ধে সিক্ত। মার্সেল মাথা নুইয়ে অর্ধনিমীলিত কুটিল চোখে তাকেই জরীপ করছে। ওর হাসির প্রত্যুত্তরে সে-ও হাসল। আলমারীর ভিতরে জুতো রাখল। তার পিঠের ওপর প্রেমবিহ্বল

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, "ডার্লিং।"

চকিতে সে ঘুরে, আলমারীতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

খুব চাপা [illegible] বলল, "এই!"

একটা [illegible] কপালের এবং কানের মাঝ বরাবর এনে দুই আঙ্গুলে ঠুসি ফুটাল। বলল, "এই! এই!"

ও উঠে তার কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরল দুহাতে। চুমু খেল, চুমু খেতে গিয়ে নিজের জিহ্বা তার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ওর চোখের পাতায় কাজলের ঘন ছোপ।

তার গলার পাশে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "ইস, ঘেমে গেছো।"

তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। মাথা একদিকে কাত করা। দুই সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভের ডগা বের করে লিকলিকাচ্ছে। চোখে মুখে কামার্ত আনন্দ। মার্সেল রূপসী। আইভিচের সাদা-মাটা শুকনো দেহের [illegible]নে পড়তে মন খারাপ হলো ম্যাথুর।

বলল, "খুব গর[illegible] হয়ে আছো দেখছি। গতকাল টেলিফোনে গলা শুনে তো খুব মৌজে আছো মনে হয় নি।"

"না। আমিই প্যানপ্যান করছিলাম। আজকে সব ঠিক হয়ে গেছে, একদম পরিষ্কার।"

"রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল?"

"মোষের মতো ঘুমিয়েছি সারা রাত।"

ও আবার চুমু খেলো তাকে। ম্যাথু তার ঠোঁটে ওর মুখের কচি নরোম পিচ্ছিল স্পর্শ অনুভব করল প্রথমে এবং তারপরই অনুভব করল মসৃণ উষ্ণ লিকলিকে উলঙ্গতা—ওর জিহ্বা। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ম্যাথু। ড্রেসিং গাউনের নিচে মার্সেলের গায়ে আর কোন জামাকাপড় নেই। ওর নিটোল সুগোল স্তনের দিকে চোখ পড়ল ম্যাথুর। ওর মুখে চিনির মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ। ও তার হাত ধরে বিছানার দিকে আকর্ষণ করল।

"এসো আমার পাশে বসো।"

সে ওর পাশে বসল গিয়ে। তার হাত এখনো ধরে রেখেছে ও। মাঝে মাঝে কি রকম করে যেন হাত টিপে দিচ্ছে। ম্যাথুর মনে হলো ওর হাতের উষ্ণতা তার বগলের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করছে।

সে বলল, "ভীষণ গরম।"

ও কিছু বলল না। দুচোখ দিয়ে যেন গিলছে তাকে। ঠোঁট একটু খালি ফাঁক করা। ওর মুখে নিবেদনের ভাব, মিনতির ভঙ্গি। ম্যাথু বাঁ হাত পেটের ওপর দিয়ে নিয়ে চুপিসারে ডান দিকের হিপ-পকেটে ঢোকাচ্ছিল তামাক বের করার জন্য। সেই হাত নজরে পড়তেই মার্সেল আঁতকে উঠে চীৎকার করে উঠল, "ইস্‌স্‌। কী হয়েছে তোমার হাতে?"

"কেটে ফেলেছি।"

ডান হাত ছেড়ে দিয়ে মার্সেল তার বাঁ হাত নিজের হাতে তুলে আনে। হাতটা ঘুরিয়ে তালুর দিকে তাকাল।

"ইস্‌, ব্যাণ্ডেজটা ভীষণ নোংরা, রক্তে বিষ ঢুকে যাবে যে। আবার কাদা লেগেছে দেখছি, কাদা লাগল কি করে?"

"পড়ে গেছিলাম।"

ও হেসে উঠল, হাসিতে বিস্ময় এবং প্রশ্রয়। বলল, "কেটে ফেলেছি, পড়ে গিয়েছিলাম! দুষ্টু ছেলে, কি করতে গিয়েছিলে বলো ত' বাবু? বসো ব্যাণ্ডেজটা ভাল করে বেঁধে দিচ্ছি, এমন করে চলবে না।"

ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল মার্সেল। ঠিক যা ভেবেছে তাই, এমনি করে মাথা দুলিয়ে বলল, "ইস্ অনেকটা কেটে গেছে। কি করে কাটল? মারামারি করেছো কারো সঙ্গে?"

"না, তা কেন। গতকাল সন্ধ্যায়, সুমাত্রায়।"

"সুমাত্রায়?"

গোলগাল পাণ্ডুর গাল। সোনালী চুল। কালকে—কালকে তোমার

ভাল লাগবে বলে অমনি করে বাঁধবো আমি চুল।

ম্যাথু জবাব দেয়, "ওই বোরিসটার ফাজলামি। একটা পুরনো ড্যাগার কিনেছে কো[illegible]কে, আমাকে বলে কিনা ওটা আমার হাতে ঢোকাতে আমি কখনো পারবো না।"

"আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়ে দিলে তো। এত্তো বুদ্ধু তুমি, আহা মানিক আমার। তোমার এই বাজে বন্ধু-ফন্ধুরাই তোমাকে ডোবাবে, সময় থাকতে যদি সাবধান না হও। তোমার বেচারী থাবাটার কি দশা করেছো দেখো।"

ম্যাথুর হাত ধরে আছে অনড় ওর পরম উষ্ণ দুই হাতের ভিতরে। ক্ষতটাকে খুব বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে, কালো, মাংস মাংস ঘা। আস্তে আস্তে হাত[illegible] মার্সেল ওর মুখের কাছে তুলে আনে, কিছুক্ষণ ঘা-টার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে, তারপর মুখ নামিয়ে ঘা-য়ের ওপর ঠোঁট ছোঁয়ায়, সমর্পণের কোমলতায়।

ম্যাথু ভাবছে, "কি হলো [illegible]কে?"

ওকে কাছে আকর্ষণ করে [illegible]নের লতিতে চুমু খেল ম্যাথু।

মার্সেল প্রশ্ন করে, "আমাকে এখন আদর করছো?"

"হ্যাঁ, আদর করছি?"

"কিন্তু মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না।"

ম্যাথু হাসল, জবাব দিল না। ও উঠে আলমারী থেকে ব্যাণ্ডেজের বাক্স আনতে গেল। তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ও, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দুহাত তুলে উপরের র‍্যাক থেকে কিছু আনতে চেষ্টা করছে। কমনীয় সেই হাতের দিকে চেয়ে রইল ম্যাথু। কতোদিন কতোবার আদর করেছে সে এই হাতকে। পুরনো সব কামনা জেগে উঠল তার ভিতরে। বেদনার্ত ক্ষিপ্রতায় মার্সেল তার কাছে এসে বলল, "থাবাটা দাও দিকিনি।"

এক টুকরা স্পঞ্জে কিছু মদ ঢেলে হাতের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে লেগে যায়। তার কোমর স্পর্শ করছে ওর শরীর, অতি পরিচিত

সেই দেহ থেকে কিছু বিদ্যুৎ সেই স্পর্শে নিজের দেহে সঞ্চারিত হলো।

"জিভ দিয়ে ভিজাও।"

আটা লাগানো এক ফালি প্লাষ্টার মেলে ধরে মার্সেল। সুবোধ ছেলের মতো জিভ বের করে স্বচ্ছ লাল প্লাষ্টার ভিজায় ম্যাথু। প্লাষ্টার হাতে লাগিয়ে দেয় মার্সেল। তারপর পুরনো ময়লা ব্যাণ্ডেজটা দুআঙুলে তুলে ধরে, মুখে ঘেন্না ও কৌতুক।

"এই নর্দমা নিয়ে এখন কি করি আমি? ঠিক আছে, তুমি গেলে পরে ডাষ্টবিনে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসবো'খন।"

ব্যাণ্ডেজের লম্বা ফিতে দিয়ে হাতটাকে বাঁধল ও সুনিপুন।

"বোরিস বলল, তুমি পারবে না, হ্যাঁ? আর তুমি হাত কেটে কেলেঙ্কারি বানালে। বুড়া দুষ্টু ছেলে কোথাকার! বোরিসও কেটেছিল?"

"না, বোরিস কাটে নি!" ম্যাথু বলল।

মার্সেল হাসল, "তোমাকে নিয়ে রগড় করল খালি!"

মার্সেলের দুই ঠোঁটের ফাঁকে সেফটি পিন, দুইহাতে ব্যাণ্ডেজের ফিতে মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ছে। ঠোঁটে পিন চেপে বলল, "আইভিচ ছিল না ওখানে?"

"যখন কাটলাম?"

"হ্যাঁ।"

"না। লোলার সঙ্গে নাচছিল তখন।"

সেপটিপিনে ব্যাণ্ডেজ আটকাল মার্সেল। পিনের লম্বা পাতে ঠোঁটের সিন্দুরবর্ণ রঙ লেগেছে।

"ব্যস। হয়ে গেল। ওখানে ভালই জমিয়েছিলে তাহলে?"

"মন্দ নয়।"

"ভাল জায়গা সুমাত্রা? আমাকে একদিন নিয়ে চলো না।"

কথাটা যেন ম্যাথুর পছন্দ হয় নি, বলে, "কিন্তু ওখানে তোমার ভাল লাগবে না।"

"না, শুধু একদিন—দুজনে মিলে ফূর্তি করব। কতদিন যে সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে বাইরে কোথাও কাটাই নি তোমার সঙ্গে।"

সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে বাইরে কাটানো! মনে মনে ম্যাথু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবহার্য কথা কয়টি আউড়াল, জ্বালা বোধ করল একটা: মার্সেল শব্দ নির্বাচনে পটু নয়।

"যাবে?" মার্সেল বলে।

সে বলল, "কিন্তু সেতো আগামী হেমন্তের আগে হবার নয়। এখন নিজের দিকে একটু নজর দিতে হয় তোমার। তাছাড়া গ্রীষ্মের ছুটির সময় হয়ে গেছে এখন। লোলা নর্থ আফ্রিকা টুর করতে যাচ্ছে।"

"ঠিক আছে, না হয় হেমন্তেই যাবো। কথা দিচ্ছো তো?"

"হ্যাঁ।"

মার্সেল গলাকাশি দিল, একটু যেন বিড়ম্বিত। বলল, "মনে হয় আমার ওপর তুমি রাগ করেছো।"

"রাগ করেছি?"

"হ্যাঁ···পরশু দিন তোমার মনে খুব কষ্ট দিয়েছি।"

"মোটেই না। ওকথা বলছো কেন?"

"না, দিয়েছি। মাথা কেমন সব গোলমাল হয়ে গেছিল।"

"তা যদি বলো, সেটাই তো স্বাভাবিক। দোষ সব আমারই, প্রাণ আমার।"

খুশি হয় মার্সেল, বলে, "তোমার একটুও দোষ নেই, কোনদিন ছিল না।"

ওর মুখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না তার, কল্পনায় ওর মুখের ভাব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সেখানে আছে প্রত্যয়ের অব্যক্ত এবং অসঙ্গত অভিব্যক্তি, যা তার অসহ্য। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ও আশা করছিল, ম্যাথু ভালবাসার কোন কথা বলবে, মার্জনার ভাষা বেরোবে তার মুখ দিয়ে। ম্যাথু আর চুপ করে থাকতে পারল

না বলল, "এই দেখো।"

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে হাঁটুর ওপর খুলে ধরল। দেখবার জন্য গলা বাড়িয়ে দিল মার্সেল, চিবুক তার কাঁধে।

"কী দেখব?"

"এইটে।"

মানিব্যাগ থেকে নোটগুলো বের করে ম্যাথু।

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।" ম্যাথু একটা একটা করে গুনল মচমচিয়ে, বিজয় গর্বে গর্বিত। নোটগুলোর গায়ে এখনো লোলার গন্ধ লেগে আছে। হাঁটুর উপরে বিছানো নোটগুলো, ম্যাথু অপেক্ষা করল একটু। মার্সেল একটা কথাও বলছে না। ম্যাথু ওর দিকে ফিরে তাকাল। মুখ তুলেছে ও, নোটগুলোর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক।"

বিছানার পাশের টেবিলে ম্যাথু মাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়ে মারল নোটগুলো।

বলল, "হ্যাঁ পাক্কা পাঁচ হাজার। টাকাটা যোগাড় করতে বেশ কষ্ট হয়েছে।"

মার্সেল কিছু বলল না। নিচের ঠোঁট কামড়ে নোটগুলো দেখছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হঠাৎ ওর বয়স বেড়ে গেল যেন। ম্যাথুর দিকে বিষাদমলিন অথচ অন্তরঙ্গ ভঙ্গি করে তাকাল। বলল, "আমি ভেবেছিলাম—"

ম্যাথু চট করে ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল, বলল, "ইহুদী বেটার কাছে এখন যেতে পারবে। বেশ নামকরা লোক বলে মনে হয়। ভিয়েনার হাজার হাজার মেয়েমানুষ ওর হাতে উদ্ধার পেয়েছে। সোসাইটির মেয়েমানুষ—পয়সাঅলা মেয়েমানুষ।"

মার্সেলের দুচোখের সব আলো নিভে গেল। বলল, "ভাল।

ড্রেসিং-বাক্স থেকে একা সেপটিপিন বের করেছে ও, পিনটা খুলছে আর বন্ধ করছে।

ম্যাথু বলল, "টাকাটা আমি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। সারাই তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যেতে পারবে, টাকাটা তোমার হাতে দিয়ো ওকে। বেটা টাকা আগে নেয়, শালা।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মার্সেল বলে, "টাকা পেলে কোথায়?"

"অনুমান করো দেখি।"

"দানিয়েল?"

সে কাঁধ ঝাঁকাল: ভাল করেই জানে ও দানিয়েল টাকা দেয় নি তাকে।

"জ্যাক?"

"দুর! কালকেই তো বললাম টেলিফোনে।"

ও হাল ছেড়ে দেয়, "তাহলে আর পারলাম না। কে?"

সে বলল, "টাকাটা কেউ আমাকে দেয় নি।"

মার্সেল হাসল মৃদু, "এর [illegible] বলবে না তো, টাকাটা তুমি চুরি করে এনেছো?"

"অবিকল তাই।"

ওর বিস্ময় চরমে, "তুমি চুরি করেছো! না, সত্যি?"

"সত্যি। লোলার কাছ থেকে।"

তারপর নিস্তব্ধ সব কিছু। কপালের ঘাম মুছে ম্যাথু।

"বলব, সব বলব তোমাকে।"

"চুরি করলে তুমি!" মার্সেল ধীরে ধীরে বলল।

ওর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। চোখ অন্যদিকে ফেরানো। বলল, "বাচ্চাটাকে নষ্ট করার জন্য পাগল হয়ে গেছো বুঝা গেল।"

"আমি সেই বুড়ীর কাছে যেতে দিতে চাই না তোমাকে।"

ও ভাবছে। ওর মুখে ফিরে এসেছে সেই কাঠিন্য, সেই সন্দেহ-প্রবণ ভাব।

সে বলল, "টাকাটা চুরি করেছি বলে আমাকে বকছো?"

"না, না, তা কেন।"

"তাহলে ?"

হঠাৎ এক ঝটকায় হাতের ড্রেসিং বাক্স ছুঁড়ে মারল মেঝেয়। দুজনের চোখ ওখানে। ওটাকে ম্যাথু একটা লাথি মেরে ঠেলে দিল একপাশে। আস্তে আস্তে মার্সেল চোখ ফেরাল তার দিকে, চোখে বিস্ময়।

"কি হয়েছে বলো।" ম্যাথু আবার বলে।

হাসলো মার্সেল।

"হাসছো কেন ?"

"হাসছি নিজের জন্য।"

চুল থেকে ফুল খুলে নিয়ে দুহাতে পিষতে থাকে মার্সেল। বিড়বিড় করে বলে, "সব আমার বুদ্ধির দোষ !"

মুখ আরো কঠিন হলো ওর। মুখ খুলল যেন কিছু বলবে, বলতে পারল না, হা হয়ে রইল মুখ। যা বলবার ইচ্ছে তা বলতে ভয় পাচ্ছে। ওর হাত ধরতে গেল ম্যাথু, হাত সবেগে টেনে সরিয়ে নিল মার্সেল। ওর দিকে না তাকিয়ে মার্সেল বলল, "আমি জানি দানিয়েলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার।"

কথাটা তাহলে বের হলো ! দেহটাকে ধাক্কা দিয়ে পিছন দিকে সরিয়ে নিল মার্সেল। দুই হাতে বিছানার চাদর দলা পাকাচ্ছে। একই সঙ্গে শঙ্কা এবং স্বস্তি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ম্যাথুও ফেলল। টেবিলে এখন সব তাশ বিছানো, দুজনেই দেখুক প্রাণ ভরে, চোখ ভরে। সারা রাত রয়েছে সামনে।

ম্যাথু বলল, "ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তা সত্যি। কিন্তু তুমি জানলে কি করে ? তুমিই পাঠিয়েছিলে নাকি ওকে ? বন্দোবস্ত তাহলে তুমিই করেছো সব, এ্যা ?

মার্সেল বলল, "চেঁচিয়ো না। মা জেগে উঠবে। আমি পাঠাই নি ওকে, কিন্তু আমি জানতাম ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

ম্যাথুর গলায় বেদনা, "তুমি কী নীচ !"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নীচ।" বিষ ঝরে পড়ে মার্সেলের গলায়।

ওরা চুপ করে রইল। দানিয়েল আছে ওখানে উপস্থিত, আছে বসে ওদের মাঝখানে।

ম্যাথু বলল, "সব কথা তাহলে খোলাখুলি ব্যাখ্যা হয়ে যাক। এখন আর তো কোন উপায় দেখছি না।"

মার্সেল বলে, "ব্যাখ্যার কি আছে আবার। দানিয়েলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার। ওর যা বলবার বলেছে তোমাকে। আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে লোলার ওখান থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক চুরি করেছো।"

"করেছিই তো। আর তুমি মাসের পর মাস দানিয়েলের সঙ্গে মেলামেশা করছো গোপনে। কাজেই বুঝতে পারছো, ব্যাখ্যা করার অনেক কিছুই আছে।"

তারপর হঠাৎ বলে উঠে, "পরশু দিন কি হয়েছিল, বলবে?"

ও বলল, "ওকথা আর কেন। ও নিয়ে আর ব্যস্ত হয়ো না।"

ম্যাথু বলল, "গোয়াতুমি করো না মার্সেল। আমি বলছি, আমি তোমার ভাল চাই। আমার সব অন্যায় আমি স্বীকার করব। শুধু বলো, পরশুদিন কি হয়েছিল তোমার। আমাদের আগের বিশ্বাস একটু ফিরে এলে দুজনেরই ভাল হবে।"

ও একটু ইতস্ততঃ করল। উদাসীন, কি যেন ফন্দী আটছে মনে মনে, চেহারায় তাই ধূর্ততা প্রকট।

ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে, "বলো না।"

"কি আর—যা সব সময় হয়ে থাকে। আমার ইচ্ছার কথা জানতে তুমি ভাল করে চাও নি।"

"তোমার ইচ্ছাটা কি ছিল?"

"আমার মুখ দিয়ে বলাতে চাও কেন? সেটা তো তুমি ভাল করেই জানো।"

ম্যাথু বলে, "তাই। মনে হচ্ছে আমি জানি।"

সে মনে মনে বলল, "ব্যস, হয়ে গেল; ওকে আমি বিয়ে করব। এখন সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি এক শূওরের বাচ্চা, ধরে নিয়েছিলাম বুঝি রেহাই পেয়ে যাবো।" ওই তো রয়েছে ওখানে, দুঃখ ভারাক্রান্ত, অসহায়, রুষ্ট। ওর মনের শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য কেবলমাত্র একটিই অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন।

সে বলল, "তুমি চাও আমাদের বিয়ে হোক, তাই না?"

টান মেরে হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। কি হলো বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

"হ্যাঁ। দানিয়েল বলেছে কথাটা?"

ম্যাথুর চোখে মুখে নৈরাশ্য। বলল, "না। আমি অনুমান করলাম।"

ও হেসে উঠল, "তুমি অনুমান করলে! ওটা অনুমান করলে তুমি! দানিয়েল তোমার কাছে বলল আমার মন খারাপ আর তুমি অনুমান করে নিলে বিয়ে করতে চাই আমি। সাত বচ্ছর আমার সঙ্গে মিশে তুমি এইরকম ভাবতে পারলে আমাকে!

এখন ওর হাতও কাঁপছে। ম্যাথুর ইচ্ছে হলো জড়িয়ে ধরে ওকে, কিন্তু সাহস হলো না।

বলল, "ঠিকই বলেছো। ওকথা মনে আনা আমার ঠিক হয় নি।"

ও যেন শুনলই না।

ম্যাথু বলতে থাকে, "কিন্তু তার কারণও তো রয়েছে। এই একটু আগে দানিয়েল আমাকে বলল, আমাকে না জানিয়ে ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছো তুমি।"

এবারেও কিছু বলল না মার্সেল। ম্যাথু বলে, "বাচ্চাটাকে চাও তুমি?"

মার্সেল কথা বলল এবার, "তাতে তোমার কি! আমি কি চাই, না চাই তা নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।"

ম্যাথু বলল, "এখনো সময় আছে, মার্সেল। ভেবে দেখো..."

মাথা নাড়ল মার্সেল, "না, সত্যিই আর সময় নেই।"

"কিন্তু কেন, মার্সেল? ধীরে সুস্থে সব কথা মন খুলে বলতে বাধা কি? ঘণ্টাখানেক। সব ঠিক হয়ে যাবে, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে..."

"আমি পারব না।"

"কিন্তু কেন? কেন?"

"কারণ তোমাকে আমি আর শ্রদ্ধা করি না। কারণ তুমি আর আমাকে ভালবাসো না।"

কথাগুলো গভীর প্রত্যয়ে বলা। নিজের কথা শুনে নিজেই ও বিস্মিত, ভীত। ওর চোখে এখন শুধু অসুস্থ এক প্রশ্ন আর কিছু নয়। বিষাদে মলিন গলায় ও বলে, "আমার সম্বন্ধে অমন করে ভাবতে যখন পারলে, তখন নিশ্চয়ই আমার জন্য বিন্দুমাত্র ভালবাসা আর নেই তোমার..."

কথা নয়, প্রশ্ন যেন রাখল ও একটা। এখন যদি ওকে টেনে বুকে চেপে ধরে, যদি বলে ওকে ভালবাসে সে, তাহলেও বুঝি সব দিক রক্ষা হয়। সে ওকে বিয়ে করবে, ওদের বাচ্চা হবে, জীবনের বাকী কটা দিন পাশে থেকে কাটাবে। সে উঠে দাঁড়াল। প্রায় বলতে যাচ্ছিল: "আমি তোমাকে ভালবাসি।" একটু যেন দুলে উঠল সে, তারপর পরিষ্কার উচ্চারণে বলল, "হ্যাঁ, একথা সত্য—আমি আর তোমাকে ভালবাসি না।"

বেশ কিছুক্ষণ হলো কথাগুলো উচ্চারণ করেছে সে। তবু মনে হলো, এখনো কানে বাজছে কথাগুলো। অবাক লাগল খুব। এবং সে ভাবল: "গেল সব চুকেবুকে।" মার্সেল একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। একবার বিজয়ের উল্লাসের একটা চীৎকার রণিত হলো ওর মুখ থেকে। পরমুহূর্তে মুখে হাত চাপা দিয়ে ম্যাথুকে চুপ থাকতে ইশারা করল।

"মা—।" ওর কণ্ঠে উদ্বেগ।

তুজনেই শুনছে কান পেতে। দূরে গাড়ির শব্দ। আর কিছু নয়।

ম্যাথু বলল, "মাসে'ল, এখনো তোমাকে আমি ভীষণ আদর করি। .."

মাসে'ল হাসল, "নিশ্চয়ই। আদরটা একটু অন্যরকমের, এই যা। তাই তো বলতে চাচ্ছো, তাই না?"

ওর হাত ধরল, বলল, "শোন..."

ঝাড়া দিয়ে নিয়ে গেল হাত, বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। থাক, যথেষ্ট হয়েছে। যা জানতে চেয়েছিলাম, জানা হয়ে গেছে আমার।"

কিছু অলক কপালে এসে ঘামে লেপটে ছিল, হাত দিয়ে সরাল সেগুলো। তারপর অকস্মাৎ ও হাসল, কোন সুখস্মৃতিতে যেন।

মুখে ইতর আনন্দের ঝলক খেলে গেল মাসে'লের, বলল, "অথচ দেখো, গতকাল টেলিফোনে সেকথা আমাকে বলো নি। কতোবার কতো রকম ভঙ্গিতে বলেছো, আমি তোমাকে ভালবাসি। অথচ বাসো কি বাসো না সে প্রশ্ন কেউ তোমাকে করে নি।"

ম্যাথু জবাব দিল না। ওর চোখে তখন সর্বনাশের চিহ্ন। বলল, "আসলে—তুমি আমাকে ঘৃণা করো।"

ম্যাথু বলল, "তোমাকে আমি ঘৃণা করি না। আমি—"

"তুমি যাও।" মাসে'ল বলল।

ম্যাথু বলল, "তোমার মাথা খারাপ। আমি যাবো না, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চাই আমি—"

"চলে যাও।" ওর গলায় চাপা চীৎকার, কর্কশ, চোখ বন্ধ।

মরিয়া হয়ে চীৎকার করে উঠে ম্যাথু, "এখনো আমি ভীষণ আদর করি তোমাকে, তুমি আমার আদরের জিনিস। তোমাকে ত্যাগ করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি সারাজীবন থাকব তোমার

সঙ্গে, আমি তোমাকে বিয়ে করব, আমি—"

ও বলল, "চলে যাও। চলে যাও। তোমাকে আর দেখতে ইচ্ছে করছে না আমার। যাও, চলে যাও, নইলে আমি চীৎকার করব, হোকগে যা খুশি আমার, চীৎকার করব আমি।"

সর্বাঙ্গ ওর কাঁপছে থরথর করে। এক পা ম্যাথু এগিয়ে গেল ওর দিকে। প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিল তাকে।

"যদি না যাও, মাকে ডাকব।"

আলমারী খুলে জুতো বের করল সে। তাকে খুব হাস্যকর, খুব ইতরের মতো দেখাচ্ছে এখন। তার পিঠকে সম্বোধন করে ও বলল, "তোমার টাকাও নিয়ে যাও।"

ম্যাথু ঘুরে দাঁড়াল, বলল, "না। সেটা ভিন্ন জিনিস। কি দরকার .."

টেবিলের উপর থেকে নোটগুলো তুলে নিয়ে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারল। ঘরে ছড়িয়ে পড়ল নোটগুলো, ছড়িয়ে পড়ল বিছানার পাশে ড্রেসিং বাক্সের কাছে। ম্যাথু কুড়িয়ে নিল না ওগুলো, তাকাল মার্সেলের মুখের দিকে। সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে হিস্টিরিয়া রুগীর মতো হাসছে ও, চোখ বন্ধ।

"কী চমৎকার! এবং আমি কিনা ভেবেছিলাম—"

সে ভাব করল যেন ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ও চোখ মেলে পিছনে হটে গেল কয়েক পা, হাত দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল। সে ভাবল, "আমি না গেলে ও চীৎকার করবে...।" ঘুরে হাঁটতে থাকল মোজা পায়ে জুতো হাতে। বের হয়ে গেল ঘর থেকে। সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে জুতো পায়ে দিল। কান পেতে রইল নিমেষ-খানেক, দরজার খিলে হাত রেখে। হঠাৎ কানে এল মার্সেলের হাসি, অশুভ বিকট ভয়ঙ্কর হাসি, প্রথমে আস্তে আস্তে নিচুগ্রামে, তারপর ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতর হতে হতে একসময় হ্রেষাধ্বনির

মূর্ছ'না উঠল, তারপর আবার আস্তে আস্তে নামতে নামতে সে হাসি ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। একটি কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল : "মার্সেল! কী হয়েছে মার্সেল? মার্সেল!

ওর মা। হাসি থেমে গেল হঠাৎ। নৈঃশব্দ। আরো কিছুক্ষণ কান পেতে রইল। না, আর কোন শব্দ আসছে না। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ম্যাথু।

আঠারো

সে ভাবছে : "আমি একটা শূওর।" কথাটা এতো সত্যি, ভারী অবাক লাগল তার। অবসাদ আর বিহ্বলতা ছাড়া অন্য কোন অনু-ভূতির নাগাল সে পাচ্ছে না। দোতলায় উঠে দম নেওয়ার জন্য থামল খানিক। পা দুটো অবশ হয়ে গেছে, গত তিনদিনে ছয় ঘণ্টার মতো ঘুমিয়েছে। "আমি এখন শেষ।" কোনমতে কাপড়-চোপড় খুলে, কোনমতে বিছানা পর্যন্ত গিয়ে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দেবে। কিন্তু সে জানে ঘুম আসবে না, অন্ধকারে চোখ মেলে জেগে থাকতে হবে সারা রাত। উপরে উঠল : ঘরের দরজা এখনো খোলাই রয়ে গেছে। আইভিচ নিশ্চয়ই চলে গেছে। পড়ার টেবিলে বাতি জ্বলছে।

ঢুকে দেখল আইভিচ। সোফায় শক্ত হয়ে বসে আছে, মাথা সোজা।

আইভিচ বলল, "আমি যাই নি।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি।" ম্যাথুর নীরস গলা।

ওরা চুপ করে রইল খানিক। নিঃশ্বাসের শব্দ, প্রশ্বাসের শব্দ শুনছে ম্যাথু।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আইভিচ বলল, "ভীষণ খারাপ লাগছিল আমার।"

ম্যাথু কিছু বলল না। আইভিচের চুলের দিকে তাকিয়ে ভাবল, "আমি কি ওরই জন্য এমন কাজ করলাম?" মাথা নামাল আইভিচ, সুষমাময় বাদামী গলার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণার মতো দরদ বোধ করল ম্যাথু। পৃথিবীতে ওকে যেমন ভালবাসে এমন আর কাউকে সে বাসে না। তাতে করে, অন্তত সব কিছুতে একটা সঙ্গতি আরোপ

করা যেতো। কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই চেতনায় খুঁজে পেল না। ক্রোধ এবং সেই কর্মটি আছে তার পেছনে লেগে, উলঙ্গ, ছলনাময়, দুর্বোধ্য কর্মটি। সে চুরি করেছে, গর্ভাবস্থায় ত্যাগ করেছে মার্সেলকে। কারণ? কারণ কিছু-না।

আইভিচ নড়েচড়ে বসে। মোলায়েম সুরে বলে, "তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার উচিত নয়..."

ম্যাথু কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল। বলল, 'মার্সেলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে এলাম।"

মাথা তুলল আইভিচ। নিস্তরঙ্গ গলায় বলল, "ওকে ছেড়ে চলে এসেছো টাকা না দিয়ে?"

ম্যাথু হাসল। ভাবল, "না, তা কেন। টাকা না দিয়ে এলে আমারই দোষ ধরতো ও এখন।" প্রকাশ্যে বলল: "না। টাকা দিয়ে এসেছি।"

"টাকা পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথেকে?"

সে জবাব দিল না। কেমন অস্থির হয়ে তার দিকে তাকাল আইভিচ। বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ইসে করো নি, কি বলে—"

"তাই করেছি। বোধহয় বলছিলে, চুরি করেছি কি না, হ্যাঁ চুরিই করেছি। লোলার ওখান থেকে। ও যখন ছিল না ঘরে, তখন আমি গিয়েছিলাম।"

আইভিচ চোখ পিটপিট করে। ম্যাথু বলল, "অবশ্য ওটা আমি ফিরিয়ে দেবো। জোর করে নেওয়া ধার আর কি।"

আইভিচ যেন বুঝতে পারছে না, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেছে। তার-পর একটু আগে যেমন করে মার্সেল বলেছিল তেমনি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, "তুমি চুরি করেছো লোলার ওখান থেকে!"

ওর বিমূঢ় দৃষ্টি ম্যাথুর মেজাজ খারাপ করে দেয়, বলে উঠে, "হ্যাঁ।

খুব দুঃসাহসিক কিছু নয় ঃ একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠা আর দরজা খোলা, ব্যস।"

"কেন করলে ?"

ম্যাথু হাসল, "সেটা আমি কি জানি !"

হঠাৎ লোলা গম্ভীর হয়ে গেল। পথ চলতে কোন সুদর্শন সুপুরুষ কিংবা সুন্দরী রমণীকে দেখলে যেমন কাঠিন্য আসে চেহারায়, যেমন একটা দূরায়ত তন্ময় ভাব আসে, আইভিচের মুখে, তেমনি হলো এখন ওর অবস্থা। তবে এখন ও ম্যাথুকে দেখছে। ম্যাথু টের পেল, লজ্জায় চোখমুখ লাল হলো ওর। ম্যাথুর বিবেক আছে, সে কথাই প্রমাণ করার জন্য সে বলে, "ওকে একেবারে অসহায় অবস্থায় ফেলে আসার অভিপ্রায় ছিল না আমার। টাকাটা দিয়ে এলাম, যাতে বিয়ে করতে না হয়।"

আইভিচ বলল, "হ্যাঁ, বুঝেছি।"

মুখ দেখে কিন্তু মনে হলো না বুঝতে পেরেছে ও। এখনো তাকিয়ে আছে ম্যাথুর দিকে। সে বলতে থাকে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, "একটা স্ক্যাণ্ডাল হয়ে গেল। কি জানো, ও-ই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভীষণ আঘাত পেয়েছে ও, জানি না, কোন্ আশা ছিল ওর মনে।"

আইভিচ কিছু বলল না। ম্যাথুও নীরব, কীসের যেন সুতীব্র যন্ত্রণা এসে হঠাৎ বিদ্ধ করেছে তাকে। সে ভাবল, "আমি চাই না আমার জন্য ওর শাস্তি হোক।"

"চৎমকার ভাল মানুষ তুমি।" আইভিচ বলল।

সেই তিক্ত ভালবাসা আবার জেগে উঠছে দেখে ম্যাথু আতঙ্কিত হয়ে উঠল। মনে হলো মার্সেলকে আরেকবার পরিত্যাগ করল সে। কিছু বলল না, আইভিচের পাশে বসে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। ও বলল, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভীষণ একা।"

ম্যাথুর লজ্জা লাগল। একটু চুপ করে থেকে পরে বলল, "ভিতরে ভিতরে কি যেন তুমি ভাবছো, আইভিচ ? কাজটা ভয়ানক খারাপ

হয়েছে, জানি। যখন চুরি করি তখন আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছিলাম। এখন অনুশোচনা হচ্ছে, খারাপ লাগছে।

একটু হেসে আইভিচ বলল, "সে আমি দেখতেই পাচ্ছি। তোমার মতো অবস্থায় পড়লে আমারও অনুশোচনা হতো। প্রথম দুএকদিন খারাপ লাগবেই।"

সূচলো নখের সেই হাত আপন হাতের ভিতরে নিষ্পেষিত করল ম্যাথু।

"কথাটা ঠিক বলো নি, আমি—"

"আর কোন কথা নয়।" আইভিচ বলল।

হাতটা টেনে নিল আইভিচ। চুল ঠিক করল। গাল এবং কান বেরিয়ে এলো চুলের আড়াল থেকে। ত্বরিৎ ক্ষিপ্রতায় কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন, ব্যস হয়ে গেল। হাত যখন নামিয়ে আনল, দেখা গেল চুল পেছন দিকেই রয়ে গেছে, মুখ সম্পূর্ণ অনাবৃত।

"আহা!" ও বলল।

ম্যাথু ভাবল, "আমার অনুশোচনা পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায় ও।" দুইহাত বাড়িয়ে সে আইভিচকে টেনে নিল কাছে। আইভিচ বাধা দিল না। তার ভেতরে হালকা চটুল একটা গানের সুর তরঙ্গায়িত হচ্ছে, সে সুর শুনতে পেল সে, সে সুর স্মৃতি থেকে অনেকদিন আগে মরে গেছিল। আইভিচের মাথা কাত হলো একদিকে, কাত হয়ে পড়ল ম্যাথুর কাঁধে। উন্মুখ অধর। হাসছে একটু একটু। ম্যাথুও হাসল, হেসে আলতো করে চুমু খেলো ঠোঁটে। তারপর ওর মুখের দিকে তাকাতেই অন্তরের সঙ্গীত স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। মনে মনে বলল, "একেবারে বাচ্চা।" ভীষণ একা মনে হলো তার।

আস্তে আস্তে সে ডাকল, "আইভিচ।"

ও অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে।

"আইভিচ, আমার—আমার দোষ হয়েছে।"

ভ্রূকুটি করল আইভিচ। মাথাটা যেন কেঁপে উঠল, কাঁপল

কিছুক্ষণ। হাত ঝুলে পড়ল ম্যাথুর, ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, "তোমার কাছে কি আমি চাই বুঝতে পারছি না।"

সহসা সচকিত আইভিচ সরে বসে। চোখ চকচক করছে। চোখ বন্ধ করলো। ফিরে এলো মৃদু বিষাদ। সমস্ত আক্রোশ যেন চলে এলো ওর হাতে, হাত একবার মাথার উপরে ঠুসকি দিচ্ছে, চুল ঠিক করছে পরমুহূর্তে, ঘুরছে চারদিকে অনবরত। গলা শুকিয়ে আসছে ম্যাথুর। পরম ঔদাসিন্যে ম্যাথু তবু এই আক্রোশকে প্রত্যক্ষ করল। ভাবল, "হ্যাঁ, তাই, আমি এখানেও সব ধ্বংস করে দিয়েছি।" প্রায় খুশীই হয়ে উঠে সে। এ যেন ঠিক প্রায়শ্চিত্ত। আবার কথা বলল সে, যে দৃষ্টি ও অন্যদিকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়েছে, সেই দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াসে সে বলল, "তোমাকে স্পর্শ করা আমার উচিত নয়।"

আইভিচের মুখভাবে কাঠিন্য এলো। রাগে লাল হয়ে গেল ওর মুখ। বলল, "ওতে এখন কিছু আসে যায় নয়।"

তারপর গলায় মধু মিশিয়ে গুনগুন করে উঠল, "একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে অহঙ্কারে এমন ফেটে পড়ছিলে, আমার খালি মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমার কাছে এসেছো পুরস্কার নিতে।"

আবার সে ওর পাশে বসল। আবার আস্তে আস্তে ওর হাত ধরল, কনুইয়ের একটু উপরে। আইভিচ হাত ছাড়িয়ে নিল না এবার।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি আইভিচ।"

চোয়ালের পেশী শক্ত হলো আইভিচের। বলল, "আমি চাই না তুমি মনে করো—"

"কি মনে করি ?"

প্রশ্ন করল বটে, কিন্তু অনুমান ঠিকই করতে পেরেছে সে। ওর হাত ছেড়ে দিল সে।

আইভিচ বলল, "আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি না।"

প্রত্যুত্তরে ম্যাথু কিছু বলল না। ভাবল, "নিজের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে ও। সেটাই স্বাভাবিক।" তাছাড়া সম্ভবতঃ কথাটা সত্যি: তাকে কেন ও ভালবাসবে? সে তো চেয়েছিল শুধু কিছুক্ষণ ওর পাশে বসে থাকতে, তারপর নিঃশব্দে ওকে বিদায় জানাতে। সে বলল, "সামনের বছর তুমি আসবে?"

"আসব।"

একটু যেন সস্নেহে ও তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বোধহয় এই ভেবে যে ওর মুখরক্ষা হয়েছে। গত সন্ধ্যায় বাথরুমের মহিলাটি তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় যে রকম মুখ করে তাকিয়েছিল, আইভিচের মুখের ভাব এখন ঠিক ওই রকম। ওর দিকে সংশয়-ভরা চোখে তাকাল। সেই কামনাটা জেগে উঠেছে আবার। সেই বিষণ্ণ নির্লিপ্ত কামনা, সে কামনা কোন কিছুর জন্য নয়। ওর হাত ধরল সে, আঙুলের তলায় মাংসের শৈত্য বোধ করল।

এবং বলল সে, "আমি—তুমি—"

কথা শেষ হলো না। বাইরের দরজায় কে যেন বেল টিপেছে: প্রথমে একবার, তারপর দুবার, তারপর একটানা ধ্বনি। ম্যাথু জমে বরফ হয়ে গেল যেন। "মার্সেল", মনে মনে বলল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আইভিচের। ওর মনেও একই চিন্তা বুঝি। দুজন দুজনের দিকে তাকাল।

ফিসফিস করে বলল আইভিচ, "দরজা খুলে দাও।"

ম্যাথু বলল, "সেই ভালো।"

সে কিন্তু নড়ল না। দরজায় তখন সজোরে কীল পড়ছে।

আইভিচ শিউরে উঠল যেন। বলল, "দরজার ওপাশে কেউ আছে, ভাবতেও ভয়ঙ্কর লাগছে আমার কাছে।"

ম্যাথু বলল, "তাই। তুমি—তুমি একটু রান্নাঘরে যাবে? রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবো, কেউ দেখবে না তোমাকে।"

আইভিচ তার দিকে তাকাল। শান্ত দৃঢ়তা চোখেমুখে। বলল,

"না। আমি এখানেই থাকব।"

ম্যাথু গিয়ে দরজা খুলে দিল। আধো-অন্ধকারে দেখল মুখোশের মতো বিরাট ভ্যাংচির মতো মাথা একখানা : লোলা। ধাক্কা মেরে তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল লোলা।

জানতে চাইল, "বোরিস কোথায়? আমি ওর গলা শুনেছি।"

দরজা বন্ধ করার জন্যও দাঁড়াল না ম্যাথু, ওর পেছনে পেছনে শোবার ঘরে এল। লোলা মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছে আইভিচের দিকে।

"বোরিস কোথায় বলো, বলতে হবে।"

ভয়ার্ত চোখে আইভিচ ওকে দেখল। লোলা যেন কথাগুলো ওকে বলে নি, ওকে কেন, কাউকেই বলে নি আসলে—আইভিচকে ও দেখেছে বলেই মনে হলো না। ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ম্যাথু।

"ও এখানে নেই।"

লোলার মুখের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। সেই বিধ্বস্ত মুখ নিয়ে তাকাল তার দিকে। ও কাঁদছে।

"ওর গলা শুনলাম আমি।"

লোলার দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ম্যাথু বলল, "এই ঘর ছাড়া রান্নাঘর আছে, বাথরুম আছে। ইচ্ছে মতো খুঁজে দেখুন।"

"তাহলে কোথায় সে?"

কালো সেই রেশমী জামাটা পরে আছে এখনো, মুখে পেশাগত মেকআপ। বড়ো বড়ো কাজলকালো চোখ থমথমে।

ম্যাথু বলল, "আইভিচের ওখান থেকে গেছে তিনটের সময়। তারপর কোথায় চলে গেছে কি করছে আমরা জানি না।"

অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে লাগল লোলা। হাতে শক্ত করে ধরে রাখা ভেলভেটের ব্যাগ। দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাগের ভিতরে একটি মাত্র জিনিস আছে এবং সে জিনিস শক্ত ও লোহার মতো ভারী। ব্যাগটার দিকে নজর যেতে ম্যাথু ভয় পেয়ে গেল। আইভিচকে এক্ষুণি

অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া দরকার।

লোলা বলল, "সে কি করেছে তোমরা যদি না জানো, তাহলে আমি তোমাদের বলছি। সাতটার সময়, আমি যেই বাইরে গেছি, ও আমার ঘরে ঢুকেছিল। আমার ঘরের দরজা খুলে স্যুটকেসের তালা ভেঙে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক চুরি করে নিয়ে গেছে।"

ম্যাথু আইভিচের দিকে তাকাল না, ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে মেঝের দিকে চোখ নত করে তাকে বলল, "আইভিচ, তুমি একটু ওদিকে যাও, লোলার সঙ্গে আমার কথা আছে। আজকে—আজকে সন্ধ্যায় দেখা করা যাবে তোমার সঙ্গে?"

আইভিচের মুখে কালি ঢেলে দিল কে যেন। বলল, "না। আমি এখন যাই, বাঁধাছাদা আছে, একটু ঘুমোতেও হবে। ঘুমের যে কী ভীষণ দরকার আমার।"

লোলার প্রশ্ন, "ও কি চলে যাচ্ছে?"

ম্যাথুর জবাব, "হ্যাঁ। কাল সকালে।"

"বোরিসও যাচ্ছে?"

"না।"

আইভিচের হাত ধরল ম্যাথু। বলল, "একটু ঘুমিয়ে নিয়ো, ভুলো না যেন। সারা দিন ভীষণ ধকল গেছে তোমার। তোমাকে বিদায় জানাতে যাবো না?"

"না।"

"তাহলে এখানেই বিদায় নিই। সামনের বছর দেখা হবে।"

ওর চোখের দিকে ম্যাথু তাকিয়েছিল ভালবাসার একটুখানি ঝলকের আশায়। সে জিনিস নেই ওখানে। আছে শুধু বিভ্রান্তি, ভয়।

ও বলল, "সামনের বছর দেখা হবে।"

ম্যাথুর গলা কান্নার মতো শোনাল, "তোমাকে আমি চিঠি লিখব আইভিচ।"

'হ্যাঁ, লিখো।"

ও যখন যেতে উদ্যত হলো লোলা পথ রোধ করে দাঁড়াল, "এক মিনিট। কি করে জানব ও বোরিসের কাছে যাচ্ছে না?"

ম্যাথ্যু বলল, "গেলেই বা? ও তো স্বাধীন, না কি?"

ডানহাতে শক্ত করে আইভিচের হাতের কব্জি চেপে ধরে লোলা বলল, "তুমি থাকবে।"

ব্যথায় রাগে আইভিচ আর্তনাদ করে উঠল।

চীৎকার করে উঠল, "আমাকে যেতে দিন। আমাকে স্পর্শ করবেন না, স্পর্শ করতে আমি দেবো না।"

ধাক্কা মেরে লোলাকে সরিয়ে দেয় ম্যাথ্যু। কয়েক পা পিছু হটে গিয়ে গজগজ করে উঠল লোলা রাগে। ম্যাথ্যু ওর ব্যাগের দিকে তাকাল।

"ইতর মাগী।" আইভিচ দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে বলে উঠে। বুড়ো আঙ্গুল এবং তর্জনী দিয়ে হাতের কব্জির ওখানটায় ধরল, কি যেন বোধ করতে চেষ্টা করছে।

ব্যাগের উপর থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না ম্যাথ্যু। তেমনি অবস্থায় বলল, "ওকে যেতে দাও লোলা। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। কিন্তু ওকে আগে যেতে দাও।"

"আপনি আমাকে বলবেন, বোরিস কোথায় আছে?"

"না। কিন্তু টাকাটা কেমন করে চুরি হয়েছে আমি বলতে পারব।"

লোলা বলল, "ঠিক আছে, যাও। বোরিসের সঙ্গে দেখা হলে বলো, ওর বিরুদ্ধে পুলিশে কেস দিয়েছি আমি।"

স্বর নিচু করে ম্যাথ্যু বলল, "কেস টিকবে না। গুডবাই আইভিচ, এসো তাহলে।" লোলার ব্যাগে দৃষ্টি কিন্তু আছে স্থির হয়েই।

আইভিচ কোন কথা বলে নি। ওর পায়ের কোমল ধ্বনি শুনল ম্যাথু। ক্ষীয়মান পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওর চলে-যাওয়াকে দেখতে পারল না চোখ দিয়ে। নিমেষে বুকটা

ভার হয়ে উঠল।

এক পা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে লোলা বলল, "ওকে বলো, এবার সে ভুল জায়গায় এসে গেছিল। আমাকে ঘোল খাওয়ানোর মতো বাপের বেটা এখনো হয় নি সে।"

এবার ও ম্যাথুর দিকে ফিরল, চোখে সেই উদভ্রান্ত চাহনি। কিছুই যেন দেখছে না সে চোখ।

খেঁকিয়ে উঠল ও, "এখন ? এখন বলুন, আপনার গল্পটা।"

"শোন লোলা !"

কিন্তু শুনবে কে, লোলা আগের মতো হাসতে শুরু করে দিল।

হাসতে হাসতে বলল, "আমি কচি খুকী নই। ছিলামও না। আমি ওর মার বয়সী শুনতে শুনতে ঝালাপালা হয়ে গেছে কান।"

ওর দিকে এগিয়ে গেল ম্যাথু, "লোলা !"

"আমি যেন শুনতে পাচ্ছি ও বলছে: 'বুড়ী ছুকরী আমার প্রেমে একেবারে গদগদ, সামান্য কটা টাকা মেরে দিয়েছি, ও গায়েই মাখবে না।' হুঁ, ও আমাকে চিনে না ! ও আমাকে চিনে না !"

দুইহাতে ওর দুইবাহু জোরে চেপে ধরে ওকে নাড়া দিতে থাকে, যেন ও একটা কুল গাছ। ও কিন্তু হেসেই যাচ্ছে।

তীক্ষ্ণতায় চীৎকার করে বলল ও, "ও আমাকে চেনে না !"

"চুপ !" ধমকে উঠে ম্যাথু।

এই প্রথম একটু শান্ত হলো লোলা। এই প্রথম যেন তাকে দেখল। বলল, "বলুন, কি যেন বলতে চেয়েছিলেন ?"

ম্যাথু বলল, "লোলা, তুমি বোরিসের নামে সত্যিই কেস করে দিয়েছো পুলিশে ?"

"হ্যাঁ। তো কি হয়েছে ?"

"টাকাটা আমি চুরি করেছি।"

হা-করে তাকিয়ে রইল তার দিকে লোলা। আবার বলতে হলো, "পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক চুরি আমি করেছি।"

"এ্যাঁ! আপনি?"

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি তুলে লোলা কথাটা উড়িয়ে দিল, বলল, "ম্যানেজার ভদ্রমহিলা বোরিসকে দেখেছেন।"

"ওকে দেখবে কেমন করে! বলছি, চুরি আমি করেছি।"

লোলা রেগে যায়, "উনি দেখেছেন ওকে। সাতটার সময় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছে। উনি যেতে দিলেন, আমি ওর কথা বলে রেখেছিলাম, তাই। সারাদিন ওর জন্য বসেছিলাম আমি। তারপর ওর যাওয়ার মিনিট দশেক আগে আমি বাইরে গেলাম। ও নিশ্চয়ই রাস্তার কোন না কোনখান থেকে লক্ষ্য রাখছিল, যেই বেরিয়েছি, অমনি আমার ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।"

কথাগুলো ও বলে গেল দ্রুতবেগে। গলায় হতাশার সুর। তবু তার অটল বিশ্বাস ব্যক্ত হলো। ম্যাথ্ অবসাদের সঙ্গে ভাবল, "বলছে, যেনো এটা বিশ্বাস না করলে চলছে না ওর।"

ম্যাথ্ বলল, "শোন। কয়টার সময় ঘরে ফিরেছিলে তুমি?"

"প্রথমবার? আটটায়!"

"নোটগুলো তখন স্যুটকেসের ভিতরে ছিল।"

"সেই তো। বোরিস গিয়েছিল সাতটার সময়।"

"তা যেতে পারে, তোমাকে হয়তো দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু তখন স্যুটকেস খুলে তুমি দেখোনি, দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ, দেখেছিলাম।"

"আটটার সময় দেখেছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ।"

ম্যাথ্ বলে "সহজে সত্য কথাটা স্বীকার করছো না তুমি, লোলা। আমি জানি, তুমি দেখো নি। আমি জানি। আটটার সময় চাবি ছিল আমার কাছে, কাজেই স্যুটকেস খোলা সম্ভব ছিল না তোমার পক্ষে। চুরির কথা জানলে আটটার সময়, আর দুপুর রাত পর্যন্ত ঘরে বসে কাটিয়ে এখন এসেছো আমার সঙ্গে দেখা করতে, এটা আমাকে

বিশ্বাস করতে বলছো? আটটার সময় তুমি মেক-আপ করেছো, কালো জামা পরেছো, তারপর গিয়েছো সুমাত্রায়। তাই না?"

লোলাকে বুঝা যায় না। ও দুর্ভেদ্য। বলল, "ম্যানেজার মহিলা যেতে দেখেছেন ওকে।"

"হ্যাঁ দেখেছেন। কিন্তু তুমি—তুমি সুটকেস খুলে দেখোনি। আটটার সময় টাকা ওখানেই ছিল। আমি দশটার সময় গিয়ে টাকা এনেছি। বুড়োমতো একজন মহিলা ছিলেন অফিসে, আমাকে দেখেছেন, সাক্ষী দেবেন, জিজ্ঞেস করে দেখো। চুরির কথা তুমি জানতে পেরেছো মাঝরাতে।"

লোলা মিনমিন করে, "হ্যাঁ। মাঝরাতেই। কথা তো সেই একই হলো। সুমাত্রায় শরীরটা খারাপ লাগছিল। হোটেলে ফিরে গেলাম। শুয়ে পড়লাম, শুয়ে শুয়েই সুটকেস কাছে আনলাম। সুটকেসের ভিতর চিঠি ছিল, চিঠিগুলো পড়তে ইচ্ছে করল।"

মনে মনে বলল ম্যাথু, "তা সত্যি—চিঠিগুলান। চিঠিগুলানও চুরি গেছে, সেটা চেপে যেতে চায় কেন?" দুজনেই চুপ। লোলার দেহটা দুলছে। এদিক ওদিক একটু পরপর। ঘুমিয়ে-হাঁটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে যেন। একসময় ও যেন জেগে উঠল।

বলল, "আপনি—আপনি চুরি করেছেন টাকা?"

"হ্যাঁ।"

হেসে উঠল ও।

"তাহলে এখন আর বকবক করবেন না, ওটা হাকিমের জন্য তুলে রাখুন। বোরিসের বদলে আপনার যদি ছয় মাস শ্রীঘরে কাটানোর খায়েস হয়ে থাকে তো কি আর করা যাবে।"

"তুমিই বলো লোলা, বোরিসকে বাঁচিয়ে আমি কীসের জন্য জেলের ঝুঁকি নেবো?"

ঠোঁট বাঁকাল লোলা, "আপনাদের দুজনের কি মতলব আমি কি করে জানবো?"

"বাজে বকো না। শোন, বিশ্বাস কর, আমি বলছি, আমিই ও কাজ করেছি। জানালার পাশে একটা ব্যাগের নিচে ছিল স্যুটকেসটা। টাকাটা নিয়ে স্যুটকেসের চাবি আমি তালার মধ্যেই আটকে রেখেছিলাম।"

লোলার ঠোঁট কেঁপে উঠল। অধীর হাতের আঙুল ব্যাগের গায়ে ঘোরাফেরা করে ইতস্ততঃ।

বলে, "আর কিছু বলার আছে? না থাকলে আমি যাই।"

যাওয়ার জন্য চেষ্টা করল ও। ম্যাথু সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ায়—"লোলা, কথাটা বিশ্বাস করার ইচ্ছে নেই তোমার।"

লোলা দুইহাতে ম্যাথুর দুই কাঁধে ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে দেয় তাকে।

"কী দশা হয়েছে আমার দেখতে পাচ্ছেন না? মনে করেছেন, আপনার স্যুটকেসের কাহিনী চোখকান বুঁজে মেনে নেবো? 'জানালার পাশে ব্যাগের নিচে ছিল' (ম্যাথুর গলা নকল করে ও ভ্যাঙায়), বোরিস এখানে এসেছিল, ভেবেছেন আমি জানি না, না? দুজনে সল্লা করে ঠিক করেছেন বুড়ী মাগীকে কি বলবেন। এখন পথ ছাড়ুন।"

দৃষ্টিতে বিষ মিশিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "যেতে দিন বলছি।"

ম্যাথু ওকে দুই কাঁধে ধরে থামাতে চেষ্টা করতে লোলা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকাতে যায়। চোখের পলকে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে ম্যাথু সেটা সোফা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে।

"জানোয়ার!" লোলা বলে।

"কি আছে, ভিট্রল না রিভলবার?" হেসে জিজ্ঞেস করে ম্যাথু।

লোলার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। মনে মনে বলল ম্যাথু, "হা ঈশ্বর, ওর আবার হিষ্টিরিয়া হয়ে না যায়।" মনে হলো, সাংঘাতিক, অমানুষিক, একটা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছে সে। কিন্তু বিশ্বাস ওকে করতেই হবে। কাঁপুনি থেমে গেছে লোলার। জানালার পাশে সরে গিয়ে ম্যাথুকে

দেখছে এখন। অক্ষম ঘৃণা ঝিলিক মারছে চোখে। ম্যাথু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওর ঘৃণাকে ভয় করে না সে, কিন্তু মুখে ওর এমন এক উষর নিঃসঙ্গতা ফুটে উঠল, সে চোখে চেয়ে তা দেখতে পারল না।

গম্ভীর শান্ত গলায় সে বলল, "আজ সকালে তোমার ঘরে আমি ঢুকেছিলাম। তোমার ব্যাগ থেকে তখন চাবিটা বের করে নিই। স্যুটকেস খুলতে যাচ্ছিলাম, তখুনি তুমি জেগে উঠলে। চাবিটা যথা-স্থানে রাখবার সময় পেলাম না। তার ওই জন্যই, আজ সন্ধ্যায় আবার তোমার ঘরে ঢুকবার চিন্তা ঢুকেছিল মাথায়।"

লোলা শুধু বলল, "ওটা টিকবে না। সকালে ঘরে আমি দেখেছি আপনাকে। আমি যখন কথা বললাম তখন তো আপনি আমার বিছানার পায়ের দিকটা পর্যন্তও আসেন নি।"

"একবার এসে আবার ফিরে গিয়েছিলাম।"

লোলা হাসল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হলো তাকে, "চিঠিগুলান নেওয়ার জন্য।"

ও যেন শুনল না। চিঠির প্রসঙ্গ টানা বৃথা। টাকা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না ও। ক্রোধকে জিইয়ে রাখার জন্য এ ছাড়া ওর উপায়ও নেই আর অবশ্য। কারণ সেই তার একমাত্র সম্পদ।

কাষ্ঠহাসি হেসে বলল শেষে, "আপনার গল্পের দুর্ভাগ্য, কাল সন্ধ্যায় ও আমার কাছে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক চেয়েছিল। আমাদের ঝগড়া তো এ নিয়েই।"

ম্যাথু তার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করল। এটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেল, আসামী বোরিস ছাড়া আর কেউ হতে পারবে না। নির্জীবের মতো বলল মনে মনে, "কথাটা আমার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল।"

বিশ্রী করে হাসল লোলা, বলল, "ভাবছেন কেন। ওকে আমি ধরবই। হাকিমকে আপনি পানি খাওয়াতে পারলে, ওকেও আমি ধরতে পারব, তা সে যেমন করেই হোক। বুঝেছেন?"

সোফার উপরে লোলার ব্যাগ। ম্যাথু তাকাল ওদিকে। লোলাও।

সে বলল, "টাকাটা ও আমার জন্যই চেয়েছিল।"

"বটে। আর গতকাল বইয়ের দোকান থেকে বই চুরি করেছিল, সে-ও আপনার জন্যই বোধহয়। আমার সঙ্গে যখন নাচছিল তখন খুব বাহাদুরি করে বলছিল কথাটা।"

না, হঠাৎ ও চুপ মেরে গেল। অস্বাভাবিক রকমের শান্ত গলায় তারপর বলল, "ভালই তো, তাহলে আপনিই আমার সর্বনাশটা করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ তো, টাকাটা তাহলে আমাকে ফেরত দিন।"

ম্যাথু দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জা, লজ্জা। শানিত বিদ্রূপে মারমুখী হয়ে উঠে লোলা, "এক্ষুনি ফেরত দিন, কেস তুলে নেবো তাহলে।"

ম্যাথু বাকহত। লোলা বলল, "হয়েছে। বুঝতে পেরেছি।"

ব্যাগ হাতে নিল। ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না ম্যাথু।

কোনমতে বলল, "টাকাটা আমার কাছে থাকলেও তাতে কিছু প্রমাণ হতো না। টাকাটা বোরিস আমাকে দিয়েছে এমনও তো হতে পারতো।"

"আমি সেটা বলছি না। বলছি টাকাটা এখন ফেরত দিতে।"

"ওটা আমার কাছে এখন নেই।"

"সত্যিই? দশটায় আমার ওখান থেকে চুরি করলেন, মাঝরাতে বলছেন নেই? আপনাকে অভিনন্দন জানাতে হয়।"

"আমি একজনকে দিয়ে ফেলেছি টাকাটা।"

"কাকে?"

ম্যাথু রেগে যায়, চকিতে বলে উঠে, "নাম বলব না। তবে, বোরিসকে নয়।"

লোলা হাসল, বলল না কিছু। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল ও। ম্যাথু বাধা দিচ্ছে না। মনে মনে হিসেব করছে সে: "ওর তো মার্টার রোডে যে থানা আছে ওটাই হবে। ওখানে গিয়ে আমি সব বুঝিয়ে

বলব। কিন্তু ওই কালো মূর্তিটির পিছনের দিকে তাকাতে দেখল, সর্বনাশের অন্ধ তাড়নায় ছুটছে ও। ভয় পেল সে। ব্যাগের কথা চিন্তা করল। একবার শেষ চেষ্টা করল।

বলল, "ভেবে দেখলাম, টাকাটা কার জন্য নিয়েছি সেটা তোমাকে বলা যায়। মাদমোয়াজেল ত্রুফে, আমার বান্ধবী।"

দরজা খুলে লোলা বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরে গিয়েই এক চীৎকার। দড়াস করে উঠল বুকটা। লোলা ফিরে এসেছে, উন্মাদিনীর চেহারা।

বলল, "ওখানে একটা লোক।"

এবং ম্যাথ্যু ভাবল, "বোরিস।"

না, দানিয়েল। ঘটা করে মার্চ করতে করতে ঢুকল। লোলার দিকে ফিরে সাড়ম্বরে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল।

বলল, "এই নিন আপনার পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক।"

একটা খাম বাড়িয়ে দেয়। বলে, "এগুলোই আপনার টাকা কি না ভাল করে দেখে নিন না ?"

একসঙ্গে দুটো চিন্তা ম্যাথুর মগজে ভীড় করল। "মার্সেল ওকে পাঠিয়েছে" এবং "দরজায় কান পেতে সব শুনেছে ও।" দরজায় আড়ি পেতে শোনা দানিয়েলের স্বভাব, এমনি করেই ওর প্রবেশকে নাটকীয় করে থাকে ও।

ম্যাথ্যু বলতে গেল, "ও কি—"

দানিয়েল ভরসা দেয় হাতের ইশারায়, "সব ঠিক আছে।"

খামের দিকে তাকাল লোলা। মুখে অন্ত্যজ মেয়েমানুষের ধূর্ত ইতর সন্দিগ্ধ ভাব।

জিজ্ঞেস করল, "পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক আছে এর ভিতরে ?"

"হ্যাঁ।"

"এগুলো যে আমার কি করে জানবো ?"

"সেকি, নোটের নম্বর নেই আপনার কাছে ?"

"নোটের নম্বর কেউ রাখে নাকি আবার।"

দানিয়েল ভৎ'সনার সুরে, "না, ম্যাডাম ওকথা বলবেন না। সব সময় নোটের নম্বর টুকে রাখবেন।"

হঠাৎ আশান্বিত হয়ে উঠল ম্যাথু। স্যুটকেসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা উগ্র সেন্টের ভ্যাপসা গন্ধের কথা মনে পড়ল তার।

বলল, "শুঁকে দেখো।"

একমুহূর্ত দ্বিধা করল লোলা। তারপর খামটা হাতে নিয়ে, মুখ ছিঁড়ে, নাকের কাছে নিয়ে ধরল নোটগুলো। ম্যাথুর ভয় হচ্ছিল, দানিয়েল বুঝি হেসে উঠে সশব্দে। না, দারুণ গম্ভীর হয়ে আছে দানিয়েল। শান্তশিষ্ট মুখ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে লোলাকে।

লোলা বলল, "বোরিসের কাছ থেকে এটা জোর করে ছিনিয়ে এনেছেন, তাই না?"

দানিয়েল বলে, "বোরিস? বোরিস নামের কাউকে আমি চিনি-টিনি না। ম্যাথুর এক বান্ধবী আপনাকে দেবার জন্য দিলেন। দৌড়ে এসেছি, আপনাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটালাম। অপরাধ নেবেন না ম্যাডাম।"

লোলা স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে দুইহাত দুইদিকে, গায়ের সঙ্গে লাগানো। বাঁ হাতে ধরে আছে ব্যাগ শক্ত করে, ডান হাতে মুঠ-করা নোটগুলো। সহজ হতে পারছে না। হতচকিত।

লোলা বলল, "কিন্তু আপনি কেন সেটা করতে গেলেন? আপনার কি? পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক আপনার কাছে কতটুকু?

ম্যাথু হাসল, বিরস হাসি। বলল, "অনেক, আপাতদৃষ্টিতে অনেক।"

তারপর ওকে ধীরে ধীরে বলল, "কেসটা তুলে নিয়ো লোলা। আর ইচ্ছে করলে আমার নামে কেস করতে পারো আবার।"

মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে লোলা বলল, "আমি কোন কেস-ফেস করি নি।"

ঘরের মাঝখানে গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। দৃষ্টিতে কাঠিন্য।

বলল, "আর চিঠিগুলো ?"

"চিঠি আমার কাছে নেই। সকালে এনে বোরিসকে দিয়ে দিয়েছি, সকালে তখন সবাই ধরে নিয়েছিল তুমি মরে গেছো। আর ওইজন্যই তো টাকাটা মারবার জন্য আবার গেলাম।"

লোলা ম্যাথুর দিকে তাকাল। চোখে ঘৃণা নেই। আছে রাজ্যের বিস্ময়, আছে কৌতূহল।

বলল, "আপনি আমার পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক চুরি করেছিলেন ! উঃ, কী জঘন্য !"

তারপর হঠাৎ ও দমে গেল, নিভে গেল। মুখের পেশী শক্ত হলো লোলার। মনে হলো, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর।

"আমি চলি।"

নীরবে পথ ছেড়ে দিল ওরা। দরজা পর্যন্ত এসে ও ফিরে তাকাল। বলল, "কোন অন্যায় না করে থাকলে, ও ফিরে আসছে না কেন ?"

"জানি না।"

কান্নায় আচমকা একবার দেহটা ফুলে উঠল লোলার। দরজার থামে দেহটা এলিয়ে দিল। এক-পা এগিয়ে গেল ওর দিকে ম্যাথু। এখন ও সামলে নিয়েছে।

"আপনার কি মনে হয় ? ফিরে আসবে না ও ?"

"আমার মনে হয় আসবে। আছে না এক ধরনের মানুষ, কাউকে সুখী করতে পারে না, আবার ছাড়তেও পারে না, ছাড়াটা তাদের জন্য আরো কঠিন মনে হয়। ও সেই জাতের।"

লোলা বলে, "ঠিকই বলেছেন। তাই। চলি।"

"এসো লোলা। তোমার—আর কোন দরকার-টরকার নেই তো ?"

"না।"

বের হয়ে গেল ও। তারপর দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো।

দানিয়েল জিজ্ঞেস করে, "কে বটে বুড়ীটা ?"

"লোলা। বোরিস সার্গিনের বান্ধবী। মাথায় ছিট আছে।"

"সে আমি দেখেই বুঝেছি।"

ওর সঙ্গে একা-একা, বিড়ম্বিত বোধ করল ম্যাথু। মনে হলো, তার অপকর্মের মাঝখানে তাকে হঠাৎ কেউ নামিয়ে দিয়ে গেছে। এই তো দেখতে পাচ্ছে সে, ওর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জীবিত সেই অপকর্মটি। দানিয়েলের দৃষ্টির গভীরে জ্যান্ত সে জিনিস। ঈশ্বর জানেন, চঞ্চল এবং কৃত্রিম এই চেতনায় কোন্ রূপে এখন সেটা বিরাজ করছে। মনে হলো, দানিয়েল, পরিস্থিতির অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করবে। ওর আচরণ এখন অতিভদ্র, দুর্বিনীত, শব-যাত্রীর মতো। রেগে থাকলে যেমন হয় সাধারণতঃ।

ম্যাথু গম্ভীর। মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। দানিয়েলের মুখ অস্বাভাবিক, বিবর্ণ।

দানিয়েল দাঁত বের করে বিশ্রী করে হাসল। বলল, চেহারা কী হয়েছে তোমার!"

ম্যাথু বলল, "আমিও তোমাকে একই কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে সব শোধবোধ হয়ে গেল।'

দানিয়েল কাঁধ ঝাঁকাল তাচ্ছিল্যে।

ম্যাথু বলল, "মার্সেলের ওখান থেকে আসছো?"

"হ্যাঁ।"

"টাকাটা ও-ই দিয়েছে?"

দানিয়েল ঘুরিয়ে বলে, "ওর টাকার প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন নেই?"

"না।"

"টাকাটা অন্য কোনখান থেকে যোগাড় করতে পারবে কি না, এটুকু অন্তত বলতে পারো—"

দানিয়েল বলল, "আরে মিয়া, সে প্রশ্নই আর উঠে না এখন। ওসব এখন পু[illegible] ইতিহাস।"

বাম ভুরু উঁচিয়ে দানিয়েল ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে এমন করে তাকাল,

যেন কাল্পনিক এক-চক্ষু চশমার ভিতর দিয়ে দেখছে তাকে। মনে মনে বলল ম্যাথু, "আমার কাছে বাহাত্নর বনতেই চায় যদি, হাতদুটো শক্ত করে রাখলেই পারে।"

যেন কিছুই নয়, এমনি উদাস সুরে বলল, "আমি ওকে বিয়ে করছি। বাচ্চাটা আমরা রাখব।"

ম্যাথ্যু সিগ্রেট ধরাল। মাথার খুলিটা যেন ঘণ্টার মতো কাঁপছে। শান্ত গলায় বলল, "অ। তাহলে ওর সঙ্গে তোমার প্রেম ছিল?"

"কেন, থাকতে নেই?"

মনে মনে বলল ম্যাথ্যু, "আমরা মার্সে'লের কথা বলছিলাম। মার্সে'ল! এই সহজ কথাটা মনে রাখতে পারছে না ও।"

প্রকাশ্যে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না দানিয়েল।"

"রসো না কটা দিন, দেখতেই পাবে।"

"ওকথা বলছি না—বলছি, তুমি ওকে ভালবাসো এটা আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না, কেঁদে বললেও নয়। আমি ভাবছিলাম, এর পেছনে রহস্যটা কি।"

দানিয়েলকে এখন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। টেবিলের ওপর বসে এক পা রাখল মাটিতে, অন্য পা আপন মনে দোলাতে লাগল। ম্যাথুর রাগ হলো, ভাবল, "আমাকে নিয়ে মজা করছে।"

দানিয়েল বলল, "বিষয়টা কোথায় গড়িয়েছে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি।"

এবং ম্যাথ্যু ভাবল, "হতেই হবে। হাজার হোক রক্ষিতা তো!"

ম্যাথ্যু গরজ দেখায় না, বলে, "বলতে না চাইলে, বলো না।"

পলকের জন্য দানিয়েল ম্যাথ্যুর মুখের দিকে তাকাল। যেন বিষয়টা ওর কাছে দুর্বোধ্য করতে পারছে বলে আনন্দ পাচ্ছে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, একহাত কপালে ঠেকাল। বলল, "কেমন অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু শুধু এইটুকু বলার জন্যে আমি তোমার কাছে আসি নি।" ম্যাথুর দিকে অবাক চোখে তাকাল ও।

"কি জানো ম্যাথু, আমি—"

মিটিমিটি হাসল ও।

"আমার কথা শুনে তোমার খারাপ লাগতে পারে।"

ম্যাথু বলল, "ইচ্ছে হয় বলো, না হয় বলো না। এতো ভূমিকার কি আছে!"

"বলছি। আমি—"

আবার থেমে গেল ও! এবং ম্যাথু আর সহ্য করতে না পেরে ওর হয়ে নিজেই কথাটা শেষ করল, "তুমি মার্সেলের ভালোবাসার মানুষ। এটাই তুমি বলতে চাচ্ছো।"

দানিয়েল চোখ বড়ো করে তাকালো তার দিকে, শিস দিয়ে উঠল মৃদু। ম্যাথুর মনে হলো, লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে বুঝি।

দানিয়েল যেন অভিভূত। বলে, "আন্দাজটা মন্দ করো নি। তোমার বইয়ে হলে এমনি হতো, তাই না? না গো মানুষ, ওই অনুমান অচল।

"কথাটা বলে ফেললে হয় না?" ম্যাথু যেন পর্যুদস্ত।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। ঘরে মদটদ নেই? হুইস্কি?"

"না। রাম আছে সামান্য। তাইতো, একটু খেলে মন্দ হয় না।"

ছুটে গেল রান্নাঘরে। আলমারী খুলল। ভাবল, "কী ছোটলোকের মতো ব্যবহার করছি আমি।" দুটো গ্লাস আর এক বোতল রাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। বোতলটা নিয়ে গ্লাস দুটো কানায় কানায় ভরল দানিয়েল।

জিজ্ঞেস করল, "মাতিনিকের দোকানের?"

"হ্যাঁ।"

"ওখানে যাও মাঝে মাঝে?"

"মাঝে মাঝে।...তোমার স্বাস্থ্য পান করি।"

প্রশ্নান্বিত দৃষ্টিতে ম্যাথুর দিকে তাকাল দানিয়েল, ভাবটা ম্যাথু কিছু কী যেন গোপন করছে ওর কাছে।

গ্লাস তুলে বলল, "প্রিয়তমাকে।"

"তুমি মাতাল হয়ে আছো।" ম্যাথু গর্জে উঠে।

"তাই, এই দুই এক পেগ টেনেছি আর কি। তার জন্য ভেবো না। মার্সেলের কাছে যখন যাই তখন ঠিকই ছিলাম। তার পরে—"

"ওর ওখান থেকে সোজা এখানে এসেছো ত'?"

"হ্যাঁ। তবে আসার সময় এই একটু ফলষ্টাফে গেছিলাম।"

"ওখানে গেছো আমি চলে আসার পরে পরে?"

দানিয়েল হাসল, "তোমার জন্যই বসে ছিলাম। যেই রাস্তায় মোড় নিলে অমনি আমি ওখানে চলে গেলাম।"

বিরক্তি চাপতে পারল না ম্যাথু। বলল, "আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলে মনে হয়? যাক গে, ঠিক আছে, যা হবার তাই হয়েছে। মার্সেলও নিঃসঙ্গ হতে চায় না। তখন যেন কী বলতে চেয়েছিলে?"

হঠাৎ দানিয়েল অন্তরঙ্গ হতে চায়, বলে, "ও কিছু না দোস্ত। আমাদের বিয়ের কথাটা বলতে চেয়েছিলাম আর কি। খুব শীগগির হচ্ছে কি না।"

"এই?"

"এই। হ্যাঁ—এই।"

"সে তোমার খুশী।" ম্যাথু নিরাসক্ত গলায় বলল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

একসময় ম্যাথু নীরবতা ভাঙল। বলল, "ও—কেমন আছে ও?"

বিদ্রূপ ঝিলিক হানে দানিয়েলের গলায়, "কেমন থাকা উচিত মনে করো? আনন্দে বাকবাকুম? মুখ খারাপ করলাম, কিছু মনে করো না।"

শুকনো গলায় ম্যাথু বললো, "ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে দাও। সত্যিই, জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই আমার···। কিন্তু, তুমি তো এখানে এসেছো···"

দানিয়েল বলল, "আমার ধারণা ছিল ওকে সহজে রাজী করানো যাবে না, কিন্তু প্রস্তাবটা দিতেই লাফিয়ে উঠল।"

ম্যাথু যেন ওর চোখে চকিতে অসন্তোষের ঝলকানি প্রত্যক্ষ করল। মার্সেলের দোষ নেই, এটুকু জানানোর জন্য তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, "ও ডুবে যাচ্ছিল তো…"

কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে পরে দানিয়েল ঘরে পায়চারী করতে শুরু করে। ওর মুখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না ম্যাথুর। সাবধানে নিজেকে সংযত রাখছে সে। কথা বলছে ধীরে ধীরে। তবু যেন মনে হলো সে একজন মোহগ্রস্ত মানুষ। নিজের দুইহাতের আঙুলে আঙুল পেঁচিয়ে জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর আহত গলায় বলল, "তাহলে বাচ্চাটা চায় ও। আমি বুঝতেই পারি নি। আমাকে যদি বলতো—"

দানিয়েল কথা বলল না।

ম্যাথুর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে সে বলতে থাকে, "সন্তানটা তাহলে সব কিছুর মূলে। ভাল। এখন সেটা ভূমিষ্ঠ হবে। আমি—অথচ আমি সেটা নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলাম। মনে হয়, ওকে জন্ম গ্রহণ করতে দেওয়াই ভাল।"

দানিয়েল নির্বাক।

ম্যাথু বলল, "আমি অবশ্য কোনদিন দেখব না।"

এটা কোন প্রশ্ন নয়। কাজেই জবাবের আশা করল না। বলল, "ভালই হলো। বোধ করি আমার আনন্দ করা উচিত। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ওকে তুমি রক্ষা করছো…কিন্তু ব্যাপারটা বুঝলাম না—কেন করছো ?"

দানিয়েল শুকনো গলায় বলে, "মানবতার সেবা আমার উদ্দেশ্য কি না জানতে চাচ্ছো, এই তো ? না, তা নয়, নিশ্চয়ই তা নয়।"

আবার বলল, "তোমার রামটা ভীষণ রদ্দি। তাহোক, আরেক গ্লাস দাও।"

ম্যাথু গ্লাস দুটো ভরল ; ওরা গিলছে।

দানিয়েল প্রশ্ন করে, "এখন তুমি কি করবে ?"

"কিছু না। আর কিছু না।"

"ওই বাচ্চা সাগিন মেয়েটা ?"

"না।"

"তুমি তো মুক্ত এখন।"

"ধ্যুস্!"

দানিয়েল উঠে দাঁড়াল। বলল, "শুভরাত। এসেছিলাম টাকাটা ফেরত দিতে। আর একটু আশ্বাস জানাতে। মার্সেলের আর কোন ভয় নেই, ও আমাকে বিশ্বাস করে। এইসব ঘটনার আবর্তে মুষড়ে পড়েছে ভীষণ—তবে অসুখী নয় ও।"

ম্যাথ্যু পুনরাবৃত্তি করে, "তুমি ওকে বিয়ে করছো!"

গলা নিচু করে বলে, "ও আমাকে ঘৃণা করে।"

দানিয়েল গর্জে উঠে, "ওর জায়গায় নিজেকে বসাও দেখি!"

"জানি। বসিয়ে দেখেছি। আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল ?"

"তেমন কিছু নয়।"

ম্যাথ্যু বলল, "কথাটা হলো, তুমি ওকে বিয়ে করছো এটাই অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে।"

"অনুশোচনা হচ্ছে ?"

"না। অশুভ ঠেকছে।"

"ধন্যবাদ।"

"দুজনের জন্যই। কেন জানি না।"

"তুমি ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে হলে নাম রাখব ম্যাথ্যু।"

জ্বলে উঠল ম্যাথু। হাতে মুষ্টি পাকিয়ে বলল, "ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে।"

দানিয়েল বলে, "রাগ করো না।"

নির্লিপ্ত গলায় বলল আবার, "রাগ করো না। রাগ করো না।"

যাবে কি যাবে না স্থির করতে পারল না ও।

ম্যাথ্যু বলল, "মোটকথা, তুমি এসেছিলে দেখতে। এতসব ঘটনার

পর কেমন আছি দেখতে এসেছিলে।"

"ওটাও একটা কারণ বটে। সত্যি বলছি, ওটাও অন্যতম কারণ। তুমি সবসময় এতো দুর্ভেদ্য—গা জ্বলে যেতো।"

ম্যাথু বলল, "দেখলে তো। তেমন দুর্ভেদ্য আমি নই।"

"না।"

দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল দানিয়েল। তারপর দুর্জনের মতো তেড়ে এলো ম্যাথুর দিকে। চেহারা থেকে এখন বিদ্রূপ অপগত, কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারা সেটা মোটেই নয়।

দানিয়েল বলল, "ম্যাথ্, আমি সমকামী।"

"কি বললে?"

দানিয়েল ত্বরিতে পিছু হটে গেল। ম্যাথুকে দেখছে, ভারী আশ্চর্য লাগছে দেখে। ওর চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুন।

"কথাটা শুনে খুব খারাপ লাগল তোমার মনে হয়?"

ম্যাথু ধীরে ধীরে বলে, "তুমি সমকামী? না, খারাপ লাগে নি। কেন, খারাপ লাগবে কেন?"

দানিয়েল বলল, "একটা কথা, তোমাকে উদার হতেই হবে এমন কোন কথা নেই ..."

ম্যাথু কিছু বলল না। দানিয়েলের দিকে তাকাল। মনে মনে বলল, "ও সমকামী।" অথচ খুব একটা আশ্চর্য লাগছে না তার।

দানিয়েল সহজে ছাড়ল না, হিসহিস করে উঠল, "কিছুই বল না তুমি। তোমার কথাই ঠিক। যতটুকু বাজা উচিত ততটুকু তুমি বাজো, সন্দেহ নেই। যতটা শব্দ না করলে নয় ততটুকু শব্দ তুমি করো। এবং পেটের কথা পেটে রাখতে ওস্তাদ তুমি।"

দানিয়েল দাঁড়িয়ে আছে, নিস্পন্দ। পাশে দুইহাত লেগে আছে দেহের সঙ্গে আঁটার মতো। নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে যেন ও।

"আর জায়গা পেল না, আমার ঘরে কেন এল মরতে?" উত্তেজিত ম্যাথু নিজেকে প্রশ্ন করে। তার কিছু বলা উচিত, কিন্তু ডুবে

গেল এক অতল নিশ্চল ঔদাসিন্যের ভিতরে। তাছাড়া সবই তার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লাগছে, স্বাভাবিক এবং শান্ত: নিজে এক শূওর, দানিয়েল সমকামী, এই তো হওয়া উচিত প্রাকৃতিক নিয়মে।

অবশেষে সে বলল, "তোমার যা খুশি তা হতে পারো, আমার কি।"

দর্পিত হাসি হেসে দানিয়েল বলল, "সত্য। সত্য বটে, তোমার কিছু না। নিজের বিবেক সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছো তুমি।"

"তাহলে বলছো কেন এসব আমার কাছে?"

গলা পরিষ্কার করে দানিয়েল বলল, "কেন—আমার, মানে, বলছি, ইচ্ছে করল, কথাটা শুনে তোমার চেহারাটা কেমন হয় দেখতে, তোমার মতো মানুষের। এখন ভাবব, একজন তো কমসে কম জানে—আমিও এটা বিশ্বাস করতে সমর্থ হবো।"

কেমন নীল হয়ে গেল ওর মুখ। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে যেন। তবু হাসছে। সে হাসি সহ্য হলো না ম্যাথুর, মুখ ফিরিয়ে নিল।

দানিয়েল হাসছে। বলল, "তোমার কি অবাক লাগছে? উল্টা মানুষ (invert) সম্পর্কে তোমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে?"

ম্যাথু মুখ তুলে তাকাল। বলল, "এতো লম্ফঝম্ফ করো না। এতে দুঃখই আনে শুধু। আমার ভালর জন্য তোমার কিছু করতে হবে না। নিজের ওপরই তোমার ঘেন্না ধরে গেছে, কিন্তু সেটা অবশ্য আমার চেয়ে বেশী নয়। আমরা দুজনে কেউ কারো চেয়ে কম যাই না। তাছাড়া—"

একটু ভেবে নিয়ে বলল, "তাছাড়া ওইজন্যই তো বলছো এসব কথা। আমার মতো পরিত্যক্ত মানুষের কাছে দোষ স্বীকার বোধহয় সহজ। তোমার মাঝখান থেকে লাভ হলো, দোষ স্বীকার করা হয়ে গেল।"

"তুমি আস্ত এক বেতমিজ, শয়তান!"

দানিয়েলের এমন রুক্ষ ইতর গলা এর আগে কোনদিন আর শোনে নি ম্যাথু।

দুজনেই চুপ। দানিয়েল শূন্যতায় নিষ্পলক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। বিভ্রান্ত বিমূঢ় অভিব্যক্তি, বুড়ো মানুষের মতো। মনস্তাপের

তীব্র বেদনা হুল ফোটাল ম্যাথুর বুকের ভিতর।

"তাই যদি হয়, তাহলে বিয়ে করছো কেন মার্সেলকে?"

"এর সাথে ওটার কোন সম্পর্ক নেই।"

ম্যাথু বলল, "ওকে বিয়ে করো, আমি এটা—আমি এটা হতে দিতে পারি না।"

দানিয়েল উত্তেজিত হয়ে উঠল। পানিতে ডুবে মরা মানুষের মুখের মতো কালো লাল লাল দাগ উঠল মুখে।

মেজাজ দেখিয়ে বলল, "পারো না, না? কি করে রোধ করবে আমাকে, বলো, কি করে?"

জবাব না দিয়ে ম্যাথু উঠে দাঁড়াল। টেবিলে টেলিফোন। রিসিভার তুলে মার্সেলের নাম্বার ঘুরাল। দানিয়েল ওকে দেখছে, বিদ্রূপে মুখ বিকৃত ওর। দীর্ঘ বিরতি।

"হ্যালো?" মার্সেলের গলা ভেসে এলো।

ম্যাথু চমকে উঠল।

বলল, "হ্যালো আমি ম্যাথু বলছি। আমি—শোন, আমরা এই একটু আগে ইডিয়টের মতো ব্যবহার করছিলাম। আমি—হ্যালো! মার্সেল? মার্সেল লাইনে আছো তো? মার্সেল!"

চীৎকার করে উঠল সে, "হ্যালো!"

উত্তর নেই। মাথায় রক্ত চড়ে গেল, যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে ক্ষিপ্তের মতো চীৎকার করে উঠল, "মার্সেল। আমি তোমাকে বিয়ে করবো, মার্সেল!"

একটুখানি বিরতি। তারপর লাইনের ওই পারে ক্লিক করে শব্দ হলো। শেষ ক্লিক। একমুহূর্তে আঁকড়ে ধরে থাকল রিসিভার। তারপর রেখে দিল আস্তে আস্তে। দানিয়েল তাকে দেখছে, একটি শব্দও উচ্চারণ করছে না। মুখভাবে আর যাই থাকুক, বিজয়ের উল্লাসের লেশমাত্র নেই। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে চেয়ারে বসল গিয়ে ম্যাথু।

বলল, "যা ভেবেছিলাম।"

দানিয়েল হাসল। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলল, "কিছু ভেবো না। সমকামীরা চমৎকার স্বামী হয়ে থাকে—সবাই জানে সে কথা।"

"দানিয়েল! করুণা করে ওকে বিয়ে করলে, জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে ওর।"

দানিয়েল বলল, "তোমার মুখে একথা শোভা পায় না। আর করুণা করে বিয়ে তো করছি না আমি। কথা হলো, যে কোন কিছুর বিনিময়ে বাচ্চাটা ও চায়।"

"ও—ও জানে?"

"না।"

"ওকে বিয়ে করছো কেন?"

"ওকে আমার ভাল লাগে।"

দানিয়েলের গলায় জোর নেই, প্রত্যয় নেই। ওরা গ্লাস ভরল আবার। ম্যাথু গোঁয়ারের মতো বলে, "ও অসুখী হোক এটা আমি চাই না।"

"কসম খেয়ে বলছি, অসুখী ও হবে না।"

"ওকে তুমি ভালবাসো এটা বিশ্বাস করে ও?"

"মনে হয় না। বলছিল, আমি যেন ওর ঘরে এসে থাকি। কিন্তু আমার অসুবিধা আছে। আমার ঘরে ওকে নিয়ে আসব। তারপর ঠিক হয়েছে, আবেগের সম্পর্কটি আস্তে আস্তে রয়ে সয়ে স্থাপন করব আমরা।"

তারপর গলায় গায়ের জোরে ব্যঙ্গ আরোপ করে বলল, "এই দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য-টর্তব্যের কথা বলছি আর কি।"

ভীষণ লজ্জা লাগল ম্যাথুর, বলল, "কিন্তু—মেয়েমানুষও ভাল লাগে তোমার?"

দানিয়েল কেমন বিচিত্র ভঙ্গিতে নাক সিঁটকায়, বলে, "তত না।"

"আচ্ছা।"

মাথা নত করল ম্যাথু। চোখে লজ্জার অশ্রু। বলল, "নিজের ওপর

ভীষণ ঘেন্না লাগছে কারণ আমি জানলাম তুমি ওকে বিয়ে করছো।"

দানিয়েল গ্লাসে চুমুক দিল। বলল ও, উদাস, অন্যমনস্ক, "বটে। খুব খারাপ লাগছে বোধহয় তোমার।"

ম্যাথ্যু উত্তরে কিছু বলল না। মেঝেয় দুই পায়ের ফাঁকের দিকে তাকিয়ে রইল। "ও সমকামী, মার্সেল ওকে বিয়ে করছে।"

হাত আলগা করল সে অন্যহাত থেকে। মেজের কাছে পায়ের গোড়ালি চুলকাল। মনে হলো শিকারীর তাড়া-খাওয়া একটা জানোয়ার সে। তারপর হঠাৎ নৈঃশব্দ হয়ে উঠল বোঝার মতো ভারী। মনে মনে বলল সে: "দানিয়েল আমার দিকে তাকিয়ে আছে।" মনে হতেই মুখ তুলল। দানিয়েল তার দিকে তাকিয়ে আছে বস্তুত, তাকিয়ে আছে, মুখ হিংস্র, ওর অন্তর আত্মা কুঁকড়ে উঠল।

জিজ্ঞেস করল, "এমন করে তাকাচ্ছো কেন?"

"তুমি জানো। অন্ততঃ একজন মানুষ জানে।"

"আমার বুকের ভিতরে একটা বুলেট ঢোকাতে কষ্ট হবে না তোমার?"

দানিয়েল উত্তর দিল না। অসহ্য এক অনুভবের দহনে ঝলসে গেল সে। বলল, "তুমি, দানিয়েল, ওকে বিয়ে করছো শহীদ হওয়ার জন্য।"

দানিয়েলের নিস্তরঙ্গ গলা, "তাতে কি? সে আমার ব্যাপার, অন্য কারো নয়।"

দুহাতে মাথা চেপে ধরল ম্যাথ্যু, "উঃ! ঈশ্বর!"

দানিয়েল দ্রুত বলে যায়, "এটা কিছুই নয়। ওর জন্য, এটা গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনাই নয়।"

"ওকে ঘৃণা করো তুমি?"

"না।"

শোকাহত মনে ম্যাথ্যু ভাবল, "ওকে নয়, আমাকে। আমাকে ও ঘৃণা করে।"

হাসি ফিরে এল দানিয়েলের মুখে, "বোতলটা শেষ করে দিই?"

"দাও।"

ওরা মদ খাচ্ছে। ম্যাথুর ধূমপানের তৃষ্ণা পেয়েছে টের পেল। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরায়।

"দেখো, তুমি কী আর কী নও তা নিয়ে আমি ভাবিত নই। এই যে বললো এসব বলার পরেও না। তবে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে : লজ্জা পাচ্ছো কেন?"

দানিয়েল হাসল, বিরস, বিশুষ্ক হাসি।

"ওই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিলাম, দোস্ত। আমি সমকামী বলে লজ্জিত, কারণ আমি সমকামী। জানি তুমি কি বলবে, বলবে, আমার অবস্থা তোমার মতো হলে, আমি এসব আজে-বাজে কোন কিছু সহ্য করতাম না। সূর্যের নিচে আমার ঠাঁই আমি জোর করে দখল করতাম, আমার প্রবৃত্তি অন্য দশটা প্রবৃত্তির মতোই স্বাভাবিক' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেকথা এখন অবান্তর। ওসব কথা তুমি বলতে পারো, কারণ তুমি সমকামী নও। সব উল্টা-মানুষ নিজের চরিত্রের জন্য লজ্জিত— এটা তাদের জীবনের প্রসাধনের অঙ্গ।"'

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে ম্যাথু, "কিন্তু সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা— সেই কি ভাল নয়?"

দানিয়েল বিরক্ত হলো, মনে হলো। কর্কশ কণ্ঠে বলল, "তুমি একটা শুওর, এই সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করে পরে ওকথা তুমি আমাকে বলতে পারো। না। সমকামী বলে যারা গর্ব করে, বলে বেড়ায়, অথবা নীরবে সেই চিহ্ন মেনে নেয়—তারা মরা মানুষ। তাদের লজ্জার অনুভবই তাদের হত্যা করে ফেলেছে। ওকরম মৃত্যু আমি কামনা করি না।"

উত্তেজনার মনোভাব প্রশমিত হয়ে এসেছে এবার, মনে হলো। দানিয়েল এবার ম্যাথুর দিকে তাকাল, চোখ থেকে ঘৃণা অন্তর্হিত।

দানিয়েল আস্তে আস্তে বলল, "আমি যা, ভাল করে জেনেশুনেই আমি তা হয়েছি, নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খক্রমে আমি গ্রহণ করেছি। আমার

ভিতর-বাহির সব আমি চিনি।"

আর কিছু বলার বলার নেই। আরেকটা সিগ্রেট ধরাল ম্যাথু। তার গ্লাসের তলানিতে একটুখানি রাম রয়ে গিয়েছিল। গ্লাস উপুর করে ঢেলে দিল মুখে। বিভীষিকায় তাকে ভরে দিয়েছে দানিয়েল। ভাবল সে: "দুই বছর পরে, চার বছর পরে···আমিও কি অমন হবো?" এবং অকস্মাৎ এ নিয়ে মার্সে'লের সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে উঠল, কেবল ও, কেবল ওর সঙ্গেই নিজের জীবন, ভয়বেদনা, আশা-আকাঙ্খা নিয়ে কথা বলা যায়। কিন্তু তার মনে পড়ল ওর সঙ্গে দেখা হবে না এই জীবনে আর এবং তার কামনা, রূপহীন অবয়বহীন অসংজ্ঞেয় কামনা ধীরে ধীরে বেদনার মতো একটা জিনিসের সঙ্গে মিশে গেল। সে একা।

দানিয়েল কি যেন চিন্তা করছে: দৃষ্টি স্থির, মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক হচ্ছে। ক্ষীণ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, চেহারা থেকে কি যেন কি মিলিয়ে গেল। কপালে হাত রাখল একটা: ওর চোখে মুখে এখন বিস্ময়।

নিচু গলায় বলল, "আজকে কিন্তু নিজেকেই আমি চমকে দিয়েছি।"

হাসল। বিচিত্র, ছেলেমানুষের মতো সে হাসি। ওর হলুদ-সাদা মুখে, তাড়াহুড়োয় কামানো যে মুখে এখানে ওখানে নীল নীল দাগ, সে মুখে এই হাসি বেমানান। ম্যাথু ভাবল, "একথা সত্য। এবার সব কিছুর ভিতরে ঢুকে অন্তর দিয়ে সে সব কিছুর আস্বাদ পেয়েছে।" তারপর আরেকটা চিন্তা এল মনে, আসতেই ধপাস করে উঠল হৃৎপিণ্ড। ভাবল সে, "ও মুক্ত।" এবং যে বিভীষিকা দানিয়েল তার অন্তরের মধ্যে উত্তেজিত করেছে সেই বিভীষিকার সঙ্গে এবার যুক্ত হলো ঈর্ষা।

সে বলল, "তোমার অবস্থা বড় বিচিত্র দেখছি।"

"হ্যাঁ, অবস্থা বিচিত্র।"

এখনো হাসছে, এ হাসিতে ভেজাল নেই। বলল, "একটা সিগ্রেট দাও।"

"সিগ্রেট খাচ্ছো আজকাল ?"

"একবার। আজ সন্ধ্যায়।"

ম্যাথু সংক্ষেপে বলল, "তোমার জায়গাটা আমার দখল করতে ইচ্ছে করছে।"

"আমার জায়গা ?" দানিয়েল অবাক হলো না খুব একটা।

"হ্যাঁ।"

দানিয়েল কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, "বর্তমান ব্যাপারটায় তুমি কিন্তু বরাবরই জিতেছো।"

ম্যাথু হাসলো, নীরস হাসি।

দানিয়েল ব্যাখ্যা করে, "তুমি মুক্ত।"

ম্যাথু মাথা নাড়ে, বলে, "কোন মেয়েমানুষকে ত্যাগ করলেই পুরুষ মানুষ মুক্ত হয় না।"

কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে দানিয়েল ম্যাথুকে দেখল। "কিন্তু আজ সকালে তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, তুমি বিশ্বাস করছিলে তুমি মুক্ত।"

"জানি না। জিনিসটা পরিষ্কার হয় নি। কিছুই পরিষ্কার নয়। শুধু সত্য যা তা হলো, মার্সেলকে পরিত্যাগ করেছি বিনা কারণে, তার কারণ কিছু-না।"

জানালার পর্দার দিকে তাকাল সে। রাত্রির বাতাসে অল্প অল্প কাঁপছে পর্দা। সে ক্লান্ত।

আবার বলল, "কারণ কিছু নেই। সমস্তটা ব্যাপারে আমি ছিলাম বিমূর্ত এক প্রত্যাখ্যান, নেতি একজন। আমার জীবনে মার্সেল এখন আর নেই বটে, কিন্তু বাকী সব তো রয়েছে।"

"কি বলতে চাও ?"

ম্যাথু টেবিলের দিকে অনিশ্চিত সর্বব্যাপী এক ইশারা করল। বলল, "সব কিছু—বাদবাকী সব কিছু।"

দানিয়েলের ফাঁদে আটকে পড়েছে সে। "এই নাকি স্বাধীনতা ? মুক্তি ? কাজটা ও করে ফেলেছে, ফিরে যাওয়ার উপায় নেই আর।

ওর পেছনে অজ্ঞাতনাম আরেক ক্রিয়ার উপস্থিতির অনুভব বিচিত্র তো লাগবেই ওর কাছে। অজ্ঞাতনাম সে কাজকে এখন, বলা চলে, ও বুঝতেই পারছে না আর। সে কাজ তার জীবনকে উলট-পালট করে দিয়েছে। যা কিছু আমি করি, সব আমি কিছুর জন্য করি না। বলা চলে, আমার কাজের ফল কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে। সব কিছু ঘটে, যেন ইচ্ছে করলেই সেই কাজ আবার আমি করতে পারবো। আমি জানি না যে কাজ একবার করে ফেললে আর প্রত্যাহার করা যায় না, সেই কাজ আবার করতে হলে কি দাম আমি দিতে পারবো।"

জোরে জোরে সে বলল, "দুইদিন আগে একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। লোকটা স্পেনের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিল।"

"তাই নাকি ?"

"তাই। তারপর ও চুপসে গিয়েছিল। এখন সে সর্বস্বান্ত।"

"কথাটা কেন বললে ?"

"জানি না। মাথায় এল, তাই।"

"তুমি কি স্পেনে যেতে চাও ?"

"চাই। তবে খুব না।"

ওরা চুপ করল। দানিয়েল সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে দিল, বলল, "আমি এখনকার চেয়ে আরো ছয়মাস বেশি বয়স চাই।"

ম্যাথু বলল, "আমি চাই না। ছয়মাস পরে আমি এখন যা আছি, তাই থাকবো।"

দানিয়েল বলল, "তবে, তার থেকে মনস্তাপটা বিয়োগ হবে।"

উঠে দাঁড়াল দানিয়েল, বলল, "চলো, ক্লারিসে গিয়ে একটু ড্রিঙ্ক করি।"

"না। আজ সন্ধ্যায় আমি মাতাল হতে চাই না। মাতাল হলে কি কি করতে হবে, তা-ই ভাল করে জানি না।"

"রোমাঞ্চকর কিছু করতে হবে না। তাহলে আসছো না ?"

"না। আরেকটু বসবে না ?"

"আমার এখন মদ চাই।"

ম্যাথু বলল, "বিদায়। তোমার সঙ্গে আমার—দেখা হবে শীগগির ?"

দানিয়েল যেন বিব্রত বোধ করল।

"মনে হয় সেটা কঠিন হবে। মার্সেল অবশ্য বলেছে, আমার জীবনে কোন রদবদল ঘটাতে চায় না ও। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিশি ওটা বোধ হয় চাইবে না ও।"

"তাই নাকি ? ঠিক আছে। তাহলে, বিদায়।"

দানিয়েল জবাব দিল না। একটুখানি হাসল। রুক্ষ কণ্ঠে ম্যাথু বলে উঠে, "তুমি আমাকে ঘৃণা করো।"

দানিয়েল এগিয়ে গেল তার কাছে, তার কাঁধে কেমন অদ্ভুত সংশয়-গ্রস্ত ভঙ্গিতে হাত রাখল। বলল, "না। এই মুহূর্তে করছি না।"

"কিন্তু আগামী কাল—"

দানিয়েল মাথা নত করল, জবাব দিল না।

ম্যাথু বলল, "চলি, বিদায়।"

"বিদায়।"

দানিয়েল চলে গেল। জানালার কাছে গিয়ে ম্যাথু পর্দা টেনে দিল। রমণীয় রাত্রি, সুন্দর সুনীল রাত্রি। বাতাস ঝেঁটিয়ে দূর করেছে সব মেঘ, ছাদের উপরে তারার মেলা। ব্যালকনিতে কনুই রেখে সে হাই তুলল। নিচে রাস্তায় একজন লোক নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে। হাইজেন রোড আর ফ্রয়েদেবো রোডের কোণে এসে লোকটা থামল, মাথা উঁচিয়ে তাকাল আকাশের পানে : দানিয়েল। মেইন এভেন্যু থেকে দমকা বাতাসের মতো ভেসে আসছে সঙ্গীতের শব্দ। গাড়ির হেডলাইটের শুভ্র তীর আছড়ে পড়ছে আকাশের বুকে, তারপর একটা চিমনির উপরে কিছুক্ষণ স্থির থেকে পরে ডুব মারছে কোন বাড়ির ছাদের আড়ালে। এ আকাশ গ্রাম্য এক উৎসবের আকাশ, ফিতে আর কাগজের ফুলে সাজানো ঝিলিমিলি, ছুটির গন্ধমাখা, উন্মুক্ত

আকাশের নিচে নাচ-গানে মুখরিত উৎসবের। দানিয়েলকে আর দেখা যাচ্ছে না এবং সে ভাবল: "আমি পড়ে আছি একা।" একা, কিন্তু আগের চেয়ে অধিকতর মুক্ত নয়। গত সন্ধ্যায় আপনমনে সে বলেছিল: "আহা, মার্সেলের অস্তিত্বই যদি না থাকতো!" কিন্তু সেই কথা বলে নিজেকেই প্রবঞ্চিত করেছিল সে। "কেউ হস্তক্ষেপ করে নি আমার স্বাধীনতায়, আমার জীবনই তাকে শুকিয়ে মরুভূমি করে ফেলেছে।" জানালা বন্ধ করে ঘরে এল সে। বাতাসে এখনো জড়ানো আইভিচের গন্ধ। সেই গন্ধে নিঃশ্বাস ভরে আলোড়ন-বিধ্বস্ত দিনটির ঘটনাবলী পর্যালোচনা করল। "মাথা নেই তার, মাথা-ব্যথা, শুধু হৈ-চৈ অকারণে", ভাবল সে। অকারণে: এই জীবন তাকে দেওয়া হয়েছে অকারণে, সে একটা কিছু-না (nothing) এবং তবু সে বদলাবে না: তাকে যেমন বানানো হয়েছে তেমনি আছে সে। জুতো খুলে ইজিচেয়ারের হাতলে বসে রইল মূর্তির মতো, গলায় এখনো লেগে রয়েছে রামের কষ, চিনি-চিনি কটু-স্বাদ। হাই তুলল সে: দিনটা শেষ করেছে সে, শেষ করে দিয়েছে যৌবনের লীলা খেলা। স্বভাবের বিভিন্ন পরীক্ষিত, প্রমাণিত রীতিনীতি ইতিমধ্যেই সাবধানে তাকে জানিয়ে দিয়েছে, খেদমতের জন্য প্রস্তুত তারা: তারা হলো মোহমুক্ত ভোগবাদ, হাস্যময় সহিষ্ণুতা, আলস্য, নিরেট গাম্ভীর্য, সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন মতবাদ—জীবনের ব্যর্থতা রসিক সমঝদারের মতো নিয়ত আস্বাদ করার পথে যেসব সহযোগীরা সাহায্য করে, তারা। জ্যাকেট খুলে রেখে, টাই খুলতে থাকে সে। আবার হাই তুলল সে, আবার বলল নিজেকে উদ্দেশ্য করে: "এটা সত্যি, সত্যিই এটা সত্যি: বিচার-বুদ্ধির বয়স হয়েছে আমার।"